ভূমিকা

[illegible] ও ভাষা সৃষ্টি না করিয়া ভিতর বাহিরের [illegible]
[illegible] অনুগৃহীত [illegible]

অমিয়

সূচি পত্র।

সাঙ্কেতিক।

অধ্যায়	অ	প্রজাগর পর্ব	প্রজা প
আদি পর্ব	আ ০ প	মোক্ষধর্ম	মো
অনুশাসন পর্ব	অনু প	রাজধর্মানুশাসন পর্ব	রাজ প
অশ্বমেধ পর্ব	অশ্ব প	বনপর্ব	ব প
আপদ্ধর্ম পর্ব	আপ ধ প	শান্তি পর্ব	শা।
আশ্রমবাসিক পর্ব	আ প	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	ভ গীতা
উদ্যোগ পর্ব	উ		
মহাভারত	ম।		

অশুদ্ধি শুদ্ধি।

১৬১ পাতে ২ পঙক্তিতে "ধ্বজদণ্ড" স্থানে "ধ্বজ ও ধ্বজদণ্ড" ৯ পঙক্তিতে "ধ্বজদণ্ড' স্থানে "ধ্বজদণ্ড ও ধ্বজ' এবং 'সুষুম্না দণ্ড' স্থানে "সুষুম্নাদণ্ড ও শঙ্খ, ১১ পঙক্তিতে 'সুষুম্না" স্থানে "সুষুম্না" দণ্ড ও সহস্রার," ৩৫৩ পাতে ১১ পঙক্তিতে যোগকর্ম্মীরা স্থানে যোগকর্ম্মাধিকারী পাঠ হইবে অন্যান্য ভ্রম পাঠক নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন

ওঁ

অমিয়।

এক দিবস বেলা চারিটার সময় হিমালয়স্থ কৈলাস শৃঙ্গের পার্শ্বদেশে একটি মধ্যমাকৃতি গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ কোন কণ্টকাবৃত অপ্রশস্ত নির্জ্জন পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন পরে তিনি পূর্ব্বদিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া বিস্মিতভাবে কেবলমাত্র পথ লক্ষ্য করিয়া অতি কষ্টে একটী ঝরণার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হা! তোমার এই মৃদু মধুর অস্ফুট কুলু কুলু ধ্বনিই বল পূর্ব্বক আনিয়া আমাকে এই দুর্গম স্থানে আনিয়া ফেলিল হে জগদীশ্বর, ধন্য তোমার মহিমা, হায় আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আমার কর্ত্তা নহি তথাপি অহঙ্কারে মত্ত হা পিতঃ ধন্য তোমার মায়াময়ী শক্তি, এই কথা বলিতে বলিতে সম্মুখস্থিত প্রস্তরখণ্ডে বসিয়াই তাহার মনে হইল, যে সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব নাই, আমি এই জনশূন্য স্থানে একাকী, এক্ষণে কোথায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করি ক্ষুধায় ও পরিশ্রমে শরীরও ক্লান্ত হইয়াছে, কোন ফলও দেখিতেছি না যে আহার করি যুবক এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন—"তুমি কে? এবং কি নিমিত্তই বা এই জনশূন্য স্থানে বসিয়া আছ?"

[illegible] হঠাৎ [illegible] দেখিতে [illegible]

[illegible]

যুবক [illegible]

[illegible]

[illegible] পারিতেছি না।

[illegible] ঐ [illegible] সম্মুখে দেখ [illegible]

যুবক দেখিলেন সম্মুখে [illegible] দুগ্ধ ও একখণ্ড [illegible] একটী কুঠারিতে প্রবেশ [illegible]

[illegible]বক একটী বিছানায় শয়ন করিলেন। প্রাতে যুবক এই কুঠারি হইতে ঐ কুঠারিতে আসিয়া দেখিলেন যে মহাপুরুষ ধুনির নিকট যোগাসনে বসিয়া আছেন।

মহা[illegible] ধুনি হইতে [illegible] লইয়া হস্তমুখ ধৌত করি[illegible] যুবক গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সমস্ত পর্ব্বত কুয়াশায় আবৃত, কিছুই দেখা যাইতেছে না, গাছের পাতা হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। উত্তরের বাতাসে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল দেখিয়া, যুবক অন্ধকারে অতি সাবধানে শৌচাদি কার্য্য সমাপনান্তে গুহায় প্রবেশ করিয়া, ধুনির নিকট বসিলেন।

মহাপুরুষ একটী মাটির কলসি লইয়া গুহা হইতে বাহির হইবার সময় [illegible] অন্ধকার থাকিতে গুহার বাহিরে যাইও না। [illegible] সূর্য্যদেবের [illegible] কুয়াসা [illegible] গুহায় আলো [illegible], যুবক গুহার বাহিরে আসিয়া সম্মুখস্থিত পর্ব্বতের গায়ে একটী পথ দেখিয়া সেই পথ দিয়া নীচে নামিতে নামিতে গোরু ডাকিতেছে শুনিয়া নিকটে কোথায় আছে বিবেচনায়, যেদিকে গোরু ডাকিতেছিল সেই দিকে কিছু দূর নামিয়া যাইয়া, কতকগুলি নূতন প্রকারের গোরু দেখিতে পাইলেন। গোরুগুলি দেশী গোরুর [illegible] বড়, গায়ে আধ হাত পরিমাণ লম্বা লোম, গাভীর শিং আছে, ষাঁড়ের শিং নাই, লেজ খচ্চরের ন্যায়। ঐ গরুর পালের মধ্যে মহাপুরুষকে গো দোহন করিতে দেখিয়া যুবক তাঁহার নিকটে গেলেন।

মহা[illegible] এই পর্ব্বতে এমন করিয়া একাকী বেড়াইও না, পথ ভুলিয়া গেলে বড় কষ্ট পাইবে। মহাপুরুষ আরও ৫। ৬টি গোরু দোহন করিয়া, রন্ধনের নিমিত্ত কাষ্ঠ আনিয়া একটী

বড় চলার পাছে [illegible] হইবে না [illegible] আসিলেন। স্নানাহারান্তে বিশ্রামের পর উভয়ে গুরু[illegible] সম্মুখে [illegible] আসিয়া বসিল—

মহা। তোমার নাম কি? কি জাতি? জন্মভূমি কোথায়? বাটিতে কে কে আছেন? কোথা হইতে আসিতেছ?

অমি। আমার নাম অমিয়, জাতি ব্রাহ্মণ, জন্মভূমি বর্দ্ধমান, বাটিতে কেহই নাই। আমরা তিন জন বন্ধুতে [illegible] হইতে নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে হরিদ্বারে আসিয়াছিলাম, সেখানে ১০ দিবস থাকার পর, জ্বর হইয়া একটী বন্ধুর মৃত্যু হয়, তাঁহার মৃত্যুতে এ সংসার কিছুই নয় মনে হওয়ায়, অপর বন্ধুর অজ্ঞাতসারে ১ মাস পর্য্যন্ত এই পার্ব্বতীয় দেশে সকল ভ্রমণ করিতে করিতে আজ আপনার চরণে আশ্রয় লইয়াছি।

মহা। এই সকল পর্ব্বতে বড় কষ্ট পাইবা। শরীর নষ্ট হইবে। অপেক্ষা দেশে যাইয়া সংসার আশ্রম করা ভাল।

অমি। একটি বন্ধুর মৃত্যুতেই সংসারের সুখ দুঃখ বিশেষ পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছি। আমাকে আর দেশে যাইতে আদেশ না করিয়া যেই পরমপিতা পরমেশ্বরকে পাইবার উপায় প্রদান করিয়া কৃতার্থ করুন।

মহা। (অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) এ অতি সাধু কথা। আমি তোমাকে যে পথ দেখাইয়া দিব উহা যথার্থ কি না তাহা কি প্রকারে তোমার বিশ্বাস হইবে?

অমি। গুটিকতক প্রশ্নের উত্তর পাইলেই আমার বিশ্বাস হইবে, যদি কৃপা করিয়া অভয় দেন তবে বলি।

মহা। আচ্ছা বল।

অমিয় ১ ধর্ম কি? ২ ধর্মের পথ এক, না বহু? ৩ ধর্মের প্রয়োজন কি? ৪ কিরূপে যজ্ঞদ্বারা ধর্মানুষ্ঠান হয়? ৫ ঈশ্বরের সেবা না করিলে, তিনি মুক্তি দেন না, তবে যাহারা তাঁহার সেবক তাহারা তাঁহার আপন আর যাহারা তাঁহার সেবা করেন না তাহারা তাঁহার পর, ইহা হইলে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হইল? ৬ ঈশ্বর কোথায় আছেন? ৭ আমি কে? ৮ কোথা হইতে আসিয়াছি? ৯ কেন আসিয়াছি? ১০ মৃত্যুর পর কোথায় যাইব?

মহ [illegible] ১ম প্রশ্ন—ধর্ম কি?

উত্তর যাহার অভাবে যাহা থাকে না সেই তাহার ধর্ম।

২য় প্রশ্ন—ধর্মের পথ এক, না বহু?

উত্তর ধর্ম [illegible] বস্তুতে অনন্তরূপে রহিয়াছে। প্রাণী মাত্রেরই ধর্ম এক, তন্মধ্যে মনুষ্য ধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—(১) স্বর্গপ্রাপক স্থূল, (২) ব্রহ্মপ্রাপক সূক্ষ্ম। এই উভয়ের মধ্যে স্বর্গপ্রাপক স্থূল ধর্মের নানা পথ, স্বর্গপ্রাপক স্থূল ধর্ম ব্রহ্মপ্রাপক সূক্ষ্ম ধর্মের অনুকূল, তন্নিমিত্ত উহাও করণীয়। "ধর্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, কোন ধর্মই কাহারও শূন্য নহে। বেদ শাস্ত্রে ব্রহ্মলাভ-[illegible] ও স্বর্গাদিপ্রাপক উভয়বিধ ধর্মই নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে স্বর্গাদিপ্রাপক ধর্ম স্থূল এবং ব্রহ্মপ্রাপক [illegible] ধর্ম সূক্ষ্ম। সূক্ষ্ম ধর্ম নিতান্ত গূঢ় বলিয়া অনেকে তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না।" ম শা [illegible] ।২৬২ অ।

"যে কোন প্রকারে হউক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাচ নিষ্ফল হয় না।" ম শা মো ১৭১ অ।

"[illegible] [illegible]শ্রমের ধর্মের নানা পথ, কিন্তু

[illegible] থাকে, [illegible] [illegible] ১১ অঃ

অমিয়া [illegible] পৃথক ২ [illegible] হইয়াছে, তথায় পৃথক ২ জাতির অর্থাৎ মুসলমান, খৃষ্টান ইত্যাদির পৃথক পৃথক উপাসনা [illegible]।

যথা বর্ণানুসারে জাতিভেদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৪র্থ ১৩ শ্লোকে লেখা আছে, গুণ এবং কর্ম্মানুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।" দেশ ভেদে [illegible] ভেদে জাতিভেদ যদি ঈশ্বরের দেওয়া হইত, তাহা হইলে নেকড়ে বাঘ, চিতাবাঘ, গোবাঘ ও সুন্দরবনের বাঘের মত পৃথক পৃথক জাতীয় অর্থাৎ মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি মনুষ্যের মধ্যে বাঘের ন্যায় পৃথক২ চিহ্ন থাকিত। যখন সৃষ্টি মাত্রেরই এক ধর্ম্ম বলা হইয়াছে, তখন জাতিভেদে ধর্ম্মভেদ হইতে পারে না, আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৩ অধ্যায় ১০ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন "পূর্ব্বে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন" ইহাতেই জানা যাইতেছে যে প্রজা মাত্রেরই এক যজ্ঞ তাই কবির সাহেব বলিয়াছেন এক 'নামনাদে সব জাগ্ [illegible]" অর্থাৎ একটী বচন দ্বারা সমস্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

যেমন পূর্ব্ব মহাসাগরে ভ্রমণ করিবার জন্য [illegible] পশ্চিম সাগরে গমন করা যায় না — [illegible] পারে যে পূর্ব্ব সমুদ্রে জাহাজে চড়িয়া পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আবার সেই পূর্ব্ব সমুদ্রে আসা যায় [illegible] পর্য্যন্ত লোকে পৃথিবীর যে টুকু আবিষ্কার করিয়াছে, সেই টুকু ঘুরিয়া আসা যায় [illegible] কিন্তু যে অসীম মহা-

সাগরের অন্ত নাই, তাহা বুঝিয়া কেমন করিয়া আসিবে উপ বিস্থিত থাকার ন্যায় যে সূর্য্যাদি দেখিতেছ উহার এই পৃথিবী হইতে শত সহস্রগুণে বড়, উহাদের চতুর্দ্দিকে, ভিতরে ও বাহিরে জল, আলোক ও অন্ধকারাদি আছে "ভৃগু কহিলেন তপোধন! আকাশ মণ্ডল অনন্ত রমণীয় ও চতুর্দ্দশ ভুবনে সমাকীর্ণ। চন্দ্র ও সূর্য্য স্ব স্ব রশ্মির উর্দ্ধতন ও অধস্তন গতির পর আর আকাশ নিরীক্ষণ করিতে পারে না, উহাদিগের যে স্থান অপ্রাতক্ষ, তথায় অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী দেবগণ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও অতি দুর্গম অনন্ত নভোমণ্ডলের অন্তঃসীম নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন এই অসীম আকাশে উপর্য্যুপরি যে কত শত স্বয়ংপ্রভ তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেবতা সকল বাস করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই পৃথিবীর পর সমুদ্র, সমুদ্রের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর সলিল, সলিলের পর অগ্নি, ওদিকে আবার রসাতলের পর সলিল, সলিলের পর ভুজগলোক, ভুজগলোকের পর পুনরায় আকাশ, আকাশের পর পুনরায় জল আছে অতএব দেবতারাও আকাশ, অগ্নি বায়ু ও সলিলের অন্ত অবধারণ করিতে পারেন না বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল ও পৃথিবী আকাশ হইতে ভিন্ন নহে লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে ঐ সমুদয় পদার্থকে আকাশ হইতে পৃথক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ঋষিগণ যে বিবিধ শাস্ত্র মধ্যে লোকধারা ও মহাসাগরের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন বিস্তারাদি রূপ প্রমাণ পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত মাত্র সন্দেহ নাই যে বস্তুর চরম সীমা অদৃশ্য ও অগম্য, কোন্ ব্যক্তি তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারে ইত্যাদি" ম শ মো ১৮২ অ

[illegible] ...তে সমর্থ হওয়া [illegible]

[illegible]

[illegible] ...গুলি—কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, [illegible]

তাঁদের অন্তঃ [illegible]

[illegible] পূর্বক [illegible]

[illegible]

সংযমকে অবলম্বন করাই বিধেয়। ঐ সমুদয় অবলম্বন করিলে তেজ পরিবর্দ্ধিত, পাপ নিহত, সংস্কার সমুদায় সুসিদ্ধ এবং বিবিধ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নিষ্পাপ, তেজস্বী, অল্পাহার-নিরত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্তির বাসনা করেন। ফলতঃ কায়, মন ও বাক্যের সংযম, এবং মুক্তত্ব, বিষয়স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, দীনতা, অহঙ্কার, উদ্বেগ এবং গৃহাবস্থানস্পৃহা পরিত্যাগ, এই সমুদায় মোক্ষ লাভের প্রধান উপায়। ম শ মো ২১৪ অ

অমিয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অ ৬৬ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন "সকলধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।" এইতো ভগবান অনেক ধর্ম্মের কথা বলিলেন, তাহার পর তাঁহাকে স্মরণ করা ঐ সকল ধর্ম্ম হইতে পৃথক। এই সকল হইতে ভগবান আর একটী যখন পৃথক মোক্ষধর্ম্ম হইল তখন এক ধর্ম্ম ও এক পথ কি প্রকারে?

মহ। যাহার স্বভাবে যে থাকে না সেই গুণ তাহার ধর্ম্ম হইয়া, তখন সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বলায় ভগবদ্বাক্যের কোন দোষ হয় নাই। এই জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে সকলেরই পৃথক পৃথক ধর্ম্ম আছে, তোমার পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয়েরও পৃথক পৃথক ধর্ম্ম আছে, যেমন চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ ইত্যাদি। এক্ষণে প্রথমতঃ দেখা উচিত ভগবান কে? আত্ম প্রমাণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১০ অ ২০ শ্লোকে ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, হে গুড়াকেশ! সকল ভূতের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মাই আমি; ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে ভগবান্ আত্মা আত্ম

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৮ অ ৫ ও ৬ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন "অন্তকালে আমাকে (আত্মাকে) স্মরণ করিতে করিতে যে দেহত্যাগ করে, সে আমারই ভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই " এই নিমিত্তই আপনাকে (ভগবান্‌কে) জানা আবশ্যক

৪র্থ প্রশ্ন—কিরূপে যজ্ঞ দ্বারা ধর্মানুষ্ঠান হয় ?

উত্তর ধর্মকে সর্ব্বতোভাবে যজন করা যায় তন্নিমিত্ত ধর্মকে যজ্ঞ বলে শ্রীমদ্ভাগবত ■ অ ২৯ শ্লোক "প্রাণ যজ্ঞীয় নাম, মন যজ্ঞীয় যজু ইত্যাদি" ম ভ প যক্ষ যুধিষ্ঠির সংবাদে

৫ম প্রশ্ন—ঈশ্বরের সেবা না করিলে তিনি মুক্তি দেন না, তবে যাহারা তাঁহার সেবক তাহারা তাঁহার আপন, আর যাহারা তাঁহার সেবা করেন না তাহারা তাঁহার পর, ইহা হইলে তাঁহার স্বরূপ তিন্ন দোষ হইল

উত্তর তুমি তোমার সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেবা করা হইল

৬ষ্ঠ প্রশ্ন ঈশ্বর কোথায় আছেন ?

উত্তর ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া মায়া দ্বারা ভূত সকলকে যন্ত্রারূঢ় করিয়া সর্ব্বদা ঘুরাইতেছেন ইহাতেই জানা যাইতেছে, যে ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে আছেন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮ অ ৬১ শ্লোক "জন্ম মৃত্যু রহিত ভগবান্ নারায়ণ এই চরাচর বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়া থাকেন তিনি সর্ব্বভূত মধ্যে দেহ ও জীবস্বরূপে বিরাজিত রহিয়াছেন ; এবং একাদশ ইন্দ্রিয় মনস্বরূপ হইয়া এই জগৎ উপভোগ করিতেছেন ম শা মো ১৮০ অ

৭ম প্রশ্ন –আমি কে ?

উত্তর তুমি [illegible]

৮ম প্রশ্ন কোথা হইতে আসিয়াছ?

উত্তর [illegible] হইতে আসিয়াছি।

৯ম প্রশ্ন কেন আসিয়াছি?

উত্তর কর্মফল ভোগের নিমিত্ত আসিয়াছি।

১০ম প্রশ্ন—মৃত্যুর পর কোথায় যাইব?

উত্তর সেই অব্যক্ত ব্রহ্মে, যেখান হইতে আসিয়াছি। "[illegible] কি তুমি, কি আমি, কি তোমার অনুচরগণ, সকলেই [illegible] পূর্বে [illegible] হইতে ইহলোকে আগমন করিয়াছি, পরিশেষে তাহাদের [illegible] প্রাপ্ত হইবে।" ম. শা. মো. ১৭৪ অ.

অমি মরিতে ভয় হয় কেন?

মহা। লোকে মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে জানিতে না পারিয়া মরিতে ভয় হয়। লোকে যাহাকে মৃত্যু বলে সে কেবল দেহের পরিবর্তন মাত্র। প্রকৃত মৃত্যু (অমরত্ব) হইলে তাহা ভয় হয় না।

অমি সেই অমরত্ব কি? এবং কি প্রকারে উহা লাভ করিতে পারা যায়?

মহা "একমাত্র পুরুষই অবস্থাভেদে মৃত ও অমর হইয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রমাদ মৃত্যু ও অপ্রমাদ অমৃত্যু, এই নিমিত্ত 'মহান্ ব্যক্তির' নিকট [illegible] কহেন, যে প্রমাদ মৃত্যু [illegible] তাহা মোহহীন হইলেই অমর হয়। অসুরগণ প্রমাদ বশতঃ মৃত্যু লাভ ও দেবতাগণ অপ্রমাদ বশতঃ অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই এই উভয়ের একটী প্রাপ্ত হইতে পারে। মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় জন্তুগণকে ভক্ষণ করেন না, এবং মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয়

করা নিতান্ত কঠিন, কেহ কেহ অন্তককে মৃত্যু ও আত্মনিহিত ভ্রম জ্ঞানকেই অমৃত কহিয়া থাকেন, সেই অন্তক পিতৃলোকে রাজশাসন করিতেছেন, তিনি মঙ্গলের মঙ্গল, অমঙ্গলের অমঙ্গল। তাঁহার আদেশানুসারে, ক্রোধ প্রমাদ ও লোভ-স্বরূপ মৃত্যু মনুষ্যগণের হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অহঙ্কার পরতন্ত্র হইয়া কুপথে পদার্পণ করে সে আত্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না, সে বিমোহিত হইয়া ক্রোধাদিরূপ মৃত্যুর বশীভূত ও ইহলোক হইতে অন্তরিত হইয়া বারম্বার নরকে নিপতিত হয়, এবং ইন্দ্রিয়গণও তাহার অনুগমন করে, এই নিমিত্ত মৃত্যু মরণ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভোগোৎপাদক কর্ম্মের ফলোদয় হইলে, তদনুরাগ সম্পন্ন মনুষ্যেরা স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। সুতরাং দেহ নাশ হইলেও মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়ভূত যোগের অনব লম্বন প্রযুক্ত দেহী বিষয় বাসনার বশীভূত হয়, সেই পুরুষের স্বাভাবিক অনিত্য বিষয়ের অনুরাগ ও প্রবৃত্তি, ইন্দ্রিয়গণকে মহামোহে বিমোহিত করে। সেই পুরুষ অলিক বিষয় সংসর্গে প্রতারিত হইয়া নিরন্তরই বিষয়ের সেবা বলিয়া বোধ করে, (অর্থাৎ সেই বিষয়াসক্ত পুরুষ এই জগতের বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিতে না পারিয়া মনোরাজ্য ভোগ করিয়াই তৃপ্তি বোধ করে) আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তির প্রথমতঃ বিষয় চিন্তা, পরে বিষয় প্রাপ্তির অভিলাষ তদনন্তর কোন কারণ বশতঃ ক্রোধ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। ধীর ব্যক্তিরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মচিন্তা নিরত হইয়া, বিষয় বাসনায় সতত অনাদর প্রদর্শন করেন, তিনি বাসনা সকল বিনষ্ট করিতে পারেন, এবং মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। শরীর মধ্যে যে

অন্তরায় হইতেছেন, তিনিই রোগ, ক্রোধ ও মৃত্যুস্বরূপ।
ম উঃ প্রশ্ন প ৪৯ খ

অমিয়। আমি তো এই সকল কথার ভাব বুঝিতে পারিলাম না।

মহা। এই সকল কথার রহস্য কি প্রকারে বুঝিবে? এরূপ বিষয় যদি বলায় বুঝা যাইত, তাহা হইলে কাহারও কিছু অবোধ্য থাকিত না। দেখ স্বর্গ দর্শন করিতে হইলে স্বর্গে যাইতে হয়, অন্যথা বহু স্বর্গ দর্শনের চেষ্টা করিলে যেরূপ স্বর্গ দেখা যায় না, তদ্রূপ কার্যপ্রণালী না জানিয়া, কেবল কথায় উহা কি প্রকারে জানিবে? আজ কথায় তুমি যাহা শ্রবণ করিলে ও অতিশয় আপ্তবাক্য, সামান্য চিত্ত মধ্যে যে প্রকার চিত্তাবেশ সূক্ষ্মতত্ত্বে প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ তুমি শুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা কি প্রকারে সেই স্বর্গ আত্মার কোন রহস্যে প্রবেশ করিবে? প্রথমে উপদেশ লইয়া ক্রিয়া করিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি হইবে, তাহার পর সূক্ষ্ম আপ্তবাক্যের রহস্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিও।

অমিয়। এ অতি আশ্চর্য, যাহা চিন্তা বুঝিতে পারি না, তাহা কেমন করিয়া নির্বোধ ও পাগলের ন্যায় বকিব।

মহা। আশ্চর্য—সত্য তাহার নাম আশ্চর্য, যখন তুমি রেলের গাড়ী ও বার্তাবহ তারের বিষয় কিছুই জানিতে না, তখন তোমার নিকট উহাদের বিষয় বলিলে তুমি আশ্চর্য হইতে, কিন্তু ঐ সকল যখন দেখিলে ও নির্মাণ করিবার উপায় কল শিক্ষা করিলে, তখন তোমার নিকট উহা অন্যান্য বস্তুর ন্যায় অতি সহজ হইল এবং আশ্চর্যও থাকিল না। নির্বোধ—যে নির্বোধ সেই

ভাবে আমি বুদ্ধিমান্, আর যে বুদ্ধিমান সে ভাবে আমি নির্ব্বোধ, কারণ সে জানে যে, সে কোন বস্তুর তত্ত্ব জানে না। (যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাকে পর পর জানিতে জানিতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত জানার নাম তত্ত্বজ্ঞান) পাগল—মত বিরোধীর নাম পাগল। যে তোমার মতের নয় সে তোমার নিকট এবং তুমিও তাহার নিকট পাগল। যে তিনটী কথা অর্থাৎ নির্ব্বোধ, পাগল, ও আশ্চর্য্য, এতিনটি তোমাদের মত সাংসারিক বুদ্ধিমান্ মাত্রেরই রহিয়াছে।

অমিয়। কেমন করিয়া?

মহা। তোমাদের মতে, পাগল যেমন অসময়ে কাঁদে, হাঁসে, অসংলগ্ন বাক্য বলে ও কার্য্য করে, তদ্রূপ এই জগতের বুদ্ধিমান মনুষ্য মাত্রেই, আপনাকে না জানিয়া অস্থানের সহিত পাগল ও নির্ব্বোধের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করিতেছে।

অমিয়। লোক আপনাকে না জানিয়া ও প্রকার করে কেন?

মহা। "কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য," ও অহঙ্কার শাস্ত্রে অস্ত্র বলিয়া উদাহৃত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐ সকল অস্ত্রে আহত হইয়ে, উন্মত্ত ও অচেতন হইয়া কখন শয়ন, কখন ক্রন্দন, কখন বমন, কখন মলত্যাগ, কখন রোদন, কখন বা হাস্য করিয়া থাকে।

অমিয়। যদি জগৎ ক্ষেপিয়া থাকে, তবে তাহার মধ্যে ২।৪ টি সাধুপুরুষ থাকা না থাকা সমান।

মহা। যাঁহারা প্রকৃত ভাললোক সত্ত্বগুণের দ্বারা তাঁহাদিগের জীবে দয়া একটি গুণ হয়, ঐ দয়াগুণে তাঁহাদিগের

দেয় তোমরা কর্ত্তা, গৃহস্থ হইয়াও যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই উঁহারা করিয়া থাকেন।

অমিয়। লোক কি বলে জান? লোকের কথায় কান দিও না, তাহারা সাধুদিগকেও পাগল মনে করে। আর এই পাগলা দেশের মধ্যে ২।১টি সাধুলোক থাকাই শ্রেয়ঃ না ভাবি কি।

মহা। একটি পুকুরে যদি ২০।৩০টি ছেলে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ ডুবিয়া যায়, কেবল ২।৩টি মাত্র জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে, সেই সময়ে তুমি যদি ঐ পুকুরের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে উহাদিগের চীৎকার শুনিতে পাও, তাহা হইলে তুমি তখন কি কর?

অমিয়। আমি তাড়াতাড়ি উহাদের মধ্যে যে কয়েকটীকে পারি, ধরিয়া তুলে টানিয়া আনি।

মহা। যখন সকলেই ডুবিতেছে তখন ২।১টিকে বাঁচাইবার চেষ্টা কর কেন?

অমিয়। যেটিকে বাঁচাইতে পারি সেইটিই লাভ।

মহা। এইরূপ সাধারণ সাধুদের মনে হয়, পৃথিবীর সকলেই মরিতেছে, তার মধ্যে যে ২।৪টি বাঁচে তাহাই মঙ্গল, এই মনে হওয়ায় সাধুরা অযাচিত হইয়াও সংসারী মনুষ্যের নিমিত্ত উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই জন্য এই সংসার সমুদ্রের মধ্যে ২।৪টি সাধু পুরুষ থাকা আবশ্যক।

অমিয়। কিরূপভাবে সাধুকে চেনা যায়?

মহা। 'ভগবানের ভাব সর্ব্বদা চরিত্র দ্বারা ভক্তি ও ব্যবহার দ্বারা সাধুকে অনুমান করা যায়, এবং তাঁরা উপস্থিত হইলে

খু। অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে ধীর ও আপদ্‌কালে সুহৃৎ ও মিত্রের পরিচয় হইয়া থাকে ' ম উ প্রজা প। ৩৪ অ

অমিয় সাধু সঙ্গে কি লাভ হয় ?

মহা সাধু সঙ্গে জ্ঞান লাভ হয়, অর্থাৎ সাধুর উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিলে মনের অজ্ঞানতা নাশ হইয়া মন স্বচ্ছ হয় মন স্বচ্ছ হইলে, মন জীবের ও জীব ব্রহ্মের আভায় আভাবিশিষ্ট হয় সূর্য্যরশ্মি কেবল স্বচ্ছ বস্তুর নিম্নস্থ বস্তুকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু সাধু অন্তের মনের মলিনতা পর্য্যন্ত দূর করিয়া হৃদয়ে আত্ম-জ্যোতি প্রকাশ করিয়া দেন

অমিয় চরিত্র দ্বারা ভদ্র জ্ঞান হয় বলিলেন, এক্ষণে সেই চরিত্র কি, এবং কি উপায়ে উহা লাভ করা যায় ?

মহ এবিষয়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুন,—"কায়মনোবাক্যে কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করা, এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই, সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে পুরুষকার দ্বারা কাহারও হিতসাধন না হয়, এবং যাহা দ্বারা জন-সমাজে লজ্জা প্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না, যে কার্য্যদ্বারা জন-সমাজে শ্লাঘনীয় হওয়া যায়, সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, এই আমি সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতা লাভের উপায় নির্দ্দেশ করিলাম " ম রাজ ধ প ১২৪ অ

দেখ দুরাত্মারা মহাদেবকেও পাগল বলে

অমিয়। দুরাত্মা কাহারা ?

মহা যাহার মনে করে এক প্রকার, মুখে বলে আর

এক প্রকার, এবং [illegible] করে [illegible] প্রকার, তাহারাই দুরাত্মা। যাহারা অগ্রে [illegible] হইলে দূরে [illegible], [illegible] হইতে [illegible]।

অমিয়। সুখ ও দুঃখ কাহাকে বলে?

সত্য। সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্। এতৎ বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ॥

সকলই আপনার বশ থাকাই সুখ, এবং পরবশ হওয়াই দুঃখ, সংক্ষেপে এই সুখ দুঃখের লক্ষণ জানিও।

অমিয়। সংসারে কে বুদ্ধিমান্ কাহারা?

সত্য। যাহারা, একটি বনের পাখী ধরিয়া, আপনার [illegible] সহিত রাখে, আর ঐ পাখীটি উড়িয়া বা পলাইয়া গেলে, [illegible] করে, [illegible] কিছু [illegible] ও বাটীর [illegible] দয়া করিয়া এক মুষ্টি অন্ন দিয়া [illegible] প্রতিশোধ করে, এবং বন্ধুগণের নিকট সেই বলিয়া পাঠাইয়া প্রকাশ করে যে, এই বুড়ো [illegible] দিন না মরিতেছে তত দিন আমার আর নিস্তার নাই, আর স্ত্রীকে [illegible] দেবীর ন্যায় পূজা করে, এমন [illegible] বুদ্ধিমান্ হইতে যত দূরে থাকিবে তত সুখী হইবে, কারণ উহারা উপহাসের যোগ্য ও অবিশ্বাসী।

অমিয়। উহারা কি কারণে উপহাসাস্পদ আর উহাদিগকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না কেন?

সত্য। অন্যকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া নিন্দা করা যায়, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করা বিধেয় নহে। যাহারা করে, তাহারা নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ [illegible] 'ভীরু [illegible]', মিথ্যাবাদী সর্ব্বভোজী ব্রাহ্মণ, চৌর্য্যনিন্দক বৈদ্য, অলস শূদ্র, অসচ্চরিত্র বিদ্বান অহঙ্কারযুক্ত কুলীন বা [illegible] স্ত্রী, [illegible] যোদ্ধা,

মূর্খ বক্তা, এবং লজ্জাবিহীন বা প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য নরপতি, সকলেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। শা। মো। ২৯১ অ।

চোর পরস্ব অপহরণ করে, সেই অপহৃত দ্রব্য অন্যে লইলে, সে রাজদ্বারে উপস্থিত হয়, সে সময়েও স্বধনসন্তুষ্ট ব্যক্তিদিগের ধন ও রাজমুকুট হরণ করিতে যখন তাহার স্পৃহা জন্মে, তখন তাহাকে কিপ্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

অমিয়। অসচ্চরিত্র বিদ্বানেরা যখন ঋষিবাক্য উপদেশ করেন, তখন তাঁহারা কিপ্রকারে উপহাসাস্পদ।

মহ। বানরের গলায় যেরূপ মুক্তার মালা শোভা পায় না, তদ্রূপ অসচ্চরিত্র বিদ্বানের মুখে শাস্ত্রের উপদেশ সকল শোভা পায় না। অসচ্চরিত্র বিদ্বানেরা বলে, আমি যাহা করি তাহা করিও না, আমি যাহা বলি তাহ কর, অসচ্চরিত্র বিদ্বান ব্যক্তির শিষ্যেরা ঐ অসচ্চরিত্র গুরুর নিকট থাকিয়া, সেবা ও অনুকরণ করিয়া তাহার ন্যায় অসচ্চরিত্র হইয়া, তাহার শিষ্য সকলকেও ঐরূপ উপদেশ দেয়, এইরূপে শিষ্যপরম্পরা লোক হিতকর ঋষিবাক্য সকল কার্য্যে পরিণত না হইয়া মুখে মুখে থাকে, আরো নিজের কুৎসিত কর্ম্মের পোষকতার নিমিত্ত শাস্ত্রের বিপরীত অর্থও করিয়া থাকে। এই সকল কারণে, অসচ্চরিত্র বিদ্বান উপহাসাস্পদ। যখন আমার নিকট পথ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তখন তর্ক না করিয়া, আমার নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া যাইয়া দেখ, যদি ফল না পাও, তবে সে মিথ্যা পথ ত্যাগ করিও।

সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া মহাপুরুষ গুহা হইতে অগ্নি লইয়া গোরুর নিকট যাইয়া, সাঁজালে অগ্নি দিয়া, গোরু

আনন্দ উপভোগ করিবে বলিয়া, অমরের সহিত একত্র মিলিয়া আসিতে আসিতে, বলিলেন পাখি তোমার কি ক্ষুধা পাইয়াছে?

পাখি ... না

মতা দিবসে মধ্যে ক্ষুধা পাইবে তখন এই পুষ্প দিবেন জানে। যাইবা, যে সকল গাছের ফল পাখির খাদ্য তাহারাই থাকে, অন্য স্থানে থাকে না। উহাদের মধ্যে কতক জাতি বিষ ও সে কতকগুলি খাইবার উপযুক্ত নহে। সখী সন্ধ্যাকালে উভয়ে শুইয়া পড়েন। কখন আকাশেতে স্বপ্ন বিছানায় শয়ন করিলেন। সে রাত্রে অমর যে বিছানায় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন, আজ সেই বিছানায় শয়ন করিয় কোন চিন্তায় আছি—ঈশ্বর, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে, আমার মধ্যে ঈশ্বর, অথচ আমি দেখিতে পাইতেছি না, আমি স্বয়ংই যখন ঈশ্বর, তখন তাহার বাহির ভিতর বাহির কি? না, না, ইহাও বা কি প্রকারে সম্ভবে, কারণ মৃত্যু হইলে এ দেহ পড়িয়া থাকিবে, তখন মৃত্যু কাহার? আমি একটী পৃথক বস্তু এই দেহের মধ্যে আছি, যে চলিয়া গেলে, এ দেহ পড়িয়া থাকিবে, সে আমি কে? আমাকে দেখিতে পাইতেছি না; তবে এই দেহের মধ্য হইতেই বা কে আমি আমি বলিতেছে। এ দেহের মধ্যে অবশ্যই কেহ না কিছু আছে, যাহা আমি জানি না কেন জানি না, কেবল বলিতে শুনি বুঝিতেছি জানিতে পারিতেছি না। কি আশ্চর্য্য! বক্তার মুখেত শুনিলাম যে, এ কথা তো কখনই মনে ভাবি নাই। প্রভু বলিয়াছেন, উপদেশ গ্রহণ করিয়া ক্রিয়া করিলেই জানিতে পারিব। এখন যাহাতে উপদেশ পাই, তাহা করিতে হইবে। অমিয় এইরূপ চিন্তায়

রাত্রি অতিবাহিত করিয়া,প্রভু যে গোরুর স্থান পরিষ্কার করিয়া ও কাষ্ঠ রাখিয়া যখন গুহায় ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন মহাপুরুষের সহিত পথে দেখা হইল

মহা কোথা গিয়াছিলে ?

অমিয় গোরুর স্থান পরিষ্কার করিতে গিয়াছিলাম

অমিয় পুনর্ব্বার মহাপুরুষের সহিত গোরুর নিকট যাইলেন

মহাপুরুষ গোদোহন করিয়া গুহায় আসিয়া স্নান, আহার বিশ্রামান্তে, উভয়ে গুহার বাহিরের প্রস্তরে বসিলেন

মহা অমিয় তুমি কেমন আছ ?

অমিয় (করযোড়ে) শরীর ভাল আছে, কিন্তু আমার মনের গ্লানি দূর হইতেছে না

মহা তোমার মনের গ্লানি কি ?

অমিয় আমি কে তাহা না জানাই একমাত্র আমার মনের গ্লানি

মহা তুমি কে তাহা কি তুমি নিতান্তই জানিতে চাহ ?

অমিয় হাঁ, প্রভু, আমার মনের গ্লানি দূর করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন

মহা। কিছুদিন পরে তুমি কে তাহা জানিতে পারিবে

অমিয়। (মহাপুরুষের চরণে ধরিয়া) প্রভো! আমি নরাধম বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিবেন না

মহা ব্যস্ত হইও না

অমিয় যদি অদৃষ্ট আমার মৃত্যু হয় তবে এ শরীরে আমি কে তাহা বোধ করিতে পারিলাম না

মহা সে তোমার ভাগ্য। অমিয় প্রণয় বড় সহজ,

কিন্তু পথের যাওয়া বড় কঠিন, যে মহাত্মা সাধুত্ব প্রদর্শন করে তাহার নিকট পো... দিয়া থাকে তাহা কি তুমি জানিবে?

অমিয়। আমি সাধুর নিকট হইতে

মহা। আছে, এবং আমিই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি; কিন্তু আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

অমিয়। আপনার কথায় আমার বিশ্বাস আছে।

মহা। ও কোন কাজের কথা নহে। দেখ খ্রীষ্টধর্ম শাস্ত্রে যেরূপ মুক্তির উপায় সকল লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে লোকে যাহাতে দুষ্ট লোকের প্রতারণাজালে পড়িয়া কষ্ট না পায়, তন্নিমিত্ত প্রকৃত সাধুর লক্ষণ সকলও লিখিয়া গিয়াছেন। দেখ যেমন রাজ্য শাসন কার্য্যে লোকে সেই প্রভুর নিকট হইতে একখানি নিদর্শনপত্র পায়। যাহাদ্বারা তাহার প্রভুর অধিকারস্থ লোকের নিকট সে পরিচিত হয়; তদ্রূপ যিনি সমস্ত বাসনা বর্জ্জিত ঈশ্বরের সেবা করেন, তাঁহার নিদর্শন পত্র, কাগজে লেখা নহে হইয়া শরীরে অঙ্কিত, যাহা দ্বারা তিনি ঈশ্বরের সেবক মানবের নিকট পরিচিত হন। শিবে যোগীরাজ খেচরী মুদ্রা লেখিয়াছেন যথা তত্র —

মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং
বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনানিরোধনং
দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং
সা এব মুদ্রা বিচরন্তি খেচরী॥

বিনা অবলম্বনে মন স্থির, বিনা অবরোধনে বায়ু স্থির, কোন দিকে অবলোকন করিতেছি না অথচ চক্ষে পলক পড়ি-

তেছে না। (আরো চক্ষের পলক পড়ে না যে ছেব? যে নেশা করে, নেশা থাকিতে প্রায়ই চক্ষের পলক পড়ে না। গর্ভাবস্থায় যে স্ত্রীলোক অধিক মাংস ভক্ষণ করে, সেই স্ত্রীলোকের সন্তান বড় হইলে তাহার চক্ষের পলক কম পড়ে। আর বালক প্রভৃতিরও মন স্থির থাকা নিমিত্ত পলক কম পড়িয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে উপায়ে সাধুকে চিনিতে পারা যায় তাহাও দেখাইয়া দিলেন) এই খেচরী মুদ্রা (চিহ্ন) যাহাতে আছে তিনি যোগী, তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত। ঘড়ির প্যাণ্ডুলম্ স্থির থাকিলে যেরূপে ঘড়ির কাঁটা চলে না, তদ্রূপ শ্বাস স্থির থাকিলে চক্ষুর পলক পড়ে না। আরো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৫ অ ২৭ ২৮ শ্লোকে দেখ আছে—বাহিরের বায়ু বাহিরে রহিয়াছে, ভিতরে যাইতেছে না, ভ্রূর মধ্যে দৃষ্টি রহিয়াছে, লোক ভাবিতেছে, যে যোগী তাহার দিকে তাকাইতেছেন (কিন্তু যোগীর দৃষ্টি উন্মুখীতে), প্রাণ ও অপানকে সমান করাতে বায়ু নাকের ভিতর ভিতর আসা যাওয়া করিতেছে, অর্থাৎ বাহিরের শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইয়া নাকের ভিতর ভিতর চলিতেছে। এই যোগীর লক্ষণ সকল দেখাইয়া, সেই স্থানেই অমিয়কে আমি কে, তাহা দেখাইয়া দিলেন, ("গুরু দেহতে পংকৃমে দে লখায়", গুরু দেনতো নিরেখ সদো দেখায়ে দেন—কবির সাহেব) (অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ—তন্ত্র)—অখণ্ড মণ্ডলাকার, যিনি এই চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সেই পরমপদ যিনি দেখাইয়া দেন, সেই গুরুকে নমস্কার।

অমিয় যেখানে সর্ব্বতোভাবে লক্ষণাক্রান্ত সৎগুরু কিম্বা

গুরুর (যিনি সচ্চিদানন্দে [illegible] হইয়া [illegible]) সম্ভাব, লোককে সেখানে কি করিবে ?

মহা — সেখানে প্রত্যেক বিদ্বানের (যে প্রাচীন ব্যক্তি শাস্ত্র বিধি অনুসারে ব্রহ্ম বিদ্যা জানে) নিকট উপদেশ লইবে কিন্তু তাহার সেবা বা শুশ্রূষা কিছুই করিবে না। তবে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে তাহাদের [illegible] গুরু সদৃশ করিবে

শাস্ত্রে বলিয়াছে — শ্রদ্ধাবান পুরুষ নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট বিদ্যা (ব্রহ্ম বিদ্যা) গ্রহণ করিবে, অপবিত্র স্থান হইতেও অবিচারিত মনে স্বর্ণ গ্রহণ করা কর্তব্য, নীচকুল হইতেও স্ত্রী-রত্ন গ্রহণ এবং বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ [illegible] মনু [illegible] শা। অপ ১৬৫ শ্লো

এই নিমিত্ত আমি দেখিতেছি [illegible], যেহেতু [illegible] উপাসনা করিতেছি [illegible] স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবগণ অগ্নিস্বামীদিগে বেদাধ্যয়ন করাইয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধে গমন করেন। ঐ যুদ্ধে বহুকাল অতীত হইয়াছে, বেদ তাঁহাদের স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হয়। তখন তাঁহারা [illegible] অগ্নিস্বামীদিগের নিকট পুনরায় বেদাধ্যয়ন করেন। দেবগণ অগ্নিস্বামীদিগের নিকট বেদাধ্যয়ন করাতে অগ্নিস্বামীদিগকে দেবগণে [illegible] পুত্র ও শিষ্য [illegible] ম [illegible] অ [illegible] শ্লো

অমিয় ভ্রান্তি হইয়া [illegible] এক দেশ দেখিয়াছে, অন্যকে গুরুর চরণ বুঝিয়া, আর এক দেশ হইতে স্বাধীন হইয়া রহিলেন

মহা — তোমার মধ্যে ভ্রান্তি যাহা দেখিলে তাহাই প্রশ্ন এখন

গাব তোমার মধ্যে আমি আমি যিনি বলিতেছেন তিনিই তুমি। এক্ষণে সর্ব্বদা তুমি তোমাতে থাকিয় সমস্ত কার্য্য করিয়া চল, তাহা হইলেই তুমি তোমাকে মুক্ত করিবে যেরূপ সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ তদ্রূপ সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তুর মধ্যে আত্মাই শ্রেষ্ঠ, তন্নিমিত্ত সর্ব্বদা আত্মাকে জান।

অমিয় জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে প্রাণ ও জ্ঞাতব্য বস্তুর মধ্যে আত্মা কি নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ?

মহা "প্রাণ ভূতগণের আত্ম, সনাতন পুরুষ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপাদি বিষয়স্বরূপ" ম। শা মো। ১৮৫ অ।

"সকলেরই ইহলোকে ও পরলোকে ভয় হীন হইবার নিমিত্ত অধ্যাত্মে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য।" ম শা মো। ১৮৯ অ

অমিয় মুক্তি কাহাকে বলে?

মহা গুণাতীত হওয়ার নাম মুক্তি, যে যত গুণাতীত হইবে, তদনুসারে মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইবে

অমিয় এই ক্রিয়া দ্বারা কি প্রকারে মুক্তি হয়?

মহা এই ক্রিয়া দ্বারা "জীবাত্মা নিষ্কাম হইয়া পরমাত্মার অভিমুখীন হয়, তখন এই প্রকৃতপথ পাইয় অন্যান্য পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করে" ১ উ প্রশ্ন প ৪১ অ

"মনুষ্য বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবৃত্তিশূন্য হইয়া সমাধি বলে স্থূলশরীর মুক্ত হইলে সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকে, এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ভোগনিস্পৃহ হইলে প্রকৃতিতে লীন হয়, আর যে ব্যক্তি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীর মুক্ত হইতে পারে তাহার সদ্যোমুক্তি লাভ হইয়া থাকে" ম শা মো ২১৭ অ

অমিয় কেবল ক্রিয়া করিলেই কি মুক্তি হয়?

মহা। ক্রিয়া করা, "ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ত্যাগ ও তপানুষ্ঠান [illegible] ওর আধার।" ম উ ৫৬ [illegible] ৪১ অ

অমিয় বাহ্যিক এবাদিন কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করা যায়?

মহা [illegible] গাঁহস্থ্য, ভস্ম ও গোময়ের যাগাদিতে [illegible] নিক্ষেপ করিবামাত্র উহা কদাপি সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ হয় না, উহাতে যেমন অগ্নিকণা অনেক কাল [illegible] থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমশঃ বশীভূত করা কর্তব্য।" ম শা মো ১৯৫ অ

অমিয় এক জন্মের তপস্যায় কি সমস্ত দোষ নষ্ট হয়?

মহা না "যেমন তিল [illegible] আদিতে একবার উষ্ণ [illegible] প্রদান করিলে উহার গন্ধ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ এক জন্মের অতি অল্প সৎকর্ম দ্বারা সমুদায় দোষ দূরীকৃত হয় না" ম শা মো ২৮০ অ

সূর্যদেব ক্রমে অস্তে যাইতেছেন দেখিয়া, অমিয় [illegible] লোকের নিকট অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি দিলেন। [illegible] হইতে [illegible] আনিয়া আহারান্তে গুরু [illegible] নিয়ম ও ক্রিয়া [illegible] অভ্যাসে রত হইয়া অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া [illegible] ন্বিত হইতে লাগিলেন

মহা অমিয়, রাত্রি অনেক হইয়াছে নিদ্রা যাও, এক দিনে অত পরিশ্রম করা উচিত নহে। শ্রীভগবদ্গীতায় ৬ অ ২৫ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, - স্থিরবুদ্ধি দ্বারা আত্মাতে মনকে সম্যক্‌ প্রকারে স্থাপন করিয়া অল্পে অল্পে উপরত হইবে, অর্থাৎ আত্মাতে মন রাখিয়া ক্রিয়া করিবে; করিতে করিতে তাহা বুঝিতে

ধারণা করিয়া আস্তে আস্তে ক্রিয়া বাড়াইবে, অন্য কিছু চিন্তা করিবে না।

তাহার গুরু তখনকার নিদ্রা গেলেন পর দিবস অপরাহ্নে গুরু শিষ্যে প্রস্তরে বসিলে—

মহা। গত রাত্রির ক্রিয়ার সম্বাদ বল ?

অমিয়। ক্রিয়া করিবার সময় যে সকল রূপদর্শন হইয়াছিল তাহা বলিলেন আমাতে যে এই চরাচর সূক্ষ্ম ভাবে আছে, তাহা কি কেবল এই বিদ্যা প্রভাবেই জানিতে পারা যায় ?—

মহা। হাঁ, এই একমাত্র অধ্যাত্ম বিদ্যা প্রভাবেই জানিতে পারা যায়। ইহা সর্ব্বদা অভ্যাস করা তোমার কর্ত্তব্য, এই বিদ্যা অভ্যাসে পণ্ডিত, আর কেবল শাস্ত্র পাঠে মূর্খ হয়।

অমিয়। এই অধ্যাত্ম বিদ্যা কত প্রকার ?

মহা। এই অধ্যাত্ম বিদ্যা এক প্রকার। ইহার দুইটি প্রধান দ্বার, (১) সাঙ্খ্য যোগ, (২) কর্ম্ম যোগ। ঐই কর্ম্ম যোগের অনেক দ্বার আছে, তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত ৮ প্রকার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ—

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা
ভস্ত্রিকা ভ্রামরী মূর্চ্ছা কেবলী চাষ্টকুম্ভকা। —তন্ত্র।

"ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার।" ম। ভা। শা। মো। ১০৪ অ

"ভগবান্ নারায়ণ প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ স্পষ্টাভিধানে এই মোক্ষের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।" ম। শা। মো। ২১৭ অ।

অমিয়। কেবল শাস্ত্রপাঠে মূর্খ হয় বলিলেন, কিন্তু

সেখেতো কেবল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াই অদ্বিতীয় পণ্ডিত [illegible] হওয়া [illegible] বসিয়াছেন

যাহা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ভাষা ও শব্দ তত্ত্ব উদ্ভাবন অধ্যয়ন না করিয়া, কেবল মাত্র শব্দ পাঠে জ্ঞান হয় না।

তবে অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করা। আর [illegible] সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা হয় বটে, তাহাতে ধর্মের বিষয় [illegible] কোন উন্নতি হয় না বরং অবনতিই হয়

“যাহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই অথচ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন, তাহাদিগকে অবশ্যই নরক দুঃখ ভোগ করিতে হয় [illegible] সদসদ্বিবেচনাবিহীন পণ্ডিত মূর্খেরা [illegible] [illegible] অবমাননা করিয়া [illegible] [illegible] পরমানন্দে সুখে কালহরণ করিয়া থাকে” [illegible] ১৪ [illegible]

‘যাহারা বেদ ও স্মৃতি অভ্যাস করিয়াছে, কোন সন্দেহ নাই, গ্রন্থ অভ্যাসে তৎপর কিন্তু বেদের যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাহাদের সে অভ্যাস [illegible]

“যাহারা সাঙ্গ বেদ অধ্যয়নে রত থাকে, অথচ আকাশাদি মহাভূত সকলের সৃষ্টি সংহার কর্তা [illegible] পরমাত্মাকে অবগত হইতে না পারে, তাহাদের বেদ অধ্যয়ন বিড়ম্বনা মাত্র [illegible] [illegible] [illegible] মন্থন করিলে তাহা হইতে [illegible] উৎপন্ন হয় না, [illegible] [illegible] পদার্থ [illegible] থাকে [illegible] বেদ [illegible] অভ্যাস করিয়া প্রকৃত পরমাত্মাকে জানিতে না পারে, সে মূঢ় ও তাহার জ্ঞানোপার্জ্জন [illegible] [illegible] যো ৩১৯ অ

অমিয়   আপ্ত কাহারা এবং তাঁহাদিগের লক্ষণ কি ?

মহ   "রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তা স্তপোজ্ঞানবলেন যে

যেষাম্ ত্রৈকালমমলং জ্ঞানমব্যাহতং সদা

আপ্তাঃ, শিষ্টাঃ বিবুদ্ধাস্তে, তেষাম্ বাক্যমসংশয়ম্

সত্যং বক্ষ্যন্তি তে, কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ   চরক

যাঁহারা তপস্য ও জ্ঞানবলে রজ ও তমোগুণ হইতে নিঃশেষরূপে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের সদা তিনকালই মলশূন্য জ্ঞান রহিয়াছে, তাঁহারাই আপ্ত শিষ্ট, ও বিশিষ্টরূপে বুদ্ধিমান, তাঁহাদের বাক্যে সংশয় করা উচিত নহে   তাঁহারা সত্যই বলেন, অসত্য জন্মায় যে রজ ও তমোগুণ হইতে, তাহা তাঁহাদিগের নাই

অমিয়   তপস্যা কাহাকে বলে ?

মহা   কূটস্থে থাকার নাম তপস্যা   তপস্য অনেক প্রকার, "তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীরিক তপস্যা এবং বাক্য ও মনের সংযম করাই মানসিক তপস্যা " ম শা মো ২১৭ অ

"অনশন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্য   অনশন, অহিংসা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট " ম শা তাপ ধ প ১৬১ অ

অমিয়   তপস্যা যাগ-যজ্ঞাদি হইতেও কি শ্রেষ্ঠ ?

মহা   "তপস্যাই সকলের মূল   তপঃপ্রভাবেই সিদ্ধগণ ত্রিলোক নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হন, আশ্রম সমুদয়ে যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে সমুদয় ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে তৎসমুদয়ের ফল অপেক্ষা কারণ সে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মাপেক্ষ প্রবল নহে, পর-

যোগে উহার ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু জপপরায়ণ ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও ব্রহ্মলোকেই ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।" ম শা মো ১৭৪ অ

অমিয়। তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া কি পরমাত্মাকে দর্শন করিতে পারেন?

মহা। তাহা না হইলে পূর্বে কি কোথাও আর কি ঋষি হইয়াছিলেন? "তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া সেই পরমাত্মাকে সন্দর্শন করিতে পারেন।" ম উ ৫৪। প ৪২ অ

অমিয়। তপস্যার মূল কি?

মহা। "মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহই তপস্যার মূল।" ম শা মো ২৩২ অ।

অমিয়। তপস্যার ফল কি?

মহা। "সুখ।" ম শা মো ২৯৬ অ

অমিয়। ঐ সুখ কি?

মহা। ঐ সুখ দ্বিবিধ সুখ। "দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদনজনিত সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর; ঐ সুখ হইতেই ভবানল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মসুখ চিরস্থায়ী।" ম শা মো ২৯৬ অ

"অজ্ঞব্যক্তিরা এই মানব দেহ উপবাসাদিকে যে তপস্যা বলিয়া গ্রহণ করে, সাধুদিগের মতে সে তপস্যা নহে। উহাতে আত্মজ্ঞানের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। ত্যাগ ও নম্রতাই উৎকৃষ্ট তপস্যা।" ম শা মো ২২১ অ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৭ অ। ৫ ৬ শ্লোকেও এ বিষয় লেখা আছে

অমিয় উপবাস তপস্যা নহে, আবার অনশনই উৎকৃষ্ট তপস্যা, এই বিরোধী বাক্যের অর্থ বুঝিলাম না ?

মহা। "যুধিষ্ঠির কহিলেন—ব্রাহ্মণ কিরূপ অনুষ্ঠান করিলে উপবাসী, ব্রহ্মচারী, বিঘসাশী ইত্যাদি হইতে পারেন ? ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ ! যে ব্রাহ্মণ দিবসে একবার, ও রাত্রি কালে একবার, এই দুই বার মাত্র আহার করেন, তদ্ব্যতীত দিবা মধ্যে আর আহার করেন না; তাঁহাকে সতত উপবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যিনি সত্যবাদী ও জ্ঞান নিষ্ঠ হন, এবং কেবল ঋতুকালে ভার্য্যা সম্ভোগ করেন তিনিই ব্রহ্মচারী যিনি বৃথামাংস ভক্ষণ করেন না তাঁহাকেই অমাংসাশী বলা যায়. যিনি সতত দানশীল ও পবিত্রভাব সম্পন্ন এবং কদাচ দিবসে. নিদ্রিত না হন তিনি নিদ্রাত্যাগী" ইত্যাদি ম শা মো ২২১ অ

পণ্ডিতেরা পোষ্যবর্গের ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষ্যের নাম বিঘস, ও যজ্ঞাবশিষ্ট ভক্ষের নাম অমৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ম শা মো ২৪৩ অ .

. এই সকল তো বাহিরের সদাচারের অর্থ, এইরূপ ভিতরের অর্থ সকলও আছে উপরোক্ত প্রকারে শাস্ত্রের রহস্য গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ও নিজে করিয়া না দেখিয়া কেবল শাস্ত্র পাঠে কিছুই লাভ হয় না

অমিয় শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?

মহা "শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে" ম রাজ ধ প ১২০ অ।

প্রশ্ন — এই সকল শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণের নাম কি?

উত্তর — ন্যায়, যোগ, সাংখ্য, বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্র বর্তমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে মহর্ষি কপিল সাংখ্য, পতঞ্জলি মুনি যোগ, [illegible] বেদে, [illegible] পাণ্ডিত্য [illegible], এবং [illegible] সম্বন্ধে [illegible] পড়েন না, এই সকল শাস্ত্র আলোচিত [illegible] [illegible] না [illegible] দিয়াছেন, বেদ বিভাগ নিমিত্ত [illegible] নানাপ্রকার [illegible] উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনিই দ্বাপরে বেদ বিভাগ [illegible] বেদব্যাস নামে খ্যাত হয়েন। [illegible] ৩৫০ অ।

অমিয় — জ্ঞান কাহাকে বলে?

উত্তর — "তত্ত্বার্থোপলব্ধি জ্ঞান।" [illegible] মুক্তি সাধনে।

অমিয় — জ্ঞান কি হইতে উৎপন্ন?

উত্তর — 'জ্ঞান [illegible] হইতে উৎপন্ন' [illegible] ২০৫ অ।

অমিয় — জ্ঞান কাহার [illegible]?

উত্তর — জ্ঞান [illegible] জ্ঞানেন্দ্রিয়ের [illegible] হইলে [illegible] বুদ্ধির [illegible] হয়, [illegible] যুক্ত [illegible] হইলে [illegible] জ্ঞান উপস্থিত হয়। [illegible] ২০৫ অ।

অমিয় — জ্ঞানের কার্য কি?

উত্তর — "সূর্য যেমন অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে, জ্ঞান [illegible] লোককে [illegible] বিষয় বোধ করাইয়া দেয়।" [illegible] ২০২ অ।

এই জ্ঞানের কর্ম্ম, ভিতরের প্রদীপ জীবাত্মার নিকট ব্রহ্ম প্রকাশ করে।

অমিয়। জ্ঞানের কারণ কি ?

মহা। "এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, অপ্রমাদ, ও অহিংসা, আর চিকীর্ষা বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হইতেছে। ঘট নির্ম্মাণ সময়ে, লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হয়, এবং ঘট নির্ম্মিত হইলে, সেই বুদ্ধি তিরোহিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান সাধন সময়ে, লোকের চিকীর্ষা বুদ্ধি উহার কারণ হইয়া, পরিশেষে যোগাদিনির্দ্দিষ্ট মোক্ষ ধর্ম্মের সিদ্ধিলাভ হইলে সেই বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়।" ম। শা। মো। ২৭৪ অ।

অমিয়। আমরা এই বুদ্ধি দ্বারা কি ব্রহ্মদর্শন করিতে পারি ?

মহা। "আমরা শুদ্ধ মন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইতে পারি বাক্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারি না।" ম। শা। মো। ২০৬ অ।

মন স্থির হইয়া মন যখন মনেতে থাকে সেই পাপ পুণ্য শূন্যাবস্থায়, আত্মা পরমাত্মাতে লীন হন বলিয়া ব্রহ্ম জ্ঞান হয়।

অমিয়। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কি প্রকারে অগোচর জ্ঞানপথ দিয়া গমন করিয়া থাকেন ?

মহা। "অজ্ঞান ব্যক্তি যেমন অভ্যাস বশতঃ অলক্ষিত পথে গমন করে, তদ্রূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যোগযুক্ত চিত্তে অনায়াসে অগোচর জ্ঞানপথে গমন করিয়া থাকেন।" ম। শা। মো। ২৯৯ অ।

অমিয়। ইন্দ্রিয়াপেক্ষা জ্ঞান কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ ?

১৩। "আমাদের যেমন মন [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০২ প।

[illegible]

শিষ্য। জ্ঞান কি উপায়ে পাইব?

গুরু। "যদিও [illegible] জ্ঞানরূপ জ্যোতিঃস্বরূপে [illegible] [illegible] [illegible] ১৯৪ প।

শিষ্য। জ্ঞান কয় প্রকার?

গুরু। জ্ঞান দুই প্রকার, (১) [illegible], (২) [illegible]।

শিষ্য। [illegible] জ্ঞান [illegible]

গুরু। [illegible] "মন [illegible] [illegible] ২০৪ প।

অমিয়   মন কাহাকে বলে?

মহা   "যাহাকে চিত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তাহারই নাম মন, উহা পরম রহস্য" ম অশ্ব প ১৫১ অ

"যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিষয় উদ্ভাবন করে, তখন উহাকে মন বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়" ম শা মো ২৪৮ অ

অমিয়   মন ও বুদ্ধিতে প্রভেদ কি?

মহা   "বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যতিক্রমের বিধেয়, এবং ইচ্ছার প্রযোজক মন একবারে উৎপন্ন হয়, কিন্তু বুদ্ধি কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে মন গুণসম্পন্ন, বুদ্ধি নির্গুণ, অতএব মন ও বুদ্ধি যে প্রভেদ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে" ম ব অজ্ঞা প ১৮১ অ।

বুদ্ধি কার্য্যের সহিত মিলিত হইলেই সগুণ

অমিয়   ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্য কি কি?

মহা   "ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সকল গ্রহণ, মন সংশয় উৎপাদন, আর বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করে বিষয়ে ইন্দ্রিয়সংযোগ হইবামাত্র, উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে" ম শা মো ১৯৪ অ

অমিয়   বুদ্ধির বিকার কি কি?

মহা।   "বুদ্ধি শ্রবণজ্ঞানযুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞানযুক্ত হইলেই ত্বক্, দর্শনজ্ঞানযুক্ত হইলেই দৃষ্টি রসজ্ঞান যুক্ত হইলেই রসনা এবং ঘ্রাণজ্ঞানযুক্ত হইলেই ঘ্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এইরূপ নানাপ্রকার বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়, এই সমুদয়

বিকারকে ইন্দ্রিয় গণের কীর্ত্তন করা যায়" ম শা মো। ২৪৮ অ

আমি — বুদ্ধি কাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না?

মহা — "বুদ্ধি দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ, কখন উভয় বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধি সুখ দুঃখাদি ভাবত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি যখন উভয় ভাব হইতে নিবৃত্ত, তখন মনোমধ্যে অবস্থিত, কিন্তু রজোগুণ প্রভাবে আবার বর্ম্মের অনুসরণ করে" ম শা মো ২৪৮ অ

আমি — বুদ্ধি ত্রিগুণসম্পন্ন হইয়া কি কি কর্ম্ম করে?

মহা — "সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান, রজোগুণে ইন্দ্রিয় জ্ঞান, আর তমোগুণে মোহ উৎপাদিত করিয়া থাকে" ম শা। মো ১৯৪ অ

আমি — কে বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি কাহাকে নিয়মিত করে?

মহা — তম প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে, এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয় মহাভূত ও মনকে বিচালিত করিয়া থাকে ম শা মো ১৯৫ অ।

আমি — ইন্দ্রিয়গণকে কে বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে?

মহা — "সারথি যেমন বশীভূত অশ্ব সকলকে সঞ্চালন করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে" ম শা মো ২০৯ অ।

আমি — মনকে কে নিয়োগ করে?

মহা “জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত করিতেছে মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টি সংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়” ম শা মো ২৩৯ অ

অমিয় সমুদয় ইন্দ্রিয়ই কি মনের অধীন?

মহা মন ও কর্ণ, নেত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুদয় বুদ্ধিতে অবস্থান করিতেছে, আর প্রাণ ও হস্ত, পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সমুদয় মনে অবস্থিত রহিয়াছে ম শা মো ২১৯ অ

অমিয় বুদ্ধি দ্বারা কি প্রকারে শান্তি হয়?

মহা “লৌহময় কুঠার যেমন লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ধ্যানসংস্কৃত বুদ্ধি মহাত্মার রজোগুণসম্ভূত স্বাভাবিক দোষ সমুদয়ের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক শান্তিলাভ করিয়া থাকে” ম শা মো ২১২ অ

অমিয় কে ভাবী সম্পদ্ ও বিপদকে প্রকাশ করিয়া দেন?

মহা “চিত্তই মনুষ্যগণের ভাবী সম্পদ্ ও বিপদের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিয়া দেয়” ম শা মো ২২৮ অ

অমিয় আপ্তদিগের ভাষাকে সংস্কৃত বলে। ঐ ভাষায় অনেক দুর্ব্বোধ্য ঔনাদিক ও নিপাতনসিদ্ধ শব্দ আছে, এবং এক শব্দের নানার্থ থাকায় প্রকৃতার্থ স্থির করিতে না পারিয়া লোকে যখন ভ্রমজালে পড়িয়া থাকে, তখন ঐ ভাষা যে সম্যক্‌রূপে কৃত তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? আর ঐ ভাষাকে দিব্য ভাষা বলে কেন?

মহা সংস্কৃত ভাষাকে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, সপ্ত স্বরের (ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ) সহিত উচ্চারণ করিতে পারিলে সংস্কৃত ভাষা সম্যক্

প্রকারে উচ্চারিত হইয়া থাকে পাণিনীয় শিক্ষা নামক গ্রন্থপাঠে উহা জানিতে পারিবে উল্লিখিত প্রকারে সংস্কৃত বলিতে পারিলে প্রাণায়ামের ফল (মনঃস্থির) হয়, মন যত স্থির হয় তত স্বপ্রকাশস্বরূপ নিজবোধরূপ দেবতা সকলের স্থান ও শক্তি প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে বালক সকল গুরুগৃহে বাস করিত, গুরু প্রথমতঃ মুখে মুখে বালক দিগকে উদাত্তাদির সহিত সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন শিষ্যেরা গুরুর গোচারণ প্রভৃতি কর্ম্ম করিতে করিতে পরস্পর সংস্কৃত কথোপকথন করিত সংস্কৃত কথোপকথনে তাহাদিগের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও অজ্ঞাতসারে পরমার্থপথে অগ্রসর হওয়া এই উভয়ই এক সঙ্গে লাভ হইত পরে সময় হইলে উপদেশ পাইত ঋষিরা পরমার্থ বিষয়ে এতই উন্নতি করিয়া ছিলেন, যে কথোপকথনেও ঐ পথে অগ্রসর হওয়া যাইত, এই সকল কারণে আপ্তদিগের ভাষার নাম সংস্কৃত ভাষ উপরোক্ত প্রকারে সংস্কৃত শিক্ষায় দেবশক্তি হয় তন্নিমিত্তই উহাকে দিব্যভাষা বলে হায়, এক্ষণে ঐ পথ অজ্ঞাত পথের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে

অমিয় আপ্ত ও ফকিরে বিশেষ কি ?

গুরু কোন বিশেষ নাই আপ্ত যাহাদিগের প্রাপ্তি হইয়াছে আর ফকির যাহাদিগের ফিকির নাই এই ভাবের বিষয়ে কবির সাহেব যাহ বলিয়াছেন তাহা শুন :—

১। ইযাহি হাল ফকিরা হোনা শুন্ লিজিয়ে সব কোই
স্বর্গলোক, পাতাল্ মিরৎ কি ফিকির ফকিরা খোই
২। টোপি তত্ত্ স্থমেরণি চিত্তওন্ অনহদ্ শৃঙ্গি জোই।
নাম নিরন্তর চোলী পহিনে ছোল স্থরৎ সমোই

৩ জিৎ কৌপীন্ সত্তকা আড়বন্দ সগন্ মাতঙ্গ সোহ
সৃজন হার তিলক শির উপর সুমিরণ্ কণ্ঠি সোহ
৪ ভিচ্ছা ভাণ্ড সহজকা ছিপি, ঝোলি আকিলকা সোই
যে অর্পে নিজিয়ে, উনাহিকো উচ্ নীচ্ না কোই
৫ ধুনি ধ্যান্ সমৃকাঃ রহেন দিন প্রেম লাউরি জোই
আশা তৃষ্ণ ইন্ধন্ লকড়ি ধুনি মাহ ধকোই
৬ ভূম্ শেয আকাশ ওড়ন জ্যোৎ চন্দ্রিমা জোই
পবন রহেন দিন কেবৎ খাওযাসি, দৃঢ় আসন্ পর শোই
৭ উন্মুনী দৃষ্টি উদাস্ জগৎছে নিস্পৃহি নির্মোহি
মহা তীব্র বৈরাগ্ ধারো, রাও রঙ্ক নেহি কোই।
৮ একি একা রাম আওন্‌মে, দুজ ভাও না কোই
কহৎ কবির অলমস্ত ফকিরা আপ্ নিরন্তর সোই

১ ফকির হইলে কি অবস্থা হয় তাহা তোমরা সকলে শুন সরগ্—মস্তক পাতাল নাভির নিম্নে। মিরুৎ—কণ্ঠ হইতে নাভির উপর পর্য্যন্ত সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তি সকল কিরূপে ফকির হইব তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে মরিল। ফকির হইলে টুপি, মালা, শিঙ্গা, গায়ে দিবার পিরাণ, কৌপীন, আড়বন্দ, তিলক, ভিক্ষা, ভিক্ষার পাত্র, ঝুলি, ধুনি, কাষ্ঠ, শয্যা, চাদর, প্রদীপ, ও শিষ্যের আবশ্যক; কবির সাহেব এই ভজনে আসল ফকিরের ঐ সকল দ্রব্যের বিষয় যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা শুন

২ যে ব্রহ্ম তত্ত্ব হইতে সমস্ত তত্ত্ব বাহির হইয়াছে, সেই ব্রহ্মতত্ত্বই ফকিরের টুপি হইতেছে। সুমেরণি—জপের মালাকে

যে লম্বা মালাটি থাকে যাহাতে অঙ্গুলি লাগিবা মাত্র মাল ফিরাইয়া লওয়া মনে হয়—সেই সুমেরণি ফকিরের চিত্ত, অর্থাৎ মনে মনে তিনি সর্ব্বদাই মন মালাকে ফিরাইতেছেন দশবিধ অনাহত শব্দ তাঁহার শিঙ্গা হইতেছে নাম—কেবল নামক কণ্ঠ করিতে যে শব্দ হয় তাহাই (হরি) নাম হইতেছে চোলা—পিরাণের ন্যায় কুর্ত্তা যাহা গলা হইতে প পর্য্যন্ত লম্ব নামরূপ চোলা তিনি সর্ব্বদাই পরিয়া আছেন। চেলি—সাধুরা বুকের উপর গাঁইট দিয়া যে কাপড় পরে সুরৎ—মন, ফকির মনকে হৃদয়ে গাঁইট দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ হৃদয়ে স্থির করিয় রাখিয়াছেন

৩ ফকিরের ইন্দ্রিয়জয়রূপ কৌপীন আড়বন্দ—কৌপীন পরিবার কোমরের রজ্জুর নাম ফকিরের সত্ত্বগুণের আড়বন্দ হইতেছে মৃত্যুকে জয় করায় তিনি মত্ত গাভর্দের ন্যায় নির্ভয় হইয়াছেন, ইচ্ছা রহিত হওয়ায় সৃষ্টি কর হার (পরাভব) মানিয়াছে, আর তাঁহার মস্তকোপরি কুটস্থরূপ তিলক রহিয়াছে এবং তিনি সর্ব্বদাই স্মরণরূপ মালা গাঁথিতেছেন

৪ ভাও—গুণাতীত হওয়া এই গুণাতীত হওয়া ভাবই ফকিরের ভিক্ষা সহজ—যাহা জন্মের সহিত হইয়াছে তাহাই ফকিরের ছিপি, ছিপি—ভিক্ষা করিবার পাত্র আর ফকিরের বুদ্ধিই ঝুলি হইতেছে। যে যাহা দেয় ফকির তাহাই গ্রহণ করেন, ফকিরের নিকট উচ্চ নীচ কিছুই নাই অর্থাৎ ফকিরকে কুবাক্যই বল আর প্রশংসাই কর তিনি কোনটিতেই সন্তোষ বা দ্বেষ করেন না। কিম্বা যে কোন ছোট বা বড় জাতি তাঁহার নিকট যাউক না কেন তিনি সকলকেই সমান দেখেন

৫ তিনি দিবা রাত্রির মধ্যে ধুনি জ্বালান ও ধ্যান করা একবারে ত্যাগ করিয়াছেন কেবল মাত্র প্রেমই তাঁহাতে দীপ্তি পাইতেছে আশা অল্পক্ষণস্থায়ী এই নিমিত্ত ইন্ধন (যাহা পোড়ে) লকড়ি—তৃষ্ণা, যাহা অনেকক্ষণ পোড়ে ফকির আশারূপ ইন্ধন ও তৃষ্ণারূপ লকড়িকে ধুনিতে পোড়াইয়া ফেলিয়াছেন

৬ ভূমি তাঁহার শয্যা ও আকাশ গায়ের চাদর হইতেছে, (কারণ তিনি যেখানে সেখানে থাকেন) আর সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মুখে চন্দ্রের জ্যোতির ন্যায় জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে থাও যাস—যে নিকটে পাহারা দেয়, পবন দিবা রাত্রি খাওয়াসের ন্যায় তাঁহার নিকট পাহারা দিতেছে তিনি দৃঢ়-আসনে শয়ন করিয়া আছেন হৃদয়ে বায়ু স্থির হইলেই দৃঢ়াসন হয় নতুবা অন্যান্য আসন সে কেবল ব্যায়াম মাত্র (স্থিরসুখমাসনম্—পাতঞ্জল)

৭ তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা কূটস্থে রহিয়াছে, জগতে তাঁহার উদাস্য ভাব, তিনি সর্ব্বদা স্পৃহা ও মোহশূন্য হইয়া মহাতীব্র বৈরাগ্য ধারণ করিয়া আছেন তাঁহার নিকট রাজা ও ফকির উভয়ই সমান।

৮ সমস্ত ব্রহ্মময় দেখায় তিনি এই ভূমণ্ডলে একাই রমণ করিতেছেন তজ্জন্য তাঁহার দ্বিভাব নাই কবির সাহেব বলিতেছেন এইরূপ যিনি তিনি সর্ব্বদা পরম ফকির হইতেছেন

অমিয়। রজ ও তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তির ফকির হইবার ইচ্ছা কি প্রকারে সম্ভবে?

মহা জীব মাত্রেরই প্রহরে প্রহরে শ্বাসের পরিবর্ত্তন হই তেছে, বামদিকের শ্বাস যখন দক্ষিণে যায় তখন একবার বায়ু

স্থির হয়, আবার দক্ষিণের শ্বাস যখন বামে যায় তখন একবার বায়ু স্থির হয় ঐ দুই স্থির সময়ে রজ ও তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তি সকলেরও ধর্ম্মবুদ্ধি হয়

আত্মোপাসনা দ্বারা ঐ স্থিরত্বের বৃদ্ধি হয়

অমিয়। গুণ কত প্রকার?

মহা "পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ■ মন এই একাদশটিকে গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় বুদ্ধি দ্বাদশ গুণ, উহা বিষয়জ্ঞান সময়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা নিরাকৃত করিয়া দেয় সত্ত্ব ত্রয়োদশ গুণ উহার কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যগণের বিশুদ্ধ ভাবের তারতম্য অনুমিত হইয়া থাকে অহঙ্কার চতুর্দ্দশ গুণ, উহা দ্বারাই মনুষ্যের আত্মপর বিবেচনা হইয়া থাকে বাসনা পঞ্চদশ গুণ; ঐ বাসনা মধ্যে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে অবিদ্যা ষোড়শ গুণ মায়া সপ্তদশ ও প্রকাশ অষ্টাদশ গুণ সুখাসুখ, জরা, মৃত্যু, লাভালাভ, ও প্রিয়াপ্রিয়াত্মক দ্বন্দ্ব যোগ উনবিংশ গুণ কাল বিংশতি গুণ, এই কাল প্রভাবেই প্রাণিগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে এতদ্ভিন্ন পঞ্চ মহাভূত এবং সদ্ভাব, অসদ্ভাব, শুক্র, বল ও বিধি, এই দশটী কেও গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় অতএব সমুদয় গুণ ত্রিংশৎ প্রকার হইল এই সমস্ত গুণ যাহাতে অবস্থান করে তাহারই নাম শরীর কেহ কেহ প্রকৃতিকে, কেহ কেহ পরমাণুকে, কেহ কেহ ঈশ্বর ও পরমাণু উভয়কে, আর কেহ কেহ ঈশ্বর ও মায়াশক্তি, এবং জীব ও অবিদ্যা এই চারিটীকে ঐ সমস্ত গুণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন অব্যক্তপ্রকৃতি ঐ সমস্ত গুণের সাহায্যে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে" ম শা। মো ৩২১ অ

অমিয়   সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণ কি কি ?

মহা   'ঈড় গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা আর ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সরস্বতী নদী বহিয়াছে ” জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র

গুণ	স্থান	নাম	ক্রিয়া
সত্ত্ব	মধ্যে	সুষুম্ন	স্থিতি (প্রহর্ষ, প্রীতি আনন্দ)
রজ	দক্ষিণে	পিঙ্গল	সৃষ্টিকরা, (বিষয়-বাসনা, ক্রোধ, দ্বেষাভিনিবেশ)।
তম	বামে	ঈড়া	মৃত্যু (শ্রম, তন্দ্রা, মোহ)

"সত্ত্ব গুণ প্রভাবে সুখ ও রজোগুণ প্রভাবে দুঃখ উপস্থিত হয় তমো গুণ প্রভাবে সুখ দুঃখ তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু ঐ গুণ মোহ উৎপাদনের মূলীভূত লোকের শরীর ও মনে যে প্রীতিযুক্ত ভাব জন্মে তাহা সাত্ত্বিক ভাব, যে অপ্রীতি ও দুঃখযুক্ত ভাব জন্মে তাহা রাজসিক ভাব এবং যে মোহযুক্ত-ভাব উপস্থিত হইয়া লোককে ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় করে তাহা তামসিক ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ' ম শা মো ১৯৪ অ

পর দিবস অপরাহ্নে প্রাঙ্গণে বসিয়া

মহা   অমিয় গত রাত্রের ক্রিয়ার সংবাদ বল ?

অমিয়   গত রাত্রিতে ক্রিয়া ভাল না হওয়ায় মনে বড় কষ্ট হইয়াছে, তন্নিমিত্ত মনের অস্থিরতা নিবন্ধন বড়ই ক্লেশ হইতেছে

মহা ও প্রকার হইয়া থাকে, ও প্রকার হইলে ক্রিয়াতে বিশেষ মগ্ন হন "যোগীব্যক্তি যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ তাহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক না যে সমাধি উপস্থিত হয় মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার হিত সাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য যোগী ব্যক্তির যোগ বিষয়ে নির্ব্বেদ-যুক্ত হওয়া কোন ক্রমেই বিধেয় নহে" ম শা মো ১৯৫ অ

"মন সর্ব্বদাই বিষয় সঞ্চারে ব্যাপৃত, ও অস্থির বিষয়ে নিত্য নিমগ্ন থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয় উহার পঞ্চ দ্বার স্বরূপ অতএব মনকে সর্ব্বাগ্রে ধ্যানমার্গে অতি যত্নসহকারে সমাহিত করিবে সেই পঞ্চেন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবের ষষ্ঠাঙ্গভূত মন এইরূপে নিবদ্ধ হইলেও মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বারম্বার বিষয় গ্রহণে স্ফূরিত হইয়া থাকে। পত্রস্থ সলিল বিন্দু যেমন পত্রে সংলগ্ন থাকিয়াও অতিশয় চঞ্চল হয়, তদ্রূপ জীবের মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিয়াও অতিমাত্র চপল ভাব ধারণ করে যদিও মনকে ধ্যান পথে কিছু মাত্র স্থির করা যায়, কিন্তু উহা নাড়ী মার্গে প্রবেশ করিলে পুনর্ব্বার অতিশয় উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠে ঐ সময় ধ্যানযোগবিশারদ মহাত্মা, আলস্য ও নির্ব্বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎসর বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনর্ব্বার মনঃসমাধান করিবেন" ম শা মো ১৯৫ গ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অ ৭ ৮ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হয়, সেই সেই সময়ে আত্মাকে সৃজন করি সাধু সকলের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতি সকলের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে সম্যক প্রকারে হইয়া থাকি

শাস্ত্রে "সাধুদিগের আচারকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরতন্ত্র ব্যক্তিকে সাধু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে" ম শ মো ২৬০ অ

অগ্নিয় যে ব্যবহার দ্বারা সাধুকে জানা যায় সে ব্যবহার কি ?

মহা "যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে তাহাকেই ব্যবহার কহে" ম রাজ ধ প ১২১ অ

যে গুণাবলম্বিনী ইচ্ছা দ্বারা সাধনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে সেই সত্ত্বগুণাবলম্বিনী ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির নাম সাধু যে কর্ম্ম দ্বারা মনঃস্থির হওয়ায় আত্মা পরমাত্মাতে লীন হন তাহার নাম সাধনা বিজ ও তমো গুণাবলম্বিনী ইচ্ছা-সম্পন্ন ব্যক্তির নাম অসাধু, যে মন আত্মা ছাড়িয়া অন্যে থাকে সে দুষ্কৃত

সাধনা করিতে করিতে (ক্রিয়া করিতে করিতে) সাধনকারীর মন আত্মা ছাড়িয়া ধারাবাহীরূপে যখন অন্য দিকে যায় তখন সাধনকারীর মন দুষ্কৃত হওয়ায় অধর্ম্মের (বিষয় বাসনার) পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি হয় ভগবান্ (আত্ম) বলিতেছেন—তখন আত্মাকে সৃজন করি অর্থাৎ মন আত্মা ছাড়িয়া অন্য দিকে গিয়াছিল, তন্নিমিত্ত মনের আক্ষেপ হওয়ায়, মন যাহাতে আত্মাতে থাকে, তদ্বিষয়ে জীবাত্মার যত্ন হয় মন স্থির হইয়া আত্মাতে থাকিলেই আত্মাকে সৃজন করা হয় অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ হয়, মন আত্মাতে থাকিলেই দুষ্কৃত (দুষ্কর্ম্মান্বিত) মনের নাশ হইল দুষ্কর্ম্মান্বিত মনের নাশে সাধুর (যে-সাধনা করিতেছিল) পরিত্রাণ ও ধর্ম্মের সম্যক্ প্রকার স্থাপন হইল উপ-

বোক্ত প্রকারে সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের নাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে (সময়ে সময়ে অর্থাৎ যে যে সময়ে মন আত্মা ছাড়িয়া অন্য দিকে যায় সেই সেই সময়ে) সম্যক্ প্রকারে প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ সময়ে সাধুর সত্য যুগোৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত শাস্ত্রে কলিযুগের পর সত্যযুগোৎপত্তি হইয়া থাকে লেখা আছে।

অমিয়। কিন্তু গীতার ৪ অ ৫। ৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন তোমার এবং আমার বহুবার জন্ম হইয়াছে সে সকল তুমি জান না, আমি জানি। অজ, অব্যয়াত্মা এবং ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও আমি নিজ প্রকৃতির বশীভূত হইয়া আত্মমায়ায় দ্বারা সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকি।

মহা। এই শরীরের অধিস্বরূপ জীবাত্মা অর্জ্জুনকে আত্মাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপ কূটস্থ বলিতেছেন—এই দেহ ধারণ করিয়া আমি কে জানিবার ও ধর্ম্ম করিবার যতবার ইচ্ছা হইয়াছে আমার (আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের) ও তোমার (মায়াচ্ছন্ন জীবরূপ অর্জ্জুনের) ততবার জন্ম হইয়াছে, তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, কর্ম্মরূপ আবরণে আবৃত থাকায় ধর্ম্ম করিবার ও আমি কে জানিবার ইচ্ছা মনে হওয়ার বিষয় তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমাতে কর্ম্মরূপ আবরণ না থাকায় ঐ সমস্তই আমার মনে আছে। আমি অজ, অব্যয়াত্মা, এবং ভূত সকলের ঈশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মমায়া (প্রকৃতির গুণ) দ্বারা সম্যক প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকি, এই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন, আমার দৈবজন্ম ও কর্ম্মের বিষয় যিনি তত্ত্বে তত্ত্বে জানেন, হে অর্জ্জুন, তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্মকে পান না, আমাকেই পান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪অ ৯ শ্লোক

তোমাদের মত লোকেরা শ্রীকৃষ্ণ গর্ভ হইতে জন্মাইয়াছিলেন এই কথা বলিবে বলিয়াই ভগবান্ তাঁহার দিব্যজন্ম কর্ম্মের বিষয় উপরোক্ত ৯ শ্লোকে বলিয়াছেন

অমিয় মনুষ্যের অবস্থা ভেদে যুগোৎপত্তি হইয়া থাকে উপরে আজ্ঞা করিলেন, তবে যুগাদি কি কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় নাই ?

মহা বাহিরের বিষয় অবলম্বন করিয়া ভিতরের বিষয় বলাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত বাহিরের যে টুকু না বলিলে নয় সে টুকু বাধ্য হইয়া বলিয়া গিয়াছেন শাস্ত্রকর্ত্তারা শাস্ত্রে বাহিরের যুগ সকলের বিষয় যদি বলিয়া থাকেন, তবে যে সত্যযুগে চারি পাদ ধর্ম্ম ছিল অধর্ম্মের লেশমাত্রও ছিল না, সেই যুগের প্রথমেই মধুকৈটভাদি অসুর সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া ভগবানের সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়াছিল ?

রাজা অর্থাৎ মন যখন যে যুগের মত কার্য্য করিবেন তখন তাহার সেই যুগোৎপত্তি হইবে

"সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগের আবির্ভাব ভূপালের দোষগুণমূলক সন্দেহ নাই" ম শা আপ ধ প ১৪১ অ

অমিয় যখন উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন দ্বারা কাল, চন্দ্রের দ্বারা পক্ষ ও তিথি, রাশির দ্বারা বৈশাখাদি মাস, গ্রহ ও অপরাপর জ্যোতিষ্কের দ্বারা বার নির্ণয় হইয়া থাকে, তখন ভিতরের যুগ সকলের সংখ্যা উপরোক্ত কালাদি দ্বারা কি প্রকারে সম্ভবে ?

মহা যাহা লোকে আছে তাহা পুরুষে আছে, যাহা পুরুষে

আছে তাহা লোকে আছে। চন্দ্র সূর্য্য যেরূপ বাহিরে সেইরূপ ভিতরে আছে। ব্রহ্মাদি দেবগণেরও যুগাদির গণনা বাহিরের রাত্রি, দিন, বৎসর বা মাসানুসারে নহে, শরীরস্থ শ্বাসের গতি অনুসারে। ভীষ্ম কহিলেন—"কাল রাজার কারণ কি রাজা কালের কারণ, এ বিষয়ে তোমার কিছু সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজাই কালের কারণ। রাজা যখন দণ্ডনীতি অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্য প্রতিপালন করেন" তখনই সত্য যুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্ম সঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্ম বিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধ বস্তুলাভ ও লব্ধবস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্ম সমুদয় দোষশূন্য হয়। ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানবগণের স্বর, বর্ণ, ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধি সমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ুঃ হইয়া কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্য উৎপাদন করে। ঔষধি, বৃক্ষ, পত্র ও ফল মূল সমুদয় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম একেবারে তিরোহিত হয় এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপ ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

রাজা যখন চতুষ্পাদ দণ্ড নীতির তিন পাদ গ্রহণ করিয়া রাজ্য পালন করেন সেই কালকে ত্রেতা যুগ কহে। পাপের একপাদ মাত্র সংক্রামিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ড নীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন

করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ বলে। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দুই পাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে। যে সময়ে নরপতি একবারে দণ্ডনীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ বলে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্মত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, শূদ্রেরা ভিক্ষাবৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। সমুদয় লোকই মঙ্গলহীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণ সঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্য সকল অপবিশুদ্ধ ও ঋতু সকল ক্লেশকর ও রোগ জনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়। নানাপ্রকার ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা শস্যোৎপত্তি হয় না এবং সমুদয় রস ক্ষীণ হইয়া যায়। অতএব রাজাকেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের কারণ বলিতে হইবে।" ম রাজ ধ প ৬৯ অ

"রাজাদিগের ব্যবহার নিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই রাজা যুগ স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন।" ম রাজ ধ প ৯১ অ

অমিয়। *এই চারি যুগের যুগধর্ম্ম কি?*

মহা। "সত্যযুগে তপস্যা। ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জ্জন, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।" ম শা মো ২৩১ অ।

অমিয়   দণ্ড কাহাকে বলে ?

মহা   "ইহলোকে যাহা দ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয় তাহার নাম দণ্ড " ম রাজ ধ প ১২১ অ

অমিয়   এ সকল কি বাহিরের রাজন্য বর্গের বিষয় নহে ?

মহা   যে, যে দিকে যায়। শাস্ত্র কর্ত্তা শাস্ত্র সকল এরূপ সুপ্রণালীতে লিখিয়া গিয়াছেন, যে যে গুণের লোক সেই সেই ভাবেই অর্থ করিয়া থাকে   "শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, যে লক্ষ্মীর গর্ব্ভে অধর্ম্ম হইতে দর্প নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়   সুর, অসুর ও রাজর্ষিগণ মধ্যে অনেকেই তাহার বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, যিনি সেই দর্পকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনিই রাজা হইয়া থাকেন আর যিনি উহার বশীভূত হন তাঁহাকে উহার দাস হইতে হয় "   ম শা রাজ ধ প ৯০ অ

এক্ষণে এই যুগ সকল শরীরের মধ্যে মিলাইয়া দেও

অমিয়   কলি যুগাদিতে ভগবান্ যে দশ অবতার হইয়াছিলেন আপনার মতে কি সে সকলও বাহিরের নহে ?

মহা   পরমার্থ বিষয়ে শাস্ত্রে ঋষিগণ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তদ্ব্যতীত কাহারও কিছু নূতন বলিবার উপায় নাই   আমি যাহা বলিয়াছি, বলিতেছি ও বলিব, ইহার একটি কথাও আমার উক্তি নহে   সকলই শাস্ত্ররহস্য   তুমি এই কথা বলিবে বলিয়াই আমি সকল বিষয়ের শাস্ত্রপ্রমাণ দিয়া আসিতেছি ও দিব মহাভারত ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থ যদি এস্থানে থাকিত তাহা হইলে আমি প্রত্যেক বিষয়ের প্রমাণ সমস্ত শাস্ত্র দিয়া দেখাইতাম তবে যে তন্ত্রাদির ২ ৪টী প্রমাণ দিয়া থাকি তাহা কেবল মনের অনুমানে যখন যেটী উদয় হয় বলি   পাপবুদ্ধি হইতে সৃষ্টির

প্রথম হইতে একাল পর্য্যন্ত ভগবান্ মনুষ্যাদি রূপ ধারণ করিয়া কেবল ভারতবাসীরই ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের লোক তাঁহার কি অপরাধ করিয়াছে তিনি যে শূকরাদি পশু-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই শাস্ত্রে অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ আছে।

"ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধারার্থ রসাতলে প্রবিষ্ট হইলেন তাঁহার পাদ চতুষ্টয় চতুর্ব্বেদ যূপ তাঁহার দন্ত, ক্রতু তাঁহার হস্ত, চিতি তাঁহার মুখ, অগ্নি তাঁহার জিহ্বা দর্ভসমুদয় তাহার রোমাবলী, প্রণব তাঁহার শীর্ষদেশ, অহোরাত্র তাঁহার চক্ষুদ্বয়, বেদাঙ্গ তাঁহার শ্রুতিভূষণ, আর্য্য তাঁহার নাসা, স্রুব তাঁহার তুণ্ড, সামবেদ তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি, সত্যধর্ম্ম তাঁহার শরীরসৌন্দর্য্য, সাধু পদ্ধতি তাঁহার পাদবিহরণ ইত্যাদি" হরিবংশ ২২৩ অধ্যায়

যে ধর্ম্ম প্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হইতেছে কেবল শাস্ত্র পাঠে কখনই তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ম শা মো ২৬০ অ

পরদিবস অপরাহ্নে গুরু শিষ্যে গুহার বাহিরে প্রস্তরে বসিলে

অমিয় যোগীরা কিরূপে আত্মাকে লক্ষ্য করেন, এবং তাঁহাদের কোন বিষয়ের বিধি নিষেধ আছে কি না?

শিব। ভ্রমর যেমন পুষ্পের উপরিভাগে ভ্রমণ করিতে করিতে তন্মধ্যস্থিত মধু লক্ষ্য করে, তদ্রূপ যোগীগণ শ্রবণমননাদি উপায় দ্বারা শরীরস্থিত আত্মাকে পৃথক ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকেন

"যে মহাত্মারা মোক্ষ ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের পক্ষে

কর্ম্মীদিগের ন্যায় কোন বিষয়েরই বিধি বা নিষেধ ব্যবস্থা নাই।'
ম অশ্ব প ৩৪ অ

কিন্তু তাঁহারা যে সমাজে থাকেন সে সমাজের লোকাচার ত্যাগ করেন না মহাদেব তন্ত্রে বলিয়াছেন, আমার মত যোগী হইলেও তিনি কদাপি মনে মনে লোকাচার ত্যাগ করিবেন না

অমিয় (করযোড়ে) যতই সাধুবাক্য শুনিতেছি, ততই শুনিবার স্পৃহা আরো বৃদ্ধি হইতেছে

মহা তোমার যাহা ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা করিতে পার। "শিলার উপরি ধূলি রাখিয়া শিলা দ্বারা পেষণে উহা যেমন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মের যত সমালোচন কর যায় উহা ততই সূক্ষ্ম হইয়া উঠে ম আপ ধ প ১৩৬ অ

অমিয় (১) বেদ শব্দের অর্থ কি, (২) ব্রহ্মা কে?

মহা ১ম প্রশ্ন বেদয়তীতি বেদঃ যিনি জানাইতেছেন তিনি বেদ ঐই বেদ চারিভাগে বিভক্ত ঋক্ যজু সাম ও অথর্ব্ব

ঋক্—বর্ণকে যথাবৎবলে (অর্থাৎ অক্ষর সকলের উৎপত্তির বিষয় যথাবৎ বলে যেমন প্রথমে হ না হইয়া ক হইল কেন ইত্যাদি)।

যজু—পদকে যথাবৎ বলে

সাম—স্বরকে যথাবৎ উদ্দেশ করে

অথর্ব্ব—আভিচারিক, শান্তিক ও পৌষ্টিকের উপদেশক

মার্কণ্ডেয়পুরাণেতুক্তম্ ক্রৌষ্টিকিকবাচ

"ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রথম শব্দ ওঁকার আর দ্বিতীয় অথ শব্দ

বাহির হইয়াছিল ঐ ওকার শব্দ হইতে চারি বেদ ও শব্দ মাত্রই উৎপন্ন হইয়াছে বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ” ম শা মে ২৩২ অ

অমিয় বেদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ?

মহা ব্রহ্মার পূর্ব্ব মুখ হইতে ঋক্ দক্ষিণ মুখ হইতে যজু পশ্চিম মুখ হইতে সাম আর উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ব বেদ উৎপন্ন হইয়াছে “বেদ ও শ্রুতি সত্য যুগে হইয়াছে, আর পুরাণে উহার তাৎপর্য্য সকল লেখা আছে মু শা মো ৩৪০ অ

অমিয় বেদ বহুবিধ উপকল্পিত হইবার কারণ কি ?

মহ “একমাত্র সত্য স্বরূপ বেদের অপরিজ্ঞানার্থ বেদ বহুবিধ উপকল্পিত হইয়াছে বেদ ব্রহ্মজ্ঞানের নিরপেক্ষ কারণ, বেদবেত্তার সেই জ্ঞান দ্বারায় সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন যিনি বেদজ্ঞ তিনি বেদবেদ্য বিষয় পরিজ্ঞাত নহেন কিন্তু যিনি সত্য পরায়ণ তিনিই সেই বেদবেদ্য পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন যেমন কোন প্রসিদ্ধ মহীরুহের শাখা প্রতিপচ্চন্দ্রের কলার জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ পরম পুরুষার্থ স্বরূপ সত্যের জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করে ” ম উ প্রজ্ঞা প ৪২ অ

“ আকাশে প্রতিপচ্চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রতিপদের দিন চন্দ্রের এক কলার (ভাগের) উদয় হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই আকাশে দ্বিতীয়ার চন্দ্রের অর্দ্ধেক (প্রতিপচ্চন্দ্রের এককলা) দেখিবার উপায় নাই, কিন্তু একটি বড় গাছের ডাল পাতার মধ্য দিয়া দ্বিতীয়ার চন্দ্রের অর্দ্ধেক প্রতিপচ্চন্দ্রের

কলাজ্ঞানের যেরূপ সাহায্য হয়, তদ্রূপ যদিও সত্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে কিন্তু প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় অদৃশ্যভাবে সত্য যে আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বেদ (বৃক্ষের শাখা দিয়া প্রতিপচ্চন্দ্রের জ্ঞান বিষয়ে সাহায্যের ন্যায়) পরম পুরুষার্থ স্বরূপ সত্যের জ্ঞান বিষয়ে সাহায্য করে।

অমিয়। সত্য শব্দে কি ?

মহা। অস্ত্যর্থে সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, সেই সৎ যাহাতে আছে তাহাই সত্য "স্বর্গই সত্য ও আলোক এবং নরকই মিথ্যা ও অন্ধকার স্বরূপ। সত্য ও অনৃত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, প্রকাশ ও অপ্রকাশ, সুখ ও দুঃখ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে যাহা সত্য তাহাই ধর্ম্ম, যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ, যাহা প্রকাশ তাহাই সুখ। আর যাহা অসত্য তাহাই অধর্ম্ম। যাহা অধর্ম্ম তাহাই অপ্রকাশ, যাহা অপ্রকাশ তাহাই অন্ধকার, যাহা অন্ধকার তাহাই দুঃখ" ম। শা। মো। ১৯০ অ।

"বস্তুতঃ দেহই কর্ম্মের উৎপত্তি স্থান এবং জীবই সত্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে" ম। শা। মো। ৩০০ অ।

অমিয়। সত্যের লক্ষণ কি ?

মহা। "ত্রয়োদশ প্রকার অপক্ষপাতিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অমৎসরতা, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, সরলতা, ধৈর্য্য, দয়া ও অহিংসা। এ সমুদয়ই সত্য স্বরূপ। সত্যের এই ত্রয়োদশ লক্ষণ" ম। শা। আপ। ধ। প। ১৬২ অ।

অমিয়। কোন সময়ে সত্য কথায় পাপ ও মিথ্যা কথায়ও পুণ্য হইয়া থাকে শাস্ত্রে লেখা আছে ?

মহা। দস্যু কাহারও প্রাণ হত্যা করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি

কোথায় আছে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিয়া মিথ্যা কথা বলায় সেখানে পাপ হয় না কিন্তু সত্য কথা বলায় পাপ হয় আর চোর, বিবাহ গুরুর কার্য্য সাধন ও আত্মপ্রাণ রক্ষার্থে যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা যায় তাহা পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় না স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাও পাপাবহ নহে” ম শ আপ ধ প ১৬৫ অ

“নারদ কহিলেন যে বাক্যের দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল হয় তাহাই সত্য বাক্য” ম শ আপ। ধ প। ১৬৫অ

বেদের ঋচ সকল এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত গ্রথিত যাহা উদাত্তাদির সহিত পাঠে কোন কষ্ট হয় না এবং প্রাণায়ামের সহজ (মনস্থির) হয় সেই নিমিত্ত গুরু শিষ্যদিগকে প্রথমেই উদাত্তাদির সহিত বেদপাঠ শিক্ষা দিতেন

অমিয় বেদপাঠী ব্রহ্মজ্ঞ হয় কি না?

মহা বেদপাঠী যদি ব্রহ্মজ্ঞ হইত তাহা হইলে মনু দুইটী বেদপাঠীকে এক বিছানায় শয়ন ও অন্তঃপুরে যাইতে নিষেধ করিতেন না

অমিয় পুরাণে শ্রুতির (বেদের) তাৎপর্য্য ব্যতীত যখন অন্য কিছু লেখা নাই তখন পুরাণ মানি না বেদ মানি বলিয়া লোকে বিবাদ করে কেন?

মহা যাহারা বেদের উদ্দেশ্য জানে না, তাহারাই ওরূপ বিবাদ করিয়া থাকে। দেখ বেদ বিভাগ কর্ত্তা মহর্ষি বেদব্যাস যদি বেদ পাঠ করিয়া (বিবাদীদিগের মতে) বেদ বিরোধী কথা সকল পুরাণে লিখিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহারা যে বেদ স্পর্শ না করিয়া আপনাদের মনের মত কথা বলিবে, তাহাতে আর

সন্দেহ কি? বেদজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ হন। সর্ব্বজ্ঞ হইলে তবে বেদের অর্থ করেন, শাস্ত্র দোষেন, তাহার যেমন বোধ বুঝিয়া দেখ। মুসলমানেরা কোরাণ মানে, খৃষ্টানেরা বাইবেল মানে, আর সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীরা বেদের অবিরোধী বাক্য মাত্রই মানিয়া থাকে। যাহারা বেদের অবিরোধী পুরাণ মানে না তাহারা তো সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীই নহে। এহিমিত্ত তাহাদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নহে।

"নিবৃত্তিই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। যে ব্যক্তি ঐ ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে সে নিঃসন্দেহ মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়। ঋক্‌, যজুঃ, সাম, লোকের নিজ শরীর আশ্রয় করিয়া জিহ্বাগ্রে অবস্থান করে। ঐ সমস্ত দুঃসাধ্য ও বিনশ্বর। ঋক্‌, যজু ও সাম বেদের আদি ও অন্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে" ম. শা. মো. ২০৬ অ।

বেদ সকল যে ত্রিগুণের বিষয় ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২অ ৪৫ শ্লোকেও লেখা আছে।

অমিয়। বেদাধ্যয়নের ফল কি?

মহা। "ভরদ্বাজ কহিলেন, দান হোম ও বেদাধ্যয়ন কার্য্যে কি হয়? ভৃগু কহিলেন, হোম দ্বারা পাপের উপশম, বেদাধ্যয়ন দ্বারা শান্তি এবং দান দ্বারা ভোগ হইয়া থাকে। দান দুই প্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক। অসৎপাত্রে দান করিলে ঐহিক এবং সৎপাত্রে দান করিলে পারলৌকিক সুখ লাভ হয়। যিনি যেরূপ দান করেন, তাঁহার তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে।" ম. শা. মো. ১৯১ অ।

ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দানে পাত্রাপাত্র ভেদ আছে, আর ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত দানে পাত্রাপাত্র ভেদ নাই।

যাহারা প্রাণিগণের হিতানুষ্ঠানে নিরত তাঁহারাই দান ধর্ম্মের বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন ধনীর দৈবের প্রতিকূলত বশতঃ ঐ বিধিকে দরিদ্র নির্দিষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে কিন্তু তাহাদিগের ইহা বিবেচনা করা উচিত, এই জীব লোকে কাহারই সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান বা সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই আপনার প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন নির্দ্ধন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিবে এই কারণেই ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত কুসীদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে পূর্ব্বে বিধাতা ধর্ম্মকে দয়া প্রধান বলিয়া নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন ম শা মো ২৫৯ অ

"যে ব্যক্তি অপরিমিত ধনসম্পন্ন হইয়া অদাতা হয়, এবং যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াও তপঃপরায়ণ না হয় এই উভয়বিধ লোকের গলদেশে শিলা বন্ধন পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য" ম উ প্রজা প ৩২ অ

অমিয় বেদ পাঠে কাহাদিগের অধিকার আছে?

মহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদ পাঠে অধিকার আছে আর "ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইতে পারা যায় বেদাধ্যয়ন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কার্য্য দেবগণকে স্তব করিবার নিমিত্ত ভগবান্ প্রজাপতি বেদের সৃষ্টি করিয়াছেন ম শা মো ৩২৮ অ

"ব্যাসদেব কহিলেন, অতঃপর আমার বচনানুসারে বেদ পাঠ দ্বারা সেই নারায়ণের স্তুতি গান, তাঁহার সেবা ও পূজায় একান্ত রত হও" ম শা মো ৩৪১ অ

অমিয় যখন সকল বর্ণেরই বেদ শ্রবণে অধিকার আছে তখন শূদ্র হইয়া বেদ পাঠ করিলে রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন আর

বেদধ্বনি শুনিলে তাহার কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে বধ করিবেন, এ প্রকার কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা কেন হইয়াছিল ?

মহ যে উপদেশ পায় নাই অথচ ইষ্ট (মোক্ষ) কামনা করে সে শূদ্র গুরুর নিকট উপদেশ পাইলেই শূদ্র (দ্বিজ) বৈশ্য হয় শূদ্র যদি গুরুর নিকট উদাত্তাদির সহিত বেদ পাঠ শিক্ষা না করিয়া কাহারও বেদ পাঠ শুনিয়া তাহার নকল করিলে যদি তাহার প্রাণদণ্ডের বিধান তখন না থাকিত তাহা হইলে এক্ষণকার বেদ পাঠের দুরবস্থার ন্যায় বেদ পাঠের দুরবস্থা সেই সময়েই হইত নকল বেদ পাঠে এক্ষণকার বেদ পাঠের ন্যায় কোন ফল হইত না এবং সেই সময়েই এক্ষণকার লোকের ন্যায় লোক সকল চিররুগ্ন ও নানা পাপে লিপ্ত হইত আর অনেকে ওঁকার ধ্বনি শুনিতে দেখিয়া কেহ নকল করিলে তাহার মস্তকের বায়ু গরম হইয়া কোন না কোন একটি উৎকট পীড়া হইয়া থাকে, পীড়া দেখিয়া শূদ্র কেহ গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া ঐ কার্য্য করিতে সাহসী হইত না তজ্জন্য প্রজা সকল এক্ষণকার ন্যায় অধার্ম্মিক হইত অধর্ম্ম নিমিত্ত রাজ্যে নানা প্রকার দুর্ভিক্ষাদি অমঙ্গল সকল ঘটিত সেই নিমিত্ত রাজারা অত কঠিন দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন ঐ দণ্ড না থাকায় এক্ষণে ভারতের লোকের ধর্ম্ম নাই, ভক্তি নাই প্রেম নাই, শান্তি নাই, সতী নাই কেবল পশুর ন্যায় ব্যবহার হইয়াছে

২য় প্রশ্ন ব্রহ্মা কে ?

মহা ব্রহ্মা ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এক্ষণে সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও ব্রহ্মার বিষয় শুন "জীবাত্মাকে সঙ্কর্ষণ বলে, সেই জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি তিনি সর্ব্বভূতের মনঃস্বরূপ।

প্রলয়কালে সমুদয় প্রাণীই তাহাতে লীন হইয়া থাকে, সেই মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয় তিনি সর্বভূতের অহঙ্কার স্বরূপ, তাঁহা হইতেই কর্ত্ত, কার্য্য, কারণ ও স্থাবর জঙ্গম পরি পূর্ণ সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে ঈশান ও সর্ব্ব কার্য্যের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। পণ্ডিতেরা নির্গুণাত্মক পরমাত্মা বাসুদেব ও জীবাত্মা সঙ্কর্ষণকে এক বলিয়া জ্ঞান করেন সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন, প্রদ্যুম্ন মন হইতে অনিরুদ্ধাখ্য অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছে" ম শা মো। ৩৪০ অ

"আমার আদি মূর্ত্তি বাসুদেব হইতে অনন্তদেব সঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্ম, এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সমুৎপন্ন হয় " ম শা মো ৩৪০ অ

ব্রহ্মা ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তন্নিমিত্ত ব্রহ্মাকে সৃষ্টি কর্ত্তা কহে যখন ব্রহ্মাকে দেখিতে পাওয় যায় তখন ৪ মুখ হংস বাহনাদির সহিত দেখিতে পাওয়া যায়।

অমিয় তেত্রিশকোটি দেবতাকেই কি দেখিতে পাওয়া যায় ?

মহা। যখন ধ্যান বর্ণন আছে, তখন দেখিতে না পাইবার তো কোন কারণ দেখিতেছি না ঋষিরা যে দেবতাকে যেরূপ দেখিয়াছেন সেই দেবতার সেই রূপ ধ্যানই লিখিয়া গিয়াছেন, যেমন

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গং
লক্ষ্মী কান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং।
বন্দে বিষ্ণুং ভববভয় হরণং সর্ব্বলোকৈক নাথং

যিনি অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণকে দর্শন করিয়াছেন ও করেন, তিনি তাঁহার এই ধ্যান বর্ণিত রূপই দর্শন করিয়া থাকেন

"প্রথমে মায়া হইতে মহত্ত্ব মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পঞ্চভূতাত্মক মনের সৃষ্টি হইল দূরগমনশীল বহুব্যাপী এবং প্রার্থনা ■ সংশয়াত্মক মন সৃষ্টি বিধানাভিলাষে ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বিবিধ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল" ম শা মো ২৩২ অ

'ভৃগু কহিলেন যে মানস নামে এক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, নিত্য, অনাদি, অনন্ত, অভেদ্য অমর, অব্যক্ত, অব্যয় পরম দেবতা আছেন সেই দেবতা সর্ব্বাগ্রে মহত্ত্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন ম শা মো ১৮২ অ।

সাংখ্য ও যোগ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জ্ঞান করে ও যিনি স্বীয় কর্ম্ম বলে মহাপুরুষ সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষ হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ঐ অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ত্রিলোক সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ব্যক্ত অনিরুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন, ঐ অনিরুদ্ধকেও সর্ব্ব তেজোময় অহঙ্কার বলিয়া কীর্ত্তন করে যায় উনি লোক পিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, উঁহা হইতেই পৃথিব্যাদি" ম শা মো ৩৫১ অ

"যে মহাত্মা যোগবলে সেই মনের অগোচর পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইয়া ক্রমে অনিরুদ্ধের সহিত প্রদ্যুম্নের, প্রদ্যুম্নের সহিত সঙ্কর্ষণের ও সঙ্কর্ষণের সহিত বাসুদেবের একীভাব সম্পাদনপূর্ব্বক সমাধি করিতে পারেন, তিনিই সেই পরম পুরুষে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন ম শা মো ৩৫২ অ

শাস্ত্রের বাসুদেবাদি যেমন বাহিরের নহে তদ্রূপ অন্যান্য দেবতা সকলও কেহই বাহিরের নহে জানিও।

সন্ধ্যা উপস্থিত দেখিয়া অমিয় গোরুর সাঁজালে আগুণ দিয়া গুহায় ফিরিয়া আসিতে আসিতে খড়ে কাতর ধ্বনি শুনিয়া খড়ে নামিবামাত্র একটি হরিণী সদ্যপ্রসূত বাচ্চা ফেলিয়া পলাইয়া গেল। অমিয় তাড়াতাড়ি হরিণশিশুকে কোলে উঠাইতে যাইয়া এক খানি স্বচ্ছ পাথর দেখিয়া, পাথরখানি ও হরিণশিশুটিকে লইয়া গুহায় আসিলেন।

মহা। (হরিণশিশু দেখিয়া) অমিয়! ঐ হরিণশিশুটিকে এই দণ্ডে ত্যাগ কর, উহার মা উহার নিমিত্ত ঝরণার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তোমার বাঁহাতে উটি কি?

অমিয়। এক খানি স্বচ্ছ পাথর।

মহা। (হাঁসিতে হাঁসিতে) ও হীরকখণ্ডও ফেলাইয়া আইস।

অমিয় গুরু আজ্ঞায় হীরকখণ্ড ফেলাইয়া দিয়া ঝরণার নিকটে হরিণশিশুকে ছাড়িয়া দিব মাত্র হরিণী আসিয়া বাচ্চাটিকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। অমিয় খড়িতে শয়ন করিয়া হরিণশিশু ও হীরক খণ্ডের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

মহা। অমিয়! হরিণশিশু ও হীরক আমাদের ন্যায় নিবৃত্তিমার্গের লোকেদের নিমিত্ত নহে। "চিন্তা ত্যাগই দুঃখ নিবারণের মহৌষধি। অর্থ নিতান্ত অনর্থকর, অর্থের রক্ষণাবেক্ষণে যাহার পর নাই ক্লেশ হইয়া থাকে। আবার উহা উপার্জ্জন করিবার সময় অপরিমিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় অতএব অর্থ নাশের বিষয় চিন্তা করা কদাপি উচিত নহে।"
ম. শা. মো. ২০৫ অ।

যে বস্তু উপার্জ্জনে রক্ষণে ও নাশে মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা দ্বারা যে সুখোৎপত্তি হয় সে সুখও দুঃখের মধ্যে পরিগণিত সেই ক্ষণিক সুখান্তে যখন আবার দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তখন সে সুখ দুঃখের কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে আমরা বনবাসী আমাদিগের কোন প্রকার গ্রাম্য সুখ ভোগ করা কর্ত্তব্য নহে উহাতে তপস্যার হানি হইয়া থাকে।

"মুনিগণ কখনও গ্রাম্য সুখ অনুভব করেন না" ম অনু প ১৪ অ

আমাদের ইষ্ট দেব মহাদেব যাহা দেন তাহাই আমাদের উপযুক্ত ভোগ্য বস্তু "বিধাতা আমাদিগের নিমিত্ত শরীর ধারণে যোগী তিলকল্ক ও তণ্ডুলকণা ভিক্ষা বিধান করিয়াছেন" ম শা মো ৩০১ অ

পার্থিব সুখভোগ সকল প্রবৃত্তি মার্গের লোকদের নিমিত্ত আমাদিগের নিমিত্ত নহে

"বিশুদ্ধ বু ও নয়ন পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে তণ্ডুলকণা, সুপক্ক মাষ, শাক, উষ্ণজল, পক্কযবচূর্ণ, শক্তু ও ফল মূল প্রভৃতি ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী সমুদয় ভোজন করা বিধেয়, দেশ কালের গতি বিবেচনা পূর্ব্বক আহার নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। যোগ কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহাতে ব্যাঘাত করা কর্ত্তব্য নহে অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ তাহার উত্তেজনা করাই বিধেয়, তাহা হইলে সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ হইতে থাকে" ম শা মো ২১৫ অ

পরদিবস অপরাহ্নে প্রস্তরে বসিয়া অমিয় জিজ্ঞাসা করিলেন প্রণয় কাহাকে বলে?

মহা "সর্ব্বাগ্রে পৃথিবী সলিলে লীন হয় তৎপরে সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনো-মধ্যে, মন মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে, প্রকৃতি জীবাত্মাতে, জীবাত্মা পরমাত্মাতে লীন হয় তৎকালে আর কিছুই অনুভূত হয় না।" ম শা মো ৩৪৮ অ

"অহঙ্কার হইতে পৃথিব্যাদি মহাভূত সমুৎপন্ন হইয়াছে প্রাণিগণ ঐ পাঁচ মহাভূতে বিলীন হইয়া থাকে ঐ মহাভূত সকলের নাশ হইতে আরম্ভ হইলেই প্রলয়কাল উপস্থিত হয় ঐ প্রলয়কালে প্রাণিগণের ভয়ের আর পরিসীমা থাকে না ঐ সময়ে যে যে মহাভূত যাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় সেই সেই মহাভূত তৎসমুদয়ে বিলীন হইয়া থাকে এইরূপে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় ভূত বিলীন হইলেও শ্রবণজ্ঞানযুক্ত যোগীগণের লয় হয় না উঁহারা সূক্ষ্ম শরীর ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে অবস্থান করিয়া থাকেন শব্দাদি বিষয় সমুদয় সূক্ষ্ম, এই নিমিত্ত প্রলয়কালে উহাদের ধ্বংস হয় না, সুতরাং উহাদিগকে নিত্য আর স্থূল পদার্থ সমুদয়কে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়" ম অশ্ব প ৪২ অ

অমিয় প্রলয়কালে কি থাকে এবং উহা হইতে কাহার উৎপত্তি হয়?

মহা "প্রলয়কালে কি দিবস, কি রজনী, কি কার্য্য, কি কারণ, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, কিছুই নিরীক্ষিত হয় না, কেবল ব্রহ্মস্বরূপ জলরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, ঐরূপ অবস্থায় অজর, অমর, ইন্দ্রিয়শূন্য, ইন্দ্রিয়াতীত অযোনিসম্ভূত

সত্যস্বরূপ, অহিংসক, চিন্তাগণিস্বরূপ, প্রবৃত্তিবিশেষপ্রবর্ত্তক সর্ব্বব্যাপী, সর্বস্রষ্টা, ঐশ্বর্য্যাদি গুণের একমাত্র আশ্রয় প্রকৃতি হইতে অবিনাশী নারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন এই প্রকৃতি সম্ভূত হরি হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার অভিলাষ করিয়া লোচনযুগল হইতে চন্দ্র ■ সূর্য্যকে সৃষ্টি করিলেন। এই শ্রুতিমূলক একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর মহাপ্রলয়-কালে কি দিবস, কি রজনী, কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না, কেবল সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতিই বিরাজিত ছিলেন তিনিই বিশ্বরূপ নারায়ণের রজনী স্বরূপ" ম শা মো। ৩৪৩ অঃ

অমিয়। পৃথিবী জলমগ্ন হইলে কি প্রকারে পৃথিবীর পুনর্ব্বার উৎপত্তি হইল?

মহা নারায়ণ বলিতেছেন "সূর্য্য গগন পথে সমুদিত হইয়া অস্তে গমন করিলে কাল যেমন বলপূর্ব্বক পুনরায় তাহাকে স্বস্থানে ঐ [illegible] করে তদ্রূপ এই সসাগরা ধরিত্রী জলমগ্ন হইলে আমি জীবগণের হিতসাধনের নিমিত্ত বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক পুনরায় ইহারে স্বস্থানে আনয়ন করিব" ম। শা। মো। ৩৪০ অ।

এক্ষণে যেরূপে সৃষ্টি হয় তাহা শ্রবণ কর "তমোরূপ প্রকৃতি হইতে জগৎকারণ ব্রহ্মের প্রকাশ হয় ঐ ব্রহ্মই প্রকৃতির মূল অমৃত স্বরূপ তিনি বিশ্বের প্রসূ হইয়া শরীর দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন তিনিই অনিরুদ্ধ, প্রধান, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মক, সেই অনিরুদ্ধনামক হরি, বিদ্যাসহায়সম্পন্ন হইয়া যোগ নিদ্রা অধিকারপূর্ব্বক সলিলোপরি শয়ন করিয়া জগৎ সৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন সৃষ্টির বিষয় চিন্তা

করিতে করিতে তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে অহঙ্কারস্বরূপ সর্ব্বলোক-পিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইলেন পদ্মলোচন ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া পদ্মে উপবেশন পূর্ব্বক সমুদয় জলমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ভূত সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে মানস করিলেন ” ম শা মো ৩৪৮ অ

“অব্যক্ত হইতে মহৎ উৎপন্ন হইয়াছে। পণ্ডিতেরা মহতের সৃষ্টিকে প্রাকৃতিক প্রথম সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে ইহা বুদ্ধ্যাত্মক দ্বিতীয় সৃষ্টি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে অহঙ্কার হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে ইহাকে আহঙ্কারিক তৃতীয় সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে মন হইতে মহাভূত সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে ইহার নাম মানস চতুর্থ সৃষ্টি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পঞ্চম সৃষ্টি ভূতজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে ভৌতিক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পাঁচটি ষষ্ঠ সৃষ্টি ইহাকে বহুচিন্তাত্মক সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তৎপরে পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় পণ্ডিতগণ ইহাকে সপ্তম সৃষ্টি ও ঐন্দ্রিয়ক সৃষ্টি বলেন বৃক্ষ ও আরণ্যকপশুপক্ষ্যাদির সৃষ্টির নাম অষ্টম সৃষ্টি, এবং গ্রাম্য পশুপক্ষ্যাদি ও মনুষ্যের সৃষ্টির নাম নবম সৃষ্টি এই উভয় সৃষ্টিকেই আর্জ্জব সৃষ্টি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ” ম শা মো ৩১১ অ

অমিয় ১ম প্রকৃতি কাহাকে বলে? ২য় প্রকৃতির কার্য্য কি? ৩য়। পুরুষ কাহাকে বলে? ৪র্থ। পুরুষের কার্য্য কি? ৫ম প্রকৃতির বিনাশ নাই কেন? ৬ষ্ঠ প্রকৃতি ও পুরুষে প্রভেদ

কি? ৭ম প্রকৃতিকে কে প্রকাশ করে? ৮ম প্রকৃতিকে কখন অতিক্রম করা যায়?

মহা "১ম সূক্ষ্ম স্বরূপ ঈশ্বর হইতে কর্ম্মজ বুদ্ধি ঐ বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ, তেজ হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এই অহঙ্কারাদি আটটি সকলের মূল প্রকৃতি। জগৎ এই সমুদয় পদার্থেই অবস্থিত রহিয়াছে" ম শা মো ২১০ অ

২য় "প্রকৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক আলোচিত ভাব সমুদয় জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে প্রকৃতি হইতেই ধর্ম্মাধর্ম্মযুক্ত সমস্ত জগৎ প্রসূত হইয়াছে যেমন একটি প্রদীপ হইতে অনন্ত দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ একমাত্র প্রকৃতি হইতে সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে" ম শা মো ২১০ অ

৩য় "মহান্ আত্মা নবদ্বার সম্পন্ন সত্ত্বাদি ভাবপরিপূর্ণ অতি পবিত্র দেহরূপ পুর আশ্রয় করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এই নিমিত্ত উঁহাকে পুরুষ বলে" ম শা মো ২১০ অ

৪র্থ "স্থূল সূক্ষ্ম সমুদয় পদার্থই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে সুতরাং পুরুষ কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহেন কিন্তু পুরুষ ব্যতীত কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান হইতে পারে না। প্রকৃতি জড়ময়ী দেহ যেমন অন্তঃস্থ মনের সান্নিধ্যে সচেষ্ট হয়, তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ সচেষ্ট হইয়া সমুদয় পদার্থকে পরিচালিত করিতেছে পুরুষ যদিও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহেন, তথাপি অবিদ্যা প্রভাবে সমুদয় কার্য্যেই তাঁহার অভিমান থাকে।" ম শ মো ২২২ অ

৫ম অনন্তত্ব নিবন্ধন প্রকৃতির বিনাশ নাই।

৬ষ্ঠ "প্রকৃতি ও পুরুষের এই মাত্র প্রভেদ যে, প্রকৃতি বিষয় সমুদয়ের সৃষ্টি বিধান করিয়া থাকেন কিন্তু পুরুষ ঐ সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হন না।" ম শা মো ২৪৮ অ

৭ম "ইহলোকে কর্ম্ম প্রভাবেই লোকের শুভাশুভ ফল লাভ হইয়া থাকে বায়স যেমন অন্নভোজন কালে স্বজাতীয়দিগকে সম্বোধন করিয় তথায় অন্নের বিষয় প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ কার্য্যসমুদয় প্রকৃতিকে প্রকাশিত করিয় থাকে " ম শা মো ২২২ অ

৮ম "যত্ন পূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা হইলে আর পুনরায় সংসার মধ্যে জন্ম মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইতে হয় না কর্ম্মকাণ্ড বেদোক্ত নশ্বরধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয়ধর্ম্মে নিরত হইয়া যত্ন সহকারে অন্তরস্থ জীবাত্মাকে বিশুদ্ধ রূপে দর্শন করিতে পারিলেই প্রকৃতিকে অতিক্রম ও পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় " ম শা মো ৩১৯ অ

অমিয় পণ্ডিতেরা অনেকস্থলে পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

মহা "জীবাত্মা কখন মোক্ষ প্রাপ্ত কখন বিষয়ভোগে আসক্ত হইতেছেন তাঁহাকে লিঙ্গ শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া দেব মনুষ্যাদি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু বস্তুত পুরুষ এক মাত্র " ম শা মো ৩৫২ অ

অমিয় হস্তি ও মশকে পুরুষ কি প্রকারে একভাবে কার্য্য করিতেছেন ?

মহা "প্রদীপ যেমন হ্রস্ব বা দীর্ঘই হউক সমস্ত বস্তু প্রকাশ করে, সেইরূপ পুরুষ উপাধি ভেদে মহৎই হউন আর হীনই হউন, সকল প্রাণীতেই জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করিয়া বস্তু সকল উদ্ভাবন করিতেছেন" ম শা মো ২১০ অ

অমিয় পকৃতির আর কি কি নাম আছে ?

মহা "অধ্যাত্ম চিন্ত নিরত পণ্ডিতেরা, তমঃ, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজ, যোনি, সনাতন, বিকার, প্রলয়, প্রধান, প্রভব, লয়, অনুদ্রিক্ত, অম্লান অকম্প, অচল, ধ্রুব, অসৎ, সৎ ও ত্রিগুণাত্মক নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন" ম আশ্ব প ৩৯ অ

অমিয় পুরুষের কি কখন বিনাশ নাই ?

মহা "অমাবস্যায় সূক্ষ্ম কলা সম্পন্ন চন্দ্রমা যেমন অদৃশ্য থাকে অথচ উহা বিনষ্ট হয়না, সেইরূপ জ্ঞানময় পুরুষ নিত্য কালই অবিনষ্টই থাকেন আর নভোমণ্ডলে অভিনব শশাঙ্ক যেমন হ্রাস বৃদ্ধি সম্পন্ন হয়, সেইরূপ কর্ম্মময় পুরুষ জন্ম মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন" ম শা মো ২৩৯ অ

"পুরুষ বিদ্যাময় উহাঁকে কখনই কর্ম্মময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না" তন্নিমিত্ত পুরুষের বিনাশ নাই ম আশ্ব প ৫১ অ

"জনক কহিলেন, ভগবন্ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, অবিনশ্বর, মূর্ত্তিবিহীন, অচল, অপ্রচ্যুতস্বভাব ও বুদ্ধির অগম্য অতএব এই উভয়ের মধ্যে কিরূপে প্রকৃতিকে অচেতন এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষকে সচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ?

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, রাজর্ষে ! কেহই নির্গুণকে সগুণ

করিতে পারেন আমি নির্গুণ ■ সগুণ পদার্থের বিষয় তোমার নিকট সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পুরুষ জবাপুষ্পাদির আভাযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় গুণের আভাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সগুণ আর সেই আভাবিহীন হইলে তাঁহাকে নির্গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন প্রকৃতি গুণাত্মক, সুতরাং গুণকে কথনই অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না উহা স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা দোষেই গুণ সমুদয়ের আশ্রয় করিয়া থাকে। পুরুষ স্বভাবত জ্ঞানী তিনি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন নিত্যত্ব ও অক্ষরত্ব গুণযুক্ত পুরুষকে সচেতন এবং ক্ষরত্বপ্রযুক্ত প্রকৃতিকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় যখন পুরুষ অজ্ঞান বশতঃ বারম্বার গুণসঙ্গ আশ্রয় করেন, তখন তিনি আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া মুক্তি লাভে অসমর্থ হন পুরুষ যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে সর্গধর্ম্মাবলম্বী, যখন যোগানুষ্ঠান করেন তখন তাঁহাকে যোগধর্ম্মাবলম্বী যখন প্রাকৃতধর্ম্ম আশ্রয় করেন, তখন তাঁহাকে প্রকৃতিধর্ম্মাবলম্বী, এবং যখন স্থাবর পদার্থের সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহাকে বীজধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তিনি গুণ সমুদয়ের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা, নিঃসঙ্গ, সর্ব্বময, এবং দেহাদি হইতে পৃথক এই নিমিত্ত অধ্যাত্ম-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও নিত্য এবং প্রকৃতিকে অনিত্য ও নানা প্রকার বলেন ম শা মো ৩১৫ ৩১৬ অ

পরদিবস অপরাহ্নে প্রস্তরে বসিলে

অমিয় আমি যদি ঈশ্বরের নাম সর্ব্বদা উচ্চারণ করি তাহা হইলে কি আমার মুক্তি হইবে না?

মহা আমার একটি সন্তান হউক, এই কথা বারম্বার বলিলে, মুখ দিয়া যেমন সন্তান বাহির হয় না তদ্রূপ কেবল মুখের কথায় ঈশ্বর পাওয়া যায় না

অমিয় কেন, হরের্নামৈব কেবলম্

মহা। ইহার প্রকৃতার্থ শুন কেবল নামক কর্ম্মই হরি নাম জানিও কেবল নামক কর্ম্ম দ্বারা সমাধি হইলে সেই সমাধি অবস্থাতে ত্রিতাপ নাশ হয় হরি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ হরণ করেন "তিনি মন্ত্র কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞভাগ হরণ করেন, এবং তাঁহার রূপও হিরণ্মণির ন্যায় তন্নিমিত্ত তাঁহার নাম হরি" ম শ মো ৩৪৩ অ

কেবল মুখে হরি হরি বলিলে হরি পাওয়া যায় না প্রথমে ইন্দ্রিয় জ্ঞান, অর্থাৎ কর্ণে শুনা গেল হরি আছেন, এই ইন্দ্রিয় জ্ঞানের পর অনুরাগ, অর্থাৎ ধারাবাহীরূপে হরিকে জানিবার ইচ্ছার নাম অনুরাগ; (আসক্তি) এই অনুরাগের পর হরি কোথায় আছেন কি উপায়ে তাঁহাকে পাওয়া যায় তাহার অভি-সন্ধি; (উদ্দেশ) এই অভিসন্ধির পর কার্য্য অর্থাৎ হরিকে জানি-বার উপায় জানিয়া তাহা কর, ঐ কার্য্য নিমিত্ত ফল হরিকে পাওয়া যেমন কুঠার বলিলে কাষ্ঠ ছেদনের অস্ত্র মাত্র বুঝায় মুখ কাটিয়া যায় না তদ্রূপ কেবল মুখের কথায় হরিকে পাওয়া যায় না (ত্রিতাপ নাশ হয় না) যেমন অমিয় বলিবামাত্র তুমি উত্তর দেও, এবং তোমার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করা যায়; তদ্রূপ হরিকে ডাকিবামাত্র হরি যদি উত্তর দেন ও ত্রিতাপ হরণ করেন তাহা হইলে বুঝি যে কেবল মুখে হরি হরি বলিলে হরিকে পাওয়া যায় ডাকিলে যদি উত্তর পাওয়া না

যায়, তাহ হইলে লোকের মনে হয় যে প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকা হয় নাই কিম্বা আমি এ প্রকারে ডাকিতেছি যে তিনি শুনিতে পাইতেছেন না

কবির সাহেব একটি ভজনে বলিয়া গিয়াছেন

"মস্‌জিদ ভিতর মুলনা টেব তেরা সাহেব কেয়া বয়রা হায়
চিউটি কোঁ পগ্ পায়েল বাজে উয়োবি সাহেব শুন্তা হায় "

মস্‌জিদ মধ্যে তুমি চীৎকার করিতেছ তোমার ঈশ্বর কি কাণে কালা হইয়াছেন? ঈশ্বর যে পিপীড়ার পায়ের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছেন যখন পিপীড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পান তখন আস্তে আস্তে মনের সহিত ডাকিলে তিনি কেন না শুনিবেন আর তিনি কৃপা করিয়া শুনিলে কার্য্য সিদ্ধিই বা কেন না হইবে

অমিয়। মন দিলেই যদি কার্য্য হয়, তবে আমি মন দিয়া মনে মনে বলিতেছি যে অমুক ব্যক্তি মরিয়া যাউক, তাহাতে কি সে ব্যক্তি মরিয়া যাইবে? হরি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি কৃপা করেন

মহা তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী তন্নিমিত্ত তিনি তোমাতেও আছেন, তজ্জন্য তিনিই তুমি নিজের শরীর ব্যতীত অন্য যে কোন পদার্থই হউক না কেন, মন দিলে মন দাতার মনের অবস্থাভেদ ব্যতীত যে পদার্থে মন দেওয়া যায় সেই পদার্থের কিছুই হয় না যেমন স্ত্রী চিন্তায় কাম ও শত্রু চিন্তায় ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু যে স্ত্রী ও যে শত্রু চিন্তায় কামাদির উৎপত্তি হইল তাহাতে সেই স্ত্রীর ও শত্রুর কিছুই হইল না। তদ্রূপ হরি যদি তোমা ভিন্ন অন্য

হইতেন, তাহা হইলে তুমি মন দিয়া ডাকিলে তিনি দয় করিতেন না।

কিন্তু স্থিরমনের দ্বারা সমস্তই আকর্ষণ করা যায়। সেই কর্ণধার হরির একটি দোষ ব্যতীত আর সমস্তই গুণ

অমিয় সেই দোষটি কি ?

মহা হরি বলেন যে আমি বিনা মূল্যে কাহাকেও ভবনদী পার করি না।

অমিয় সেই মূল্য কি প্রকারের এবং কি উপায়ে পাওয় যায় ?

মহা কর্ণধার হরিঠাকুর বলেন আমাকে সর্ব্বতোভাবে না চিনিলে আমি কাহাকেও ভবসমুদ্র পার করি না হরিকে চেনাই (জ্ঞাত হওয়াই) ভবসমুদ্র পারে যাইবার সম্বল (পথ খরচ) ঐ সম্বল জ্ঞান, ভক্তি, অনন্যভক্তি ও প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভক্তি অনন্যভক্তি ও প্রেমের দ্বারা আত্মজ্ঞানের পরিপক্কাবস্থা হইলেই সেই পাথেয়ের সংস্থান হয়।

অমিয় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কি ? এবং উহাদের তাপই বা কি প্রকারে ?

মহা

স্থূল—আধ্যাত্মিক	আধিভৌতিক	আধিদৈবিক
মনে ও শরীরে যাহা	অন্য জন্তু কর্ত্তৃক	বজ্রপাতাদি কর্ত্তৃক
ভোগ হয়	যাহা ভোগ হয়	যাহা ভোগ হয়
যেমন চিন্তা ও	যেমন সর্প ব্যাঘ্রাদি	
স্ফোটকাদি দ্বারা	দ্বারা	

সূক্ষ্ম—প্রাণায়ামাদি দ্বারা যাহা ভোগ হয়	লিঙ্গ শরীর দ্বারা যাহা ভোগ হয়	পরব্যোমে যাইবার পূর্ব্বে এই ব্যোমে যাহা ভোগ হয়

অমিয় ভক্তি, অনন্য ভক্তি ■ প্রেমে প্রভেদ কি ?

মহ গুরুর চরণে মস্তক কাটিয় দেওয়ার নাম ভক্তি অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি বহির্দৃষ্টিতে থাকা, পুরুষোত্তমনারায়ণকে ভালবাসা ও সম্মানের সহিত সেবা করার নাম ভক্তি পূর্ব্বকালে যেমন করিয়া আর্য্য সন্তানেরা পিতা মাতাকে সেব করিত।

পুরুষোত্তমনারায়ণকে সম্মানের সহিত ভালবাসা এবং তিনিই একমাত্র গতি এইরূপ অনন্যমনে সেব করার নাম অনন্য ভক্তি পূর্ব্বকালে আর্য্যপত্নীরা যেমন করিয় স্বামীকে সেবা করিত আমি কিছুই আশ করি না, না দেখিলে বাঁচি না, দেখিলে ভাল থাকি এই অবস্থার নাম প্রেম এই প্রেমাবস্থা যাহার হইয়াছে সাধুরা তাঁহাকে ভক্তীন্ কহেন

অমিয় শুনিয়াছি যাহাতে মান ও বিচ্ছেদ নাই সে প্রেমই নহে

মহা যাহাতে মান ও বিচ্ছেদ আছে সে সতীর প্রেম নহে বেশ্যার ভালবাসা মাত্র, সেই ভালবাস কোন না কোন সময়ে ছাড়িয় যায় তন্নিমিও উহা ভয়ে পূর্ণ, আর সতীর প্রেমে বিচ্ছেদের ভয় নাই, তাহা সতী মাত্রেই জানে বেশ্যায় জানে না বেশ্যার মনে সর্ব্বদা ভয় যে পাছে ফেলিয় পলায়

অমিয় উপরোক্ত প্রকার প্রেমের লক্ষণ কি ?

মহা উপরোক্ত প্রকারের প্রেমী হইলে মিষ্ট কথায় সুখ, কর্কশ বাক্যে দুঃখ ও অপমানে ক্লেশ বোধ হয় না

অমিয় দৃষ্টান্তের দ্বারা জানিবার ইচ্ছা হইতেছে

মহা সে প্রেম পার্থিব বিষয়ে হইতেই পারে না তবে লোকে মোহিত হইয়া সেই প্রকারের নকল যাহা করে তাহা বলিতেছি শুন যেমন কোন যুবাপুরুষ কোন যুবতীর অবৈধ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বাপের ত্যাজ্য পুত্র হইবার, মাতা ও প্রতিবাসীর গঞ্জনার ও স্ত্রীর ঝাঁটার ভয়ে ভীত না হইয়া বলে, তোমরা যে যাহাই বল না কেন সে যে আমার, তদ্রূপ ঈশ্বর প্রেমের প্রেমিককে যাহাই বল না কেন তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না, সকলকেই ছেলে মানুষ বলিয়া উপেক্ষা করেন আর বলেন আমার আমাকে পাইয়া আমি পরম আনন্দে আছি জগতের হায় হায় হইতে বাঁচিয়াছি।

অমিয় ভক্তেরা চিরদিনই সেব্য সেবক ভাবে সেবা করেন, আর যোগীরা তিনিই আমি এইভাবে সেবা করিয়া থাকেন, এইটি ত যোগীদিগের অহঙ্কার?

মহা যদি আজীবন খাটিতেই গেল তবে মজুরি ভোগ করিবে কখন? শ্রদ্ধা সহকারে মন দিয়া ভগবান্‌কে সেবা করার পর ভগবদ্‌গুণবিশিষ্ট হইয়া অনন্ত সুখ ভোগ করা মৃত্যুর পর তাঁহাতে লীন হওয়ায় আর জন্ম হয় না, এই ভক্তির প্রয়োজন চিরদিন (আজীবন) সেব্য সেবক ভাবে সেবা করা ভক্তির উদ্দেশ্য হইলে ভক্তিতে সুখ কি? ভগবান একজন, আর ভক্ত অন্য একজন ভক্ত ভগবানের প্রিয় হইব বলিয়া দাসের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার সেবা করিতেছে এবং পাছে, ভগবান্ রাগ করেন এই ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত যেখানে শঙ্কা সেখানে সুখ কোথায়? শাস্ত্রে বলে ভক্তিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে সেবা করিলে

তিনি অভয় দেন, কিন্তু ভক্তের মনে যখন সর্ব্বদা শঙ্কা, তখন অভয়দান কথাটি মিথ্যা, শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হইলে তোমার ভজনাদি সমস্তই মিথ্যা ভ গীতার ৮ অ ৫ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যে দেহ ত্যাগ করে সে আমারই ভাবপ্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই ভগবানে লীন হওয়াই ভক্তির প্রয়োজন, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা নহে আপনার আত্মাকে (অর্থাৎ নিজে নিজেকে) আমিই তিনি জ্ঞানে ভজনা করায় অহঙ্কার করা হয় না

অমিয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে যোগমার্গ ■ জ্ঞানমার্গের সহিত ভক্তিমার্গের কোন সম্বন্ধ নাই, ভক্তেরা যেস্থানে যায় যোগী বা জ্ঞানী সেস্থানে যাইতে পারেন না ভক্তির সোপানে যে স্থান পায়, জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থাতেও সেস্থান পায় না মুক্তির পর ভক্তি, কারণ আলোককে সেবা করার নাম ভক্তি, এই আলোককেই হরি বলে

মহা। ভক্তি, অনন্ত ভক্তি ও প্রেম ইত্যাদি সাধন সময়ের অবস্থা সাধনের তারতম্যানুসারে উহাদের নামকরণ হইয়াছে, আর সিদ্ধাবস্থার নাম জ্ঞানী জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী আরো শ্রেষ্ঠ ভক্তি হইলেই যদি সমস্ত হইত তাহা হইলে ভ গীতার ৬ অ ৪৬ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগী হইতে না বলিয়া ভক্ত হইতে বলিতেন।

অমিয় ভ। গীতার ১২ অ ২০ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন সেই মৎপরায়ণ শ্রদ্ধাবান ভক্তেরা আমার অতিশয় প্রিয়।

মহা। ভক্তই আমার অতিশয় প্রিয় বলায় জানা যাইতেছে ভগবান্ ও ভক্ত পৃথক, কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় অভেদ, তন্নিমিত্ত ভগবান্

অর্জ্জুনকে যোগী হইতে বলিয়াছিলেন সাধন সময়ে ভক্তি না হইলে কোন প্রকারে সিদ্ধাবস্থা হইতে পারে না, তজ্জন্য ভগবান্ ভক্তই আমার প্রিয় বলিয়া গিয়াছেন ভ গীতার ২ অ ৫২ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়টি শুনা হয় নাই ও বিষয়টি শুনিবার উপযুক্ত, বুদ্ধি এইরূপ কোন বিষয়ে না যাইয়া যখন সমাধিতে অচল হইয়া থাকিবে তখন তোমার যোগাবস্থা প্রাপ্তি হইবে আরো ভ গীতার ৭ অ ১৭ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন—তাহাদের অর্থাৎ উপরোক্ত ভজনকারীদের মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তিজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ, আমি জ্ঞানীর অতিশয় প্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার অতিশয় প্রিয় ভ গীতার ১২ অ ২০ শ্লোকে ভগবান্ ভক্তই আমার প্রিয় বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত শ্লোকে ভগবান্ ও নিত্যযুক্ত একভক্তিজ্ঞানী এই উভয়ে উভয়ের প্রিয় বলিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে ভক্ত ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্যদিকে মন দিয়া থাকে, কিন্তু নিত্যযুক্ত একভক্তিজ্ঞানী তাহা দেয় না এইজন্য ভক্ত অপেক্ষ নিত্যযুক্ত একভক্তিজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ যোগী হইলে আকাঙ্ক্ষা থাকে না, আকাঙ্ক্ষাই সমস্ত দুঃখের মূল

অমিয় যদি যোগী হইলেই আকাঙ্ক্ষ শূন্য হয়, তবে চলিবার সময় যোগী সম্মুখের চারি হাত জমিতে দৃষ্টি রাখিয়া চলিবেন, উচ্চ দৃষ্টি করিবেন না (পাছে কোন স্ত্রীলোকের মুখ দেখিয়া তাহাতে মন যায়) এরূপ বিধি কেন?

মহা যোগী দুই প্রকার, হঠযোগী ও রাজযোগী হঠ শব্দে

বল, আর রাজ শব্দে অভ্যাসনিমিত্ত যাহা সর্ব্বদা দীপ্তি পায় যাহারা ব্রহ্মেতে যাইয়া আবার তত্ত্বে ফিরিয়া আসে, আবার ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মেতে লীন হয়, সেই হঠযোগীর পক্ষে উপরোক্ত নিয়ম, রাজযোগীর পক্ষে নহে

অমিয়৭ নদীর মিষ্টজল সমুদ্রের লবণজলের সহিত মিশ্রিত হইলে সে যেমন আর মিষ্ট হয় না, তদ্রূপ হঠযোগীর মন তত্ত্বাতীত ব্রহ্মে যাইয়া আবার কি প্রকারে তাহা হইতে চ্যুত হয় ?

মহা সেই সমুদ্র জল সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া যেমন মিষ্টত্বকে পায়, তদ্রূপ হঠযোগীর মন তত্ত্বাতীত স্থান পাইয়াও রজ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় বিষয়াসক্ত হয় সমুদ্র জল ও লবণ যেরূপ পৃথক পদার্থ, তদ্রূপ হঠযোগীর মন ও ব্রহ্ম পৃথক এক হইলে আর পৃথক হয় না।

অমিয় ভ গীতার ৬ অ ৪৭ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যে শ্রদ্ধাবান্ যোগী অন্তরাত্মা আমাতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয় আমার ভজনা করেন তিনি সমস্ত যোগীর মধ্যে যুক্ততম এই আমার মত এই ভজনা করিতে বলায় জানা যাইতেছে যে যুক্ততম অবস্থাতেও ভজনা করা রূপ কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে

মহা যেমন কোন স্থির পরিষ্কার স্বচ্ছ জলে ঘোলা জল যে সময়ে প্রবেশ করে সে সময়ে স্থির পরিষ্কার স্বচ্ছ জল চঞ্চল হইয়া উঠে ; আর ঘোলা জল পরিষ্কার জলে প্রবেশ করিলেও পরিষ্কার স্বচ্ছ জল ও ঘোলা জল পৃথক দেখা যায় ; কিন্তু ঘোলা জলের বেগ যেমন যেমন স্থির হয়, তেমন তেমন পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং উভয় জল এক হইয়া যায় আর পৃথক হয় না উপরোক্ত শ্লোকে এই মিশিয়া যাওয়া রূপ ভজনার কথা ভগবান্ বলিয়া

গিয়াছেন, যাহার জন্য আর পৃথকরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। যোগারূঢ় অবস্থায় আত্মার কথা দূরে থাকুক অন্তরাত্মা পর্য্যন্তও পৃথকরূপে থাকেন না। দেবর্ষি নারদ ও শুকদেব প্রভৃতি যোগি-গণ উপরোক্ত প্রকারে যোগসিদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন।

অমিয়। নারদ ও শুকদেব কি যোগী ছিলেন?

মহা। নারদ নারায়ণকে বলিলেন, "ভগবন্, আজি আমি আপনাকে দর্শন করিয়া তপস্যা, যম ও নিয়মের সম্পূর্ণ ফললাভ করিলাম।" ম. শা. মো. ৩৪০ অ।

শুকদেব স্বয়ং বলিতেছেন, "এক্ষণে যোগ ব্যতীত সেই পরম পদ লাভের উপায়ান্তর নাই। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন না, অতএব আমি যোগবলে এই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুভূত হইয়া তেজোরাশিপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিব। আজি দেবতা, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ আমার যোগবল দর্শন করুন। যোগবলে সমুদয় প্রাণীতেই আমার অব্যর্থ গতি হইবে।" ম. শা. মো. ৩৩২ অ।

"তখন তিনি (শুকদেব) দেবর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক আপনার যোগের বিষয় তাঁহার কর্ণগোচর করত কহিলেন, তপোধন! আপনি আমাকে যোগপথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনার অনুকম্পায় স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া অভীষ্ট গতিলাভ করিব।" ম. শা. মো. ৩৩৩ অ।

অমিয়। সিদ্ধাবস্থায় যদি কোনই কষ্ট না থাকে তবে ব্যাস-দেব ও বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে অত বিহ্বল হইয়াছিলেন কেন?

মহা। তাঁহারা শোকবিহ্বল হন নাই। 'যেমন আকাশ মার্গে পক্ষিগণের এবং সলিল মধ্যে মৎস্য সমূহের গমনকালে

পদচিহ্ন দৃষ্টি হয় না তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের গতি অন্যের লক্ষিত হইবার নহে ” ম শা মো ১৮১

নির্ব্বাণ মুক্তি ব্যতীত, ভক্তি, প্রেম, সালোক্য সাযুজ্যাদি মুক্তি যাহা কিছু আছে সে সমস্তই সগুণ, সগুণেই গুণভেদ, গুণাতীত অবস্থাতে কোন প্রভেদ নাই সেইজন্য ভগবান্ অর্জ্জুনকে গুণাতীত হইতে বলিয়াছিলেন “মুক্তি (নির্ব্বাণ মুক্তি) সকলেরই এক প্রকারের হইয়া থাকে কেননা যাহারা সগুণ তাহাদিগেরই গুণের তারতম্য হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা নির্গুণ তাহাদের কোন বিষয়েরই তারতম্য হইবার সম্ভাবনা নাই ” ম শা। মো। ১৯৪ অ

অলোক যাহা লোক নহে, অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে অলোকে যখন তুমি যাহ তখন অলোকের সেবা কি প্রকারে করিতে পার? তুমি যে বলিলে অলোককে সেবা করার নাম ভক্তি, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না

অমিয় সমাধিতে অচল বুদ্ধি হইলে যোগসিদ্ধ হয় আজ্ঞা করিলেন, সেই সমাধি অবস্থাতে কি ভোগ হয়?

মহা ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়

অমিয় কেহ কেহ মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তিকে সমাধি সুখের তুল্য বলিয়াছেন

মহা জীবাত্মার বিশেষ ক্লেশ নিমিত্ত মূর্চ্ছা আর তমো-গুণের বৃদ্ধিতে সুষুপ্তি হইয়া থাকে, এই দুই অবস্থাতে মনুষ্য সংজ্ঞা শূন্য হয় জড় সমাধি প্রায়ই ঐ দুই অবস্থার তুল্য, আর চৈতন্য সমাধি ঐ উভয় অবস্থার বিপরীত স্থূলে উহার উপমা নাই, তবে স্থূলে ঐ অবস্থার একটী নকল অবস্থা যাহা আছে

তাহা বলিতেছি শুন নিদ্রার আদিতে ও জাগরণের অন্তে যে ভাব হয়, ক্রিয়া দ্বারা সদা সর্ব্বদা মনের সেই অবস্থার ন্যায় অথচ তাহা নহে এমন একটি অবস্থা জন্মিলে চৈতন্য সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়, অর্থাৎ চক্ষুতে নিদ্রা আসিতেছে অথচ জ্ঞান আছে আর নিদ্র ভাঙ্গিয়া চৈতন্য হইযাছে অথচ চক্ষুতে নিদ্রা আছে, ঐ দুই অবস্থাতে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, ক্রিয়া করিয়া ঐ দুই অবস্থার মত অথচ তাহা নহে এমন একটি অবস্থা হইলে সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ ভোগ হয়

অমিয় যোগীরা অনাসক্ত হইয় কি প্রকারে কার্য্য করেন ?

মহা লোকে যেরূপ অনাসক্ত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে তদ্রূপ অনাসক্ত হইয়া যোগীরা সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন

অমিয় যোগীরা নির্লিপ্ত হইয়া কিরূপে সংসারে ভ্রমণ করেন ?

মহ "জলচর পক্ষী যেমন সলিলে সন্তরণ দিয়াও সলিল-লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সংসারে পরিভ্রমণ করিয়াও সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত হন না যে মহাত্মা এইরূপ সংসারে লিপ্ত না হইয়া আপনার বুদ্ধি প্রভাবে শোক, হর্ষ ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মনিষ্ঠ ও জীবনমুক্ত হইতে পারেন, তিনি ঊর্ণনাভ যেমন সূত্র সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকে, তদ্রূপ অনায়াসে গুণ সমুদয়ের সৃষ্টি করিতে পারেন "ম শ মো ১৯৪অ

এইরূপ গুণবিশিষ্ট না হইয়া কেবল আমি নির্লিপ্ত মুখে বলিলে নির্লিপ্ত হয় না

অমিয় আত্মজ্ঞান, তপস্যা, গুরুশুশ্রূষা ও যোগবলে কি লাভ হয় ?

মহা "আত্মজ্ঞান দ্বারা সংসার ভয় নিবারণ হয়, তপস্যার দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয়, গুরুশুশ্রূষার দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, আর যোগ বলে শান্তি লাভ হইয়া থাকে " উ প্রজা প ৩৫অ

অমিয় কখন লোকের শান্তি হয় ?

মহা বুদ্ধি প্রভাবে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও লয় স্থান বিদিত হইতে পারিলেই ক্রমে ক্রমে শান্তি গুণ লাভ হইয়া থাকে ম শা মো ১৯৪অ

অমিয় জ্ঞানের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয় ?

মহা "জ্ঞান যজ্ঞ অপেক্ষা সমধিক উৎকৃষ্ট, জ্ঞানপ্রভাবে অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু যজ্ঞবলে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন যে দুঃখ ও জন্মমৃত্যু নিবারিত করা পুরুষকারসাধ্য নহে " ম শা। মো ৩১৯অ

"জ্ঞানই মোক্ষলাভের কারণ, জ্ঞান না জন্মিলে কদাচ মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই অতএব প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করা সর্বতোভাবে শ্রেয় জ্ঞান দ্বারাই মনুষ্য জন্মমৃত্যুরূপ দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কথা দূরে থাকুক, অতি নীচ শূদ্রাদি হইতেও জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে শ্রদ্ধা করা অবশ্য কর্তব্য শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ কদাচ জন্মমৃত্যু কর্তৃক আক্রান্ত হন না। সকল বর্ণই ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছে অতএব সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য করা যায়, এবং সকল বর্ণেরই বেদ পাঠে অধিকার আছে। ফলত সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মময় ব্রহ্মের আস্যদেশ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু

যুগল হইতে ক্ষত্রিয়, নাভি হইতে বৈশ্য ও পদতল হইতে শূদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন বারম্বার জন্ম মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে অতএব জ্ঞানানুসন্ধান করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য ম শা মো ৩১৯অ

"জ্ঞান বিহীন ব্যক্তি অন্ধ পথিকের ন্যায় নিয়ত ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে " ম শা মো ২১৪অ

"গুরুজন অপেক্ষা পবিত্র তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা পবিত্র বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা অন্বেষণের বিষয় ও সন্তোষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সুখ আর কিছুই নাই ম অনু প ১৬২অ

জ্ঞান শব্দে জানা জ্ঞেয় বস্তুকে না জানিলে ভক্তি (সম্মানের সহিত সেবা) কাহাকে করিবে ? গুরু তোমাকে কৃষ্ণ দেখাইয়া দিলে তুমি মনঃসংযোগের সহিত কৃষ্ণ দর্শন করায় তোমার কৃষ্ণ জ্ঞান জন্মিল, কিন্তু তোমার মনের যোগ না হইলে গুরু দেখাইয়া দিলেও তোমার কৃষ্ণজ্ঞান জন্মিত না এবং কৃষ্ণদর্শনজনিত কৃষ্ণজ্ঞানযোগকে ভক্তি, অনন্য ভক্তি ও প্রেমের সহিত হৃদয়ে দৃঢ় করার পর তাঁহাতে সমস্ত অর্পণ করিতে পারিলে কৃষ্ণের দয়া হয়।

অমিয় কেমন করিয়া অর্পণ করিতে হয় ?

মহা আরাধ্য দেবতাতে তন্ময় হইয়া সমস্ত কার্য্য করা।

অমিয় কেহ কেহ বলেন যাহা করিতেছি সমস্তই কৃষ্ণের নিমিত্ত ?

মহা কেবল পাঁতাই কুড়াইলে, আগুণ পোহাইলে কৈ, অর্থাৎ সমস্তই কৃষ্ণের নিমিত্ত করিলে, অর্পণ করিলে কৈ ? যদি বল তাঁহার উদ্দেশে করাতেই তাঁহাকে সমস্ত অর্পণ করা হইল তাহা

হইলে ভোজন, মল মূত্রত্যাগ, স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি সমস্তই কৃষ্ণের নিমিত্ত কি প্রকারে সম্ভবে? লোকে যদি কৃষ্ণের নিমিত্ত ঐ সকল কর্ম্ম করিত, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্মের সুখভোগ কৃষ্ণ না করিয়া তাহারা কি প্রকারে করিয়া থাকে? যদি বল যাহা খাইতেছি কৃষ্ণের প্রসাদ খাইতেছি, তাহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? যখন সমস্তই কৃষ্ণের নিমিত্ত করিতেছ তখন সমস্তই কৃষ্ণের। যতক্ষণ ঐ সমস্ত বস্তু আমার প্রসাদ খাও বলিয়া কৃষ্ণ তোমাকে না দিতেছেন, ততক্ষণ ঐ সমস্ত বস্তু তোমার নহে, বলপূর্ব্বক দেবস্ব অপহরণ করিতেছ আর জুতো মারিয়া পাদোদক গ্রহণের ন্যায় বলিতেছ আমি কৃষ্ণের প্রসাদ খাইতেছি। ভ. গীতার ৩য় ১১, ১২, ১৩ শ্লোক দেখ। কৃষ্ণকে হৃদয়ে রাখিতে রাখিতে অভ্যাস কর, যখন তুমি সমস্ত বস্তুতে কৃষ্ণকে দেখিবে ও জানিবে অর্থাৎ কৃষ্ণ ব্যতীত জগতে অন্য বস্তুই নাই, এইরূপ জ্ঞান হইলে তখন তোমাকে কৃষ্ণ জ্ঞানে জ্ঞানী (বৈষ্ণব) বলা যাইবে এবং তখন কোন বস্তু কৃষ্ণকে না দিয়াও কৃষ্ণকে তোমার সমস্তই অর্পণ করা হইবে। জ্ঞানী হওয়াই ভক্তি ও প্রেমাদির চরম ফল, পরে জ্ঞানও থাকিবে না। নারদ শুকদেবকে বলিলেন "এইরূপে সমস্ত প্রাণীকেই কামনা নিবন্ধন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। অতএব তুমি মোহবিহীন হইয়া প্রথমতঃ জ্ঞানবলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, এবং সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ কর।" ম. শা. মো. ৩৩২অ।

অমিয়। শুনিতে পাওয়া যায় প্রভুর সমস্ত বস্তুতেই দাসের অধিকার আছে?

মহা। তাহা হইলে দাস কোথায়? স্বয়ংই যে প্রভু।

অমিয় যোগীরা যখ· আমিই তিনি এই ভাবে ভজনা করেন তখন যোগীরা স্বয়ংই তো প্ৰভু ?

মহ ভজনাবস্থায় যোগী নহে, সিদ্ধাবস্থায় যোগী। যতক্ষণ ভজনা ততক্ষণ উপাস্য ও উপাসক (অর্থাৎ সেবা ও সেবক) পৃথক তাহাব পব যেমন যেমন যোগাবস্থা প্ৰাপ্ত হয় তেমন তেমন এক হইয়া যায় এক হইলেই সেব্য সেবক না থাকায় প্রভু ও প্রভুর বস্তু, দাস ও দাসেব অধিকাব কিছুই থাকে না

এক্ষণে একান্তভক্তিপবায়ণ মহাত্মাদিগেব ও তাঁহাদিগেব ধর্ম্মের বিষয় শুন ? "জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্. নাবায়ণ একান্তভক্তিপরায়ণ মহাত্মাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাহাদিগের পূজা গ্রহণ কবেন, ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে আপনি পাপপুণ্যবিহীন নির্গুণ পুরুষদিগেব পবমগতির বিষয় কীর্ত্তণ কবিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগেব সহিত একান্ত-ভক্তদিগেব বিশেষ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইতেছে যখন একান্ত ভক্তিপবায়ণ মহাত্মাবা অনিরুদ্ধাদি দেবত্রয়ের উপাসনা •। কবিযাও চতুর্থ মূর্ত্তি বাসুদেবে লীন হন, তখন একান্তধর্ম্মেব তুল্য শ্রেষ্ঠ ও নাবায়ণের প্রিয় আব কিছুই নাই যে ব্রাহ্মণগণ যতিধর্ম্ম আশ্রয় কবেন এবং যাহাব নিবন্তব যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ পাঠ কবেন তাহাদিগেব অপেক্ষাও একান্তভক্ত মহাত্মাদিগের শ্রেষ্ঠগতি লাভ হয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, কোন্ সময়ে উহা উৎপন্ন হইল এবং কিরূপেই বা উহা প্রতি-পালন করিতে হয় এই সমুদয় বিষয়ে আমাব সংশয় উপস্থিত

হইতেছে অতএব আপনি ঐ সংশয় অপনোদন পূর্ব্বক আমার চিত্ত পবিতৃপ্ত করুন ।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! কুরুপাণ্ডবীয় সংগ্রামে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমন হইলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যেরূপ ঐকান্তিকধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিয়াছি ঐ ধর্ম্ম অতিশয় দুষ্প্রবেশ্য মূঢ় ব্যক্তিরা কখনই উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদ সম্মত ঐকান্তিকধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন পূর্ব্বে ধর্ম্ম পরায়ণ মহারাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণসমাজে বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে তপোধনাগ্রগণ্য নারদকে এই ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, আমার গুরু বেদব্যাস তৎসমুদয় আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন এক্ষণে আমি সেই সমুদয় আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন

ব্রহ্মা ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে প্রথমবার নারায়ণের মুখ হইতে দ্বিতীয়বার চক্ষু হইতে, তৃতীয়বার বাক্য হইতে চতুর্থবার শ্রবণ হইতে পঞ্চমবার নাসিকা হইতে ষষ্ঠবার অণ্ডমধ্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া একান্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু প্রলয়কালে ঐ ধর্ম্ম পুনরায় তিরোহিত হইয়া নারায়ণে লীন হয়। তাহার পর ব্রহ্মা সপ্তমবারের বার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ঐ একান্ত ধর্ম্ম দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে উহা অধ্যয়ন করাইলেন, অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে, মনু লোক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র

ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিলে তিনি ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্যাপি ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার উহা নারায়ণে লীন হইবে। সাংখ্য, যোগ, আরণ্যকবেদ ও পঞ্চরাত্র এই সমুদয় শাস্ত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত। মনুষ্য ঐ সমস্ত শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহাদিগের একান্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়।" ম. শা. মো. ৩৪৯ অ.

অমিয়। ব্রহ্মার এই উপরোক্ত সপ্তমবার জন্ম বৃত্তান্ত কি?

মহী। প্রথমবার মুখে, (ব্রহ্মরন্ধ্রে) দ্বিতীয়বার দৃষ্টিতে, (শূন্য দৃষ্টিতে) তৃতীয়বার বাক্যে, (সত্যকে জানিয়া বেদের শুক পাঠ দ্বারা) পঞ্চমবার ঘ্রাণে, (লৌকিক ও অলৌকিক গন্ধে) ষষ্ঠবার পা হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত (ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে) ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা ক্রমে এই ছয় স্থানে থাকিয়া আত্মধর্ম্ম যাজন (ক্রিয়া) করিয়া মনঃস্থির করিলে ক্রমে রজ ও তমোগুণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার মন যেমন বিষয়ে আসিল, তেমনই আবার প্রলয়কাল উপস্থিত হইল। ঐ প্রলয়কালে একান্ত ধর্ম্ম পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইয়া নারায়ণে লীন হইল। তাহার পর সপ্তমবারের বার ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা নাভিতে (মানস পদ্মে) থাকিয়া আত্মধর্ম্ম যাজন দ্বারা নাভিগ্রন্থি ভেদ করিবামাত্র মূলাধারের পথ খুলিয়া যাওয়ায় মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত একভাবে বায়ু স্থির হইলে, মন ইচ্ছারহিত হওয়ায় আর প্রলয়াধীন হইল না।

শ্বাস দ্বাদশ অঙ্গুলি বাহির হওয়ায় সমস্ত প্রকার বাসনা হইতেছে, এই শ্বাস যখন দশ অঙ্গুলির উপরে অর্থাৎ দুই অঙ্গুলি বাহির হয় তখন সেই যোগী নারায়ণ স্বরূপ

(সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ স ভূমিং সর্বতো স্পৃষ্ট্বা (স্পৃত্বা) অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং সেই পুরুষের অনন্ত মস্তক অনন্ত চক্ষু, অনন্ত পদ, তিনি ভূমি (বলিযা তৃপ্ত না হওয়ায়) সমস্ত চরাচর স্পর্শ করিয়া দশ অঙ্গুলির উপরে অবস্থিতি করিতেছেন যোগীর শ্বাস যখন একাদশ অঙ্গুলি স্থির হইয়া না কেবল ভিতর ভিতর আগমন করে তখন সেই যোগীর সর্বদাই একাদশী কারণ তখন যোগী কোন বস্তুরই স্বাদ পান না

ঐ সূক্ষ্ম শ্বাস নাভিগ্রন্থি ভেদ করিয়া যখন মূলাধার পর্যন্ত স্থিরভাবে যাতায়াত করে তখন মহাবলী অস্থির মন চঞ্চল বর্জিত হওয়ায় মূলাধারে স্থির হইয়া থাকে এই সূক্ষ্ম শ্বাসরূপ বামনদেব নাভি হইতে তৃতীয় চরণ বাহির করিয়া অস্থির মনরূপ বলি রাজার মস্তকে দিয়া মহা বলবান বলি রাজাকে পাতালে পাঠাইলেন রূপক হইল

অমিয় মুখ শব্দে মুখবিবর যাহা দিয়া আহার করি, ব্রহ্মরন্ধ্র কি প্রকারে সম্ভবে ?

মহ কার্য্যমাত্রই ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে হইতেছে, তবে যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্ত হয় সেই ইন্দ্রিয়ের নাম উল্লেখ হইয়া থাকে ব্রহ্মা নারায়ণের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, ইহাতে মনে হইতে পারে যে ব্রহ্মরন্ধ্রে ত কোন দ্বার নাই, তবে ব্রহ্মা নারায়ণের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে কি প্রকারে জন্মাইলেন, এই শঙ্কা নিবারণ জন্য মুখ শব্দ উক্ত হইয়াছে পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে বিষয় সমুদয় প্রথম ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রকাশ হইয়া ক্রমে মনেতে আসে, মন হইতে ক্রমে সেইটি বুদ্ধিতে বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেটি, সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সেটিকে পাঠাইয়া দেন

নারায়ণের ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মনে যেমন সৃষ্টির অভিলাষ হয় অমনি মন বুদ্ধিতে বুদ্ধি অমনি উচ্চারণের অর্থাৎ সুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট ঐ অভিপ্রায়কে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পরে উহা উচ্চারণ করা আর না করা সে বক্তার ইচ্ছা।

অমিয়। ব্রহ্মা যখন ষষ্ঠ বারের বার অণ্ড (ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর) হইতে উৎপন্ন হইয়া একবার আত্মধর্ম্ম যাজন করিয়াছিলেন তখন আবার সপ্তম বারের বার নাভিপদ্ম হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আত্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন কেন?

মহ। সার্দ্ধ ত্রিবলয়কৃতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অর্থাৎ সাড়ে তিন আবর্ত্তন বিশিষ্টা, এই সাড়ে তিন আবর্ত্তনের মধ্যে আধখানি চঞ্চল এই চঞ্চল আধখানি নাভির উপর হইতে আসা যাওয়া করিতেছে, আর মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধারে তিনটী আবর্ত্তন স্থিরভাবে আছে। শরীরের মধ্যে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর ব্যতীত সমস্তই অস্থির। তন্নিমিত্ত ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা নাভিগ্রন্থি ভেদ করিয়া মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত সূক্ষ্মরূপে স্থির হইলেন অর্থাৎ মন ইচ্ছা রহিত হইলেন। এই নিমিত্ত সপ্তম বার ব্রহ্মাকে জন্মগ্রহণ করিয়া একাত্মধর্ম্ম যাজন করিতে হইয়াছিল।

১। পণ্ডিত বাত বকো সো ঝুট, রাম কহে দুনিয়া গোৎ হোয়ে, তও খাঁড় কহে মুখমিঠা।

২। ভোজন কহে ভুখ যো ভাগে, জল কহে তৃষা বুঝাওয়ে, পাবক কহে পাঁও যো দাহে তও রাম কহে গোৎ হোয়ে।

৩। নরকা সঙ্গ সুগ [illegible] বোলে, নাম প্রতাপ না জানে, এক দিবস উড় যায় বনমে, ফিরে রাম না আনে।

৪। বিনু বিশ্বাস সাচপর্চে বিনু, রাম রহে ক্য হোয় ধন ধন করে ধনিক হোয়ে তও নির্দ্ধন রহেনা কোয়

৫ সাঁচিপ্রিত বিষয় মাংছে হরিভক্তন সঙ্গ হাঁসি, রহৎ কবির বিনু সৎ গুরু পুরা, মিটে না যমকা ফাঁসি

পণ্ডিত যাহা বলিতেছ তাহ মিথ্যা, রাম রাম বলিলে যদি পৃথিবী হইতে মুক্তি হত তবে খাঁড় খাঁড বলিলে মুখ মিষ্ট হই ত ভোজন ২ বলিলে যদি পেট ভরিত, জল জল বলিলে যদি তৃষ্ণা নিবারণ হত্ত ও আগুন ২ বলিলে যদি পা পুড়িয়া যাইত, তবে জানিতাম যে রাম রাম বলিলে গতি হইত টিয়াপাখী মানুষের সঙ্গে থাকিয়া রাম রাম বলিতেছে, কিন্তু রামের নাম প্রতাপ কিছুই জানে না, সে যদি কোন দিন বনে উড়িয়া যায়, তবে সে টাঁ টাঁ ভিন্ন রাম নাম মুখে আনে না। বিশ্বাস ও সত্যের পরিচয় বিনা রাম নাম বলিলে কি হইবে, ধন ধন করিলে যদি ধনী হইত তবে জগতে নির্ধনী কেহই থাকিত না। প্রকৃত প্রেম বিষয় পুত্রাদিতে, হরিভক্তদিগের সঙ্গ করিতে হাঁসে কবির সাহেব বলিতেছেন সর্ব্বতোভাবে সৎগুরু ব্যতীত যমরাজার মৃত্যুরূপ ফাঁস হইতে অব্যাহতি পাইবে না

অমিয়। কেন তুলসিদাস বলিয়াছেন –

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই, যে মন মন জপে ওয়াকো বালহারি যাই

মহা সাধুদিগের মুখ হইতে কখন অশ্লীল কথা বাহির হয় না এহ সাক্ষীতে ঐ অশ্লীল শব্দটী কেন রচিয়া দিয়াছে, সে যাহ হউক ইহার অর্থ শুন যে মালা জপ করিতেছে তাহার মন মালার সহিত দোড়াইতেছে আর করের মাত্রার

ন্যায় (কেহ কেহ কথা কহিতে কহিতে "তা বিবেচনা করুন, কেহ কেহ "তা বটেত", কেহ কেহ "বুঝিলে কি না", ইত্যাদি কথার মাত্রা) বৃথা মালা ও নাম জপা অভ্যাস হইয়া যাওয়ায় দেবমূর্ত্তির দিকে লক্ষ্য থাকে না। যে কর জপ করে সে মালা জপার ন্যায় লোক দেখায় না এই জন্য তাহাকে ভাই বলিয়াছেন, আর যে মন দিয়া মনকে জপ করে তাহাকে বলিহারি যাই বলিয়াছেন।

রাম রাম সব কোই কহে ঠগ্ ঠাকুর আর চোর
বিনা প্রেম রিঝেন তুলসী নন্দকিশোর।

ঠক্ ঠাকুর চোর, অর্থাৎ সকলেই রাম রাম কহিতেছে তুলসিদাস বলিতেছেন প্রেম বিনা নন্দকিশোর রামচন্দ্র রিঝেন না। মৈথুন সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই হর্ষ নিমিত্ত যে অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়, সেই অবস্থার নাম রিঝানা। ঈশ্বরপ্রেমানন্দে বাহ্যজ্ঞান শূন্য না হইলে রামচন্দ্র ভক্তকে কৃপা করেন না, অর্থাৎ রাম ও ভক্ত পৃথকরূপে থাকেন না। ঈশ্বর ও ভক্ত এক হইয়া যাওয়ার নাম ঈশ্বরকৃপা।

কবির মন মালা সৎগুরু দেয়, পবন গুর্ত্তিতে পোয়
বিণু হাতে নিশ দিন ফিরে ব্রহ্ম জপ তাঁহা হোয়।

কবির সাহেব বলিতেছেন সৎ গুরু মনমালা দিয়াছেন, মন পবনে তাহা গাঁথিতেছি, বিনা হাতে দিবা রাত্রি চলায় সেখানে ব্রহ্ম জপ হইতেছে।

অমিয়। এক্ষণে গ্রন্থির বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

মহা। "আসা দেশ হইতে পায়ু পর্য্যন্ত যে স্রোত বিদ্যমান আছে, উহা যোগিদিগের যোগ সাধনের পথ। যে মহাত্মারা ঐ

পথ দ্বারা আত্মাকে মস্তকে সমানীত করিতে পারেন, তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে ” ম শা মো ১৮৫ অ

অমিয় যেরূপ হরিনামের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেইরূপ ভগবানের কর্ম্মসম্ভূত নাম গুটিকতক বাণতে আজ্ঞা হং

মহা ১ সাল নর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে বাং যা তাহার নাম নার, ঐ সলিল পূর্ব্বে আমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় স্থান ছিল এই কারণে আমাকে নারায়ণ বলে

২ বাসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক আমি সূর্য্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারায় জগৎ সংসারকে প্রকাশিত করি এবং সমুদয় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে এই নিমিত্ত আমার নাম বাসুদেব।

৩ বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান, এবং প্রবেশ ও নির্গমনের স্থান আমি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা, আর এই বিশ্বসংসার ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি আমার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল এবং আমা হইতেই সমুদয় জীব সম্ভূত এবং আমাতেই পুনরায় লীন হইয়া থাকে এই নিমিত্ত আমার নাম বিষ্ণু।

৪ মানবগণ দমগুণ দ্বারা সিদ্ধিলাভ বাসনায় ত্রিলোক স্বরূপ আমার কল্পনা করিয়া থাকেন বলিয়া আমাকে দামোদর বলে।

৫। সূর্য্য, অনল ও চন্দ্রের যে সকল কিরণজাল প্রকাশিত হয় সে সমুদয় আমার কেশস্বরূপ, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ আমার কেশব নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন

৬ নিরন্তর দেহ মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করি, কোন

কালে জন্মগ্রহণ করি নাই বা করিব না, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ আমাকে অজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন

৭ আমি লাঙ্গল ফালকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ এই নিমিত্ত আমি কৃষ্ণ নামে খ্যাত

৮ পৃশ্নি শব্দের অর্থ বেদ, জল, অগ্নি, অমৃত, এই বেদাদি সমস্ত পদার্থ আমার গর্ভ মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে এই কারণে আমার নাম পৃশ্নিগর্ভ

৯ অগ্নি স্বরূপ চন্দ্র ও সূর্য্য নিরন্তর এই জগতের হর্ষ বিধান করিতেছেন তাঁহারা আমার চক্ষু এবং তাঁহাদের কিরণ জাল আমার কেশ স্বরূপ এই নিমিত্ত আমি হৃষীকেশ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি

১০ আমি সমুদয় লোকের ধাম স্বরূপ, এবং আমা হইতেই ঋত অর্থাৎ সত্যের বিচার নিষ্পত্তি হয়, এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা আমাকে ঋতধামা বলিয়া কীর্ত্তন করেন

১১ পূর্ব্বে আমি রসাতলগত গো-রূপধরাধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলাম তন্নিমিত্ত দেবগণ গোবিন্দ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক আমার স্তব করিয়া থাকেন

১২ আমি কখন ক্ষুদ্র, অশ্লীল বা মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই এবং সৎ অসৎ সমুদয় আমাতে বিনিবেশিত রহিয়াছে, এই নিমিত্ত ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ আমার সত্যনাম কীর্ত্তন করেন

১৩ অধঃ শব্দে পৃথিবী, অক্ষ শব্দে আকাশ, ও জ শব্দে ধারণকর্ত্তা, আমি তেজঃ প্রভাবে পৃথিবী ও আকাশকে ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নাম অধোক্ষজ হইয়াছে

১৪ আমি কুণ্ঠিত না হওয়া সলিলের সহিত পৃথিবীকে, বায়ুর সহিত আকাশকে ও তেজের সহিত বায়ুকে মিলিত করিয়াছি, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা আমাকে বৈকুণ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১৫ আমি কখনই নির্ব্বাণ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে চ্যুত হই নাই, এই নিমিত্ত আমার নাম অচ্যুত ইত্যাদি ম শা মো ৩৪২ ৩৪৩ অ

অমিয় দমগুণের দ্বারা মনুষ্যগণ সিদ্ধিলাভের বাসনায় তাঁহার (হরির) কল্পনা করেন দমগুণ কি সকল গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

মহ "দমগুণ হইতে যে সকল গুণ উৎপন্ন হয় তাহা শুন দমগুণই ক্ষমা ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সরলতা, ইন্দ্রিয়-পরাজয়, দক্ষতা মৃদুতা, লজ্জা, স্থিরতা, অদীনতা, অক্রোধ, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, অনসূয়া গুরুপূজা প্রবৃত্তি ও দয়া উৎপত্তির কারণ দমগুণ দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, আত্মশ্লাঘা, ঈর্ষা ও বিষয়ানুরাগ এককালে তিরোহিত হয়। দমগুণের এই এক মহৎ দোষ লক্ষিত হইয়া থাকে যে, লোকে দমগুণান্বিত ব্যক্তিকে নিতান্ত অসমর্থ বিবেচনা করে উহা ভিন্ন দমগুণে আর কিছুমাত্র দোষ নাই দমগুণবিহীন ব্যক্তিকে নিরন্তর ক্লেশভোগ করিতে হয়, এবং সে আপনার দোষে বহু অনর্থ উৎপাদন করে ইত্যাদি" ম আ০ ধ প ১৬০

বেলা আন্দাজ ৫টার সময় মহাপুরুষ প্রস্তর হইতে উঠিয়া পূর্ব্বদিকের জঙ্গলে চলিয়া গেলেন ঋষিবর শ্রীবণার দক্ষিণদিকে যাইয়া একটি তুলার গাদ গড়াইতে ২ পশ্চিমদিকে যাইতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গুরুর নিকট আসিয়া বলিলেন ঝরণার

দক্ষিণাংশ হইতে একটী তুলার গাদার ন্যায় কি একটা গড় ইতে গড়াইতে পশ্চিম দিকে গেল।

মহা। ও তুলার গাদ নহে মেঘ অমিয়। বর্ষাকাল আগত প্রায় এক্ষণে বৃষ্টি হইতে গোরুগুলিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঘর প্রস্তুতের জন্য আগামী কল্য গোবর্দ্ধন গ্রামে পাহাড়িয়াদিগকে সম্বাদ দিতে যাইতে হইবে।

অমিয়। ঐ গ্রাম এখান হইতে কত দূর?

মহা। এখান হইতে ৭ ক্রোশ।

অমিয়। উহারা আপনাকে কেমন করিয়া জানিল?

মহা। দশ বৎসর গত হইল শ্রীবৃন্দাবনের কুম্ভের মেলা হইতে এখানে আসিবার সময় উহাদের গ্রামে এক রাত্রি ছিলাম।

অমিয়। কাহারও বাটীতে কি ছিলেন?

মহা। কাহারও বাটীতে ছিলাম না। ঐ গ্রামের দক্ষিণে একটি চনার গাছের নীচে বসিয়া আছি, এমন সময় একটী যুবতী আসিয়া বলিল, এখানে থাকিলে শীতে আপনার অতিশয় ক্লেশ হইবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাটীতে আসুন। আমি বলিলাম এখানে থাকিতে আমার কোনই ক্লেশ হইবে না। যুবতী কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় ঐ যুবতী ও তিনটি লোক নানাপ্রকার ফল, মূল, মধু ও কাষ্ঠ আনিয়া আমার নিকট রাখিয়া বিনীত ভাবে তাহাদের আতিথ্য স্বীকার করিবার নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ভক্তি দেখিয়া নারায়ণ তাঁহাদিগের প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন। যুবতীর আদেশমত ঐ তিন ব্যক্তি ধুনি জ্বালিয়া চলিয়া গেল। আমি বলিলাম আমার কোন বস্তুরই প্রয়োজন নাই তুমি বাটী

যাও যুবতী কোন কথা না কহিয়া বসিয়া থাকিল আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার নাম কি? কিজন্য এখানে বসিয়া আছ? যুবতী কহিল আমার নাম রূপেশ্বরী, এই গ্রামবাসী সকলের ক্ষেত্রের শস্য সকল বন্য জন্তুতে যাহাতে নষ্ট না করে প্রভু যদি তাহার কোন উপায় করিয়া দেন ঐ সময় গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল, কোলাহল শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কি জন্য গোলমাল হইতেছে রূপেশ্বরী বলিল, "বন্য মহিষ ও শূকর তাড়াইবার নিমিত্ত গ্রামের লোকের আলো জ্বালিয়া চীৎকার করিতেছে এই কথা শুনিয়া নারায়ণ আমার মুখ দিয়া বলাইলেন "ঐ সকল লোককে ফিরিয়া আসিতে বল, অদ্য হইতে এই গ্রামে আর কখন বন্য জন্তুর উপদ্রব হইবে না" রূপেশ্বরী যাইয়া গ্রামের লোক সকলকে ফিরাইল উহার গ্রামে না যাইয়া আমার নিকট আসিল রূপেশ্বরী একটী লোকের কাণে কাণে কি বলিয়া আমাকে বলিল ইনিই আমার পিতা সুন্দর দাস, বন্য জন্তুর উপদ্রবে অনেক লোক এখান হইতে অন্য পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছে, আমরাও শীঘ্র অন্যত্র যাইতাম, ঐ সময় সুন্দরদাস বলিল প্রভু, বন্যজন্তু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলেন, এক্ষণে আমাদিগের অভিলাষ আপনি এখানে অবস্থিতি করেন আমি বলিলাম আমার এখানে থাকা হইবে না তখন সুন্দরদাস বলিল যদি নিতান্তই না থাকেন তবে এদিকে যখন আসিবেন তখন ৪।৫ দিবস এখানে থাকিয়া যাইবেন আমি বলিলাম নারায়ণ যাহা করিবেন তাহাই হইবে, এক্ষণে তোমরা গ্রামে যাও তাহারা গ্রামে চলিয়া গেল পরদিবস প্রাতে

গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া আমাকে ২৪ দিবস থাকিবার নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল, যখন তাহারা দেখিল যে আমি কিছুতেই থাকিব না, তখন সুন্দরদাস বলিল প্রভুর থাকিবার নিমিত্ত এইস্থানে একখানি ঘর প্রস্তুত করিয়া রাখিব যখন ইচ্ছা হয় আসিয়া থাকিবেন আমি সকলকে ২৪টী মিষ্ট কথা বলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময়ে ৩টী লোক চারিটি সবৎসা সুরী (চামরী গোরুর নাম) ও ১টী ইয়াক্ (ষণ্ডের নাম) লইয়া আমার সম্মুখে আসিল ঐ সময় রূপেশ্বরী বালক পশুকে দুগ্ধপান করিবার নিমিত্ত এই গোরু কয়টী দিলাম আমি বলিলাম আমি ফকির, গোরু লইয়া কি করিব বলিয়া গুহাভিমুখে আসিতে২ পশ্চাতে তাকাইয়া দেখি যে ঐ লোক ৩টী গরু কয়টীকে শীঘ্র ২ চালাইবার নিমিত্ত প্রহার করিতেছে. আমি গোরু কয়টীর কষ্ট দেখিয়া দাঁড়াইলাম, ঐ ৩ জন লোক গোরু কয়টীকে নিকটে আনিলে তাহাদিগকে গোরু লইয়া ফিরিয়া যাইবার নিমিত্ত নানামত বুঝাইলাম কিন্তু যখন তাহারা কোন মতে ফিরিল না তখন বাধ্য হইয়া গোরুর সহিত ঐ লোক তিনটিকে এখানে আনিতে হইল তাহারা ঐ চনার গাছের নীচে গোরু থাকিবার স্থান মনোনীত করিয়া ও ঐ স্থানে কিছুদিন থাকিয়া, গোরু থাকিবার ঘর প্রস্তুত করিয়া এবং গ্রাম হইতে তিনটি মাটির ভাঁড় চারিটি কলসি ও দুইখানি খড়ের বিছানা আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল সেই চারিটি গোরু হইতে অতগুলি গোরু হইয়াছে রাত্রি অধিক হইয়াছে আহার করিয়া শয়ন কর

পর দিবস প্রাতে মহাপুরুষ গাত্রোত্থান করিয়া অমিয়কে

বলিলেন চল গোরব স্থান পরিষ্কার ও দুগ্ধপান করিয়া পোরগ্রামে যাওয়া যাউক

অমিয় স্থান পরিষ্কার হইয়াছে, দুগ্ধ দোহন করা হয় নাই ?

মহা গোরুর নিকট ধুনিতে এমন পরিমাণে কাষ্ঠ দিতে হইবে যাহাতে সাঁঝালে তিন চারি দিবস আগুন থাকে। পরে উভয়ে দুগ্ধ পান করিয়া পোরগ্রামে চলিলেন

পর্ব্বতের পথ প্রায়ই নদী কিম্বা ঝরণার ধার দিয়া হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের নদী কিম্বা ঝরণার ধারের পথ পাইবার নিমিত্ত পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হয় পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গের নাম জোৎ ঘাঁটি পর্ব্বতে নদী ও ঝরণা পর্ব্বত ভেদ করিয়া কিম্বা পর্ব্বতের পার্শ্ব দেশ দিয়া বক্রভাবে আসিয়া থাকে সমতল জমিতে যে পথ এক ঘণ্টায় যাওয়া যায়, পর্ব্বতে নদী কিম্বা ঝরণার বাঁকে বাঁকে যাওয়া নিমিত্ত সেই পথ যাইতে ৩ ঘণ্টা লাগে সর্পগতির ন্যায় এঁকা বেঁকা পথ দিয়া পর্ব্বতে উঠিতে অধিক সময় লাগে, তজ্জন্য সোজা উপরে উঠিবার পথের নাম পাক্‌ডণ্ডি উভয় দিকে পর্ব্বত সোজা হইয়া উঠিয়াছে উহার মধ্য দিয়া অসমতল, অপ্রশস্ত, অন্ধকারময় পথের নাম গিরিশঙ্কট ; উভয় পর্ব্বতের মধ্যস্থলের জমির নাম খড্ড পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকের জমির নাম উপত্যকা পর্ব্বতে উপরে উঠিবার পথের নাম চড়াই ও নামিবার পথের নাম ওৎরাই

গুরু শিষ্যে অনেক চড়াই ও ওৎরাইয়ের পথ, অমিয় দেখিলেন, তিনি যেস্থান দিয়া যাইতেছেন তাহার ১০০০ ১২০০ হাত নিম্নে একটি বেগবতী নদী বহিয়া যাইতেছে ঐ নদীগর্ভস্থ

প্রস্তর সকল ঐ নদীর বেগরোধ করিবার নিমিত্তই যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু ঐ জলরাশি যেন উহাদিগকে অবজ্ঞা করিতে২ উহাদিগের উপর দিয়া উচ্চ হইয়া চাবুক দণ্ডের ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করিতেছে। ঐ নদীর উপর দিয়া যাইয়া চিড়, দেওদার, ওক প্রভৃতি বৃক্ষপূর্ণ বনস্থান অতিক্রম করিয়া জোয়াতের প্রদেশে উঠিলেন।

১০। অমিয় ঐ সমুন্নত উচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া যখন যাইবে তখন দক্ষিণদিকে তাকাইয়া ভয় পাইও না। এক্ষণে শীঘ্র শীঘ্র চল আমাদিগকে অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

অমিয় দেখিলেন, যে পথ দিয়া তিনি যাইতেছেন, সেই পথের উত্তরদিকে গগনভেদী উচ্চ পর্ব্বত দক্ষিণে অতলস্পর্শ খড্ড, যাহার নিম্নে চিল শকুনি উড়িতেছে, এবং প্রত্যেক পদক্ষেপে অস্থিরের বোধ হইতে লাগিল বলপূর্ব্বক তাঁহাকে কে যেন নীচে টানিতেছে।

মহা। অমিয়, আমার আগে২ চল, দক্ষিণদিকে তাকাইও না। অমিয় অত্যন্ত ভীত হইয়া উঁহার অগ্রে২ কিছুদূর যাইয়া পথের ধারে ১৮ হাত দীর্ঘ ও ৩৪ হাত প্রশস্ত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলেন ও ক্রমে ঐ প্রস্তরের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন।

মহা। অমিয় দেখ তুমি কত উচ্চে দাঁড়াইয়া আছ।

অমিয়। (দুই হস্ত দিয়া মস্তক ধরিয়া) আমার মাথা ঘুরিতেছে চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।

মহা। চক্ষু বন্ধ করিয়া এই প্রস্তরে বসিয়া শ্রম দূর কর। এত ভীত হইলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোরগ্রামে যাইতে পারিবে না।

অমিয় কিছুকাল প্রস্তরে বসিয়া শ্রম দূর করিয়া বলিলেন
পথই লোকের জরাস্বরূপ

মহা পথ দেহীগণের জরা পর্ব্বতের, অসন্তোষ স্ত্রীদিগের
এবং দুর্ব্বাক্য মনের জরা স্বরূপ ম উ ভজা ৫
৩৭ অ

সম্মুখস্থ ঝরণায় যাইয়া জল পান করিলেই শরীর সুস্থ হইবে
অমিয় গুরুবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গুরুর পশ্চাৎ ২ চলিলেন, প্রায়
২০ মিনিটের পর মহাপুরুষ পথত্যাগ করিয়া ১৪।১৫ গজ পর্ব্বতে
উঠিয়া একটি ঝরণার ধারে দাঁড়াইয়া বলিলেন, অমিয় দেখ পথিক
সকলের পিপাসা নিবারণার্থ এই দুর্গম স্থানে ভগবান কেমন
সুন্দর ঝরণা সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন

অমিয় পর্ব্বতের গায়ে একটি কবাট হীন প্রস্তর প্রস্তরের
দ্বারের মত স্থান দিয়া ৭ ৮ হাত পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখি
লেন, ঝরণাটীর জল পর্ব্বতের ভিতর হইতে বেগে বাহির হইয়া
একখানি প্রস্তরে ধাক্কা পাইয়া তুবড়ি বাজির মত ৪।৫ হাত উচ্চে
উঠিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পর্ব্বত মধ্যে চলিয়া যাইতেছে

মহা ফিরিবার আসিবার সময় ঝরণার শোভা দেখিও।

অমিয় (জলপান করিয়া) এই জল কোথায় যাইয়া
বাহির হইতেছে?

মহা যেখানে বাহির হইতেছে পরে দেখাইব, এক্ষণে
তোমার চাদরখানি আমাকে দেও অমিয় মস্তক হইতে চাদর
খানি খুলিয়া দিবামাত্র মহাপুরুষ চাদর দিয়া অমিয়ের চক্ষুদ্বয়
বান্ধিয়া বলিলেন আমার দক্ষিণ বাহু ধরিয়া আইস অমিয়
গুরুর বাহু ধরিয়া ১৪ ১৫ মিনিট যাওয়ার পর মহাপুরুষ তাঁহের

চক্ষুর বন্ধন খুলিয়া বলিলেন, সম্মুখে উটি কি দেখা যাইতেছে? দূরে একটি শ্বেত হস্তী পর্ব্বতের পার্শ্ব হইতে মস্তক বাহির করিয়া গর্জ্জন করিতেছে দেখিয়া অমিয় অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলেন—ঐ হস্তী যদি আমাদিগকে দেখে তবে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে

মহা (হাস্য করিতে ২) উটি শ্বেত হস্তী নহে জলপ্রপাত তোমার চক্ষু অনেকক্ষণ বান্ধা ছিল তন্নিমিত্ত ঐ দূরস্থ জলপ্রপাতকে হস্তী ভ্রম হইতেছে এক্ষণে চক্ষু বান্ধিবার কারণ তোমার পশ্চাতে দেখ পশ্চাদ্দিকে তাকাইয়াই অমিয়ের পা কাঁপিতে লাগিল সেই পথ দুই হাত প্রশস্ত, দক্ষিণে অতলস্পর্শী খদ উত্তরে পর্ব্বত আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে

অমিয় আমার চক্ষু বন্ধ না থাকিলে আমি কখনই এই সঙ্কট জনক পথ দিয়া আসিতে পারিতাম না

মহা (অমিয়কে অন্যমনস্ক করিবার নিমিত্ত) চল আশ্চর্য্য জলপ্রপাত দেখিয়া তোমার হস্তী ভ্রম দূর হইবে

অমিয় যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই হস্তীর রূপ পরিবর্ত্তন ও গর্জ্জন বৃদ্ধি হইতে লাগিল

মহা এক্ষণে গ্রামে চল, আগত কল্য আসিয়া জলপ্রপাত দেখিও পরে উভয়ে একটী উৎরাই দিয় নীচে নামিতে লাগিলেন প্রায় ২ ক্রোশ নীচে নামিলে গ্রামের লোকের মহাপুরুষকে নামিতে দেখিয়া পাকডণ্ডি দিয় তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া মহাপুরুষের সহিত নানাপ্রকার কথা কহিতে ২ নীচে নামিতে লাগিল সকলে গ্রামে যাইবামাত্র একটী স্ত্রীলোক দুইখানি পশমীনার আসন আনিয়া বিছাইয় দিল

আসনে বসিয়া মহাপুরুষ গ্রামের লোকদিগের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আর অমিয় আশ্চর্য্য হইয়া গ্রামের নূতন ধরণের স্ত্রী পুরুষ সকলকে দেখিতে লাগিলেন। পুরুষদিগের গায়ে পশমীনার চাপকান পরনে পাজামা মাথায় পাগড়ি; স্ত্রীলোকদের পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত ঘাগ্‌রা, গায়ে কোর্ত্তা মাথায় রুমাল বাঁধা, মুখ প্রায়ই পানের মত গোলভাবের, চক্ষু বড় ও ভাসা২, নাক লম্বা, বর্ণ কাঁচা হরিদ্রা ভাঙ্গিলে মাত্র যেরূপ রং বাহির হয় সেই রংয়ের ন্যায়, অতিশয় অপরিষ্কার গায়ে এক প্রকার দুর্গন্ধ। অমিয় ঐ সকল দেখিতেছেন এমন সময় একটি স্ত্রীলোক আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া পাহাড়িয়া ভাষায় কি বলিল।

মহ। অমিয়, রূপেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিতেছে খিচুড়ী খাইবে কি পরমান্ন খাইবে?

অমিয়। পরমান্নই ভাল।

রূপেশ্বরীর বয়ঃক্রম আন্দাজ ৪৫ বৎসর, মধ্যমাকৃতি, বস্ত্র অন্যান্য স্ত্রীলোকদের ন্যায়, তবে তত অপরিষ্কার নহে। দেখিলেই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ মেয়েলী চেহারা।

মহ। রূপেশ্বরীর সঙ্গে যাইয়া কিছু খাইয়া আইস। আমি এই সুন্দর দাসের সহিত আমার গল্প করি, ইনি তোমার বিষয় জানিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক।

সুন্দরদাসের বয়ঃক্রম আন্দাজ ৫১ বৎসর, প্রকৃতি গম্ভীর, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। পরিচ্ছদ অন্যান্য লোকের ন্যায় কেবল টুপিতে সোনার কাজ করা এই মাত্র বিশেষ। অমিয় গুরুর আজ্ঞায় রূপেশ্বরীর সঙ্গে চলিলেন, তখন অল্প২ অন্ধকার হওয়ায় অমিয়

বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না ক্রমে গ্রামের মধ্যে একটী গৃহ দ্বারে যাইয়া রূপেশ্বরী দুই তিনবার ডাকার পর একটি বৃদ্ধা একখানি প্রজ্জ্বলিত চিরকাষ্ঠ হস্তে করিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল অমিয় রূপেশ্বরীর ইঙ্গিতে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া একটী উচ্চ বারাণ্ডায় একখানি চৌকির উপর বসিলেন বৃদ্ধা একটি দ্বারের চাবি খুলিয়া আলো লইয়া দ্বারে দাঁড়াইল অমিয় রূপেশ্বরীর সহিত ঘরে প্রবেশ করিয়াই একটী আশ্চর্য্য দেখিলেন যে, ঘরে কোন দীপ নাই, দেওয়ালের গায়ে প্রেকে একটা কি ঝুলিতেছে, যাহার জ্যোতিতে ঘরটি চন্দ্রকিরণের ন্যায় আলো করিয়া রহিয়াছে অমিয় এক দৃষ্টে উহা দেখিতে২ গুরু অনাহারে আছেন হঠাৎ মনে হওয়ায় সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া নানাবিধ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া গুরুর নিকট আসিলেন ঐ সময় সুন্দরদাস একখানি প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ হস্তে করিয়া আসিল মহাপুরুষ ও অমিয় সুন্দরদাসের সঙ্গে গ্রামের পূর্ব্ব দক্ষিণে কিছুদূরে একটী বাটীর দ্বিতলের কুঠারিতে যাইয়া বসিলেন। সুন্দরদাস অগ্নি জ্বালিয়া দিল অমিয় পায়স পাক করিলে, গুরু শিষ্যে আহার করিয়া শয়ন করিলেন সুন্দরদাস চলিয়া গেল প্রাতে অমিয় দেখিলেন বাটীটি কাঠের তিন তাল প্রত্যেক তলে সারি সারি ৩টা করিয়া কুঠারি পার্শ্বের দুই কুঠারি অপেক্ষা মধ্যের কুঠারি কিছু বড়, চারিদিকে কাঠের বারাণ্ডা চাল পাহাড়ের লম্বা ২ টিন দিয়া ছাওয়া, বারাণ্ডার পূর্ব্বোত্তর কোণ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি, প্রত্যেক তলের প্রত্যেক কুঠারিতে একটি করিয়া অগ্নি জ্বালিবার স্থান, একটি করিয়া জানাল

একটি করিয়া দ্বার; বাহিরে কুয়াসাতে কিছুই দেখা যাইতেছে না।

মহা অমিয় বেলা হইয়াছে?

অমিয় বেলা হইয়াছে, কিন্তু কুয়াসাতে কিছুই দেখা যাইতেছে না।

মহা ও প্রায় বেলা ১১টা পর্য্যন্ত থাকিবে যদি জল-প্রপাত দেখিতে ইচ্ছা কর তবে এই সময় যাওয়া ভাল

অমিয় কাহার সঙ্গে যাইব?

মহা অমল২ করিয়া ডাকিবামাত্র এক ব্যক্তি উপরে আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মহাপুরুষ অমিয়কে বলিলেন এই অমলের সঙ্গে যাও

অমিয় অমলের সহিত বাহিরে আসিবার সময়, বাটীর চারিদিকে নানা প্রকার ফলের গাছ সকল ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, পথের উভয় পার্শ্বে নানা প্রকার ফুলের কেয়ারিতে নানা বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিতে২ বাটী হইতে বাহির হইয়া গ্রামকে পশ্চাতে রাখিয়া পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে একটি শুষ্ক ঝরণার অপর পার্শ্বে উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিলেন গ্রামের উত্তরাংশ হইতে পর্ব্বত গ্রামটিকে এমন ভাবে ঘেরিয়া রহিয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয় যেন গ্রামটিকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্তই দুইখানি বাহু বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে বিস্তীর্ণ শস্য ক্ষেত্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ফলের বাগান। গ্রামটি লম্বে প্রায় এক ক্রোশ, গ্রামের মধ্যদিয়া একটি পথ ঐ পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কাষ্ঠের বাটী, গ্রামের দক্ষিণ দিকের মন্দিরের চূড়া-

গুলি যেন বাটী স্বরূপ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, অমিয়কে এই সকল শোভা অধিকক্ষণ দেখিতে হইল না কারণ তখন জল-প্রপাত দেখিবার নিমিত্ত পারস্বার ইঙ্গিত করায় অমিয়কে বাধ্য হইয়া অমরের সহিত যাইতে হইল। ক্রমে আধ ক্রোশ আন্দাজ পর্ব্বতের উপর উঠিয়া একটি সমতল স্থান পাইলেন। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অমিয় গ্রামের শোভা দেখিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন গ্রামটি পর্ব্বতের অন্তরালে পড়িয়াছে। সেখান হইতে পর্ব্বতে উঠিতে ২ একটি এমন স্থানে উপস্থিত হইলেন যেখানে পথ কাছিমপিঠের ন্যায় একহাত প্রশস্ত, বামে ও দক্ষিণে অতলস্পর্শ খড্ড, সেই স্থানে অমর নিজের লাঠিগাছটি অমিয়ের হাতে দিয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল, সাহস করিয়া লাঠিতে ভর দিয়া আমার সঙ্গে ২ আসুন, অমিয় ঐ পথদিয়া আধপোয়া আন্দাজ চড়াই করিয়া দেখিলেন আর পথ নাই সম্মুখে ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছে, ঐ শূন্য স্থানের অপরদিকে আবার পথ রহিয়াছে। পথদর্শক অমর তখন পশ্চিমদিকে পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিল, অমিয়ও উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন পথ এক হাত আন্দাজ প্রশস্ত, ঐ পথের দুই দিকে পর্ব্বত সরল ভাবে উঠিয়াছে। ঐ পথদিয়া অমিয় যতই উপরে উঠিতে লাগিলেন ততই অন্ধকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ৩০।৩৫ হাতের মধ্যে ২।৩টা পাকদণ্ডি মস্তকের উপর আকাশে নক্ষত্র সকল নীলবর্ণ চান্দে যেন জ্যোৎস্না পোকা-টিপ ২ করিতেছে। প্রত্যেক বার পা ফেলিতে অমিয়ের পায়ের আঙ্গুলে ঠোকর লাগিতে লাগিল। ঐ অন্ধকারের মধ্যে পথের উত্তরদিকের পর্ব্বতের গা হইতে

ছোট ছোট ছিনেজোঁকের ন্যায় জোঁক লাফাইয়া লাফাইয়া অমিয়ের পায়ের উপরে পড়িতে লাগিল। অন্ধকার গিরিসঙ্কট দিয়া ১৫ ১৬ মিনিট উপরে উঠার পর অমিয় অতি দূরে ক্ষীণালোক দেখিতে পাইলেন অতি কষ্টে সেই আলোর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি যেস্থান হইতে গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই বসিয়া যাওয়া স্থানের অপর পার্শ্বে আসিয়াছেন ঐ স্থান হইতে ৫ ৭ মিনিট চড়াইয়ের পর একখান প্রস্তরের উপর বসিয়া শ্রান্তি দূর ও নীচেকার খড্ডের পর্ব্বতের গায়ের শস্যক্ষেত্রের শোভা দেখিতে লাগিলেন ঐ ক্ষেত্র সকল পর্ব্বতের গায়ে ঢালু জমির উপর কোন ক্ষেত্র ৩ হাত প্রশস্ত ১০ হাত লম্ব, কোনটা ৮ হাত লম্ব ৩ ৪ হাতের অধিক প্রশস্ত, কোন খানি ৩ ৪ হাতের কম প্রশস্ত কুল বহিয়া জল আসিয়া ঐ জমি সকল জলপূর্ণ করিতেছে দূর হইতে নাল কাটিয়া জল আনাকে কুল বলে সম্মুখে আন্দাজ ১৫০ হাত উচ্চ একটি স্ফটিক স্তম্ভ একখানি প্রস্তরের উপর সরলভাবে রহিয়াছে আর ঐ স্তম্ভের নীচেকার পাথরের চারিদিকে ধোনা তুলা উড়িতেছে। পর্ব্বতটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পূর্ব্বপশ্চিমে লম্ব অমিয় শ্রান্তি দূর করিলেন অমলের সহিত উপরে উঠিতে উঠিতে কখন খড্ডের ধারে, কখন পাকডণ্ডি দিয়া অতি কষ্টে যাইয়া জলপ্রপাতের নিকট উঠিলেন দেখিলেন পর্ব্বত হইতে জলরাশি অতি বেগে বাহির হইয়া সমানভাবে ৪ ৫ হাত শূন্যে যাইয়া ক্রমে স্তম্ভাকারে নিম্নে একখানি পাথরের উপর পড়িয়া ধোনা তুলার ন্যায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঐ সময়

অমিয়ের মনে হইল, এই জলকে যত কল্যা শ্বেত হস্তীর মস্তক, এবং স্তম্ভাকার জলকে হস্তীর শুণ্ড, আর আদা ৭০ শুণ্ডাকার জলকে স্ফটিক স্তম্ভ ও নিম্নে যাহা চতুর্দ্দিকে উড়িয়া পড়িতেছে তাহাকে ধোঁয়া বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। ঐ স্থানে শ্রান্তি দূর ও ফলাদি ভক্ষণ করিয়া অমলকে ফিরিতে বলিলেন, এখন অন্য কোন সহজ পথ দিয়া নামিয়া চল। অমল মাথা নাড়িয়া পূর্ব্ব পথ দিয়াই নামিতে লাগিল। অমিয় বাধ্য হইয়া, অতিকষ্টে অমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামিয়া বেলা ৩টা ৩ টার সময় গুরুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। অমল মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

মহা। অমিয়, কেমন জলপ্রপাত দেখিলে?

অমিয়। জলপ্রপাতটি দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু পথ অতি দুর্গম।

মহা। জলপ্রপাত ব্যতীত আর কোন আশ্চর্য্য বস্তু দেখিলে কিনা?

অমিয়। এখানে অনেক বস্তু আছে যাহা আমার পক্ষে নূতন ও আশ্চর্য্য কিন্তু ঐ সকলের মধ্যে, সুন্দরদাসের ঘরে বিনা আগুনে আলো জ্বলিতেছে উহা কি জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়াছে।

মহা। ও এক প্রকার কাষ্ঠ উচ্চ পর্ব্বতে জন্মে। দিবসে ঐ বৃক্ষ চিনিবার কোনই উপায় নাই এই নিমিত্ত উহা দুষ্প্রাপ্য। অন্ধকার রাত্রিতে পর্ব্বতের উপরকার জঙ্গলে যে আলো দেখিতে পাও, সে কোন প্রস্তর বা অগ্নি নহে। ঐ সকল বৃক্ষ হইতে ঐরূপ আলো বাহির হয়। বর্ষাকালে কখন২ ঐ কাষ্ঠ জলের

সহিত নামিয়া আইসে, উহা অতিশয় ভারি, জলে ভাসে না, জলের ভিতর ও মৃত্তিকা দিয়া চলাইয়া যায়। জলের মধ্যে যে যে স্থান দিয়া ঐ কাষ্ঠ গড়াইয়া যায়, জলের উপর হইতে সেই সেই স্থানে আলো দেখিতে পাওয়া যায়। আলো দেখিয়া লোকে অতি কষ্টে উহা উঠাইয়া আনে। ঐ কাষ্ঠ দুই প্রকার, এক প্রকার কাঁচায় আলো হয়, আর এক প্রকার কাঁচাই হউক আর শুষ্কই হউক আলো হইয়া থাকে। এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর দেখিবার বস্তু আছে, ঐ সকল এবার তোমার দেখা হইল না, আগামী কল্য গুহায় যাইতে হইবে। গোঁসাইদের নিমিত্ত সুন্দরদাসকে বলা হইয়াছে ৭।৮ দিবস মধ্যে গুহায় লোক যাইবে।

পরদিবস প্রাতে মহাপুরুষ অমিয়কে সঙ্গে লইয়া সুন্দরদাস, রূপেশ্বরী ও আর ৫।৬টী লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন। পর্ব্বতে উঠিয়া অনেকক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর উহাদিগকে বিদায় দিয়া গুহাভিমুখে চলিলেন—

মহা। অমিয়, উহারা কি নিমিত্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ?

অমিয়। না, তবে, উহাদিগের কথার ভাবে ও মুখ দেখিয়া বোধ হইল উহারা যেন সন্তুষ্ট হইয়া গেল।

মহা। আগামী শীতকালে আমাদিগকে এই গ্রামে আসিয়া থাকিবার নিমিত্ত উহারা সকলে অনুরোধ করিতেছিল। প্রথমে স্বীকার করি নাই, অবশেষে তোমার নিমিত্ত আসিতে সম্মত হইলাম, সেইজন্যই উহারা সন্তুষ্ট হইয়া গেল। নারায়ণ যাহা করেন, কেহই তাহা অন্যথা করিতে পারে না।

ক্রমে সেই ভয়ানক সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া, অমিয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, সমস্ত দিন চলিতে হইবে, সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছুই নাই, ক্ষুধায় অতিশয় কষ্ট হইবে

মহা অমিয় কি ভাবিতেছ ?

অমিয় সঙ্গে খাদ্য দ্রব্য কিছুই আনা হয় নাই তাহাই ভাবিতেছিলাম

মহা তুমি জন্মাইবার পূর্ব্বে যিনি মাতৃস্তনে দুগ্ধের সৃজন করিয়াছিলেন, যিনি তোমার ভিতরে থাকিয়া তোমাকে বানর নাচ নাচাইতেছেন, সেই পুরুষোত্তম নারায়ণের আবশ্যক হইলে এই নির্জ্জন স্থানে তিনি তাঁহার অবশ্যকীয় বস্তু আনাইয়া লইবেন তুমি কেন মাঝামাঝি কর্ত্তা হইয়া পরের বোঝা আপন ঘাড়ে টানিয়া আনিয়া কষ্ট পাইতেছ মনকে ইন্দ্রিয়াধীন না করিয়া আত্মাতে রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া চল

অমিয় সর্ব্বতোভাবে মন না দিলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয় কি প্রকারে করিবে ?

মহা এক বিষয় বারম্বার করার নাম অভ্যাস অভ্যাস নিমিত্ত যেটি অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহাকে আর পুনঃ কল্পনা মনে করিতে হয় না "সমস্ত ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত বাহ্যজ্ঞান সমুদায়ের সাহায্য অপেক্ষা করিয়া থাকে যেমন রূপ, চক্ষু ও প্রকাশ এই তিনটি দর্শনের হেতু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে পদার্থ জ্ঞান বিষয়ে মনকে একটি প্রধান কারণ বলিয়া গণনা করিতে হইবে, উহা সতত সদসৎ বিচার করিয়া থাকে" ম শা মো ৩২১ অ

তুমি গুহায় যাইবার নিমিও পাকে কতবার গুহায় যাইতে মনে করিয়া দিতেছ

অমিয় আত্মাতে মন রাখিয় সমস্ত কার্য্য কি প্রকারে করা যায় ?

মহা যেমন অভ্যাস বশত বাইজী তালে ২ নাচিতেছে ও সারঙ্গের সুরে সুর মিলাইয়া রাগ রাগিণীর সহিত গান গাহিতেছে এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহার সহিত প্রণয় আছে তাহাকে ইঙ্গিত করিতেছে লোকে লিখিতেছে—যে অক্ষর যে প্রকারের তাহা, বর্ণাশুদ্ধি, ছত্র সোজা, মনের ভাব এবং ভাষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিতেছে ইত্যাদি, ঐরূপ অভ্যাস বশত আত্মাতে মন রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারা যায় দেখ ঝরণার নিকটে কে দাঁড়াইয়া আছে

অমিয় (ভাল করিয়া দেখিয়া) অমল দাঁড়াইয়া আছে অমল দৌড়াইয়া আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতে করিতে পুনরায় ঝরণার নিকট আসিল

মহা। (হাঁসিতে ২) অমিয় তুমি চিন্তা করিবার পূর্ব্বে নারায়ণ তাঁহার খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছেন একণে এই সমস্ত নারায়ণকে অর্পণ কর পরে ৩ জনে ঐ সকল আহার করিয়া, গুরু শিষ্যে গুহায় যাইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় অমল কাপড় হইতে দুই জোড়া জুতা বাহির করিয়া কি বলিল।

মহা রূপেশ্বরী আমাদিগের নিমিত্ত এই জুতা দুই জোড়া দিয়াছে লইয় চল। অমল মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া গেল গুরু শিষ্যে গুহাভিমুখে গমন করিতে ২ অমিয় জিজ্ঞাসা

করিলেন এ পথটি গোবগ্রামে যাইবার সময় দেখি নাই এই প্রশস্ত পথটী কোথায় গিয়াছে ?

মহা তীর্থত দেশে গিয়াছে

সন্ধ্যার সময় গুরু শিষ্যে গুহার নীচে আসিবামাত্র, চতুর্দ্দিক হইতে গোরুসকল ডাকিতে২ আসিয়া কোনটি মহাপুরুষের দিকে গলা বাড়াইয়া দিল, কোনটি গা চাটিতে লাগিল, কোনটি দাঁড়াইয়া মহাপুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিল মহাপুরুষ হাসিতে২ উহাদিগের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন ঐ সময় অমিয় সাঁজালে কাষ্ঠ দিয়া গুহা হইতে কলসি লইয়া ঝরণার জল আনিতে গেলেন মহাপুরুষ গোদোহন করিয়া দুগ্ধের কলসি লইয়া গুহায় আসিলেন পরে উভয়ে আহারান্তে শয়ন করিলেন

পরদিবস অপরাহ্নে বাহিরের প্রস্তরে কিছুকাল বসিয়া থাকার পর মহাপুরুষ বলিলেন, অমিয় বোধ হয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি হইবে, খড্ডের উপর যাইয়া পর্ব্বতে কি প্রকারে মেঘ হয় দেখিয়া আইস ? অমিয় খড্ডের ধারে যাইয়া দেখিলেন, খড্ডের মধ্যের ও পর্ব্বতের উপরকার চির্ ও দেওয়ারের জঙ্গল হইতে একপ্রকার ধূমের ন্যায় পদার্থ উপরে উঠিয়া বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া অমিয়ের উপর দিয়া শূন্যে যাইয়া ঘনীভূত হইয়া মেঘ হইতে লাগিল কিছুকাল পরে ঐ সকল মেঘ হইতে অমিয়ের পায়ের নীচে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল পরদিবস অমিয় গোরুর নিকট হইতে গুহায় ফিরিয়া আসিবার সময় একখানি রামধনুক দেখিতে পাইলেন, রামধনুকখানির উভয় সীমা পর্ব্বতের গায়ে দেখিতে পাওয়ায় অমিয়ের বোধ হইতে লাগিল রামধনুকখানি যেন পর্ব্বতের গায়ে চিত্রিত রহিয়াছে

অমিয় গুহায় আসিয়া গুরুর নিকট রামধনুকখানির শোভা বর্ণন করিলেন

মহা। আকাশ হইতে বৃষ্টির জল পড়িবার সময় সেই বৃষ্টির জলে সূর্য্যালোক পড়ায় ঐরূপ নানা বর্ণের ধনুকাকৃতি হইয়া থাকে, বৃষ্টির জল ভিন্ন রামধনুক যেমন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণুর সংযোগ ব্যতীত এই বিশ্ব আর কিছুই নহে।

অমিয় ইহা কিপ্রকারে সম্ভবে? যখন নানাপ্রকারের পদার্থ দেখা যাইতেছে তখন নানাপ্রকার পদার্থ হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

মহা যেমন দোকানে চিনির কলা, চিনির মানুষ, চিনির আত, চিনির গাছ, চিনির হাতী ইত্যাদি রহিয়াছে ছেলে বলিতেছে মা আমি ঐ হাতীটা খাব না, আতাটা খাব কিন্তু মা দেখিতেছে ঐ সকল চিনি ব্যতীত আর কিছুই নহে, কেবল ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র। তদ্রূপ যোগীরা এই বিচিত্র বিশ্বকে ব্রহ্মময় দেখিতেছেন অন্যে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে দেখিতে পাইতেছে না।

অমিয় অব্যক্ত ও অসৎ ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত ও অসৎ জগৎ না হইয়া এই ব্যক্ত ও সৎ জগতের উৎপত্তি কি প্রকারে হইয়াছে?

মহা। যেমন কণামাত্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের আবির্ভাব হয় তদ্রূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় সম্ভূত হইয়া থাকে ম শা সো ২১১ অ

ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ অসৎ আর ক্রিয়া গুণের প্রকাশ হইলেই সতের উৎপত্তি হয়

অমিয়   চেতন ব্রহ্ম হইতে চেতন জগৎ না হইয়া এই জড় জগৎ কি প্রকারে হইল ?

মহা   যে প্রকার সচেতন প্রবাং কীট জমিয়া ■চেতন দ্বীপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ চেতন ব্রহ্ম হইতে এই অচেতন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যে ব্রহ্মাণুর যোগ বিয়োগে এই বিচিত্র বিশ্ব রচিত হইয়াছে তাহা চেতন, তন্নিমিত্ত জ্ঞানীরা এই বিশ্বকে চেতন দেখিতেছেন আর অজ্ঞেরা স্থূল দৃষ্টিদ্বারা এই বিশ্বকে অচেতন দেখিতেছে যেরূপ পৃথিবীর গতি থাকিলেও মূর্খেরা পৃথিবীকে গতিহীন দেখিয়া থাকে ; তদ্রূপ অজ্ঞেরা উপাদান কারণ দেখিতে না পাওয়ায় মোহিত হইয়া এই বিশ্বকে অচেতন দেখিতেছে আর যোগীরা এই বিশ্বের উপাদান কারণ দেখিতে পাওয়ায় চেতন দেখিতেছেন যেমন তরল জল জমিয়া কঠিন বরফ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণুর অধ্যাসে এই স্থূল জগৎ হইয়াছে বরফ যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণু ভিন্ন আর কিছুই নহে

অমিয়   অণুতো নিরবয়ব সেই নিরবয়ব অণু হইতে এই স্থূল জগৎ কিপ্রকারে হইল ?

মহা   অতিশয় সূক্ষ্ম হেতু অণুকে নিরবয়ব কহে সেই সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টিতে স্থূল অণু আর স্থূল অণুর সমষ্টিতে এই স্থূল জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

অমিয়   ব্রহ্মাণুর অধ্যাসে স্থূল তত্ত্ব সকলের উৎপত্তি ও সূক্ষ্ম ব্রহ্মে তাহাদিগের লয় কি প্রকারে হইতেছে তাহা দেখিবার কিম্বা দৃষ্টান্তের দ্বারা জানিবার কি কোন উপায় নাই ?

মহা   যোগবলের দ্বারা সূক্ষ্ম দৃষ্টি না হইলে উহা জানিবার

অন্য কোনই উপায় নাই "পদার্থ সমুদয়ই ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধগম্য হইয়া থাকে সূক্ষ্ম শরীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে যোগীরা যোগপ্রভাবে উহা দর্শন করিতে সক্ষম হন" ম। শা। মো ১৮৯অ

তবে কথার কথা বলিতেছি শুন

ব্রহ্মাণু—গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, যাহা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে

১০। ১০টি ব্রহ্মাণুতে = ১টি শূন্যের অণু গুণ = শব্দ।

১০০ ১০টি শূন্যের অণুতে = ১টি বায়ুর অণু গুণ = শব্দ, স্পর্শ

১০০০ ১০টি বায়ুর অণুতে = ১টি তেজের অণু গুণ = শব্দ স্পর্শ, রূপ।

১০০০০ ১০টি তেজের অণুতে = ১টি জলের অণু গুণ = শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস।

১০০০০০ ১০টি জলের অণুতে = ১টি পৃথিবীর অণু গুণ = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।

এই অণু প্রবেশকে অধ্যাস কহে ব্রহ্মাণুর সমষ্টিতে স্থূল ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি হইয়াছে ভাল করিয়া স্থূল দৃষ্টি দ্বারা দেখিলেও এই পৃথিবী যে শূন্যাণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে তাহা বুঝিতে পারিবে।

অমিয় স্থূলে কি ইহার দৃষ্টান্ত নাই ?

মহ তোমার শরীরই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল . দেখ তোমার এই শরীর শূন্যের দ্বারা গঠিত অথচ কেমন আকার বিশিষ্ট তোমার শরীরের বায়ু, শরীরের রস সকলকে রক্তে পরিণত

করিয়া সেই রক্তকে নানারূপে ছোট বড় শিরা ও ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীরে প্রেরণ করিতেছি শরীরে এমন কোন অংশ নাই যাহাতে রস বা রক্ত নাই শূন্য ব্যতীত রস রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না, এই নিমিত্ত তোমার শরীর শূন্যের সমষ্টি মাত্র বায়ু ও তেজ কর্ত্তৃক খাদ্যদ্রব্য রস রক্তাদি নানা আকার বিশিষ্ট হইয়া শরীরকে রক্ষা করিতেছে শরীরে এত সূক্ষ্ম অংশ সকল আছে, যোগ ব্যতীত যাহার ক্রিয়া নির্ণয় করিবার অন্য কোন উপায় এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই ও হইবেও না। যোগীরা যোগপ্রভাবেই উহা দেখিতে পান। তুমি যদি বিশেষ করিয়া দেখ তাহা হইলে উত্তমরূপে দেখিতে পাইবে যে জলের সমষ্টি বরফের ন্যায় এই শরীর শূন্যের সমষ্টিমাত্র। তত্ত্বজ্ঞান অভাবেই মরীচিকার ন্যায় সমস্তই ভ্রম দেখিতেছ

অমিয়। ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না?

মহা। একটি মাটির নল পোড়াইয়া ঐ নলের গায়ে একটী লতা জড়াইয়া সেই নল দিয়া জল আনিলে, জল নলের মধ্যে দিয়া স্থূলরূপে যথাস্থানে আইসে, আর ঐ নল ভিজিয়া উহার গাত্রস্থ লতাকে পোষণ করিয়া সজীব রাখে, তদ্রূপ বায়ু কর্ত্তৃক রস রক্ত সকল শরীরের শিরাদি দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে যত দূর যাইতে পারে যাইতেছে আর অবশিষ্ট সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অন্যান্য অংশ সকলেতে ঐ শিরা সকল বসিয়া (উপরোক্ত লতার ন্যায়) সূক্ষ্মরূপে রস রক্ত সকল প্রবাহিত হইতেছে যেখানে ছিদ্র (শূন্য) আছে সেই স্থানেই রসাদি যাইতে পারে একণে দেখ এই শরীর শূন্যের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে শরীরের ন্যায় এই বিচিত্র বিশ্ব শূন্যার্ণব যোগ

বিয়োগের তারতম্যানুসারে ক্ষণভঙ্গুর হইয়াও কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। (৭ পৃষ্ঠা দেখ)

অমিয়। ক্ষণভঙ্গুর শব্দে যাহ নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে স্থিতি নাই কিন্তু বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় তো দেখা যাইতেছে?

মহ। একটী ফোয়ারা হইতে চারি হাত উচ্চ হইয়া জল উঠিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এক্ষণে দেখ চারি হাতের উপর জল উঠিয়া ও স্থির থাকিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে তবেই চারি হাতের উপর যেরূপ জলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সর্ব্বদা হইতেছে, তদ্রূপ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় নিয়ত হইতেছে এই স্থূল দৃষ্টান্ত বোধগম্য হওয়া সচরাচর লোকের পক্ষে যখন কঠিন তখন ইহাপেক্ষা যে শত শত গুণে সূক্ষ্ম তাহা কি প্রকারে বুঝিবে?

অমিয় সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি ধাতু সকলও পার্থিব অণু দ্বারা গঠিত অথচ তো ছিদ্র শূন্য?

মহা যখন এক দিকে শীত কিম্বা তাপ দিলে অন্য দিক উত্তপ্ত ব শীতল হয় তখন উহাতে যে সূক্ষ্ম২ ছিদ্র আছে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই তুমি যদি স্থূল দৃষ্টি ও বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া দেখ তাহা হইলেও অনেক বুঝিতে পারিবে। যোগিদিগের সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকায় তাঁহাদিগের দৃষ্টি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অণুতে প্রবেশ করে তজ্জন্য নিখিল জগৎ হস্তামলকের ন্যায় তাঁহাদের সম্মুখে রহিয়াছে ক্রিয়া করিয়া বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে কথঞ্চিৎ সূক্ষ্ম করিতে পারিলেই দেখিতে পাইবে যে এই বিশ্ব শূন্যাণুর সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে

অমীয় অধ্যাস কি অণুর একাংশে হয় ?

মহা প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অব্যক্ত অবস্থায় আছে যখন সংযোগে স্থূল ও প্রকাশ (ক্রিয়াশীল) হয় তখন একটি অণুর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ অন্যটির শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস গন্ধে মিশিয়া যায় এই নিমিত্ত ভূতের প্রত্যেক অণুতে ব্রহ্মাণ্ড ওতপ্রোত রহিয়াছে একক্ষণে দেখ একটী পৃথিবীর অণুতে এক লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে

অমিয় একটী ব্রহ্মাণ্ডের আকাশ অন্য ব্রহ্মাণ্ডের আকাশে, এই প্রকার প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মহাভূত ও উহাদিগের বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস, গন্ধ) যদি পরস্পর মিশিয়া যায় তবে বিয়োগ কি প্রকারে হয় ?

মহা। যেমন সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ বায়ু শূন্যেতে এক সঙ্গে থাকিয়াও মিশিয়া যায় না, তদ্রূপ ঐ ব্রহ্মাণ্ড সকল মিশ্রিত হইয়াও পৃথকরূপে থাকে

অমিয় পৃথিবীর স্থূল অণু কি এই স্থূল দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় ?

মহ। আমরা স্থূল দৃষ্টি দ্বারা কৌশলক্রমে অর্থাৎ গবাক্ষের মধ্যে দিয়া যে সূর্য্যরশ্মি আসে তাহার মধ্যে ত্রসরেণু পর্য্যন্ত দেখিতে পাইয়া থাকি যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় হইয়া থাকে 'যে পদার্থ হইতে যে পদার্থের উৎপত্তি সেই পদার্থ তাহাতেই লীন হইয়া থাকে তরঙ্গমালা যেমন ক্রমশ সাগরে উৎপন্ন ও সাগরেই লয় হইয়া যায়, তদ্রূপ গুণ সমুদয় ক্রমে ক্রমে গুণ হইতে উৎপন্ন ও গুণেতেই লয় হইয়া থাকে" ম। শ মো ৩০৭অ

যেমন ঘূর্ণবাতাস ইত্যাদি দুই বস্তুকে ঘর্ষণ করিলে বায়ু গরম হইয়া অগ্নি হয়। অগ্নিকে ধাতু পাত্র ঢাকা দিলেই জল দেখিতে পাওয়া যায় বাষ্পীয় জলকে কিছুদিন স্বচ্ছ পাত্রে রাখিলে তাহার নীচে মৃত্তিকা দেখা যায়। আবার উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদকের নাশক (ক্রিয়া এবং গুণের অপ্রকাশ অবস্থার নাম নাশ) মৃত্তিকা জল শোষণ করে জল অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে অগ্নি বায়ুকে নষ্ট করে, অর্থাৎ অগ্নি বায়ুকে সরাইয়া প্রজ্জ্বলিত হয় বায়ু আকাশকে নষ্ট করে, অর্থাৎ যেখানে বায়ু সেখানে পৃথক রূপে আকাশ নাই। শূন্য ব্রহ্মাণুকে নষ্ট করে, কারণ যেখানে শূন্যাণু সেখানে ব্রহ্মাণু নিক্রিয় অবস্থায় নাই

অমিয় মৃত্তিকার অণু যে অন্যান্য অণু অপেক্ষ স্থূল তাহার উদাহরণ স্থল কোথায়

মহা স্থূল সূক্ষ্মের দ্বারা চালিত, অর্থাৎ সূক্ষ্মাণু স্থূলাণুকে যে প্রকারে বহন করে স্থূলাণু সেই প্রকারেই চলিয়া থাকে অথচ স্থূল সূক্ষ্মের বাধক সূর্য্যরশ্মি অর্থাৎ তেজের অণু যদি বায়ু ও শূন্যের অণু অপেক্ষ সূক্ষ্ম হইত, তাহা হইলে সূর্য্যরশ্মি শূন্যের ও বায়ুর অণু কর্ত্তৃক বাধা পাইয়া পৃথিবীতে আসিতে পারিত না যেমন হস্ত দ্বারা চক্ষু ঢাকিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ পৃথিবীর স্থূল অণু দ্বারা গঠিত হস্ত তেজের সূক্ষ্ম অণুকে বাধা দেওয়ায় দৃষ্টি রোধ হয়

অমিয় তবে কি স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রবেশ করিতে পারে না।

মহা সূক্ষ্ম স্থূলে ওতপ্রোত রহিয়াছে, যেমন কাপড়ে তুলা। এই স্থূল সূক্ষ্ম যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্মময়। "সেই

অদ্বিতীয় পরমাত্মা স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বভূতে ওতপ্রোত রূপে অবস্থান করিতেছেন " ম। শা। মো ২৩৯অ

অমিয় আকাশাদি পঞ্চভূতকে মহাভূত বলে কেন ?

মহা "অপরিমেয় পদার্থই মহৎ শব্দ বাচ্য হইয়া থাকে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত অপরিমেয় বলিয়াই মহাভূত নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে " ম শা মো ১৮৪অ

এই সমস্ত যাহাদিগের দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছা আছে, তাহাদিগের লঘু হওয়া আবশ্যক এই পৃথিবীতে সকলেই গুরু হইয়া ডুবিতেছে

অমিয় এ কথাটি তো বুঝিতে পারিলাম না ?

মহা এই কথাটি ব্যতীত আমার আর সমস্ত কথা তো বুঝিয়াছ ? আমি তোমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তাহার একটি কথাও তুমি বুঝিতে পার নাই এই বস্তুটি কি যদি বলিতে পার তাহা হইলে আমার বিশ্বাস হইবে যে তুমি আমার সমস্ত কথা বুঝিয়াছ

অমিয়। (লজ্জিত হইয়া) উটি একখণ্ড চির্ কাষ্ঠ যাহা প্রত্যহ জ্বালাইয়া থাকি

মহা (হাস্য করিতে করিতে) এই কাষ্ঠ মশালের ন্যায় জ্বলে কেন ? কোন্ কোন্ পদার্থের আকর্ষণে উহা জলের ন্যায় তরল না হইয়া এ প্রকার আকারবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে," ঐ কাষ্ঠে যে যে পদার্থ আছে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া তাহাদের গুণ সকল বর্ণন ও ঐ সকল পদার্থকে পুনরায় একত্র করিয়া ঐরূপ চির্‌কাষ্ঠ যদি প্রস্তুত করিতে পার, তবে আমি বুঝি যে তুমি আমার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিয়াছ যোগী ব্যতীত

কেহই বুদ্ধিমান নহে উপরোক্ত প্রকারে যাঁহারা সমস্ত জানেন তাঁহারা যোগী যে বিদ্যাপ্রভাবে উপরোক্ত প্রকারে সমস্ত জানিতে পারা যায় তাহার নাম 'অধ্যাত্মবিদ্যা' এক্ষণে শুন, গুরু শব্দে ভারি আর লঘু শব্দে হাল্‌কা একটি তুলাদণ্ডের যেদিকে লঘু (হাল্কা) বস্তু সেইদিক উপরে, আর যেদিকে গুরু (ভারি) বস্তু সেইদিক নীচে এই নিমিত্ত তুমি অহঙ্কাররহিত হইয়া ও লঘুত্বকে পাইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়া চল

অমিয় কর্ম্ম কয়প্রকার ?

মহ কর্ম্ম দুই প্রকার প্রথম উৎপাদক যেমন দধ্যাদি ভোজন দ্বারা জ্বরের উৎপত্তি হয় দ্বিতীয় নিবর্ত্তক, যেমন আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় এই দুই প্রকার কর্ম্মের অন্তর্গত আর তিন প্রকার ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র কর্ম্ম আছে

অমিয় কর্ম্মের উৎপত্তির নিয়ম ও লক্ষণ কি ? এবং উপরোক্ত তিন প্রকার কর্ম্মের বিশেষ কি ?

মহা "কর্ম্মোৎপত্তির নিয়ম তিন প্রকার প্রথমত মনোমধ্যে বিবিধ ভাবের আবির্ভাব হয় বুদ্ধিদ্বারা সেই ভাবের নিশ্চয় জ্ঞান হইয়া থাকে পরে অহঙ্কার প্রভাবে উহা অনুকূল বা প্রতিকূল তাহার উপলব্ধি হয় " ম শা মো ২৪৮অ

ভ। গীতার ১৮অ ১২ শ্লোকে এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফলভোগকর্ত্তাদিগের বিষয় লেখা আছে

অমিয় ভ গীতার ১৮অ ১২ শ্লোকের অর্থ ও উপরোক্ত তিন প্রকার কর্ম্মের লক্ষণ কি ?

মহা। অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্

ভবত্যত্যাগীনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসীনাং ক্বচিৎ

ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফল অত্যাগী ব্যক্তিদিগের ভোগ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীদিগের কচিৎ ভোগ করিতে হয় কিন্তু প্রেত্যে (পরত্রে) সন্ন্যাসীদিগকে এককালে উহার ফল ভোগ করিতে হয় না। সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছার অনুকূল ফলের নাম ইষ্ট সর্ব্বতোভাবে ইচ্ছার বিপরীত ফলের নাম অনিষ্ট, আর ইচ্ছার অনুকূল প্রতিকূল মিশ্রিত ফলের নাম মিশ্র যেমন কোন অত্যাগী ব্যক্তি জমিদারির নিমিত্ত বিচারালয়ে অভিযোগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে জয়ী হইলে ইষ্ট, পরাজয় হইলে অনিষ্ট, আর আংশিক জয়লাভ হইলে তাহার মিশ্র ফললাভ হইল

এই তিন প্রকার কর্ম্মের ফল ভোগ প্রবৃত্তিমার্গের লোকের সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কাম্যকর্ম্ম ত্যাগি নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের যদিও উহার ফল ভোগ করা উচিত নহে, কিন্তু সঙ্কল্প ত্যাগ না হওয়ায়, উহাদিগকে ইহলোকে উহার ফল ভোগ কচিৎ করিতে হয়, কিন্তু প্রেত্যে (সমাধি অবস্থাতে) সন্ন্যাসীদিগকে এককালে উহার ফল ভোগ করিতে হয় না।

অমিয় মনুষ্য কত প্রকারে কর্ম্মের ফল লাভ করে?

মহা মনুষ্য কিছু বা হঠাৎ, কিছু বা দৈবাৎ, কিছু বা স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা লাভ করে লোকে যখন উপরোক্ত কর্ম্ম সকল হইতে পৃথক তখন সুখী

অমিয় কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিলেই কি লোক সুখী হয়?

মহা "কর্ম্মসকল স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের শুদ্ধি সম্পাদন এবং জ্ঞান ও মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ। কর্ম্মদ্বারায় চিত্তদোষের

পরিপাক ও শাস্ত্রজনিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে লোকের অনৃশংসতা ক্ষম, শান্তি, অহিংসা, সত্য, সরলতা, অদ্রোহ, লজ্জা ও তিতিক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে ঐ সমুদয় গুণ ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ। ম শা মো ২৭০ অ ”

কর্ম্ম করিয়া উপরোক্ত প্রকার গুণ সকল হইলে লোক সুখী হয়

“যে ব্যক্তি সর্ব্ব বিষয়ে সমভাবে দৃষ্টিপাত, ও ঐশ্বর্য্যাদি লাভে অনাস্থা, সত্যবাক্যপ্রয়োগ, বৈরাগ্য অবলম্বন ও কর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই সুখী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন পণ্ডিতেরা এই পাঁচটিকেই মোক্ষ লাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন” ম শা মো ১৭৭অ

‘বৃহস্পতি কহিলেন ভগবন্। দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক সুখ লাভ করাই সকলের উচিত সুখ কর্ম্মের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং কর্ম্মই লোকের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে?

মনু কহিলেন, মহর্ষে! লোকে প্রথমে যজ্ঞাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছা লাভ করিয়া, পরিশেষে কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম পদার্থ লাভ করিবে, এই নিমিত্তই কর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা চিরকাল কামনার বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাদিগের স্বর্গাদি ফল হয়, আর যাহারা মোক্ষলাভার্থ কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাদের অনায়াসে ব্রহ্মপদ লাভ হয় মন ও কর্ম্ম প্রজাগণের সৃষ্টির কারণ, এবং উহারাই আবার প্রজাদিগের ব্রহ্ম প্রাপ্তির পথস্বরূপ। কর্ম্ম প্রভাবেই লোকের মোক্ষ ও সামান্য ফল লাভ হইয়া থাকে ফলত মনে মনে কর্ম্মের ফল ত্যাগ করাই মোক্ষ

লাভের প্রধান হেতু চক্ষু যেমন নিশাবসানে তিমির নির্মুক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কণ্টকাদি দর্শন করিতে পারে, তদ্রূপ বুদ্ধি বিবেকগুণ সম্পন্ন হইলেও অশুভ কার্য্য সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে মানবগণ সর্প, কুশাগ্র ও কূপ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই অনায়াসে তৎসমুদয় হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ঐ সকল পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে অজ্ঞান বশতঃ ঐ সমুদয়ে নিপতিত হয় অতএব অজ্ঞান অপেক্ষা জ্ঞানের ফল যে কত উৎকৃষ্ট তাহা বিবেচনা কর বিধি পূর্ব্বক মন্ত্রোচ্চারণ যথোক্ত যজ্ঞানুষ্ঠান, দক্ষিণা, দান, অন্নপ্রদান ও মনের সমাধি এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম ফলপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে শাস্ত্রানুসারে কার্য্য সত্ত্বাদি ত্রিবিধ গুণাত্মক এই নিমিত্ত কার্য্যমূল মন্ত্রও তিন প্রকার এবং বিধিও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ব্যক্তি যেরূপ গুণানুযায়ী কর্ম্ম করে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয় উৎকৃষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ জ্ঞানরূপ কর্ম্মফল সমুদয় কর্ম্মলভ্য, স্বর্গ লোকেই অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানফল জীবদ্দশাতেই লাভ করা যায় দেহিগণ শরীর দ্বারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিয়া সেই কার্য্যের ফল ভোগ করিতে হয় শরীরই লোকের সুখ দুঃখের আশ্রয় বাক্য ও মন দ্বারা কার্য্যানুষ্ঠান করিলে কখনই বাক্য ও মনের অগোচর পদার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি যে গুণাবলম্বী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহাকে তদনুরূপ শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয় মৎস্য যেমন স্রোতাভিমুখে ধাবমান হয় তদ্রূপ জন্মান্তরীণ কর্ম্ম সমুদয় [illegible]

দুষ্কৃতানুরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ম শ মো ২০১ অ

অমিয়। যাহারা হোম, জপ ও পূজাদি করিতেছে, আর যাহারা মদ্যপান ও বেশ্যালয়ে গমন করিতেছে, উহারা ঐ সকল কার্য্যে সুখ না পাইলে উহা করিবে কেন?

মহা। লোকে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। তন্নিমিত্ত ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান আর মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরা মদ্যাদি পান ও বেশ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে। প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যে মদ্যপায়ী বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিরা বুঝে যে, তাহারা মন্দকার্য্য করিতেছে এবং তাহারা যে তিলার্দ্ধ কালের নিমিত্ত সুখী নহে তাহাও তাহারা জানে কিন্তু জানিয়া শুনিয়া তাহাদের কিছুই করিবার উপায় নাই, কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত রজ ও তমোগুণ তাহাদের চুলের মুটি ধরিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কার্য্য করাইতেছে। ঐ সকল কর্ম্মে তাহাদিগের যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে তাহারা ঐ সকল ঘৃণিত কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিত না।

যাহা এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত ত্যাগ করিতে মনের ইচ্ছা না হয় তাহারই নাম সুখ।

কর্ম্ম বিপাকই মনুষ্যগণকে সমস্ত কর্ম্ম করাইতেছে কাহারও পুরুষকারের উপর কর্তৃত্বাভিমান নাই।

অমিয়। মন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত যাহা ত্যাগ করিয়া থাকিতে চাহে না তাহাই যদি সুখ হইল, তবে এ সকল সুখ কি

যাহার অভাবে তিনি ভিতরে ভিতরে দিবা-নিশি এক প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছেন। সেই সুখের নিমিত্ত প্রাতঃকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্যান্ত মন ও ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করিতেছেন অথচ সেই অনন্ত সুখের বিষয় তিনি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। এই কার্য টি করিলে সেই অনন্ত সুখ পাইব মনে করিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হইতেছেন, তাহাতে সেই অনন্ত সুখ না পাওয়ায় সে কার্য্যে দ্বেষ জন্মাইতেছে—পরে তাহা ত্যাগ করিয়া আর একটি কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন। এই পার্থিব দুঃখ জনিত ক্ষণিক সুখ এক প্রকারের, আর পারলৌকিক অনন্ত সুখ অন্য প্রকারের।

অমিয়। সুখ দুঃখের বিষয় বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয়।

মহা। "বিদ্যার তুল্য চক্ষু, সত্য তুল্য তপস্যা, দানের ন্যায় সুখ এবং বিষয়ানুরাগের ন্যায় দুঃখ আর কিছুই নাই"। ম. শা. মো. ৩৩৪ অ।

"লোকের ঐহিক সুখ অনিত্য; চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইলে তাহার জ্যোৎস্না যেমন প্রকাশিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্য অসত্যরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইলে তাহার অন্তরে সুখ থাকিলেও উহা প্রকাশিত হইতে পারে না। সুখ দুই প্রকার শারীরিক ও মানসিক। লোক সুখের নিমিত্ত বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সুখ অপেক্ষা ত্রিবর্গের ("ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম," এই ত্রিবর্গের) কিঞ্চিৎ পীড়া আছে। ধর্ম্ম দ্বারা অর্থের, অর্থ দ্বারা ধর্ম্মের এবং কাম দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ উভয়েরই বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র লোকেরা ধর্ম্মের অর্থ, অর্থের কাম ও কামের ইন্দ্রিয়-

প্রীতি এবং মহৎ লোকেরা ধর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি অর্থের যজ্ঞানুষ্ঠান কামের জীবন ধারনই মুখ্য ফল বিবেচনা করিয়া থাকেন ম আপ ধ প ১৪০ অ) উৎকৃষ্টতর ফল আর কিছুই নাই—সুখ সকলের প্রার্থনীয়। উহা আত্মার গুণ বিশেষ। ধর্ম্মার্থই উহার মূল স্বরূপ উহার উদ্দেশেই ধর্ম্মার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে

ভরদ্বাজ কহিলেন, হে তপোধন! আপনি যে সুখকে উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন, আমি উহার তাৎপর্য্য কিছুই অনুধাবন করিতে পারিলাম না দেখুন মহাত্মা মহর্ষিগণ এই আত্মার গুণবিশেষ সুখের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়াই ধ্যানে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক একাকী তপানুষ্ঠান করিতেছেন তিনি কামজনিত সুখে কদাচ মনোনিবেশ করেন না, আর ভগবান্ উমাপতি রতিপতিকে সম্মুখীন দেখিয়া ভস্মাবশেষ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা বোধ হইতেছে যে, সুখ মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং উহা আত্মার উৎকৃষ্ট গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না অতএব আপনি যে কহিলেন সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই, এই বাক্যে আমার তাদৃশ বিশ্বাস হইতেছে না। আর পুণ্য হইতে সুখ ও পাপ প্রভাবে যে দুঃখের উৎপত্তি হয় ইহাও কেবল লোকপ্রবাদমাত্র বোধ হইতেছে

ভৃগু কহিলেন, ভরদ্বাজ অনৃত হইতে অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হয় যাহারা সেই অন্ধকার প্রভাবে ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও মিথ্যায় জড়িত হইয়া ধর্ম্ম কার্য্যে জলাঞ্জলি প্রদান

পূর্ব্বক অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে নিরন্তর বিবিধ ব্যাধি, জরা, বধ বন্ধন, পিপাসা, বর্ষা, উত্তাপ, শীত, বন্ধুবিয়োগ ও ধননাশজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় সুতরাং তাহাদের সুখ লাভের সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির ঐ সমুদয় শারীরিক ও মানসিক দুঃখ নাই, তিনিই সুখানুভব করিতে সমর্থ হন দেবলোকে ঐ সমস্ত দুঃখ কখনই অনুভূত হয় না তথায় নিরন্তর সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত ও উৎকৃষ্ট গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে; ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি, জরা ও পাপের লেশ মাত্রও নাই ফলত দেবলোকে নিরবচ্ছিন্ন সুখই বিদ্যমান, নরকে কেবল দুঃখই অবস্থান করিতেছে এই সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে অতএব সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই স্ত্রীলোক সর্ব্বভূতজননী পৃথিবী স্বরূপা, পুরুষ প্রজাপতি স্বরূপ এবং শুক্র তেজঃস্বরূপ ভগবান্ ব্রহ্মা স্ত্রী পুরুষের সহযোগে শুক্র প্রভাবে লোক সৃষ্টি হইবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন মানবগণ তাহার সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে" ম শা মো। ১৯০অ

অমিয় কি কারণে মনুষ্য সৃষ্টি হয়?

মহা যেমন অয়স্কান্ত মণি ও কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দ স্পর্শাদি গুণ সমুদয় হইতে প্রাণিগণ সঞ্জাত হইয়া থাকে। "কি স্থাবর কি জঙ্গম সমুদয় প্রাণী বুদ্ধি সম্পন্ন হইলেই উৎপন্ন ও বুদ্ধি হীন হইলেই বিলীন হইয়া থাকে এই নিমিত্তই বেদে প্রাণিগণকে বুদ্ধিময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে" ম। শা। মো। ১৯৪অ

অমিয় কি কারণে মনুষ্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে ?

মহা ‘কর্ম্ম নিমিত্ত মনুষ্যগণ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে যেমন সলিলসিক্ত ক্ষেত্র বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপাদন করে, তদ্রূপ কর্ম্মই মনুষ্যগণকে পুনর্ব্বার উৎপাদন করে” ম শা মো ৩১৯অ।

আরও ‘পঞ্চভূত, জীব, পূর্ব্ব সংস্কার ও অজ্ঞান এই আটটি ভূত প্রাণিগণের জন্ম মৃত্যুর কারণ” ম শা মো ২৭৫অ

অমিয় পূর্ব্ব কৃত স্ব স্ব কর্ম্ম কি প্রকারে মনুষ্যের অনুগমন করে ?

“পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় মনুষ্যের অনুগামী হইয়া মনুষ্য শয়ন করিলে শয়ন, অবস্থিতি করিলে অবস্থান, গমন করিলে গমন এবং কার্য্য আরম্ভ করিলে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকে ফলত সকলকেই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয় কাল জীবগণের কর্ম্মানুসারেই তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ফল পুষ্প যেমন কোন চেষ্টা না করিলেও নিয়মিত সময়ে পরিপক্ক হয়, তদ্রূপ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলও যথা সময়ে পরিণত হইয়া থাকে ফল ভোগ দ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই মনুষ্যকে আর তাহার ফল স্বরূপ সম্মান, অপমান, লাভ, অলাভ এবং বৃদ্ধি ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে হয় না। মানবগণ গর্ভশয্যায় শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ফলত মনুষ্য বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি যে অবস্থায় যেরূপ শুভ শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে তাহাকে সেই অবস্থায় তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হয়, যেমন গোষ্ঠমধ্যে সহস্র সহস্র ধেনু বর্ত্তমান থাকিলেও বৎস আপনার মাতার নিকট গমন করে ; তদ্রূপ

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসমুদয় কর্ত্তার সমীপেই সমুপস্থিত হইয়া থাকে মনুষ্য বিষয় বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই প্রক্ষালিত বস্ত্রের ন্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া মোক্ষ পদ লাভে সমর্থ হয়।" ম শা মো ১৮১অ

"দস্যুগণ যেমন অপহৃত সামগ্রীসম্ভার বহন করে, মূঢ় ব্যক্তিরাও তদ্রূপ সংসার ভার বহন করে আর চোরেরা যেমন রাজপুরুষের ভয়ে, অপহৃত দ্রব্যচয় পরিত্যাগ করিয়া বিঘ্নশূন্য পথে গমনপূর্ব্বক জীবন রক্ষা করে, তদ্রূপ মানবগণ সংসার ভয়ে ভীত হইয়া সাত্ত্বিক ও রাজসিক কার্য্য সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবেন" ম শা মো ২১৫অ

অমিয় কে কর্ম্মকে উৎপাদন করে ?

মহা "কাল যেমন যত্নশীল হইয়া ইহলোকে ঋতু সকলের গুণ প্রকাশ করে, তদ্রূপ অহঙ্কার প্রাণিগণের কর্ম্ম উৎপাদন করিয়া দেয়।" ম শা মো ২১২অ

অমিয় কর্ম্ম দ্বারা কি প্রকারে গুণাতীত ব্রহ্মে লীন হওয়া যায় ?

মহা "বায়ু যেমন অর্ণবস্থ তৃণাদিকে প্রবাহ দ্বারা পরপারে লইয়া যায়, তদ্রূপ কর্ম্ম সংসার লিপ্ত জীবকে পরব্রহ্মে লীন করিয়া থাকে দিবাকর যেমন কিরণজাল বিস্তারপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে উহা সঙ্কুচিত করেন, তদ্রূপ মনুষ্য বিষয় ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিষয় বাসনা সঙ্কুচিত করিয়া, পরিশেষে নিরহঙ্কার হইয়া গুণাতীত পরব্রহ্মে লীন হয়" ম শ মো ২০৬অ

"সংসারলিপ্ত না হওয়াই শ্রেয় লাভের মূল" ম শ মো ২৯৯অ

"বলীবর্দ্দের সহিত যেমন তাহার শৃঙ্গের বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যের ‥ত বৃদ্ধি হয়, বিষয় তৃষ্ণাও তত বৃদ্ধি হয়" ম শা মো ২৭৬অ

পরদিবস অপরাহ্নে প্রস্তরে বসিয়া

অমিয় শরীর ত্যাগ করিয়া জীব কি প্রকারে নরকাদি ভোগ করেন ? আর যখন এই ভোগায়তন শরীরে নরক ভোগ হইল না তখন নরকাদি কি কেবল শাসন বাক্য মাত্র ?

মহা আত্মা এই দেহ ত্যাগ করিবার সময় জীব স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে কেটি কোটি বৎসর স্বর্গ নরকাদি ভোগ করার পর, স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত যে দেহ প্রাপ্ত হইবে সেই আতিভৌতিক দেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন জলৌকা যেমন একটি তৃণ গ্রহণ করিয়া অন্যটিকে ত্যাগ করে তাহার ন্যায় জীব সেই আতিভৌতিক দেহকে আশ্রয় করিয়া এ দেহ ত্যাগ করে এবং পুনর্জন্ম পর্য্যন্ত সেই আতিভৌতিক দেহে স্বর্গ নরকাদি ভোগ করিতে থাকে কর্ম্ম ক্ষয়ে সেই আতিভৌতিক দেহ ত্যাগ করার পর স্থূল শরীর ধারণ করিয়া আবার পূর্ব্বকৃত পাপ পুণ্য ভোগ করে পরমাত্মা অদৃশ্য দেহ পরিগ্রহ করিয় দেহ স্তরে গমন করেন "মনুষ্যের আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্যভাবে অন্য শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনাকে সেই দেহের গুণে গুণবান জ্ঞান করে" ম শা মো ২০২ অ

অমিয় বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হয় ?

মহা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ক্ষয়ের নিমিত্ত এদেহের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু আমি (অহং) কর্ত্তা হইয়া এদেহে কর্ম্ম করায় পর জন্মের কারণ সঞ্চয় হইতেছে মৃত্যুর পূর্ব্বে এই স্থূল দেহে একবার

নরক ভোগ হয়, মৃত্যু সময় যাহাদিগের সজ্ঞা থাকে, তাহারা পাপ পুণ্যানুসারে শাস্ত্র লিখিত নরক সকল ভোগ করিতে করিতে নানারূপ নরক যন্ত্রণার ও বিভীষিকার বিষয় অস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করে আর যাহাদের এককালে জ্ঞাননাশ হয়, তাহারা ও কাপ করিতে পারে না নরক যাতনা ভোগ করিয়া জীব দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়, কর্ম নিমিত্ত পর জন্মে যে দেহ প্রাপ্ত হইবে সেই আতিভৌতিক দেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় কর্মরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া জীব জোঁকের তৃণ গ্রহণের ন্যায় ঐ আতিভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া এদেহ ত্যাগ করে জীব ঐ আতিভৌতিক দেহে পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া কর্ম্মাবসানে আবার স্থূল দেহ ধারণ করিয়া কর্মফল ভোগ করে

অমিয় দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মা আপনাকে দেহ হইতে পৃথক দেখিয়াও কি জন্য অন্য শরীরে গমন করেন ?

মহা "মনুষ্য যেমন স্বপ্নযোগে আপনার শরীরকে আত্মা হইতে পৃথগ্‌ভূত ও ভূতলে নিপতিত নিরীক্ষণ এবং পরে চৈতন্য লাভ করিয়া স্বীয় দেহকে আপনা হইতে অভিন্নভাব দর্শন করে, সেইরূপ মনোবুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোত্র প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি বায়ুযুক্ত জীবাত্মা জীবনান্তে দেহকে একবার আপনা হইতে পৃথগ্‌ভাব দর্শন ও পুনরায় উহাকে অভিন্ন বিবেচনা করিয়া দেহান্তরে গমন করিয়া থাকে " ম শা। মো ২০২অ।

স্বপ্নযোগে আত্মা যেমন দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়া অন্যত্রে গমন করেন, তদ্রূপ মরণান্তেও অন্য দেহকে আশ্রয় করেন

"মনুষ্য স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত নূতন দেহে পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপ পুণ্য

বহন করিয়া থাকে, এবং জলৌকা যেমন অনুকূল স্রোতের অনুসরণ করে সেইরূপ তাহার মনও বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া থাকে" ম ।শা মো ২০২ অ

"মনুষ্য দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোক গমনে প্রবৃত্ত হইলে তাহার জীবাত্মা ভোগ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তৎকৃত শুভাশুভ কার্য্য সমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকেন " ম শ । মো ৩২২অ

অমিয় যাহাদের বজ্রাঘাতাদিতে মৃত্যু হয় তাহাদের জীবাত্মাও কি শরীর ত্যাগের সময় উপরোক্ত প্রকারে স্বপ্নের ন্যায় পাপ পুণ্য ভোগ করেন ?

মহা তাহাদিগকেও ভোগ করিতে হয় দেখ পুষ্প ব্যতীত ফল হইতে পারে কিন্তু উপরোক্ত প্রকার ভোগ ব্যতীত জীব শরীর ত্যাগ করিতে পারে না তবে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের ও প্রকার নহে

"মুমুক্ষ ব্যক্তিরা সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তৎপরে আদিত্যদগ্ধ দেহ পরমাণুস্বরূপ হইয় সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে, এবং পরিশেষে সংকর্ষণ হইতে ত্রিগুণ হীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া ইত্যাদি " ম শ মো ৩৪৫অ

মুমুক্ষ ব্যক্তিদিগের পক্ষে "পরমাত্মার স্থান হইতে অন্য স্থান মাত্রই নরক।" ম শ মো ১৯৮অ

অমিয় স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণকাল মধ্যে ভোগ করে আজ্ঞা করিলেন সেই স্বপ্ন কি ?

২হা "যোগেশ্বর হরি এ বিষয়ে কহিয়াছেন যে স্বপ্নভাব সঙ্কল্প মাত্র মহর্ষিগণও এই বাক্যের বিশেষ পোষকতা করেন ইন্দ্রিয় সমুদয় একান্ত ক্লান্ত হইলেও সঙ্কল্প স্বভাব মনের বিশ্রাম হয় না তন্নিবন্ধন লোকের স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত স্বপ্নভাব কার্য্যব্যাসক্ত ব্যক্তির মনোরথের ন্যায় সঙ্কল্পমূলক, জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়ের পরিস্ফুটতানিবন্ধন মনোরথ সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় না, কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অপরিস্ফুটতা বশতঃ স্বপ্নভাব সত্যের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে বিষয়াসক্তচেতা মনুষ্য পূর্ব্বতন জন্মের সংস্কার নিবন্ধন স্বপ্নাদির ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে পরমাত্মাই মনোমধ্যে লীন সেই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া দেন পূর্ব্বতন কর্ম্ম প্রভাবে লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ উপস্থিত হইয়া মনে যে যে বিষয়ে প্রবেশ করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম ভূত সমুদয় সেই সেই বিষয়ের আকার প্রকাশ করিয়া থাকে সেই আকার দর্শনের পর লোকের সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ তাহাকে সুখ দুঃখাদি ভোগ করাইবার নিমিত্ত তাহার দেহে আবির্ভূত হয় মনুষ্য অজ্ঞানতানিবন্ধন রাজসিক ও তামসিক ভাব প্রভাবে যে বায়ু পিত্ত ও কফ প্রধান দেহ সমুদয় নিরীক্ষণ করে, পূর্ব্ব বাসনার প্রাবল্যনিবন্ধন ঐ দর্শন নিরাকরণ করা নিতান্ত সুকঠিন জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গণের সুপ্রসন্নতানিবন্ধন মনোমধ্যে যেরূপ সঙ্কল্প উপস্থিত হয়, স্বপ্নযোগে উহাদিগের অপ্রসন্নতা-বশতঃ মন তৎসমুদয় সন্দর্শন করিয়া থাকে মন আত্মার প্রভাবে অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, অতএব আত্মাকে জ্ঞাত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য আত্মজ্ঞান জন্মিলেই সর্ব্বজ্ঞতা

লাভ হইয়া থাকে সুষুপ্তির সময় মন স্বপ্নদর্শনের দ্বারভূত স্থূল দেহ অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাতে গমন করে এবং অহঙ্কারাদিও উহাতে লীন হয় ” ম শা মো ২১৬অ

“মানবগণ নিদ্রিত হইলে ইন্দ্রিয় সমুদয় কার্য্যাক্ষম হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় স্থিরভাবে স্ব স্ব স্থানে লীন হইয়া থাকে ঐ সময় একমাত্র জীবাত্মা আকাশ সঞ্চারী সমীরণের ন্যায় মনুষ্যগণের সর্ব্বশরীরে বিচরণ করে এবং সূক্ষ্ম গতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের স্থান সমুদয়ে গমন পূর্ব্বক জাগ্রদবস্থার ন্যায় সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও দর্শনস্পর্শনাদি সমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে সত্ত্ব, রজ, তম, বুদ্ধি, মন, আকাশ, বায়ু তেজ, জল ও পৃথিবীর গুণ সমুদয় জীবাত্মাতে সন্নিহিত রহিয়াছে পরমাত্মা ঐ সকল গুণ দ্বার জীবাত্মাকে ব্যাপ্ত করিয় অবস্থান করিতেছেন ” ম শ মো। ৩০২অ

“ইন্দ্রিয়গণের বিশ্রাম কালে মন স্বকার্য্যে নিরত থাকিয়া বিষয়ানুভব করিলে লোকের স্বপ্ন দর্শন হয় ” ম শ মো ২৭৫অ

অমিয় ইন্দ্রিয় সমুদয় কখন বিলীন হয় ?

মহা “যেমন শব্দাদি গুণ সকল বিলুপ্ত হইলে পঞ্চীকৃত মহাভূত সকল বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি অহঙ্কারতত্ত্বে বিলুপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও বিলুপ্ত হইয়া যায় ম শা মো। ২০৫ অ

অমিয় স্বপ্নাবস্থায় রেতঃস্খলনের কারণ কি ?

মহা “মন্থনদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধান্তর্গত ঘৃত মথিত হয়, তদ্রূপ সঙ্কল্পজ স্ত্রী দর্শনাদি দ্বারা শুক্র উত্তেজিত হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রী সঙ্গের অসত্ত্বেও মন যেমন সঙ্কল্পজ অনুরাগ প্রাপ্ত

হয়, তদ্রূপ মনোবহা নাড়ীও দেহ হইতে সঙ্কল্পজ শুক্রকে নির্গত করিয়া দেয়।” ম। শা মো ২১৪ অ

অমিয় সুষুপ্তি কি ?

মহা “সুষুপ্তি সময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা একত্র সমবেত থাকে না ; কিন্তু তন্নিবন্ধন যে আত্মার নাশ হয়, ইহা বিবেচনা করা বিধেয় নহে কারণ সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য উহাতে ইন্দ্রিয় সমুদয় কেবল কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাকে যদি তাহা না হইত তাহা হইলে সুষুপ্তি ভঙ্গের পর পূর্ব্বের ন্যায় পুনরায় ইন্দ্রিয়, বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হইত না স্বপ্নাবস্থাতে লোকের পূর্ব্বকৃত দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত সংস্কার প্রভাবে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় সম্বন্ধ চিন্তানিবন্ধন দর্শনাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে অতএব স্বপ্নাবস্থাতেও জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয় বিষয় মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত হয় যে সময় তমোগুণ সমাচ্ছন্ন চিত্ত আত্মার প্রবৃত্তি প্রকাশ সংহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে উপরত করে, সেই সময়কে সুষুপ্তির কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। ম শা মো ২১৯ অ

অমিয় জন্তুগণ কখন নিদ্রা যায় ?

মহা “ইন্দ্রিয় সমুদয় শ্রান্তি নিবন্ধন স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্তি হইলেই জন্তু সকলের নিদ্রা হইয়া থাকে ম শা মো ২১৫ অ ”

অমিয় কর্ম্ম-বিপাকই পুরুষকে সমস্ত কার্য্য করাইতেছে কাহারও পুরুষকারের উপর কর্তৃত্বাভিমান নাই আজ্ঞা করিলেন, তাহা কি প্রকারে সম্ভবে ? আমি ভোজন, শয়ন ও

ভ্রমণাদি করিতেছি অথচ পুরুষকারের উপর আমার কর্ত্তৃত্ব নাই ?

মহ' অ'হ'ব ক'রিতে প'ব য'দি গ'ল'য ন' ব'ধে এইপ্রক'র কোন কর্ম্মেই তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই যিনি চিন্তাশীল ও বিচারবান তিনি মনে করেন তাঁহার মধ্যে এমন কিছু আছে যদ্দ্বারা তিনি চালিত, এই মনে করিয় তিনি কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করেন, আর পুরুষোত্তম নারায়ণকে সর্ব্বদা সম্মুখে দেখিয় যোগী পুরুষকার পর্য্যন্তও ত্যাগ করেন

"বিধাতা, পুরুষকে দৈবের বশীভূত করিয়াছেন, যেমন সূত্র-গ্রথিত দারুময়ী যোষ (সুতায় গাঁথ কাঠের পুতুল) আত্মবশ নহে তদ্রূপ স্বীয় ঐশ্বর্য্যে বা অনৈশ্বর্য্যে পুরুষের কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই ম উ ৫ভ্রা ৩৮ অ"

দত্তাত্রেয় অলর্করাজকে বলিয়াছিলেন—

নাস্ত্যসাবিহ সংসারে যোনাদৃষ্টেন বাধ্যতে সর্ব্বষামেব জন্তুনাং দৈবাধীনং হি চেষ্টিতম্

এ সংসারে এমন কেহই নাই যে অদৃষ্টের বাধ্য নহে দৈবের অধীন হইয়াই জন্তু সকল সমস্ত চেষ্ট করিতেছে

"সুখ, অসুখ, লাভ, অলাভ, অনুরাগ, বিরাগ এবং মৃত্যু ও জীবন সমুদয় বিধি নির্দ্দিষ্ট ইহা আমার বিলক্ষণ বোধগম্য হই-য়াছে।" ম। শা মো ১৭৯ অ

অমিয় কিন্তু শাস্ত্রে অনেক স্থলে পুরুষকার ত করিতে বলিয় ছেন ? ভ। গী ২ অ ৪৭শ্লোকে; কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে তোমার অধিকার নাই, তুমি আপনাকে কখন কর্ম্মফলের হেতু মনে করিও ন, এবং অকর্ম্মতে তোমার যেন সঙ্গ না হয়

মহা শাস্ত্রের উপদেশ সকল অধিকারী ভেদে অর্জ্জুন (জীব) যখন তোমার মত অবস্থাপন্ন, সেই সময়ে ভগবান (কূটস্থ) জীবকে উপরোক্ত প্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন উপদেশ পাইয়া জীব যখন কথঞ্চিৎ বুদ্ধিমান হইলেন অথচ এক গুঁয়েম ঠোক ছাড়িলেন না তখন ভ গী ৬ অ ৪৪ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন, পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা অবশ হইয়াই তাহাকে কর্ম্ম করিতে হয় এবং নিশ্চয়রূপে যোগের বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্মকে অতিবর্ত্তন করে

অমিয় শব্দব্রহ্ম কি ও কি প্রকারে তাহাকে অতিবর্ত্তন করা যায় ?

মহা শব্দ ব্রহ্ম—কথার ব্রহ্ম গুরুর নিকট উপদেশ পাইবার সময় কূটস্থব্রহ্ম দর্শন করিয়া পুস্তক লিখিত শ্রীচৈতন্য স্বরূপ ইত্যাদি কথার ব্রহ্মকে অতিবর্ত্তন করে অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন করিয়া ব্রহ্ম কি, কি প্রকার ইত্যাদি জিজ্ঞাস করা ত্যাগ করে আরও, ভ গীতার ১৮ অ ৬০ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন হে কৌন্তেয় ! সম্যক প্রকারে মোহাচ্ছন্ন হইয়া যাহা তুমি করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, স্বভাবজাত নিজকর্ম্মে নিবদ্ধ তুমি অবশ হইয় তাহা করিবে "আত্মা যখন স্বকৃত কর্ম্মবলে পূর্ব্ব শরীর ত্যাগ করিতে পারেন না, আবার স্বকর্ম্ম প্রভাবেই অন্য শরীর গ্রহণ করেন তখন তাঁহার পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান কোথায় !

অমিয় আচ্ছ আমি আজি খাইব না, দেখি অদৃষ্ট কেমন করিয়া আমার পেট ভরায় ?

মহা তুমি ত শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয় আছ, বাতাস যে দিকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে সেইদিকেই উড়িয়া যাইতেছ

অদৃষ্ট বশত আজি যদি তোমার কপালে উপবাস থাকে তাহা হইলে যাহাতে আজি তোমার আহার না হয় কর্ম্মবিপাক বশত তোমার সেই প্রকারই বুদ্ধি হইবে দেখ তোমার জন্মাইবার একটী কারণ আছে যাহা তুমি জান না, যদি নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিতে তাহা হইলে দুঃখের আকর স্বরূপ এ দেহ কখনই ধারণ করিতে না কারণ না জানায়, এ সকল কেন করিতেছ তাহা তোমার বোধ নাই, অথচ আমি করিতেছি বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ যদি পুরুষকার তোমার অধীন হইত এবং পুরুষকার দ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত তাহা হইলে তোমার মত পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমানবাদী সকলেই পুরুষকার দ্বারা আপন জরা মরণকে দূর করিয়া, স্থিরযৌবন ও অমর কেন না হয়! যখন আপন ইচ্ছায় বায়ু নিঃসরণ করিতে পার না ঔষধির সাহায্য আবশ্যক হয়, তখন বৃথা পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান করিয়া চীৎকার করিও না

এক্ষণে বলিবাসব সম্বাদ শুনিয়া অহঙ্কার ও পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ কর বলি ইন্দ্রকে বলিতেছে, 'তুমি ও আমি আমরা উভয়ে আমাদের ইদানিন্তন উন্নতি ও অবনতির কারণ নহি আমরা উভয়েই কালের বশীভূত হইয়া রহিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি তোমার আধিপত্য লাভ করিতে পারিতেছি না এবং তুমিও আমার ন্যায় দুর্দ্দশাপন্ন হইতেছ না। কাল মনুষ্যকে দুঃখিত করিতে ইচ্ছা করিলে, মনুষ্য কখনই পিতা মাতার শুশ্রূষা বা দেবপূজা প্রভাবে সুখী হইতে পারে না কি বিদ্যা, কি তপস্যা, কি দান, কি বন্ধু বান্ধব কেহই কাল নিপীড়িত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না মনুষ্যেরা কালসহকারে সমুদ্ভূত

বুদ্ধিবল ব্যতীত, শত শত উপায দ্বারাও আগামী অনর্থের প্রতি-বিধান করিতে সমর্থ হয না কাল কর্তৃক ক্রমাগত দুঃখনিপীড়িত ব্যক্তির পরিত্রাতা কেহই নাই অতএব যখন সকল কার্য্যই কাল প্রভাবে হইতেছে, তখন তুমি যে আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা কর ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যদি লোকে কার্য্যের কর্ত্তা হইত তাহা হইলে কেহই তাঁহার উৎপাদক থাকিত না অতএব লোক যখন অন্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তখন তাহাকে কিরূপে কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে আমি কালক্রমে তোমাকে জয করিযাছিলাম এবং তুমিও আমাকে কালক্রমে জয় করিয়াছ লোকে কালের বশীভূত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনার্থ ধাবমান হয় সমুদয় লোকই কালের বশী-ভূত হইয়া রহিয়াছে ইত্যাদি " ম শা মো ২২৭অ

"কালই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের কর্ত্তা কালই প্রাণিগণের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে " ম অনু প ১৬৪অ

নারদ শুকদেবকে কহিলেন, "বৎস, যখন দৈব প্রভাবে লোকের দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কি পৌরষ কি প্রজ্ঞা কি নীতিবল, কিছুতেই উহা নিবারণ করা যায না ম শা মো ৩৩২অ।"

"কর্ম্ম নিরত ব্যক্তিরাই এইরূপে কেহ পুরুষকারই কারণ, কেহ পুরুষকার কারণ নহে, কেহ কেহ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই কারণ নহে বলিয়া নানাপ্রকার বিবাদ করিযা থাকে কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা পরমব্রহ্মকেই কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ম। শা। মো ২৩২ অ "

আরও দেখ, দা দিয়া কাষ্ঠ কাটিতেছ দ, হাত কিম্বা কাষ্ঠ, তুমি নও, যে শক্তি দ্বারা দা উঠাইতেছ আপাততঃ সেই শক্তিই তুমি সেই শক্তিকে না জানিয়া কেবল দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিকে আমি বলিয় বৃথা পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান করিতেছ। প্রথমে পুরুষকে জান পুরুষ যাহা করেন তাহারই নাম পুরুষকার

দৈব প্রভাবেই লোক সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, দৈবই অনুকূল ও প্রতিকূল হইয়া লোককে শুভ ও অশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিয়া সেই কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও অসম্পন্ন করাইয়া লোককে সুখী ও দুঃখী করিতেছে আর লোকও অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমি সুখী আমি দুঃখী মনে করিতেছে পরমব্রহ্মই একমাত্র কর্ত্তা ও [illegible] সমস্তই কার্য্য।

প্রভুর সম্মুখস্থিত চাকর ভ্রমবশতঃ সে যেমন স্বয়ং প্রভু বলিয়া মনে করে না, তদ্রূপ তোমার প্রভু সচ্চিদানন্দ নারায়ণ পুরুষোত্তমের সম্মুখে যখন সর্ব্বদা থাকিবে তখন তুমি তোমার পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিবে না।

অমিয় যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সমস্তই সত্য কিন্তু আত্মা যখন স্বকর্ম্ম প্রভাবে এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণ করেন বলা হইয়াছে তখনই তাঁহার পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান স্বীকার করা হইয়াছে আর যে পর্য্যন্ত বুকে ভাত না বাধিতেছে, সে পর্য্যন্ত ত আমার খাইবার পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিয়াছে

মহা হাঁ তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে, একথা সত্য, কিন্তু সেই তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কি করিতে আসিয়াছ?

কোথায় আছ কোথায় যাইবে ? এই সকল যখন জানিতে পারিবে তখন তোমার মধ্যে কে কেমন করিয়া কর্ম্ম করিতেছে তাহা জানিতে পারিয়া অহঙ্কার রহিত হইয়া পুরুষকারের উপর কর্ত্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিবে

অমিয় অভিমান কি সমস্ত দুঃখের কারণ ?

মহা "জরা সৌন্দর্য্য নাশ করে, বলবতী আশা ধৈর্য্য নাশ করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা নাশ করে, অনার্য্যসেবা কুল নাশ করে, কাম লজ্জা নাশ করে, ক্রোধ সম্পত্তি নাশ করে, আর এক অভিমান এই সমস্তই নাশ করিয়া থাকে ম উ। প্রজা। ৩৬ অ "

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন "কুটিলতাই মৃত্যুর ও সরলতাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ এই বাক্যটি বিশেষ রূপে বোধগম্য হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা ভিন্ন আর যত বাক্য প্রলাপ মাত্র আপনার কোন কার্য্যই সমাহিত হয় নাই আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে আপনার শরীর অভ্যন্তরে যে অহঙ্কার রূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না ? ম অশ্ব প ১১ অ "

"আত্মাভিমান শূন্য না হইলে ভূত সকলের যাথার্থ নির্ণয় করা যায় না ম শা মো ২০৫ অ "

অমিয়। যদি পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই এই শরীরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, পুরুষকারের উপর কোন ক্ষমতা নাই তাহা হইলে এ জন্মের বলবান কর্ম্ম পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকে বাধা দিয়া থাকে এ কথা শাস্ত্রকর্ত্তারা কেন বলেন ?

মহা। পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্যানুসারে লোকের কর্ম্মও বুদ্ধি

জন্মিয়া থাকে। পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপের এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যের বৃদ্ধি হওয়ায়, উভয়বিধ কর্ম্মের উভয় প্রকারের এক একটি অপূর্ব্ব জন্মিয়া থাকে, যাহাদের বলে উভয় প্রকারের এক একটি নূতন কর্ম্মের কারণ উৎপন্ন হয়, যাহা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকে বাধা দিয়া বলপূর্ব্বক আর একটি নূতন কর্ম্ম করায়, তন্নিমিত্ত ঐ নূতন কর্ম্মের কারণও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম জানিও।

আরও "নিষ্কাম কর্ম্ম পূর্ব্বকৃত সকাম কর্ম্ম অপনোদন করিয়া থাকে; কিন্তু যেব্যক্তি জ্ঞানী তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত ও ইহজন্মকৃত কর্ম্ম কদাচ প্রিয় বা অপ্রিয় সম্পাদনে সমর্থ হয় না।" ম শা মো। ২৪৯অ।

অমিয় পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই যদি এই দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে এ দেহে ভোগদ্বারা পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মক্ষয় হইলে আবার পরজন্মের উৎপত্তি কেন হয়?

মহা পূর্ব্বজন্মে আমি এই অহং বুদ্ধির সহিত কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম সঞ্চয় করায় এ দেহের উৎপত্তি হইয়াছে এ জন্মেও আবার আমি কর্ত্তা এই অভিমান থাকায় ভোগ দ্বারা পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের ক্ষয়, আর কর্ত্তা হওয়ায় পর জন্মের কারণ স্বরূপ কর্ম্ম সঞ্চয় হইতেছে। যখন অহং বুদ্ধি থাকিবে না তখন পুনর্জ্জন্মও থাকিবে না।

"তত্কাল তাহার ফল ভোগ দ্বারা জন্মান্তরীণ শুভাশুভ কার্য্য ক্ষয়, ও বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ শুভাশুভ কার্য্য সঞ্চয় হইয়া থাকে ম অশ্ব। প ১৮অ

অমিয় পশু পক্ষ্যাদির পূর্ব্ব কর্ম্ম বশত সুখ দুঃখ ভোগ হয় কি না?

মহা “প্রাক্তন কার্য্য যখন সুখ দুঃখের কারণ তখন তির্য্যক যোনিগত প্রাণিগণের সুখ দুঃখ ভোগ করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ” ম অনু প ১৬৪ অ

“মনুষ্যের ন্যায় সকল যোনিরই উন্নতি ও অধোগতি হইয়া থাকে ” ম। শা মো ২৮০ অ

অমিয়। কার্য্য ও কারণের হেতু কে ? আর উহারা ভিন্ন পদার্থ কি না

মহা ”বাসনাই কার্য্য কারণ সংযোগের হেতু বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে কার্য্য ও কারণ অভিন্ন পদার্থ কার্য্য কারণকে বা কারণ কার্য্যকে কখনই অতিক্রম করে না ম শা মো ২১১অ ”

পরদিবস অমিয় গুহার বাহিরে বসিয়া আছেন ; এমন সময় ২০।২২ জন লোক গৃহ নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছে দেখিয়া, গুহার ভিতরে গুরুকে সংবাদ দিলেন। মহাপুরুষ বাহিরে আসিবামাত্র অমল আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া কি বলিতে বলিতে একটি টুকরি হইতে কতকগুলি খাদ্য দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া দিল মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে অমিয়কে বলিলেন রূপেশ্বরী তোমার নিমিত্ত এই খাদ্য দ্রব্য সকল পাঠাইয়াছে গুহায় লইয়া যাও পরে অমলকে আহারাদির উদ্যোগ করিতে বলিয়া গুরু শিষ্যে পর্ব্বতের শোভা দেখিতে লাগিলেন পরদিবসে অমিয় গোরব নিকট যাইয়া দেখিলেন মৈত্রী সকল ব্যক্তি কেহ বৃক্ষ ছেদন, কেহ গর্ত্ত খনন, কেহ তক্তা প্রস্তুত ইত্যাদি নানা প্রকার গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্য অতি যত্নে করিতেছে উহারা আট দিবস ঐরূপ পরিশ্রম করিয়া একখানি কাষ্ঠের

দোতালা ঘর প্রস্তুত করিল নীচের কুঠারিটী লম্বে প্রায় ৪০ হাত প্রস্থে ২২ হাত, কাষ্ঠের ৩ক্তার মধ্যে পাথর দিয়া গাঁথা দেওয়াল, একটি দুয়ার, কাষ্ঠের চাল পাথরের টালি দিয়া ছাওয়া দুই তালার কুঠারিটিতে ২টি দুয়ার চারিদিকে কাষ্ঠের বারেণ্ডা ঐ বারেণ্ডার এক কোণে উপরে উঠিবার সিঁড়ী ঐ ঘর প্রস্তুত করিয়া পাহাড়ীয়ারা ঘাস কাটিয়া দোতালার কুঠারী বোঝাই করিয় জঙ্গল হইতে কতকগুলি কন্দমূল ও শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া গুহার বাহিরে আর একটী গুহায় রাখিয়া গ্রামে চলিয়া গেল ঐ ঘর প্রস্তুত হওয়ার ১০ ১২ দিন পরে প্রত্যহ মেঘ ও বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল গুহার মধ্যে মেঘ ঢুকিয়া কাপড় ভিজা ভিজা করিবে আশঙ্কায় প্রায়ই গুহার দুয়ার বন্ধ থাকিতে লাগিল তখন গুরু শিষ্যে ঈশ্বর চিন্তায় ও নানাপ্রকার সৎকথায় দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন

অমিয় লোকে বলে আমাদের সনাতন ধর্ম্মে নানা মত, নানা পথ ও নানা প্রকার অসঙ্গত কথা সকল লেখা আছে যাহার মীমাংসা হয় না যেমন ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্য ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচরং . কোন স্থানে বলিলেন তিনি সৎও নন অসৎও নন দ্রৌপদীর কাপড়খান প্রাণপণে টানিয়াও খুলিতে পারিল না ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমের ধর্ম্ম ও ফল পৃথক পৃথক অংচ বুঝা যায় না ইত্যাদি

মহা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ সকল অধিকারী ভেদে উপদেশ পাইয়া যখন কূটস্থ দর্শন হইল তখন ব্রহ্ম দ্রষ্টব্য যখন ওঁকার ধ্বনি শুনিল তখন ব্রহ্ম শ্রোতব্য যখন সর্ব্বদা কূটস্থ চিন্তা করিতে লাগিল তখন ব্রহ্ম নিদিধ্যাসিতব্য কূটস্থ ও

ওঁকার ধ্বনি বাক্য দ্বারা বলিবার কোন উপায় নাই মন স্থির হইলেই ব্রহ্ম দর্শন হয়। মনঃস্থির হইলেই, চঞ্চলত্ব ও সংশয় করা মনোধর্ম্ম না থাকায় ঐ অবস্থায় মনও নাই, তন্নিমিত্ত ব্রহ্ম বাক্যও মনের অগোচর

নারদ কহিলেন, "বৎস চারি আশ্রম যেমন পৃথক পৃথক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তদ্রূপ ঐ চারি আশ্রমের ধর্ম্মও যথাক্রমে পৃথক-রূপে নিরূপিত আছে তুমি ঐ সকল আশ্রমধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আচার্য্য সন্নিধানে উহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই অনায়াসেই ঐ সমুদয়ের বিশুদ্ধ ভাব অবগত হইতে পারিবে যাহারা সামান্য ভাবে ঐ সকল আশ্রম ধর্ম্ম অবলোকন করে, ধর্ম্ম নিরূপণ বিষয়ে কখনই তাহাদিগের সন্দেহ দূর হয় না আর যাঁহারা সরল ভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আশ্রম ধর্ম্ম সমূহের যথার্থ তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারাই মুক্তিকে সমুদয় আশ্রম ধর্ম্মের যথার্থ ফল বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হন ম শ মো ২৮৮অ "

ভিতরের বিষয় লোকে যখন কোন প্রকারে বাহিরের সহিত মিলাইতে না পারে তখনই তাহারা শাস্ত্রের নানা মত অসঙ্গতি উপলব্ধি করে অধিকারী ভেদে উপদেশ ভেদ হওয়ায় এক অধিকারীর উপদেশের সহিত অন্য অধিকারীর উপদেশের ভেদ হয়, তন্নিমিত্ত রজ ও তমোগুণাবলম্বী অজ্ঞানীর পক্ষে শাস্ত্রে নানা মত ও অসঙ্গত কথা সকল লেখা আছে যাহার মীমাংসা হয় না বলিয়া তাহাদের বোধ হয় এক্ষণে রজ ও তমোগুণাবলম্বীর একটা গল্প শুন। কোন পণ্ডিতের একটি যুবতী কন্যা বিধবা হইলে, পণ্ডিতজী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে কামরিপু অতি বলবান, তাহার হাত হইতে ইহাকে কি প্রকারে রক্ষা

করা যায়। এই প্রকার কিছুকাল চিন্তা করার পর স্থির করিলেন ব্যাসদেব মহাভারতে সমস্ত উপায়ই লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাকে মহাভারত শুনাই পরে পণ্ডিত কন্যাকে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মা কেমন ভারত শুনিলে? কন্যা কহিল বাবা ভারত শুনিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি পণ্ডিত কহিলেন, কোন্ বিষয় শুনিয়া অত সন্তুষ্ট হইয়াছ? কন্যা বলিল দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী, কুন্তীর তিনটি, বাবা আমি দুইটি করিলে দোষ কি? পণ্ডিত বলিলেন ইহাতে তোমার কিম্বা ব্যাসদেবের কোনই দোষ নাই ব্যাসদেব সত্ত্বগুণস্থ হইয়া মহাভারত লিখিয়াছিলেন, সেই সত্ত্বগুণযুক্ত অর্থ সত্ত্বগুণাবলম্বী ভিন্ন অন্যে কি প্রকারে করিবে। রজ ও তমগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা স্ব স্ব গুণানুসারে অর্থ করিবে, ইহাতে শাস্ত্রের ও শাস্ত্রকর্ত্তাদের দোষ কি?

অমিয় আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে হিতোপদেশ, স্ত্রীচরিত্র, রাজা, ও রাজ্য লইয়া যুদ্ধ দেখিতে পাই; যদি হিতোপদেশ, স্ত্রীচরিত্র, রাজার ও যুদ্ধের বিষয় পাঠ করাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পুরাতন রুচিবিরুদ্ধ হিতোপদেশ সকল, সংশয়জনক রাজার, রাজ্যের নিমিত্ত যুদ্ধের ও স্ত্রীচরিত্রের বিষয় পাঠ না করিয়া নব্য হিন্দুসম্প্রদায়ের রুচিকর হিতোপদেশ সকল, ইদানীন্তন ভারতবর্ষের সভ্যতার চরমসীমায় উঠিয়াছেন যে সকল হিন্দু মহিলাগণ তাহাদিগের চরিত্র, সম্রাট নেপোলিয়ন প্রভৃতির যুদ্ধের বিষয় পাঠ করিলেই ত বিশেষ ধার্ম্মিক হওয়া যায়?

মহা। পুরাণে রূপক ছলে যে সকল হিতোপদেশ, স্ত্রীচরিত্র, রাজা ও যুদ্ধের বিষয় লেখা আছে, তাহার উদ্দেশ্য ভিতরের,

বাহিরের নহে বাহিরের বিষয় অবলম্বন করিয়া ভিতরের বিষয় বলা নিশ্চয়ই রূপক বলে।

অমিয়। বাহিরের বলিলে দোষ কি?

সহ বাহিরের বলিলে নানা দোষ ঐ সকল ইতিহাস যদি বাহিরের বল তাহা অসম্ভব, কারণ যে সকল মহাত্মারা ভূগোল, খগোল, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র ও সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় লইয়া গণনা, তদ্দ্বারা সেই সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনী জানিবার উপায় সকল লিখিয়া গিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মারা ইতিহাস সকল লিখিয়া তাহাতে যে সন তারিখ লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? আরও যদি তাঁহারা শাস্ত্রে এই ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেন তাহা হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র নাম দিবেন কেন? বহির্জগতের মথুরার রাজা মানুষ কৃষ্ণের চরিত্রে যদি তুমি বৃন্দাবন লীলা আরোপ কর তাহা হইলে রাজা কৃষ্ণকে একটি নররাক্ষস ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পার না। যদি বল তেজস্বিনো ন দোষায়, তাহা হইলে রাবণকে পূজা কর না কেন?

অমিয় শাস্ত্রে সন তারিখ না লেখার কারণ কি?

সহ। পুরাণ শব্দে পুরাতন এ দেহের উৎপত্তি এই নূতন নহে, এ দেহের উৎপত্তি যে কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই। তন্নিমিত্ত ঋষিরা এই দেহ-রাজ্যের ইতিহাসের সন তারিখ লিখিতে পারেন নাই এই শরীরকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন তাঁহাকে জানাই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ঐ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে এই শরীর যাহাতে রক্ষা পায় তাহা সর্ব্বতোভাবে জানা আবশ্যক তন্নিমিত্ত

সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে সমাজ, রীতি, নীতি, খাদ্যাখাদ্য, অধিকারী ভেদে পূজাপাঠ, দেহ রক্ষা ও দেহীকে জানিবার উপায় সম্বন্ধে নানা প্রকারে লিখিয়া গিয়াছেন।

অমিয়। নানা প্রকারে লেখার কারণ কি?

মহা। একই বিষয়, একই কথা, একই প্রকারে বারম্বার বলিলে ভাল লাগে না। আর এক বিষয় বারম্বার না শুনিলে বালকদিগের মনে থাকে না।

অমিয়। শাস্ত্রকর্ত্তারা যদি ভিতরের বিষয়গুলি পৃথক্ করিয়া শাস্ত্রে লিখিয়া যাইতেন তাহা হইলে কোন হিন্দুসন্তানই ভ্রমক্রমে অন্য ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিতেন না।

মহা। সমাজবিরুদ্ধ দুর্নীতি কার্য্য ও প্রয়োজন ভিন্ন এমন কোন ধর্ম্মপ্রাণ মনুষ্যকে দেখাইতে পারিবে না যে ধর্ম্ম নিমিত্ত সে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। শাস্ত্রে ভিতরের বিষয় সকল পৃথক্ রূপেই লেখা আছে। তবে তুমি যেরূপ পৃথকের কথা বলিতেছ সে রূপে লিখিলে উহা কঠিন বলিয়া কেহই ঐ পথে অগ্রসর হইতে চাহিত না, এবং উহাতে কাহারও ভক্তি বা আদর থাকিত না। দেখ একটি পরমা সুন্দরী ষোড়শী উলঙ্গিনী হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পাগলী বলিয়া কেহই তাহাকে দেখে না। আর একটি কুরূপা বৃদ্ধা ঘোমটা দিয়া পাল্কি চড়িয়া যদি যায় তাহা হইলে সকলেই হাঁ করিয়া দেখে যে, না জানি কেমন রূপসীই যাইতেছে। এই জন্য শাস্ত্রকর্ত্তারা প্রকাশ করিয়াও একটু আবরণ রাখিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটি পথ সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুইটি পথ আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরোধী। আমাদের

শাস্ত্রে মোক্ষ ধর্ম্মের অবিরোধী স্বর্গপ্রাপক স্থূল ও মোক্ষপ্রাপক সূক্ষ্ম এই উভয়বিধ উপায়ই লেখা আছে তন্মধ্যে স্থূল শরীর রক্ষ করিয়া উদ্বেগরহিত হইবার নিমিত্ত নিবৃত্তিমার্গের লোকেদের নিবৃত্তিমার্গে থাকিয়া প্রবৃত্তি মার্গের যে সকল কার্য্য যেরূপে করিতে হয় তাহাই এবং নিবৃত্তির বিষয় শাস্ত্রে বারম্বার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে লিখিয়া গিয়াছেন এক প্রাণকেই সুখী করিবার নিমিত্ত লোকে সমস্ত কার্য্য করিতেছে

অমিয প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরা যে প্রাণকে সুখী করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তির কার্য্য করিতেছে, নিবৃত্তিমার্গের লোকেরা সেই প্রাণকে সুখী করিবার নিমিত্ত নিবৃত্তির কার্য্য করিতেছে এই উভয়বিধ বিরোধী কার্য্যের দ্বারা প্রাণ যদি সুখী হয় তবে প্রাণের দুঃখ কোথায় ?

মহা প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরা যে অভিমানকে বাড়াইয়া অহঙ্কারের সহিত প্রবৃত্তির কার্য্য করিয়া দুঃখকে সুখ বিবেচনায় অসুখের নিদানভূত এক প্রকারের ক্ষণিক কৃত্রিম সুখের দ্বারা প্রাণকে মিথ্যা সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, নিবৃত্তিমার্গের লোকেরা সেই অহঙ্কারকে বলিদান দিয়া এক ত্যাগ সুখের দ্বারা প্রাণকে প্রকৃত সুখে সুখী করিতেছে

অমিয উভয় মার্গের সুখ কি প্রকারের ?

মহা প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরা মোহিত হইয়া অসুখকে সুখ মনে করিয়া রহিয়াছে কোন নির্ধন পুরুষের ধন হইলে সে যেমন প্রাপ্ত ধনে তৃপ্ত না হইয়া সেই ধন বাড়াইবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা প্রকার কর্ম্ম আরম্ভ করে ও তৃপ্ত না হইয়া অসার আশায় জীবন হারায় ; সেই প্রকার প্রবৃত্তি মার্গের

লোক মাত্রেই নিয়ত অসার আশার অধীন হওয়ায় কেহই সুখী নহে, অথচ সুখের চেষ্টায় জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে; তবে সংযোগ সময়ের আপাতরমণীয় দুঃখকে সুখ মনে করিয়া যে সুখী হয় সেইটিই তাহাদের দুঃখের কারণ জানিও।

অমিয়। সংযোগ সময়ের আপাতরমণীয় দুঃখকে সুখ মনে করে কি প্রকারে?

মহ। প্রবৃত্তি মার্গের যেচারা বড় খোকারা ও খুকিরা আমোদ করিয়া যত্নের সহিত হাতে পয়সা না থাকিলে ধার করিয়া খাঁটি সরিষার তৈল লঙ্কামরিচ ছোলাচাউলভাজা কিনিয়া খাইতে খাইতে তৈলের তীব্র গন্ধে (ঝাঁজে) চক্ষু ও নাক দিয়া জল পড়া, এবং কাঁচালঙ্কামরিচের ঝালে জিহ্বার জালা কে সুখ মনে করিয়া খায় পুনঃ গোলাপ ভাজিতে ভাজিতে ঝালের প্রশংসা করিয়া আবার যেরূপ খাইবার বাসনা করে, ঐরূপ সমস্ত সংযোগের দুঃখকে সুখ মনে করিয়া লোকে বারম্বার আনন্দিত হইতে যাইয়া দুঃখকেই টানিয়া আনিয়া থাকে।

অমিয়। ছোট খোকা খুকি ও বড় খোকা খুকি কি?

মহ। ছোট খোকা খুকি কোন দ্রব্য একটু ঝাল লাগিবা-মাত্র উহা আর মুখে দেয় না, এবং কোন বিষয়ের যোট্ (আব-দার) ধরিলে অন্য আর একটি বস্তু দিয়া তাহাদের ভুলান যায় কিন্তু বড় খোকা খুকিরা পাক দিয়া নিজের জেদ্ বজায় রাখেন কিছুতেই ভুলেন না। ত্যাগী পুরুষেরা দূর হইতে প্রবৃত্তি মার্গের খোকা খুকিদের ঐরূপ দুঃখ দেখিয়া নিবৃত্তির পথকেই আলিঙ্গন করিয়া থাকেন।

অমিয়। ইচ্ছার অন্ত নাই ও সমস্ত বাসনার সম্যকরূপে

সিদ্ধি হয় না বলিয়াই ক্লেশ ; কিন্তু যিনি সমুদয় অভীষ্ট লাভে সমর্থ, তিনিত ত্যাগী অপেক্ষাও সুখী ?

মহা। "মহাত্মা শুকদেব সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পিতার আবাস হইতে অরণ্যে গমন করিবার সময় এই কয়েকটী উত্তম কথা কহিয়া গিয়াছিলেন যে যিনি স্বীয় সমুদয় অভীষ্ট লাভে সমর্থ হন,আর যিনি সমুদয় অভীষ্ট পরিত্যাগ করিতে পারেন এই উভয়ের মধ্যে ভোগবিরত শেষোক্ত ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত প্রশংসনীয় পূর্ব্বে কেহই ভোগাভিলাষের সীমা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই। যাহারা নিতান্ত মূঢ় তাহাদিগেরই শরীর ও জীবন রক্ষায় মহা যত্ন উপস্থিত হইয়া থাকে " ম শা মো। ১৭৭অ

অমিয় শাস্ত্রে যে সকল রাজন্যবর্গ ও যুদ্ধের বিষয় লেখা আছে, তাঁহারা কি কেহই জন্মগ্রহণ করিয়া যুদ্ধাদি করেন নাই ?

মহা পুরাণ সকল যখন রূপক বলা হইতেছে তখন দুইই আছে, তবে বাহিরের রাজন্যবর্গ স্ত্রীচরিত্র ও যুদ্ধাদি অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা ভিতরের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন, আরও ভারত ইতিহাস, এই ভারতের ইতিহাস হইলে যে দুর্য্যোধনেরা পাণ্ডবদিগকে শৈশবাবস্থায় নষ্ট করিবার নিমিত্ত বিষপ্রয়োগ ও জতুগৃহাদি নানা প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহারা সশস্ত্র হইয়া রণস্থলে কৃষ্ণার্জ্জুনের ন্যায় প্রধান শত্রু দ্বয়কে পাইয়া উপেক্ষা করিতে লাগিল , আর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগ উপদেশ দিতে লাগিলেন ইহা কি প্রকারে সম্ভবে ? আর ভারতযুদ্ধ যে বাহিরের নহে ভিতরের যোগকর্ম্মরূপ যুদ্ধ তাহা ত গীতা ৩ অ ১ শ্লোকে স্পষ্টরূপে লেখা আছে যে, হে জনার্দ্দন, হে কেশব তোমার মতে কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধি যখন শ্রেষ্ঠ,

তখন এই ঘোর কর্ম্মে আমাকে কেন নিযুক্ত করিতেছ ? কেকে, কে আমি, কে আমার আত্মীয় না জানিয়া ইন্দ্রিয়গণকে আত্মীয় বোধে গুরুর ন্যায় সেবা করিতেছে যে কর্ম্মের দ্বারা ঐ ইন্দ্রিয়-গণকে জয় করা যায় তাহার নাম কর্ম্মযোগ বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ হে জনার্দ্দন, তোমার মতে কর্ম্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ যখন শ্রেষ্ঠ, তখন ইন্দ্রিয় সমূহকে জয় কর রূপ ঘোর কর্ম্মে কেন আমাকে নিযুক্ত করিতেছ ইত্যাদি আরও শাস্ত্রের যুদ্ধ যে আধ্যাত্ম বিষয় তাহা মহাভারতের অশ্ব প ৫৩ ৫৪ ৫৫ অধ্যায় পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবে "শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন," এখনও আপনার শত্রু অবশিষ্ট আছে আপনার শরীর অভ্যন্তরে যে অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না" ম অশ্ব প ১১ অ

এই কথ দ্বারা জানা যাইতেছে যে রণে সকল শত্রু নিপাত হইয়াছে এখন শত্রুর মধ্যে কেবল অহঙ্কার বাঁকি।

আরও ভ গী ৮ম ৬।৭ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে সে সেই ভাবকে প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য তুমি সকল সময়েই আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ কর ; আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণ করিলে নিঃসন্দেহই আমাকে পাইবে যুদ্ধ হইতেছে রাজ্য নিমিত্ত, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন সকল সময়েই আমাকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে আমাকে পাও তবে এক্ষণে এ যুদ্ধ কাহার জন্য, আর ২৪ ঘণ্টা যুদ্ধ করাই বা কি প্রকারে সম্ভবে। অর্জ্জুনের রাত্রি কালে নিদ্রা যাইতেন, শ্রান্ত হইলে যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া শ্রম দূর করিতেন এযুদ্ধ বাহিরের বলিলে অসঙ্গত হয় না কি ? (গী তা ২য় ৪৮ ৪৯ শ্লোক দেখ)

অমিয় পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়াছেন যাহা লোকে আছে তাহা পুরুষে আছে, যাহা পুরুষে আছে তাহা লোকে আছে, এখন আবার এ সকল বিষয় লোকে (বাহিরে) নাই আজ্ঞা করিতেছেন কেন ?

মহা এই এক মাত্র লোক নহে। লোক সপ্তদশ প্রকার ব্রহ্মলোকের বিষয় এই লোকে কি প্রকারে সম্ভবে ?

অমিয় ভগবান যখন মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও মনুষ্যাদি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন তখন রূপক কি প্রকারে ?

মহা। তৎকালে দিব্য বেদময় মূর্ত্তিসকল ধারণ করিয়াছিলেন "শুনিয়াছি, জল শব্দের নাম নার (তনু) তাহাতে (তনুতে) তিনি অয়ন (শয়ন) করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ কহে নারায়ণ জাগরিত হইয়া পৃথিবীকে সেই সলিলে (তনুতে) নিমগ্না দেখিয়া তাঁহার উদ্ধার কামনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে মৎস্য-কূর্ম্মাদির ন্যায় বেদযজ্ঞময় দিব্য বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন " মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৭ অধ্যায়

রূপক — রূপ—রূপযুক্ত করা রূপ—যোগে ক (রূপ ক) উপমানের সহিত উপমেয়র অভেদ জ্ঞানকে রূপক কহে। উপমান—যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায় উপমেয়—অন্যের সহিত যাহার উপমা দেওয়া যায় যেমন পদ্মের ন্যায় মুখ, এখানে পদ্ম উপমান আর মুখ উপমেয় ভূর্লোকাদি সপ্তদশ লোক যেমন বাহিরে, তেমনই ভিতরে বাহিরের স্থূল লৌকিক, আর ভিতরের সূক্ষ্ম যোগময় অলৌকিক বাহিরের ভূ লোকে স্থূলরূপে যে সমস্ত আছে, ভিতরের সূক্ষ্ম যোগময় অলৌকিক ভূ-লোকে সূক্ষ্মরূপে তৎসমুদয়ই আছে রূপকে উভয়ই অভেদ

এখন তুমি সূক্ষ্ম যোগময় অলৌকিক বিষয় সকল লৌকিক স্থূল বুদ্ধি ও দৃষ্টির দ্বারা কি প্রকারে বুঝিবে তুমি নিজ বুদ্ধির দ্বারা স্থূলের সহিত যতটুকু মিলাইতে পারিবে ততটুকু যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিবে, কিন্তু নিয়ে ভেঁ তোবাজির পুতুল হওয়া যেটুকু ভেকি মিলাইতে না পারিবে সেটুকু তোমার মতে গাঁজাখুরি হইল ইহাতে ঋষিদিগের দোষ না তোমার এবং তোমার মত বুদ্ধিমান্ মহাত্মাদের বুদ্ধির দোষ তাহা তোমার ঐ সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করিয়া দেখ! স্থূলে কৃষ্ণচরিত নিন্দনীয়, ভিতরে সূক্ষ্মে উহার বিপরীত অর্থাৎ প্রশংসনীয় ভগবান্ যে যোগময় রূপাদি ধারণ করিয়াছিলেন তাহা ঋষিকৃত গ্রন্থ মাত্রেই লেখা আছে মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৭ অধ্যায়েও দেখিতে পাইবে। আরও গীতার ৯ অধ্যায় ১১ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন,

মনুষ্য-তনু আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি আমার এই ভূত মহেশ্বর পরম ভাব না জানিয়া, মূঢ়েরা আমাকে মনুষ্য বলিয়া অবজ্ঞা করে এই ভগবদ্বাক্য দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে ভগবান্ যোগময় সূক্ষ্ম অলৌকিক রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের হৃদয়ে রহিয়াছেন

অমিয়। তবে তিনি কি স্থূলে নাই?

মহা তিনি ভিতরে (সূক্ষ্মে) সূক্ষ্মরূপে এবং বাহিরে (স্থূলে) স্থূলরূপে কার্য্য করিতেছেন তিনি স্থূলে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মে স্থূলরূপে কার্য্য করিতেছেন না, তন্নিমিত্ত স্থূল দৃষ্টি দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম মহিমা (শাস্ত্র-রহস্য) কি প্রকারে বুঝিবে গীতার ১১শ ৮ শ্লোকে ভগবান্ বলিলেন তুমি এ চক্ষে আমাকে দেখিতে পাইবে না, তন্নিমিত্ত তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি যদ্দ্বারা আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ

অমিয়। এই রূপক সকল শুনিতে বিশেষ ইচ্ছা হইতেছে

মহা ও ত সমুদ্রে বিশেষ, তবে ২৪টি প্রধান প্রধান বলিতেছি শুন।

চণ্ডী।

চণ্ডী অতি প্রাচীন গ্রন্থ উহার ফলশ্রুতিতে লেখা আছে, উহা পাঠে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যে কার্য্যের নিমিত্ত লোকে উহা পাঠ করে, শাস্ত্রের রহস্য না জানায় তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

চণ্ডী একটি স্ত্রীলোক দুইটি প্রধান প্রধান অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন চণ্ডী=সুষুম্না, শুম্ভ=ঈড়া। নিশুম্ভ=পিঙ্গলা ঈড়া ও পিঙ্গলা সুষুম্নাকে অধীন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু চণ্ডী (সুষুম্না) ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ করিয়া আপনাতে আপনি থাকিয়া সতীত্ব রক্ষা করিলেন মার্কণ্ডঋষি তাহাই রূপক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন

অমিয় চণ্ডীতে লেখা আছে।

যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি

মহা যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিবে, যে আমার দর্প বিশেষরূপে নষ্ট করিবে, লোকে যে আমার প্রতিবল হইবে সেই আমার ভর্ত্তা হইবে

জয় করা=নিজের অধীন করা। দর্প=গর্ব্ব প্রতিবল=তুল্যবল সুষুম্না বলিতেছেন ক্রিয়া করিয়া যে মন আমাতে যত থাকিতেছে সেই মন আমাকে তত জয় করিতেছে ক্রিয়া করিয়া যে মন যত আমার ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিতেছে, সেই মন

তত আমার দর্প নষ্ট করিতেছে কারণ ঐশ্বর্য্য নিমিত্ত দর্প হয় সুষুম্নার ঐশ্বর্য্য অষ্ট সিদ্ধি ইত্যাদি আমার ঐশ্বর্য্যাদি লাভ করিয়া যে মন আমার সমান বলবান হইতেছে, সেই মন আমার ভক্ত হইতেছে অর্থাৎ আমি সেই মনকে ভজন করি। যেমন নিশাবসানে ক্রমে ক্রমে তিমির নাশ হওয়ায় আলোক প্রকাশ হয় তদ্রূপ সাধন দ্বারা যেমন যেমন রজ ও তমোগুণের নাশ হয় তেমন তেমন সত্ত্ব গুণের প্রকাশ হইয়া থাকে

অমিয়। অষ্ট সিদ্ধি কি কি ?

মহা। "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্য মহিমা তথা
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা"

অমিয়। রক্তবীজ কে ?

মহা। ইচ্ছা, এই ইচ্ছার অন্ত নাই ইচ্ছা জিহ্বাগ্রে আসিবার পূর্ব্বেই অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে মনে উদয় হইয়া মুখ হইতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে, বিবেকরূপ নিঃসঙ্গ অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিতে পারিলেই ইচ্ছার নাশ হয় তন্নিমিত্ত রক্তবীজের রক্ত যখন মৃত্তিকাতে না পড়িয়া মুখের ভিতর থাকিতে লাগিল তখনই রক্তবীজ বধ হইল

রামায়ণ।

দশরথ=যাহার রথ দশদিক ব্যাপী, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম

অমিয়। মন এক সময়ে সমানভাবে দশ দিকব্যাপী হইতে পারে না কি? তাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, মনস্তু বেহস্ত নহে।

মহা। যখন মন কোনদিকে না যায়, তখনই মন সর্ব্বত্রে আছে জানিও, তন্নিমিত্তই সেই অপ্রকাশ অবস্থা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মকে বাল্মীকি-ঋষি রূপকে দশরথরূপে বর্ণন করিয়াছেন

রাম=যিনি রমণ করিতেছেন জীবাত্মা। সীতা—সুগতি

অমিয় চারি ভাইয়ের রূপক কি ?

মহা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ। "সেই ভগবান্ নারায়ণ, পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মন, এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া দেহ মধ্যে ক্রীড়া করেন্ ম। শা মো ৩৫২ অ

এই দেহে জীবাত্মাই সমস্ত কার্য্য করিতেছেন তজ্জন্যও বাল্মীকি-ঋষি রামায়ণে চারি ভাইয়ের মধ্যে জীবাত্মাকেই শ্রেষ্ঠ রামরূপে বর্ণন করিয়াছেন

অমিয়। রাম আত্মবিস্মৃত ছিলেন।

মহা কর্ম্ম বিপাক বশত জীবাত্মা নিজে কে তাহা জানেন না

অমিয় জনক ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে সীতাকে পাইলেন ?

মহা জনক=জন্মদাতা মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা মন ভূমি কর্ষণরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে মনঃস্থির হওয়ায় জীবাত্মা সুগতিকে পাইলেন ভগবান্ বলিয়াছেন, আমি লাঙ্গলফলক-রূপী হইয় পৃথিবী কর্ষণ করি "মন তোমার কৃষি কাজ জানে না ইত্যাদি।" (রামপ্রসাদ)

অমিয় রাম হরধনুঃ ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিলেন ?

মহা জীবাত্মা ক্রিয়া করিয়া ক্ষণিক স্থির হইবা মাত্র হরধনুঃ ভঙ্গ হওয়ায় অর্থাৎ ধনুরাকার শ্বাস বায়ু দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া স্থিরভাবে তত্ত্বে তত্ত্বে চলায় সীতার সহিত রামের

বিবাহ হইল। (জীবাত্মা সুমতিকে পাইলেন) (৬ গীত ৬শ ২১ শ্লোক)

অমিয়। দশরথ অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে বধ করায় অন্ধমুনির অভিসম্পাতে পুত্রশোকে রাজা দশরথের মৃত্যু হয় ?

মহা। অন্ধমুনি অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের পুত্র সিন্ধুস্বরূপ ইচ্ছা। ইচ্ছা না থাকিলে যেমন অহঙ্কার থাকে না, তদ্রূপ রামস্বরূপ জীবাত্মা বনে গমন করিলে (অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হইলে) জীবাত্মা স্বয়ং না থাকায় দশরথস্বরূপ দশেন্দ্রিয় ব্রহ্মাণ্ড সেই সময়ে আর থাকিলেন না। অন্ধমুনির অভিসম্পাতে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু রূপক হইল।

অমিয়। রাম মৃগরূপী মারীচের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনে যাওয়ায় রাবণ সীতাকে হরণ করিল ?

মহা। মারীচ স্বরূপ চঞ্চল মনমৃগ বিষয়রূপ বনে প্রবেশ করিলে জীবাত্মা স্বরূপ রাম সীতা স্বরূপা সুমতিকে ত্যাগ করিয়া চঞ্চল মনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করায় রাবণ সীতা-স্বরূপা সুমতিকে হরণ করিল, কিন্তু তাহাতে সুমতি কুমতি হইল না। সুমতি সুমতিই রহিলেন, রাবণ সুমতি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াও অশোক (শোকশূন্য) বনে থাকিলেন।

অমিয়। রাবণ কে ?

মহা। রাবণ—ইন্দ্রিয়গ্রাম।

অমিয়। রাবণের দশ মুণ্ড ও বিশ হাত কি ?

মহা। দশ মুণ্ড—দশ ইন্দ্রিয়। বিশ হাত—দশ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ঈড়া ও পিঙ্গলা কর্তৃক চালিত, এই দশ দ্বিগুণে বিশ হাত।

অমিয় ইন্দ্রজিৎ কে? ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিত, যজ্ঞস্থলে লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করে?

মহা ইন্দ্রজিৎ—কৃপণতা দশ ইন্দ্রিয়েরই কৃপণতা আছে তন্নিমিত্ত কৃপণতাস্বরূপ ইন্দ্রজিৎ দশ ইন্দ্রিয়স্বরূপ রাবণের পুত্র হস্তের ও শুক্রের দেবতাকে জয় করা নিমিত্ত রাবণির নাম ইন্দ্রজিৎ (ইন্দ্র হস্তের ও শুক্রের দেবতা ম শা। মো। ২১৪ ৩১৪ অ) লোকে ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য করায় কৃপণ মেঘস্বরূপ আশার অন্তরালে কৃপণতার স্থান তন্নিমিত্ত কৃপণকে ইন্দ্রজিৎ মেঘের অন্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। লক্ষ্মণ—বুদ্ধি। বুদ্ধি দ্বারা আশা তৃষ্ণা রূপ যজ্ঞের নাশে কৃপণতা স্বরূপ ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হইল

অমিয় কৃপণ কি অতিশয় হেয়?

মহা যেরূপ শস্তের মধ্যে পলাল (পোয়ালখড়), পক্ষীর মধ্যে মশক, তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে কৃপণ ও অধার্ম্মিক অধিক কি বলিব, প্রবৃত্তি মার্গের মনুষ্যের মধ্যে অতি অপকৃষ্ট যে ভিক্ষুক সেও কৃপণ ও অধার্ম্মিকের দ্বারে যায় না।

অমিয় আশা করিয়া ত লোকে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে?

মহা "আশাগ্রস্ত হইয়া দ্রব্য সঞ্চয় করিলে কালসহকারে হয় বিনষ্ট না হয় সঞ্চয়কর্ত্তার দেহ নাশের পর অন্য কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়।" ম। অনু প ১৬২ অ

"মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা আপাততঃ সুখাবহ অর্থের কামনা করে, তাহাদিগকে পরিণামে অত্যন্ত ক্লেশে সেই আমিষ পরি-

ত্যাগ পূর্ব্বক শমনের শাসনবর্ত্তী হইতে হয়” স। শা। মো।
২১৮ অ

অমিয় প্রাণ হইতে কাহার উৎপত্তি হইয়াছে ?

মহা “আশার পুত্র অধর্ম্ম, অসূয়ার পুত্র ক্রোধ, নিকৃতির পুত্র লোভ, কিন্তু কৃতঘ্নতা বন্ধ্যা উহার অপত্য কেহই নাই।” স শা মো ২৭১ অ

অমিয় বিভীষণ কে ?

মহা বিভীষণ—ইন্দ্রিয়কার্য্যে ভয়।

অমিয় কুম্ভকর্ণ কে ?

মহা কুম্ভকর্ণ—লোভ।

অমিয় কুম্ভকর্ণ ছয় মাস নিদ্রা যাওয়ার পর এক দিবস জাগরিত থাকিত। আর অকালে অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় কুম্ভকর্ণের মৃত্যু হইল ?

মহা একটি যুবতীকে আসিতে দেখিয়া তাহাকে বিশেষ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল এই ইচ্ছার মূলীভূত কারণ কাম অর্থাৎ ভোগ করিবার নিমিত্ত লোভ। সে লোভ ঐ সময়ে দর্শনেচ্ছার ভিতর ভিতর রহিয়াছে, তখন ঐ লোভের নিদ্রাবস্থা লোভ প্রচ্ছন্নভাবে ভিতরে থাকিয়া দর্শনেচ্ছাকে প্রবল করায় ঐ যুবতীকে বিশেষ করিয়া দেখিয়া হৃদয়ে একটি উত্তাপ জন্মিল ঐ উত্তাপের নাম মৎসর, আর মৎসরের উৎপত্তি যাহা হইতে হয়, তাহার নাম মাৎসর্য্য (পরশ্রীকাতরত)। ঐ মাৎসর্য্যের পর লোভ ভিতরে বিশেষ রূপে অধিকার করায়, মোহ (মত্ততা) উপস্থিত হইল অর্থাৎ আমি ভদ্রলোক দশ জনার সম্মুখে হাঁ করিয়া ঐ যুবতীটিকে দেখিতেছি ইত্যাদি ভুলিয়া গেল কিন্তু

যুবতী তাহাকে লক্ষ্য না করায় ক্রোধের উৎপত্তি হইল। তখন ঐ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বশাস্ত্র করিয়া ঐ যুবতীকে প্রাপ্ত হইবা মাত্র মদ (আনন্দনিমিত্ত মত্ততা) উপস্থিত হইল তাহার পর লোভ স্বয়ং প্রকাশ হইল। এক্ষণে দেখ কাম প্রথম মাস, মাৎসর্য্য দ্বিতীয় মাস, মোহ তৃতীয় মাস, ক্রোধ চতুর্থ মাস, মদ পঞ্চম মাস আর যে লোভ প্রথম হইতে প্রচ্ছন্ন ভাবে কার্য্য করিয়া শেষে প্রকাশ হইল সেই লোভ স্বয়ংই ষষ্ঠ মাস, এই প্রকাশ হওয়াই লোভ স্বরূপ কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ পরে ঐ যুবতীকে ভোগ করিবা মাত্র, যুবতীকে ভোগ করিবার লোভ আর থাকিল না, এই লোভ স্বরূপ কুম্ভকর্ণের পুনরায় নিদ্রা আসিল লোভ কোন বস্তুর কামনা করিবা মাত্র তাহাকে সম্বরণ করিতে পারিলেই কুম্ভকর্ণস্বরূপ লোভের অকালে নিদ্রাভঙ্গ নিমিত্ত মৃত্যু হইয়া থাকে"।

অমিয় কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা কামের উৎপত্তি এবং কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা কামের বিনাশ হয়?

মহা "দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্য হইতে কামের উদ্ভব হইয়া থাকে অতএব যে ব্যক্তি বুদ্ধি প্রভাবে রসজ্ঞানবিহীন হইতে পারেন কাম তাঁহাকে কখনই আক্রমণ করিতে পারে না এই পৃথিবীস্থ বস্তু মধ্যে তুমি যে যে বস্তু কখন ভক্ষণ কর নাই তাহার কিরূপ আস্বাদন তাহা কখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হয় না। দেখ মদ্য ও বাড়ুঁই পক্ষীর মাংস এই উভয়ের তুল্য সুখজনক ভক্ষ্য আর কিছুই নাই, কিন্তু ঐ উভয়ের যে কিরূপ আস্বাদ তাহা তুমি কখনই বুঝিতে পারিবে না অতএব অদর্শন, অশ্রবণ ও অসংস্পর্শ

ব্রত অবলম্বন করাই শ্রেয় সন্দেহ নাই” ১ * শো
১৮০ অ

অমিয় লোভ হইতেই কি সমস্ত পাপের উৎপত্তি হয় ?

মহা “ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন ধর্ম্মরাজ! যাহার প্রভাবে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর একমাত্র লোভই লোকের সমুদয় পুণ্য গ্রহণ করিতেছে লোভ হইতে পাপ ও দুঃখ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে লোকে যে শঠতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া পাপে আসক্ত হয় লোভই তাহার মূল লোভ হইতেই কাম, ক্রোধ, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনত, অক্ষমতা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মক্ষয়, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে লোভই লোকের কৃপণতা, বিষয়-তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি, বিদ্যাভিমান, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব, পরের অনিষ্টচিন্তা, অবজ্ঞা অবিশ্বাস, কপট ব্যবহার, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিগমনের বাসনা, মানসিক আবেগ, ঔদরিকতা, দারুণ মৃত্যুভয়, বলবতী ঈর্ষা, পরনিন্দা শ্রবণ প্রবৃত্তি, আত্মশ্লাঘা ও অসাধারণ সাহসিকতা জন্মাইয়া দেয় মনুষ্যগণ, কি বাল্য, কি কৌমার, কি যৌবন কোন অবস্থাতেই লোভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; উহারা জরাজীর্ণ হইলেও লোভ কদাচই জীর্ণ হয় না। অগাধ সলিল সম্পন্ন অসংখ্য স্রোতস্বতী দ্বারাও যেমন সাগর পরিপূর্ণ হইতে পারে না, তদ্রূপ ফললাভের দ্বারা লোভ কদাচ উপশমিত হয় না। ইষ্টবস্তু লাভ ও বিবিধ ভোগ দ্বারা যাহারে পরিতৃপ্ত করা যায় না, এবং দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও অন্যান্য প্রাণিগণ যাহার প্রভাব অবগত হইতে

সমর্থ নহেন, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই লোভকে মোহের সহিত জয় করিবেন ” ম আপ ধ প ১৫৮ অ

“রাজা অম্বরীষ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রধান দোষ লোভ, ঐ লোভ হইতেই বিষয়তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, এবং বিষয়তৃষ্ণা প্রভাবে চিন্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে অতএব ধৈর্য্য সহকারে লোভকে নিগ্রহ করিয়া দেহরূপ রাজ্য রাজত্ব লাভের চেষ্টা করিবে এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা ” ম অশ্ব। প। ৩১ অ

অমিয় হনুমান কে ? আর হনুমান একলাফে সমুদ্র পার হইয়া সীতার অনুসন্ধান করিয়া আসিল ?

মহা হনুমান—শরীরের স্থির বায়ু, শ্বাস প্রশ্বাসরূপ ভবসমুদ্রের পারে অর্থাৎ ক্ষণকালের নিমিত্ত শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হইয়া মেরুদণ্ডে প্রবেশ করায় সীতাস্বরূপা সুমতির অনুসন্ধান হইল (প্রাণায়াম দ্বারা বায়ুকে সুষুম্নাতে লইয়া গেলেই সুমতি হয়)

অমিয় রামের গুরু বশিষ্ঠদেব কে ? বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ-দেবের কামধেনু বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে পারিলেন না, বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের পুত্র সকল বাণ সন্ধান করিয়া দিয়া মারাইলেন, আর বশিষ্ঠদেব বেশ্যাপুত্র ছিলেন ?

মহা। বশিষ্ঠদেব—আত্মারাম রামের গুরু ক্রিয়াশীল ব্রহ্ম বিশ্বামিত্র—অহঙ্কারের সহিত বলপূর্ব্বক কার্য্য করিবার বাসনার নাম বিশ্বামিত্র। এই বাসনা প্রথমে বিশ্বের (শরীরের) অমিত্র হইয়াও পরে যোগাবস্থায় বিশ্বের (শরীরের) মিত্র হয়েন। কামধেনু—যজ্ঞ, প্রমাণ ও গীতার ৩ অ ১০ শ্লোক এই যজ্ঞই

তোমাদের অভীষ্ট ভোগপ্রদ কামধেনু হউক ইত্যাদি বশিষ্ঠপু০—

যে সকল শিরা দ্বারা বায়ু উপরে উঠায় ব্রহ্মজ্ঞান হয়। রাক্ষস— যে বহু আহার করে রজ ও তমোগুণ। ভ গীতা ৩ অ ৩৭ শ্লোক। অহঙ্কাররূপী বাসনা বলপূর্ব্বক ব্রহ্মের কামধেনু স্বরূপ যজ্ঞ অহঙ্কারের সহিত করিতে যাওয়ায়, কামধেনুর মূত্র পুরীষ হইতে নীচ জাতি সৈন্য সকল বাহির হইয়া বিশ্বামিত্রকে তাড়াইয়া দিল। নীচ জাতি সৈন্য সকল— আত্মক্রিয়া হইতে তাক্ত আত্মবিরোধী ইন্দ্রিয় উদ্দীপক কুবাসনা সকল। এই কুবাসনা সকল বিশ্বামিত্র রূপ বাসনাকে অধিকার করায় কামধেনু স্বরূপ যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের ইচ্ছা হইল না। পরে বিশ্বামিত্র (অহঙ্কাররূপী বাসনা) শাস্ত্রবিধি অনুসারে ক্রিয়া করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ হইলেন। যে সকল শিরা দ্বারা ঊর্দ্ধে উঠায় ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই সকল শিরার শক্তি অহঙ্কাররূপী বাসনা কর্ত্তৃক রজ ও তমোগুণাক্রান্ত হইল। এই বশিষ্ঠপুত্র সকল রাক্ষসে খাওয়ার রূপক হইল। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির পুত্র বেশ্যাপুত্র। পরব্রহ্মের কুলশীল অজ্ঞাত। বশিষ্ঠ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন তন্নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে বেশ্যাপুত্র বলে।

ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক সুমতি স্থূল ভবে নীত হওয়ায়, জীবাত্মা ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ করিয়া সুমতিকে আত্মতে রাখিলেন।

বাল্মীকি ঋষি তাহাই রামায়ণে রূপক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন।

মহাভারত।

পরাশরমুনি, কুজ্ঝটিকার অন্ধকারে নদীমধ্যে মৎস্যগন্ধার সহযোগে ব্যাসদেবকে জন্ম দিলেন।

পরাশর—শৃ ধাতুর অর্থ ভেদ কর, এই শৃ ধাতু হইতে শর শব্দ। শর শব্দে বাণ, যাহা শরীর ভেদ করিলে দুঃখ হয়, এই ভেদ করা ও দুঃখকে অতিক্রম করিয়াছেন যিনি তিনি পরাশর (পুরুষ)।

পুরুষ কারণবারিতে প্রকৃতির সহযোগে সূক্ষ্ম সত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীবাত্মাকে উৎপন্ন করিলেন।

"প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবির্ভাব হয়" ম শা। মো ২১৭ অ।

অমিয় রূপকে প্রকৃতিকে মৎস্যগন্ধা কেন বলিল?

মহা পুরুষই গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রকৃতি নামে খ্যাত হন। প্রলয় সময় ঐ প্রকৃতিই দিব্য মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া কারণ বারিতে এই বিশ্বসংসার বহন করেন দেখিতে পাওয়া যায়। পরে সৃষ্টির সময় জীবাত্মাকে উৎপন্ন করেন এই নদী বক্ষে কুজ্ঝটিকা মধ্যে পরাশরমুনি কর্তৃক মৎস্যগন্ধার গর্ভে ব্যাসদেবের উৎপত্তির রূপক হইল।

অমিয় কুজ্ঝটিকা কি?

মহা নারিকেল ভাঙ্গিলে নারিকেলের শাদা শাঁসের উপর নারিকেল জলের বর্ণ যেরূপ কুজ্ঝটিকার বর্ণের ন্যায় দেখায় প্রায় সেইরূপ বর্ণের ন্যায় কারণবারির বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়

অমিয় ব্যাসদেব ভ্রাতৃবধূর গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করিলেন?

মহা সূক্ষ্মসত্ত্বগুণবিশিষ্ট জীবাত্মা স্থূল গুণের সহিত মিলিত হওয়ায় মন বুদ্ধি অহঙ্কারের সৃষ্টি হইল

অহঙ্কার—ধৃতরাষ্ট্র পরমার্থ বিষয়ে এককালে অন্ধ আর

ওয়ায় পার্থিব বিষয়েও অন্ধ স্থির মন—পাণ্ডু। এই হইতে পঞ্চতত্ত্বের (পঞ্চ পাণ্ডবের) উৎপত্তি হইল। হুর এই বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করা যায়।

পাণ্ডবের বনমধ্যে জন্মিলেন?

গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্ব অজ্ঞাত থাকে।

অমিয়। পাণ্ডুরাজা মৃগরূপী মুনিপুত্রকে মৈথুন সময়ে বধ করায় মুনিপুত্রের অভিসম্পাতে মৈথুন সময়ে পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হয়।

মহা। মৃগরূপী চঞ্চল মন মত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যখন বিষয় ভোগ করে, সেই সময় মনকে ইন্দ্রিয় হইতে ফিরাইয়া স্থির করিলেই মৃগরূপী চঞ্চল মনের মৃত্যু হয়। আর পাণ্ডুস্বরূপ স্থির মন যখন চঞ্চল হইয়া বিষয় ভোগ করে সেই সময় পাণ্ডু-স্বরূপ স্থির মনের মৈথুন নিমিত্ত মৃত্যু হয়।

অমিয়। পাণ্ডবের জতুগৃহে পঞ্চপুত্র সহ নিদ্রিত নিষাদ-পত্নীকে রাখিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া গোপনে প্রস্থান করিলেন?

মহা। ক্রিয়া করিবার সময় ইন্দ্রিয়গণ যখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ মনে মনে চিন্তা করে অর্থাৎ মন যখন ক্রমান্বয়ে বিষয়ে যায় তখন তত্ত্বে তত্ত্বে থাকিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে না পারায় মনকে ফিরাইবার জন্য জতুগৃহদাহের ন্যায় ক্রিয়াবানের হৃদয়ে এক প্রকার জ্বালা হয়। ঐ সময় ক্রিয়াবান্ ব্যক্তি অতি সাবধানে ঐ সকল বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মাধীন করিলেই মন ও পঞ্চতত্ত্ব আত্মায় লীন হওয়ায় পঞ্চতত্ত্বের বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও

উহাদিগের জননী স্বরূপ শক্তি মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে এই নিষাদপত্নীর পঞ্চপুত্রসহ জতুগৃহে পুড়িয়া মরার রূপক হইল

দুর্য্যোধন—যাহাকে দুঃখেতে জয় করা যায় দুর্ম্মতি

ভীষ্ম—ভয়

অমিয় ভীষ্ম বিবাহ করেন নাই ও ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন ?

মহা ভয়কে সকলেই ভয় করে কেহই গ্রহণ করে না আর ভয়কে নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ না করিলে ভয় যায় না এই নিমিত্ত ভয়স্বরূপ ভীষ্ম কুমারও ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন

অমিয় কাশীরাজের তিন কন্যাকে ভীষ্ম জয় করেন কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বিবাহ করেন নাই ?

মহ কাশ্ ধাতুর অর্থ প্রকাশ, এই প্রকাশের রাজ ব্রহ্ম, তাঁহার তিন কন্যা সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ এই তিন গুণকে ভীষ্ম (ভয়) জয় করিয়াছিলেন কারণ সকলেই ভয়কে ভয় করে আবার ভয়ও ভয়ে গুণ সকলকে বিবাহ করে নাই

মহা দুঃশাসন—দুঃখেতে যাহাকে শাসন করা যায় কাম।

অমিয় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ কি ?

বস্ত্র—আবরণ রজ ও তমোগুণাবলম্বী ব্যক্তি বলপূর্ব্বক বিবস্ত্র (নিরাবরণ) অর্থাৎ সব ব্রহ্মময় দেখিবার চেষ্টা করায় অজ্ঞান রূপ আবরণ দূর করিতে পারিল না শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া দম্ভের সহিত জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিলে জ্ঞান লাভ করা যায় না

অমিয় অর্জ্জুনের এত দ্রুতগামী রথ ছিল যে অর্জ্জুন রথ হইতে বাণ ত্যাগ করিলে বাণ সকল রথের সম্মুখে পতিত না হইয়া

রথের এক ক্রোশ পশ্চাতে যাইয়া পড়িত, রথ বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাইবার সময় রথের উচ্চ রথদণ্ড বৃক্ষে সংলগ্ন হইত না; রথের চারিটি শ্বেত অশ্ব এবং অক্ষয় তূণীর যুগলের রূপক কি?

মহা। অর্জ্জুন—জীবাত্মা, রথ—মন, বাণ—ধ্যান বা চিন্তা; যখন শ্বাস স্থির হয় তখন চিন্ত থাকে না, যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, মন না থাকিলে চিন্ত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত রূপকে চিন্তা স্বরূপ বাণের পূর্ব্বে মনোরথের দ্রুতগতি বর্ণন হইয়াছে। চারিটি শ্বেত অশ্ব চারি বেদ। উচ্চ রথদণ্ড—মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সুষুম্না দণ্ড; মনোরূপ রথ যে কোন বিষয়রূপ বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাউক না কেন ক্রিয়া দ্বারা সুষুম্না কোন বিষয়রূপ বৃক্ষে সংলগ্ন হন না।

অক্ষয় তূণীরযুগল—নাসাবিবর। "বেদবেত্তা স্থিতপ্রাণ প্রাণায়াম করিয়া ওঁকাররূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক এই বেদপ্রতিষ্ঠিত মহেশ্বরে প্রবেশ করেন।" ম। অনু প ১৬ অ।

অমিয়। শিখণ্ডী কে? অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রে করিয়া ভীষ্মকে বাণাঘাত করিয়াছিলেন?

মহা। শিখণ্ডী—চঞ্চল ও দৃঢ় মন। মন যখন আত্মাতে না থাকিয়া তত্ত্বকে ভজনা করে তখন সেই চঞ্চল মনের ক্লীব ভাব, আর মন যখন ঈশ্বরোপাসনায় ব্যাধি হয় ইত্যাদি ভয়কে ভয় না করিয়া আত্মাতে থাকিবার নিমিত্ত ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ করে তখন মনের পুংভাব। দৃঢ় মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের ভয় থাকে না, তজ্জন্য মনস্বরূপ শিখণ্ডীর বাণে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে ভয় স্বরূপ ভীষ্মের কোন ক্লেশ না হওয়ায় জীবাত্মারূপ অর্জ্জুন দৃঢ় মনোরূপ শিখণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া ভয়স্বরূপ ভীষ্মকে বাণাঘাত (ভয়-

নাশক চিন্তা, ক্রিয়া) করিয়াছিলেন উপরোক্ত প্রকারে ১০৪ অবস্থা ভেদে মনোরূপ-শিখণ্ডী ক্লীব হইয়াও পুরুষ হইল। দেখ পরশুরাম পর্য্যন্তও ভীষ্মের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন শিখণ্ডী ব্যতীত কেহই ভীষ্মকে জয় করিতে পারে নাই।

অমিয়। পরশুরাম কে? উনি পৃথিবীকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াও একেবারে ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষ করিতে পারেন নাই। আর পিতৃ-আজ্ঞায় মাতৃ বধ করিয়াছিলেন ইহার রূপক কি?

মহা। ক্ষত্রিয় (ক্রিয়া দ্বারা বিষয়তৃষ্ণা ও ক্রোধাদি রিপু হইতে ত্রাণ হইতেছে মনে করে যে অহং বুদ্ধি) ক্রিয়া করিতে করিতে যখন সুমধুর শব্দ হইতে থাকে তখন সেই স্থানের বায়ু পরশুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট হয়। ঐ পরশু দ্বারা শুদ্ধ জীবাত্মা অহং বুদ্ধিকে ক্রমান্বয়ে ২১ বার সবংশে বিনাশ করিলেও অর্থাৎ ২১ বার ব্রহ্মে স্থির হইলেও অহং বুদ্ধি একেবারে নষ্ট হইল না, কেবল মাত্র বেগের হ্রাস হইল। জীবাত্মা ঐ বায়ুরূপী পরশু দ্বারা (প্রাণায়াম দ্বারা) জননী প্রকৃতিকে অবজ্ঞার সহিত অতিক্রম করিয়া পুরুষে মিলিত (ব্রহ্মে লীন) হইলেন। এই পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃ বধের রূপক হইল। পিতা মাতাকে বধ করায় ও অবজ্ঞা করায় সমান পাপ হয়। "ঈষিকা মন্ত্রপূত হইবা মাত্র (প্রাণায়াম দ্বারা শ্বাস পবিত্র হইবামাত্র) পরশুর আকার ধারণ করিল" ম প সে। ৩৪৩ অ।

ঈষ ধাতুর অর্থ গমন করা। যে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেছে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস।

অমিয়। দ্রোণ কে?

মহা। দ্রোণ শব্দে কাক (কাক চক্ষুতা ও কৌশলে পূর্ণ

তন্নিমিত্ত শঠতা ও কৌশলের রূপক দ্রোণ) এই শঠতা ও কৌশল উভয় পক্ষেরই আছে, অন্যায়্য দুর্মতি পক্ষে অধিক বলিয়াই রূপকে দ্রোণ দুর্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন

অমিয় কর্ণ কে?

মহা। কর্ণ—কৃপা। পরের দুঃখ কাণে শুনিলেই কৃপা হয়। এই দয়া সৎগুণ হইয়াও মোক্ষবিরোধী ত্রয়োদশ দোষের মধ্যে পরিগণিত; তন্নিমিত্ত কর্ণ পাণ্ডবদের ভ্রাতা হইয়াও দুর্যোধন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল

অমিয় দয়া দোষের মধ্যে কি প্রকারে গণ্য হইল?

মহ পরের দুঃখ শ্রবণে মনে ক্লেশ হওয়ায় কৃপা হয়, সেই ক্লেশ দূর করিতে না পারিলে যতক্ষণ উহা মনে থাকে ততক্ষণ মন আত্মা হইতে দূরে থাকে এই মহৎ দোষ

অমিয় তবে যোগীদিগের দয়া দোষের না হইয়া কি প্রকারে গুণের হইল?

মহা। চুম্বকে লোহা রাখিলে, বিনা চেষ্টায় লোহা যেমন চুম্বকের গুণ গ্রহণ করে, তদ্রূপ মন ব্রহ্মেতে থাকিলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও, একটি স্বার্থশূন্য দয়া গুণ জন্মে, স্বার্থ না থাকায় যোগীদিগের দয়া দোষের না হইয়া গুণেরই হইয়াছে লোক লোককে যে দয়া করে সে দয়া নহে স্বার্থ অন্যের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত লোকে লোকের উপকার করিয়া থাকে এই দুঃখ দূর করা রূপ স্বার্থ থাকায় দয়া গুণ হইয়াও দোষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে

অমিয় স্বার্থ কত প্রকার?

মহা তিন প্রকার ১ম যাহাতে নিজের ও অন্যের, এই উভয়ের ইষ্টসাধন হয় তাহাই সাত্ত্বিক, উত্তম কারণ উহা দ্বারা ক্রমে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়

২য় অন্যের কোন উপকার বা অপকার নাই অথচ নিজের ইষ্টসাধন হয় তাহাই রাজসিক, মধ্যম

৩য় অন্যের অপকার করিয়া নিজের ইষ্ট সাধন যাহাতে হয় তাহাই তামসিক, অধম এই স্বার্থের দ্বারা উভয় লোকেই ক্লেশ হয়।

অমিয় শল্য কে ?

মহা শল্য—শ্বাস, প্রশ্বাস, শ্বাস প্রশ্বাস স্থির হওয়ার পর দুর্মতি যায়

অমিয় দুর্য্যোধন বধের পর কৃষ্ণার্জ্জুন শিবিরে আসিলে ; কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রথ হইতে আগে নামিতে বলিলেন অর্জ্জুন রথ হইতে নামার পর কৃষ্ণ নামিবামাত্র রথ খানি দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশেষ হইল

মহা। ক্রিয়া রূপ যুদ্ধে দুর্গতিরূপ দুর্য্যোধন বধ হইলে জীবাত্মা স্বরূপ অর্জ্জুন এই মনঃস্বরূপ রথ হইতে মূলাধারে স্থিতি পদে নামিলে স্বয়ং ভগবান কূটস্থ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও মূলাধারে লীন হয়েন সেই চৈতন্য সমাধি অবস্থাতে চঞ্চল মনের মনোধর্ম্ম না থাকায় মন অগ্নিদগ্ধ ভস্মাবশেষের ন্যায় পড়িয়া থাকে তাহারই রূপক হইল

অমিয়। যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে গমন সময়ে যে কুকুর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যায় সে কুকুর কে ?

মহা কুকুর—অহংবুদ্ধি। যুধিষ্ঠির—আকাশ তত্ত্ব।

আকাশতত্ত্ব ব্রহ্মে লীন না হওয়া পর্য্যন্ত ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকে। সে সময় পর্য্যন্ত জীবাত্মার অহংবুদ্ধি নষ্ট হয় না।

অমিয় পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ কোথায় ?

মহা পঞ্চতত্ত্বের অগম্য স্থান, সমাধি অবস্থাতে মন যেখানে স্থির হইয়া থাকে। (ব্রহ্ম)।

অমিয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কি ?

মহা শরীরের শিরা সকল। এই ১৮ অক্ষৌহিণী শিরার মধ্যে সাত অক্ষৌহিণী শিরা মনকে উর্দ্ধগামী আর এগার অক্ষৌহিণী শিরা মনকে ইন্দ্রিয়াধীন করে।

অমিয় রাজবংশাবলী কি ?

মহা যে শিরা হইতে যতগুলি শিরা উৎপন্ন ও কার্য্যক্ষম হইতেছে তাহারই রূপকে এক রাজবংশাবলী। যেমন মনু কন্যাগণের বংশ বর্ণন। প্রজাপতি যে ১৩টি কন্যা ধর্ম্মকে প্রদান করেন তাঁহাদিগের এবং তাঁহারা যাহাদিগকে প্রসব করে তাহাদিগের নাম শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা ও মূর্ত্তি। শ্রদ্ধা সত্যকে। মৈত্রী—প্রসাদকে। দয়া—অভয়কে। শান্তি—শমকে। তুষ্টি—হর্ষকে। পুষ্টি—গর্ব্বকে। ক্রিয়া—যোগকে। উন্নতি—দর্পকে। বুদ্ধি—অর্থকে। মেধা—স্মৃতিকে। তিতিক্ষা—ক্ষেমকে ও লজ্জা—বিনয়কে প্রসব করে। আর সর্ব্বগুণোৎপাদিনী মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ দুইটি ঋষি উৎপন্ন হইলেন, অর্থাৎ মূর্ত্তির গর্ভে (শরীরে) জীবাত্মা ও আত্মা কূটস্থ জন্মাইতে সমস্ত প্রকাশ হইল (ক্রিয়াশীল হইল)। এইরূপ শাস্ত্রের সমস্ত বংশাবলী জানিবে।

অমিয় যুদ্ধের সমস্তই যখন (রূপক) তখন অস্ত্র সকল কি ?

মহা অস্ত্র সকল—চিন্তা এই দেহ বাজ্যে রাজত্ব করিবার নিমিত্ত এত বকাবকি লক্ষণাক্রান্ত সৎগুরুর উপদেশ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠে কেবল বানর ভালুকের লড়াই ও গাঁজাখুরী গল্প ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না।

অমিয় লক্ষণাক্রান্ত সৎগুরু ব্যতীত কি অন্য কোন প্রকারে জ্ঞান জন্মে না?

মহা না এ বিষয়ে রাজা জনক শুকদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শুন

"শুকদেব, মহারাজ! যদি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের পূর্ব্বেই হৃদয়ে মোক্ষধর্ম্মের মূল সনাতন জ্ঞান ও অনুভব উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও কি ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়ে বাস করা কর্ত্তব্য?

জনক কহিলেন, "ভগবন্ যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষলাভ হয় না, তদ্রূপ গুরু সম্বন্ধ ভিন্ন কখনই জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই পণ্ডিতের আচার্য্যকে সংসার সাগরের কর্ণধার ও জ্ঞানকে প্লব (ভেলা) স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক সংসার সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জ্ঞান ও গুরু উভয়কেই ত্যাগ করিবে" ম শ মো ৩২৭ অ।

"আচার্য্য সত্য দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তর আবৃত এবং বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম আবিষ্কৃত ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন" ম উ। প্রজা প। ৪৩ অ

অমিয়। শাস্ত্র পাঠে কেবল বানর ভালুকের লড়াই ও গাঁজাখুরী গল্প মাত্র আজ্ঞা করিলেন। সেই শাস্ত্র শব্দের অর্থ কি?

মহা যাহা ইতরেতরের সম্বন্ধকে উপদেশ করে তাহার নাম শাস্ত্র, তন্ত্র ইত্যাদি।

অমিয় দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতে আজ্ঞা হয়।

মহা এই প্রস্তর খানির উপাদান পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, প্রথমে এই প্রস্তর খানিতে উপরোক্ত স্থূল ভূত সকলের কাহার কত অংশ আছে তাহা জানিয়া তাহার পর পৃথিবীর অণুতে প্রবেশানন্তর জলের অণুতে, জলের অণুতে প্রবেশানন্তর তেজের অণুতে, এই প্রকার ইতর হইতে ইতরের অর্থাৎ এক হইতে অন্যের অণুতে প্রবেশ করিতে করিতে যে অণুর যোগ বিয়োগে এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা হইতেছে তাহাতে প্রবেশ করিয়া ক্রমে সেই সূক্ষ্ম অসৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করা, যেখানে প্রবেশ করিলে নিজে না থাকায় জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কিছুই থাকে না। এইরূপ মোক্ষধর্ম্মের উপদেশ যাহা হইতে পাওয়া যায় তাহার নাম শাস্ত্র, তন্ত্র, ইত্যাদি।

অমিয় কোন্ কর্ম্মের দ্বারায় মনুষ্য উপরোক্ত প্রকারে মোক্ষ লাভের অধিকারী হয় ?

মহা "মানবগণ যোগবলে কাম, ক্রোধ, মোহ, অনুরাগ ও স্নেহ, এই পাঁচটি দোষ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মোক্ষ লাভের অধিকারী হয়।" ম শা মো ৩০১ অ

অমিয় কাহারা এই মোক্ষধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ?

মহা। "সন, সনৎসুজাত, সনক, সনাতন, সনন্দন, ~~সনৎকুমার~~ ও কপিল এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইহাঁদিগের বিজ্ঞানবল স্বতঃসিদ্ধ। ইহাঁরা সকলেই নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁরা যোগ ও সাংখ্যজ্ঞান-

বিশারদ মোক্ষধর্ম্মের আচার্য্য ও মোক্ষধর্ম্ম প্রবর্ত্তক। আর মরীচি, অঙ্গির, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাত জন মহর্ষি ব্রহ্মার মন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন ইহাঁরা সকলেই বেদবেত্তা, বেদাচার্য্য ও কাম্যকর্ম্মপরতন্ত্র, ইহাঁরা প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। ম শা মো ৩৪১ অ

লক্ষণাক্রান্ত সৎগুরু ব্যতীত শাস্ত্র রহস্য বুঝিতে পারিবার উপায় নাই শস্ত্রের দ্বারা যেমন বাহিরের শত্রু সকল জয় করা যায়, সেইরূপ শাস্ত্রের দ্বারা আভ্যন্তরিক শত্রু সকল জয় করা যায় কিন্তু গুরুর নিকট শস্ত্র শিক্ষা না করিয়া শস্ত্র ধারণ করিলে আপদ-কালে সেই শস্ত্রই যেমন শস্ত্রধারীকে নষ্ট করে; তদ্রূপ গুরুর নিকট শাস্ত্র রহস্য না জানিয়া কার্য্য করিলে সেই শাস্ত্রই তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে, অর্থাৎ নিজ বুদ্ধিতে কিম্বা অচিহ্নিত গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া কার্য্য করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় শাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মান নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ নরকে নিপতিত হয়

অমিয়। অচিহ্নিত গুরুর নিকট শাস্ত্রার্থ জানিয়া পণ্ডিত-গণ দেশে দেশে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছেন; তাঁহারা ত ভাল লোক এবং তাহারা যে উপদেশ দিয়া দেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই?

মহা যাহারা প্রকৃত পথ না জানিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকে তাহারাও যোগীদিগের চর্ব্বিত বাক্য চর্ব্বণ করিতেছে যদিও তাহারা নিজে অন্ধ হইয়া অন্যকে পথ দেখাইতে যাইয়া (সমুদ্র পারে যাইবার নিমিত্ত লোহার ভেলায় চড়িয়া সমুদ্র মধ্যে ডুবার ন্যায়) নিজে ডুবিতেছে (তাহারা নিজে পারুক বা নাই

পারক) তথাপি অজ্ঞদিগকে নানারূপ ধর্ম্মবিরদ্ধ কার্য্য করিতে এবং বেশ্যালয়ে ও মদের দোকানে যাইতে নিষেধ করিয়া বেড়াইতেছে এ কথা সত্য।

অমিয়। যাঁহারা দেশের এত উপকার করিতেছেন তাঁহারা যে প্রকৃত পথে অন্ধ তাহা কি প্রকারে সম্ভবে?

মহা আমি ধার্ম্মিক এখানে আসিয়াছি, আমার বক্তৃতা শুনিয়া তোমরা ধার্ম্মিক হও ইত্যাদি কহিয়া, যাহারা লোক জড় ও বক্তৃতা করিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে কৃত্রিম ও অন্ধ ভিন্ন কি বলিব? "বকোয়াৎ ধনমে সাব নেহি হায় জছ পানিকো মথনা।" জল মন্থনে যেমন কোন সার বস্তু পাওয়া যায় না, তদ্রূপ কেবল বক্তৃতায় কিছুই ফল হয় না।

অমিয় কেন, জল মন্থনে অতি সুন্দর বুদবুদ সকল উৎপন্ন হয়?

মহা বুদবুদ সকল যেমন ক্ষণকাল স্থায়ী হাতপানাড়া গলাবাজীও তদ্রূপ জানিও, নিজে করে না অথচ লোককে উপদেশ দিয়া বেড়ায় তাহাদের বিষয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুন

"ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, অনৃশংসতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও ঋজুতা এই কয়েকটি ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ। যাহারা ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন করে অথচ স্বয়ং ঐ সমস্ত ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রতারক পামরদিগকে যে ব্যক্তি সুবর্ণ, গো, ও অশ্ব প্রদান করে সে নিরয়গামী হইয়া দশ বৎসর মৃত গো মহিষের মাংস ভোজী পুক্কশ, চণ্ডাল ও যাহারা রাগ মোহাদির বশীভূত হইয়া

অন্তের কার্য্যাকার্য্য প্রকাশ করে, তাহাদিগের বিষ্ঠা ভোজন করে সন্দেহ নাই ” ম অনু প ২২অ

“কেহ কাহাকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে পারে না। অধার্ম্মিকেরা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক উপদিষ্ট হইলে লোকভয় বশতঃই ছল ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ” ম অনু প ১৬৪অ

অধার্ম্মিক ব্যক্তি যে সভায় গমন করিয়া ধর্ম্মবিপ্লব নিবন্ধন ভীত না হয়, সে সভাকে সভা ও তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সভ্য বলা যায় না

৩ “ভীষ্ম কহিলেন যাহারা অধীরপ্রকৃতি, লুব্ধ, তাহারা সততই অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট চেষ্টা, পরনিন্দা, ক্রূরতা ও মাৎসর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে লুব্ধেরা সততই ক্রোধদ্বেষপরায়ণ ও শিষ্টাচারপরিশূন্য হইয়া থাকে উহারা তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় লোকের অনিষ্টজনক উহাদিগের বাক্য অতি মধুর কিন্তু হৃদয় ক্রূরভাবপূর্ণ; উহারা কপট ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। উহারা অতি ক্ষুদ্রাশয় ও জগতের দস্যু স্বরূপ। ঐ দুরাত্মারা যুক্তিবল অবলম্বন পূর্ব্বক অধর্ম্মকেও ধর্ম্ম বলিয়া প্রখ্যাপিত ও সংস্থাপিত এবং সৎপথ এককালে উন্মূলিত করে অহঙ্কার, ক্রোধ, হর্ষ শোক ও অভিমান নিরন্তর উহাদিগেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। ফলতঃ উহাদের ন্যায় অশিষ্ট আর কেহই নাই

এক্ষণে শিষ্টদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাদের পুনর্জন্ম গ্রহণের ভয় ও নরক ভয় নাই যাঁহাদিগের প্রিয় অপ্রিয় উভয়ই তুল্য। যাঁহাদিগের ভোগ্যবস্তুতে কদাচ লোভ জন্মে না; যাঁহারা শিষ্টাচারপরায়ণ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও

সত্যব্রতনিরত, যাঁহাদিগের সুখ দুঃখে কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পরম দয়ালু, দানশীল, পরোপকারী, অতি ধীরস্বভাব ও সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহারা কদাচ অন্যের দ্রব্য প্রতিগ্রহ করেন না, সতত ভক্তি সহকারে পিতৃলোক দেবতা ও অতিথিগণের সৎকার করিয়া থাকেন, এবং অন্যের হিতসাধনার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না, সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে কেহই বিচলিত করিতে পারে না তাঁহাদিগের সচ্চরিত্রতা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহারা নির্ভীক, সৎপথবর্ত্তী ও অহিংসক; সাধুলোক সমুদয় সতত তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন ঐ সমস্ত মহাত্মারা কাম, ক্রোধ বিবর্জ্জিত, মমতা ও অহঙ্কারশূন্য, নিত্যব্রত পরায়ণ ও পরম সম্মানাস্পদ। অতএব সতত তাঁহাদিগের উপাসনা ও তাঁহাদিগকে নিরন্তর ধর্ম্মের মর্ম্ম জিজ্ঞাসা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা ধন লোভে বা যশো লোভে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না, শরীররক্ষণোপযোগী আহারাদি কার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই উহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহারা কপট ও পাষণ্ডদিগের ধর্ম্মে সবিশেষ অনাদর প্রদর্শন করেন। শোক, লোভ ও মোহ তাঁহাদিগকে কদাচ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না তাঁহারা সত্যবাদী ও সরলস্বভাব অতএব তুমি প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিবে, তাঁহারা লাভে হর্ষ প্রকাশ করেন না, এবং নিরাশ হইলেও বিষণ্ণ হন না। তাঁহারা নির্ম্মল প্রকৃতি সত্ত্বগুণাবলম্বী ও সমদর্শী। তাঁহাদিগের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তুল্য। তুমি ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভাবদিগকে অর্চ্চনা করিবে। দৈব প্রভাবেই লোকের বাক্য যখন বিশুদ্ধ ও

সকল সম্পদের হেতু হইয়া উঠে” ম আপ ধ প ১৫৮ অ।

“যাঁহারা গর্ব্ব ও অভিমানবিহীন সতত আহ্লাদিত, বিষয় বিবর্জ্জিত ও শত্রু মিত্রে সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।” ম অনু প। ১৩১অ।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাম্ সুকরং নৃণাং।
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিৎ সুমহাত্মনঃ

অমিয়। লোকে অপকৃষ্ট কার্য্যে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, এবং ধর্ম্ম যে আছে এ কথা একবারও মনে ভাবে না, তাহাদের উপকারের নিমিত্ত তাহাদের নিকট না যাইলে কিপ্রকারে তাহাদিগের উপকার হইতে পারে?

মহা। বনে গোলাবফুল ফুটিয়া আছে, দূর হইতে গন্ধ পাইয়া লোকে বনানুসন্ধান করিয়া, আদরে ফুলটি উঠাইয়া আনে। কিন্তু যাহাদিগের ঘ্রাণশক্তি নাই তাহারা গোলাবফুল সম্মুখে থাকিলেও ভুলক্রমে একবার ফিরিয়াও তাকায় না।

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্
বিরাগকারণং তস্য কিমন্যোপদিশ্যতে (মৌক্তিকোপনিষদ্)

নিজের গায়ের দুর্গন্ধ যাহাদিগের অনুভব করিবার শক্তি নাই, তাহাদিগকে বৈরাগ্যের কারণ উপদেশ দিয়া কি হইবে

অমিয়। যাঁহারা প্রকৃত পথ জানেন তাঁহারা কিপ্রকারে উপদেশ দিয়া থাকেন?

মহা। ভবব্যাধি হইতে যাহাদিগের মুক্ত হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাঁহারা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যোগীর নিকট

যাইয়া আপন অভিলাষ পূর্ণ করে যোগী ফিকিরহীন হইয়া বসিয়া আছেন।

অমিয়। ভক্তিভাবে যোগীর নিকট যাইলেই কি অভীষ্ট সিদ্ধি হয়?

মহা তাহার সাক্ষী তুমি নদী কখন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির নিকট যায় না; তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিই নদীর নিকট যাইয়া থাকে যেখানে এই ঐশ্বরিক নিয়মের বিপরীত সেখানে ফলও বিপরীত জানিও।

অমিয়। যোগী সন্ন্যাসীরা ধর্ম্ম প্রচার, এবং কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করিয়া বেড়ান না কেন?

মহা উঁহারা ধর্ম্ম বিক্রয় করেন না "কুকুরগণের স্বীয় উদ্গীরিত দ্রব্য ভক্ষণ করা ও সন্ন্যাসীদিগের পাণ্ডিত্য প্রকটন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা উভয়ই তুল্য" ম। উ। পঞ্চা প ৪০ অ

"আকাশমণ্ডল যেমন মেঘাদি সহযোগে বিবিধাকার ধারণ করে, তদ্রূপ একমাত্র জগদীশ্বর সর্ব্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া বিবিধ বেশ ধারণ করিতেছেন. আমি এই বিবেচনা করিয়া অন্যের কার্য্য দর্শনে প্রশংসা বা নিন্দা করি না" ম শা মো ২৬২ অ

অমিয় পাপমুক্ত হইবার নিমিত্ত উপরোক্ত প্রকারের ধর্ম্ম-প্রচারক ও নামধারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে পাপ মুক্ত হয় কি না?

মহা রুধির লিপ্ত হস্তকে রুধির দ্বারা ধৌত করিলে যেরূপ রুধির পরিষ্কার হয় না, তদ্রূপ উপরোক্ত প্রকারের ধর্ম্মপ্রচারক ও

নামধারী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে পাপ মুক্ত হয় না। তবে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির জীবাত্মার তৃপ্তি নিমিত্ত অন্নদাতার পুণ্য হয় মাত্র "যে ব্রাহ্মণ চারিবেদ ও সমুদয় বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করেন, এবং যিনি ষড়্‌বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তিনিই ভোজনের উপযুক্ত পাত্র" ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্যাদি চিহ্নযুক্ত হউন বা না হউন স্বধর্ম্মসংক্রান্ত হইলেই দান করা উচিত" ম অনু প ২২ অ।

"নিয়মবিহীন, অশুচি, ক্রূর, হিংস্রস্বভাব ও স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণকে হব্যকব্যাদি প্রদান করিলে কোন ফলই লাভ হয় না।" ম। রাজ ধ প ৬৩ অ

অমিয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমস্ত পাপের ধ্বংস হয় কি না?

মহা অজ্ঞানকৃত পাপ তপস্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়, আর জ্ঞানকৃত পাপ, দুঃখরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অত-এব দুঃখজনক পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কখন বিধেয় নহে। যেমন পবিত্র পুরুষেরা চণ্ডালকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করেন, তদ্রূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পাপ কার্য্য দ্বারা মহৎ ফললাভ হইলেও উহার অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হন পাপ কার্য্যের ফল অতি কুৎসিত, পাপাত্মারা পাপ কার্য্য নিবন্ধন, বিপরীত দৃষ্টি হইয়া দেহাদিকে আত্ম বলিয়া জ্ঞান করে। যে মূঢ় ব্যক্তি ইহলোকে বৈরাগ্য অবলম্বন না করে, তাহার নিশ্চয়ই দেহান্তে নরকজনিত সন্তাপ ভোগ করিতে হয় যেমন নীলাদিরাগে অরঞ্জিত বস্ত্র মলিন হইলে, ক্ষারাদি দ্বারা উহার শুভ্রতা সম্পাদন করা যায়; কিন্তু নীলাদিরাগে রঞ্জিত বস্ত্রের কোনরূপেই শুক্লতা সম্পাদন করা যায় না, তদ্রূপ অজ্ঞানকৃত পাপ প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপের কিছুতেই ধ্বংস হয় না। যে

ব্যক্তি জ্ঞান পূর্ব্বক পাপ কার্য্য করিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত জনিত স্বর্গ ও পাপ জনিত নরক উভয়ই ভোগ করিতে হয়।” ম শা মো ২৯২ অ

অমিয়। ধর্ম্মের দ্বারা পাপ এবং অধর্ম্মের দ্বারা পুণ্য কি নষ্ট হয় না?

মহা। উভয়েরই ফল ভোগ করিতে হয়।

“ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, পাপ দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় কি ধর্ম্ম দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়? সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! পাপ পুণ্য উভয়েরই ফলভোগ করিতে হয়। সন্ন্যাস ও উপাসনা পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই মোক্ষপ্রাপ্তির অবিচলিত কারণ, কিন্তু সন্ন্যাস সংযুক্ত জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মত্ব ও উপাসনা পূর্ব্বক কর্ম্মজনিত জ্ঞান দ্বারা দেবত্ব লাভ হইয়া থাকে। দেবত্ব লাভ হইলে যেমন তাহা হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ হইতে পারে, সেইরূপ পুনর্ব্বার আবর্ত্তিত হইবারও সম্ভাবনা আছে, অতএব সন্ন্যাস সংযুক্ত জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই ফল ভোগ করিতে হয়, কিন্তু উভয় ফলই অনিত্য, তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অবসানে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে জন্ম হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যিনি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনি পাপকে দূরীভূত করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা কালক্রমে মোক্ষ লাভ হইবারও সম্ভাবনা আছে। অতএব ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ।” ম উ প্রজা ৮ ৪২ অ

অমিয়। বেদপাঠেও কি পাপ মুক্ত হয় না?

মহা। সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “মহারাজ! আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি, ঋক্, সাম ও যজুঃ, কপটাচারী পুরুষকে পাপ হইতে কদাচ পবিত্র করে না; প্রত্যুত প্রলয়

সকল পক্ষোদয় হইলে যেমন কুলায় পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বেদ সকল সেই ব্যক্তিকে চরমে পরিত্যাগ করিয়া থাকে

ম উ প্রজ প ৪২ অ

পরদিন অপরাহ্ণে প্রস্তাবে বসিলে—

অমিয় কামাদি দোষ সকল উৎপত্তির বিষয় কি কি ?

মহা এ সম্বন্ধে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শুন "যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ঈর্ষ, শোক, নিন্দা, অকার্য্যে বৃত্তি, অসূয়া, কৃপা, ভয় ও প্রতিবিধানেচ্ছা, এই ত্রয়োদশ দোষ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহা কীর্ত্তন করুন

ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! এই দোষ সকল দর্শনমাত্র ব্যাঘ্রের ন্যায় বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া থাকে উহাদিগের হইতে যে অশেষ পাপ ও দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহা অবগত হওয়া মনুষ্যগণের অবশ্য কর্ত্তব্য এক্ষণে উহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর

১ ক্রোধ—লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং ক্ষমাপ্রভাবে উহার লয় হইয়া থাকে

২ কাম—সঙ্কল্প হইতে কামের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, উহার সেবা করিলেই উহা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং উহা হইতে বিরত হইলেই উহার নিবৃত্তি হইয়া যায়

৩। অসূয়া—পরদোষ দর্শন, ক্রোধ ও লোভ হইতে উৎপন্ন হয়, দয়া ও তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেই উহা একবারে উন্মূলিত হইয়া থাকে

৪ মোহ—অজ্ঞানত ও পাপানুষ্ঠান নিবন্ধন আবির্ভূত হয়, কিন্তু একবার সাধুসহবাস হইলে, আর উহা অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না। মোহ বশত বিরুদ্ধ শাস্ত্রের আলোচনা করিতে ও বিবিধ কার্য্যারম্ভ করিতে বাসনা হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেই উহা এককালে নিরাকৃত হইয়া যায়।

৫ শোক—বন্ধু বিয়োগ উপস্থিত হইলে, স্নেহের আধিক্য বশত শোকের উদয় হইয়া থাকে, কিন্তু যখন সমুদয় অনিত্য বলিয়া বোধ হয়, তখনই আর উহার সম্পর্কও থাকে না।

৬ অকার্য্যপ্রবৃত্তি ক্রোধ ও লোভ বশত অকার্য্য-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু দয়া ও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই উহার শান্তি হয়।

৭ মাৎসর্য্য সত্যত্যাগ ও অসাধু সংসর্গ নিবন্ধন মাৎ-সর্য্যের উদয় হয়, কিন্তু সাধুসহবাস হইলেই উহা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়।

৮ মদ—কৌলীন্যাভিমান, অজ্ঞতা ও ঐশ্বর্য্য, এই তিনের আবির্ভাবেই মদ উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু এ তিন বিষয়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইলেই উহা একবারে দূরীভূত হয়।

৯ ঈর্ষা—কাম ও হর্ষ বশত ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে, এবং প্রজ্ঞাপ্রভাবে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়।

১০। নিন্দা—লোকাচারবিরুদ্ধ কার্য্য দর্শন ও অপ্রিয়জনক বিদ্বেষ বাক্য শ্রবণ নিবন্ধন নিন্দা প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। উপেক্ষা দ্বারা উহার উপশম হয়।

১১ প্রতিবিধানেচ্ছা—বলবান্ শত্রুর প্রতিকার সাধনে

অনমর্ষ হইলেই লোকের তীব্রতর অসূয়ার উৎপত্তি হয়, কিন্তু করুণার আবির্ভাব হইলেই উহা নিবৃত্ত হইয়া যায়

১২ কৃপ—দীনজনকে দর্শন করিলেই দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেই উহার উপশম হয়

১৩ ভয়—অজ্ঞান প্রযুক্ত প্রাণিগণের চিত্তে ভয়সঞ্চার হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের যাথার্থ্য বোধ হইলে, আর তাহার প্রসঙ্গও থাকে না হে মহারাজ একমাত্র শান্তিগুণ থাকিলেই এই ত্রয়োদশ দোষ পরাজয় করা যায়।" ম শা আপ ধ প ১৬৩ অ

পরদিবস অপরাহ্নে বাহিরের প্রস্তরে বসিলে—

অমিয় কোন্ কর্ম্মের দ্বারা মন প্রসন্ন ও ধর্ম্মের উন্নতি হয় ?

মহ গুরুবাক্যে নির্ভর করিয়া ক্রিয়া ও সেবা করিলেই ধর্ম্মের উন্নতি ও মন প্রসন্ন হয়।

অমিয় সেবা কাহাকে বলে ও কত প্রকার ?

মহা "সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনঃ যোগীনামপ্যগম্যম্ "

সেবাধর্ম্ম অতি দুষ্প্রবেশ্য, যোগীদিগেরও অগম্য ১ সর্ব্বদা হৃদয়ে গুরুকে রাখ ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ২ সর্ব্বদা গুরুকে হৃদয়ে রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিয়া চলা।

অমিয় গুরুকে সর্ব্বদা চিন্তা করার নামই কি সর্ব্বদা গুরুকে হৃদয়ে রাখা ?

মহ হাঁ দীক্ষাই একমাত্র গুরু উপদেষ্ট গুরু যাহা দিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেই লৌকিক ও পারলৌকিক (আত্মা) গুরুকে চিন্তা করা হয় মন না জানিলে সেবা করা যায়

না, এই নিমিত্ত মহৎ না হইলে সেব কবিতে পারে না যেমন এখন তোমাব একটী বসগোল্লা খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে এই কথ বলিয়া গুহ হইতে একটি টাটকা বসগোল্লা আনিয়া অমিয়কে খাওয়াইয়া বলিলেন, এই আমি তোমার সেবা করিলাম আব তুমি যদি বসগোল্লাটী নারায়ণকে অর্পণ কবিতে, তাহা হইলে আমাকেও তোমার সেবা করা হইত

অমিয় তবে ত ক্ষুদ্র শিষ্যেব গতি নাই ?

মহা শিষ্য গুরুব চবণতলে প্রভুভক্ত কুকুরের ন্যায় থাকিয়া যেদিন সৌভাগ্যক্রমে গুরুর মনোমত কার্য্য করিতে পারিল, সেই দিন তাহাব গুরুসেবা করা হইল, এই প্রকারে গুরুসেবা করিতে করিতে গুরু প্রসন্ন হইলেই শিষ্যেব মঙ্গল ভগবান্ সকলেরই সেবা করিতেছেন শ্রীমদ্ভ গীতাব ■ অ ১১ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, যে যেরূপ প্রকৃষ্ট প্রকারে আমাকে পাইতেছে, আমি সেইরূপেহ তাহার সেবা করিতেছি হে পার্থ ! মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবেই আমারই পথ অনুবর্ত্তন করিতেছে।

অমিয় অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী ও নাস্তিকেরা তাহার পথ কি প্রকারে অনুবর্ত্তন করিতেছে ?

মহ ভগবান্ আত্ম একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিয়াছেন, কেহ আমাকে সত্ত্বগুণেব (... নের ঊর্দ্ধগতির), কেহ রজোগুণেব (বিষয়াসক্তির), কেহ তমোগুণের (নীচ কর্ম্মের) দ্বারা আমাকে প্রকৃষ্ট প্রকারে পাইতেছে আমিও তাহাদিগের হৃদয়ে থাকিয়া উপরোক্ত বস্তু সকলের দ্বার তাহাদের সেব করিতেছি ; অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যের দ্বার তাহাদিগেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছি

অমিয় যাহারা কাণে মন্ত্র দেন তাঁহারাও ত গুরু ?

মহ মহাদেব তন্ত্রে বলিয়াছেন—যিনি এক অক্ষর ব্রহ্মকে দেখাইয়া দেন তিনিই গুরু গুরু দুই প্রকার, শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু অনেক আছে কিন্তু হে দেবি শিষ্যের সন্তাপহারক গুরু অতি দুর্লভ

'গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ

দুর্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকাঃ "

কাণে মন্ত্র দিলেই যদি গুরু হইত, তবে 'সেই পদ যিনি দেখাইয়া দিয়াছেন তিনিই গুরু' এই কথা গুরুগীতায় গুরুর প্রণামে লেখা থাকিত না ”

"জগমে গুরু বড়া কাণ ফুকুয়া, ফাঁসি গেওয়ায় ফঁসায়ে ঐ হায় গুরু পুরা যে কহ্ দখাওয়ে "—(কবির সাহেব)

জগতে সকল কাণ ফোঁকা গুরু, তাঁহারা সকলকে ফেসাদে ফেলিতেছে (বিপদগ্রস্ত করিতেছে) অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম করিতে বলিয়া জন্ম মৃত্যুরূপ ফাঁস গলায় পরাইয়া দিতেছে তিনিই যথার্থ গুরু যিনি সেই প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেন

অমিয় তবে ক্রীঁ আদি বীজ সকল কি কিছুই নহে ?

মহা কিছুই নহে ; একথা তোমাকে কে বলিল ? বীজ সকল দেখিতে পাওয়া যায় যেমন নানা বীজ মধ্যে বৃক্ষাদি সূক্ষ্মভাবে থাকে সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন বীজ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে

অমিয়। অক্ষর কি ?

মহা কূটস্থ ব্রহ্ম, ভ গী ১৫ অ ১৬ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়া-

ছেন—এই লোকে দুই প্রকার পুরুষ আছে, তন্মধ্যে ভূত সকল ক্ষর, আর কূটস্থ অক্ষর হইতেছেন।

এবিষয়ে যুধিষ্ঠিরকে ভীষ্ম যাহা বলিয়াছেন তাহা শুন। প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়েই ক্ষর ও অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা এই উভয়কেই জন্ম ও মৃত্যুবিহীন ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন, এবং ঐ উভয়কেই আবার তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য্য সম্পাদন নিবন্ধন প্রকৃতিরে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। প্রকৃতি মহদাদি গুণের সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বারংবার বিকৃত হওয়া, ঐ সমুদয় গুণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। পুরুষ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া উহাঁকে ক্ষেত্র নামেও কীর্ত্তন করা যায়। যখন মহদাদিগুণ-সমুদয় প্রকৃতিমধ্যে বিলীন হয়, তখন ঐ সমুদয় গুণের সহিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাতীত পুরুষও উহাতে বিলীন হইয়া থাকেন। গুণ সমুদয় বিলীন হইলে, একমাত্র প্রকৃতি অবস্থান করেন। যখন জীব প্রকৃতিমধ্যে লীন হয়, তখন প্রকৃতি মহদাদিগুণসংযুক্ত হইয়া ক্ষরত্ব এবং সত্ত্বাদিগুণের অনবস্থান নিমিত্ত নির্গুণত্ব লাভ করিয়া অক্ষরত্ব প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রজ্ঞান ক্ষয় হইলে, স্বভাবত নির্গুণ অক্ষর পুরুষও প্রকৃতির ন্যায় ক্ষরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যখন দেহাভিমানী জীবাত্মা প্রকৃতিরে গুণবিশিষ্ট ও আপনারে নির্গুণ বলিয়া জানিতে পারেন, এবং আপনাকে প্রকৃতি হইতে পৃথক্ ও প্রকৃতিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ করেন; সেই সময়ে তাঁহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত না হন, তখন তিনি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং যখন প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন তখন তিনি পরমাত্মা হইতে

ভিন্ন হইয়া থাকেন। যখন জীবাত্মা প্রকৃতির গুণ সমুদয়ের নিন্দা করেন এবং পরব্রহ্মকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করেন, তখনই তিনি পরমাত্মাতে মিলিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে জীবাত্মা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, মৎস্য যেমন অজ্ঞান বশতঃ জালে নিপতিত হয়, তদ্রূপ আমি মোহবশতঃ এই প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিয়া অতিশয় কুকর্ম করিয়াছি। মৎস্য যেমন জীবনলাভের নিমিত্ত এক হ্রদ হইতে অন্য হ্রদে গমন করে, তদ্রূপ আমি মুগ্ধ হইয়া দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতেছি। মৎস্য যেমন সলিলকেই আপনার জীবন বলিয়া জ্ঞান করে, তদ্রূপ আমি পুত্রাদিকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। হায়! আমি অজ্ঞান বশতঃ পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া বারংবার প্রাকৃত দেহ আশ্রয় করিতেছি, অতএব আমাকে ধিক্। পরমাত্মা আমার পরম বন্ধু। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে আমি তাঁহার স্বরূপত্ব লাভ করিয়া তাঁহা হইতে অভিন্ন হইতে পারি। তাঁহা হইতে আমার কোন অংশে ন্যূনতা নাই। আমি তাঁহারই ন্যায় নির্মল ও অব্যক্ত, সন্দেহ নাই। মোহবশতঃ প্রকৃতির বশীভূত হওয়াতেই আমার এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমি নির্গুণ হইয়াও সগুণ প্রকৃতির সহবাসে এতকাল অতিক্রম করিলাম। অতএব আমার মত নির্বোধ আর কে আছে ইত্যাদি। ম। শা। মো। ৩০৮ অ।

পরদিবস অপরাহ্ণে প্রস্তরে বসিয়া —

অমিয়। যজ্ঞসূত্র নবতারবিশিষ্ট এক তার সূত্র। এই সূতাকে তিন ফেরে দিয়া এক গ্রন্থি, এই প্রকার তিন গ্রন্থি যুক্ত সূতা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গলায় দিবার উদ্দেশ্য কি?

মহা। সূক্ষ্ম সত্ত্বগুণে অন্ধক সত্ত্বগুণ চতুর্থাংশের একাংশ

রজ ও একাংশ তমোগুণ এই প্রকার স্থূল রজ ও তমোগুণেতেও উপরোক্ত প্রকার গুণ ভেদে তিন গুণ নব গুণ বিশিষ্ট, এই এক তার সূতা, এই এক তার সূতাকে তিন ফের দিয়া একগ্রন্থিযুক্ত দণ্ডি এইপ্রকার তিন দণ্ডি উপবীত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে গলায় দিয়া থাকে গুরুর নিকট উপনীত হওয়ার পর স্থূল সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের অর্থাৎ স্থিতিপদ পাইবার, বিষয় কর্ম্মের ও অন্যান্য পাপ বুদ্ধির সহিত ক্রিয়া করিবা, জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয় গ্রন্থি ও নাভিগ্রন্থি ছেদ কর গুরু বেদবিহিত কর্ম্মের সহিত উপনয়ন, অর্থাৎ এই নয়ন সমীপে আর একটী নয়ন দেখাইয়া দিয়া উপরোক্ত নয় গুণকে এক করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইবার ও জিহ্বাগ্রন্থি, হৃদয়গ্রন্থি এবং নাভিগ্রন্থি ছেদ করিবার ক্রিয়া উপদেশ করার পর ক্রমে অধিকারি ভেদে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের স্কন্ধদেশে মুঞ্জ, মূর্ব্বা ও শণের সূতা দ্বারা যজ্ঞসূত্র করিয়া দিতেন যাহা দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে পরস্পর তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন, এই সুবিধার জন্য বাহিরের যজ্ঞসূত্রের ব্যবস্থা এক্ষণে উদ্দেশ্য না জানিয়া লোকে বাহিরের যজ্ঞসূত্র লইয়া বিবাদ করে যাঁহারা উপরোক্ত প্রকারে উপদিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই যজ্ঞসূত্র ধারণ করাই কর, নতুবা এক্ষণকার জাতিগত যজ্ঞসূত্রের কথা পৃথক্

অমিয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের লক্ষণ কি ?

মহা সমস্ত শাস্ত্রের সারগর্ভ কথা বলিতেছি শুন যিনি ব্রহ্মকে জানেন ও সর্ব্বদা জানিতে অভ্যাস করিতেছেন তিনি ব্রাহ্মণ যিনি রিপু সকল ও ইন্দ্রিয়াদি কৃত ক্ষত হইতে, ক্রিয়া রূপ যুদ্ধ দ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে ত্রাণ করিতেছেন তিনি ক্ষত্রিয়।

গোবক্ষা অর্থাৎ জিহ্বা উত্তোলন বাণিজ্য অর্থাৎ ওঁকারধ্বনি শুনিবার ও অনুভবাদি লাভের নিমিত্ত শরীরের নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধে নানা দেশে বায়ুকে লইয়া যাইবার ক্রিয়া করেন যিনি তিনি বৈশ্য

অমিয় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র পা হইতে উৎপন্ন হইল ?

মহা ব্রহ্ম ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই ইচ্ছা শরীরের সর্ব্বত্রেই আছে যিনি ইচ্ছা করিয়া সর্ব্বদা মুখে (ব্রহ্মবর্ত্মে) থাকিতেছেন তিনি ব্রাহ্মণ যিনি ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্রিয় ও রিপু সকল হইতে আপনাকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দুই বাহুরূপ শ্বাসদ্বয় দ্বারা ক্রিয়ারূপ যুদ্ধ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন তিনি ক্ষত্রিয় যিনি ইচ্ছা করিয়া লাভের জন্য উরুদেশ হইতে উপরে উঠিতেছেন তিনি বৈশ্য অপকৃষ্ট কার্য্য সমুদয় দেখিয়া যিনি ইচ্ছা করিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টায়, উপরোক্ত তিন জাতির সেবা করিতেছেন, তিনি শূদ্র

যে সকল ঐচ্ছিক শিরা দ্বারা উপরোক্ত প্রকারে উপরে উঠা যায় সেই সকল ঐচ্ছিক শিরা (পেশী) দ্বারা জাতিভেদ হইয়া থাকে

"উহাদিগের মধ্যে আদিত্যগণ ক্ষত্রিয়, মরুদ্গণ বৈশ্য, তপোনুষ্ঠাননিরত অশ্বিনীকুমারদ্বয় শূদ্র, ও অঙ্গিরার কুলসম্ভূত দেবগণ ব্রাহ্মণ" এইরূপে দেবগণও চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন ম শা । মো ২০৮ অ

"চন্দ্র ব্রাহ্মণ, অগ্নি ক্ষত্রিয়স্বরূপ হইলেন " ম শা মো ৩৪০ অ ।

ইচ্ছার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা ব্রহ্মে থাকিয়া উপরোক্ত দেবগণকে ইচ্ছা দ্বারা যে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন, সেই সেই দেবতা সেই সেই জাতি প্রাপ্ত হইলেন

অমিয় যখন কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ তখন সকলেই কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারে এবং ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ?

মহা। "যদি কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শূদ্রের ন্যায় ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহাকে শূদ্র, আর যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রবংশজাত হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় নিয়মনিষ্ঠ হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।" ম শা মো ১৮৯ অ

"যখন কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ নিরূপিত হইতেছে তখন কর্ম্মকেই পুরুষের মঙ্গলের ও অমঙ্গলের জ্ঞাপক বলিতে হইবে" ম শা মো ২৬৯ অ

বেদব্যাস শুকদেবকে কহিলেন "যিনি গন্ধ ও রসাদি ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রতি রাগ দ্বেষ প্রকাশ না করেন, এবং কীর্ত্তি ও সম্মান লাভে যাঁহার কিছুমাত্র বাসনা নাই তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ কেবল ঋক্, যজু ও সামবেদাধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যিনি জীবের প্রতি দয়াবান, সর্ব্বজ্ঞ, সমুদায় বেদবেত্তা হইয়া মৃত্যুকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ যথার্থ বিধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল দানাপনা। ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণ্য লাভ হয় না" ম শা মো ২৫১ অ

"যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, প্রতিচিকীর্ষা, উদর ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে পারেন, আমি তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ ও মুনি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকি।" ম. শা. মো. ৩০০ অ.

অমিয়। ভগবান্ লীলা করিবার নিমিত্ত যখন প্রায় ক্ষত্রিয়ের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ক্ষত্রিয় সকল যে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন সেই যুদ্ধের বিষয় পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ যখন স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়কে কি প্রকারে নিকৃষ্ট জাতি বলিতে পারা যায়?

মহা। পুরাণাদি শাস্ত্র সকল বাহিরের বিষয় বলিলে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা যুক্তিসিদ্ধ। অজ্ঞানতা নিবন্ধন বিপরীত ভাবাপন্ন হওয়া লোকে নানাপ্রকার ভ্রমে পতিত হইতেছে, ইহাতে শাস্ত্রের দোষ কি?

অমিয়। অজ্ঞানত কি?

মহা। লোভবশত মোহগ্রস্ত হইয়া না জানাই অজ্ঞানত।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহ! অজ্ঞান হইতেই লোকের দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, বৃদ্ধি ক্ষয়, উদয় সংযোগ, গতি, কাল, কারণ ও ফল শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে, আপনি তৎসমুদয় সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন "ধর্ম্মরাজ! অনুরাগ, দ্বেষ, মোহ, হর্ষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, ইচ্ছা, সন্তাপ, পরশ্রীকাতরতা ও পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান এই সমস্ত অজ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। সুতরাং উহাদিগকে অজ্ঞানের স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ

করা যাইতে পারে। এক্ষণে তুমি অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তৎসমুদয় সবিস্তারে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। অজ্ঞান ও অতি লোভ এই উভয়ই তুল্য-ফলপ্রদ ও সমদোষাক্রান্ত অতএব ঐ উভয়কে এক পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। লোভ হইতেই অজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং লোভের স্থিতিতে অজ্ঞানের স্থিতি, লোভের ক্ষয়েই অজ্ঞানের ক্ষয়, লোভের বৃদ্ধিতে অজ্ঞানের বৃদ্ধি ও লোভের উদয়ে অজ্ঞানের উদয় হয়। মোহ অজ্ঞানের মূল এবং মোহের সংযোগে অজ্ঞানের সংযোগ হইয়া থাকে। কাম অজ্ঞানের গতি, যে সময় লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয় সেই কালই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল। আর লোভ হইতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান হইতে লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং লোভই অজ্ঞানের কারণ ও ফল। হে মহারাজ! লোভই সকল দোষের আকর, অতএব লোভকে পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ম আপ ধ প ১৫৯ অ

"অজ্ঞানই জন্মমরণরূপ শৃঙ্খল দ্বারা প্রজাদিগকে অশেষবিধ ক্লেশ দিয়া থাকে।" ম শ মো ২৬৯ অ

পরদিবস অপরাহ্নে প্রস্তরে বসিয়া—

অমিয়। তীর্থ দর্শনে ও স্নানেই যখন মুক্তি হয়, তখন ক্রিয়া করিবার আবশ্যক কি?

মহা। ভিতরের ও বাহিরের তীর্থ সকল চারি যুগেই আছে। তুমি যখন ক্রিয়াবিহীন শূদ্র ছিলে, তোমার নিমিত্ত তখন বাহিরের তীর্থ সকল ছিল। শূদ্রেরা সদাচারের সহিত পবিব্রাজক হইয়া বাহিরের তীর্থ সকল ভ্রমণ করিতে করিতে

ভাগ্যবশত কোন সাধুর দর্শন পাইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়া তাহার পশুবৎ শূদ্রত্ব নষ্ট করিয়া দেন তন্নিমিত্ত শূদ্র সদাচারের সহিত বাহিরের তীর্থ সকল আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় তীর্থ সকল ভ্রমণ করিবে "পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ স্থান সমুদয় পৃথিবী ও সলিলের তেজঃপ্রভাবে এবং সাধু লোকের গমনাগমন নিবন্ধন পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় যিনি ঐ সমস্ত পার্থিব তীর্থে ও শরীরস্থ তীর্থে স্নান করেন তাঁহার অবিলম্বেই সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে যেমন ক্রিয়াহীন বল ও বলহীন ক্রিয়া কোন বিষয়ই সিদ্ধি করিতে পারে না; কিন্তু উভয় মিলিত হইলে সমুদয় বিষয় সিদ্ধি করিতে পারে, তদ্রূপ পার্থিব ■ শরীরস্থ এই উভয়বিধ তীর্থসেবা দ্বারা মনুষ্যের আশু সিদ্ধিলাভ হয়" ম অনু প ১০৮ অ

সদাচারের সহিত উভয়বিধ (ভিতরের ও বাহিরের) গঙ্গা-স্নানে মন পরিষ্কার হয় মন পরিষ্কার হইলেই দেহ পরিষ্কার না হইলেও পরিষ্কার কেবল বাহিরের গঙ্গাস্নানে তাহা হয় না আমি হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান করিয়াছি, আমার আর পাপের ভয় কি? অথচ ছয়টা রিপুর জ্বালায় অস্থির শরীর পরিষ্কারে ধর্ম্মের উন্নতি হয় না। হস্তী আর স্থূল শরীর সমান, হস্তী যেমন স্নান করিয়া ধুলা গায়ে দেয়, স্থূল শরীরও তদ্রূপ, যতই স্নান করিয়া পরিষ্কার কর না কেন, তাহাকে সর্ব্বদাই মলমূত্র বহন করিতে হয়। তন্নিমিত্ত শরীরকে মলবাহ কহে কেবল লৌকিক সদাচারের সহিত বাহিরের তীর্থ ভ্রমণে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে মুক্তি হয় না।

অমিয় এই ভারতবর্ষের কাশী মুক্তিস্থান ও বিশ্বেশ্বর মুক্তিদাতা শাস্ত্রে লেখা আছে।

মহা শাস্ত্রে লেখা আছে জ্যোতির্ম্ময়ী স্বপ্রকাশিকা স্বর্ণময়ী পঞ্চক্রোশাত্মিক কাশী, এই ভারতবর্ষের কাশীতে যদি শাস্ত্র লিখিত চিহ্ন সকল দেখিতে পাও, তবে এই কাশীতে থাকিলে মুক্তি হইবে

অমিয়। আমি দেখিতে পাই না, যোগীরা দেখিতে পান।

মহা। তবে কাশীতীর্থ যোগীদিগের নিমিত্ত তোমার নিমিত্ত নহে যখন শাস্ত্র লিখিত চিহ্ন সকল না দেখিলে তখন কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে?

অমিয় আমার বিশ্বাস আছে

মহ বিশ্বাস কাহাকে বলে?

অমিয়। পিতামাতা যাহা মানিয়া গিয়াছেন, করিতে বলিয়া গিয়াছেন, ও নিজের মন, যুক্তি দ্বারা যাহা মানিয়া লয় তাহাকে নিশ্চয় জ্ঞান করার নাম বিশ্বাস।

মহা। তুমি যাঁহাকে মা বলিতে তাঁহারই গর্ব্ভে তুমি যে জন্মাইয়াছিলে ইহাই তোমার নিশ্চয় জ্ঞান কেমন? আচ্ছা, তোমার পিতা যদি তোমাকে বলিতেন তুমি যাঁহাকে গর্ব্ভধারিণী বলিতেছ, উনি তোমার গর্ব্ভধারিণী নহেন, তোমার গর্ব্ভধারিণীর মৃত্যু হইলে উনি তোমাকে লালন পালন করিয়া আসিতেছেন এবং তোমার মাতাও যদি ঐ কথায় সম্মতি প্রদান করিতেন, তাহা হইলে তোমার মনে কি হইত?

অমিয়। মহা সংশয় উপস্থিত হইত বটে কিন্তু পুত্র অজ্ঞানাবস্থায় মাতৃগর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা সে দেখে নাই,

তাহা বলিয়া সে কি বিশ্বাস করিবে যে আমি মাতৃগর্ত্ত হইতে ভূমিষ্ঠ হই নাই আবও আমার চক্ষু আমি দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া কি বিশ্বাস করিব আমার চক্ষু নাই ?

মহা। পুত্র কি অবস্থায় গর্ভে ছিল, তাহা সে প্রত্যক্ষ না করিতে গর্ভমধ্যে বাস, ভূমিষ্ঠ হওয়া এবং প্রসব সময়ের ক্লেশের বিষয় সলিলের তৌয়া লওয়া মাত্র হইল, বিশ্বাস হইল না আর নিজের পবিত্র বলিয়া থিতে না পাওয়ায় চক্ষু দর্শনজনিত সুখের বিষয় পরীবস্থ তাঁ র বিশ্বাস হইল না চুম্বকপাথর লৌহকে আকর্ষণ করে মনে হয় যে উহাদের মধ্যে আকর্ষণ শক্তি আছে সেই ক দেখিতে না পাওয়ায় সেই শক্তি কিরূপ, লৌহকে অন্য কোন বস্তু আকর্ষণ করে না কেন ইত্যাদি র্ষণশক্তির রূপের বিষয়ে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় ও কোনটি স্থির করিতে না পারায় আকর্ষণশক্তির রূপের বিষয় যেরূপ বিশ্বাস হয় না, তদ্রূপ এই বিচিত্র বিশ্ব রচনা দেখিয়া মনে হয় ইহার কর্ত্তা একজন আছেন কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করায় তাঁহার রূপের বিষয়ে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে ও প্রত্যক্ষ-জনিত সুখের বিশ্বাস হয় না মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নির্ম্মল আত্মার দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান না হইলে বিশ্বাস হয় না, মানিয়া লওয়া (মনন করা) হয় মাত্র।

প্রত্যক্ষ অল্প, অনুমানের বিষয় অধিক তজ্জন্য অনুমানদ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় মাত্রই জানিতে হইবে বলিয়া বিবাদ করা অন্যায় প্রত্যক্ষ যেমন অনুমান ও অ মের মূল কারণ, তেমনই উহাদিগের বাধক। যেমন যে এক ক্রোশ হাঁটিয়া বা মাপিয়া দেখে নাই সে এক ক্রোশের অনুমান করিতে পারে না কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান

না হইলে অনুমান করা যাইতে পারে না। যে বিষয় যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বার সেই বিষয় যখন প্রত্যক্ষ করিতেছ তখন সেখানে অনুমান বা আগম নাই এই সকল কারণে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের মূল এবং বাধক হইতেছে যে বিষয় প্রত্যক্ষ করা আছে, অনুমান দ্বারা সেই জাতীয় অন্য একটি বিষয় গমন করা যায় মাত্র বিশ্বাস হয় না এইজন্য ঋষিরা ব্রহ্মের অন্ত না পাওয়ায় তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, অপার, মহৎ ইত্যাদি বলিয় গিয়াছেন।

"বিনু দেখে প্রতীত নেহি" (কবির সাহেব)
বিনা দেখায় বিশ্বাস নাই

"প্রত্যক্ষ, বেদ ও শিষ্টাচার এই তিনটিকেই প্রমাণ বলিতে হইবে ? উহারা সমবেত হইয়াই ধর্ম্মের প্রচার করিয়া থাকে"। ম অনু প ১৬২ অ

"মনুষ্যের মন বিশ্বাসাত্মক হইলেই জ্ঞানের উদয় হয় তখন সমস্ত বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং মন ও প্রকাশশালী, বাসনাবিহীন, মন্ত্রসিদ্ধ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হয়।" ম। শ মো। ২১৪ অ।

"লোকে যখন ধর্ম্মফল প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মকেই শ্রেয়স্কর পদার্থ জ্ঞান করে তখন তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে" ম অনু প ১৬৪ অ

এক্ষণে যে তীর্থে নির্ব্বাণ মুক্তি হয় তাহা শুন "ফলত যে স্থানে আত্মার সহিত মনের সহযোগ হয় সেইস্থানই উত্তম তীর্থ, তুমি তীর্থ পর্যটন নিমিত্ত দেশ বিদেশে গমন করিও না" ম শা। মো। ২৬৩ অ।

আর এই ভারতবর্ষ যে শাস্ত্র লিখিত ভারতবর্ষ নহে তাহার অনেক প্রমাণ আছে

"ভরদ্বাজ কহিলেন ব্রহ্মন্। আমরা শুনিয়াছি যে এই ভারতবর্ষের পর অন্য লোক বিদ্যমান আছে, কিন্তু উহা কাহারও নয়নগোচর হয় না অতএব ঐ লোক কিরূপ তাহা অবগত হইতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন

ভৃগু কহিলেন, তপোধন. উত্তরদিকে হিমালয়ের পার্শ্বদেশে এক সর্ব্বগুণান্বিত পরম পবিত্র প্রদেশে পাপবিহীন মঙ্গলজনক লোক বিদ্যমান রহিয়াছে লোভমোহবিবর্জ্জিত, পাপহীন পবিত্রচিত্ত মানবগণ ঐ লোকে নিরুপদ্রবে কাল হরণ করেন। তথায় অকালমৃত্যু বা ব্যাধির নাম গন্ধও নাই ঐ সমস্ত গুণ থাকাতেই ঐ স্থান স্বর্গতুল্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ঐ স্থানে সকলেই পরদারগমনে বিরত স্ব স্ব পত্নীর প্রতি অনুরক্ত পরস্পর নিপীড়নপরাঙ্মুখ ও বিস্ময়বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছেন তথায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে সন্দিগ্ধ হয় না এবং তথায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফল প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইয়া থাকে ইত্যাদি" ম শা মো। ১৯২ অ

এই ভারতবর্ষ যদি শাস্ত্র লিখিত ভারতবর্ষ হইত, তাহা হইলে এই হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে উপর্য্যুক্ত প্রকারের প্রদেশ থাকিত

অমিয় বাহিরের তীর্থ সকল ও পূজাদি না থাকিলে কোন গোলযোগই থাকিত না।

মহা বাহিরের তীর্থসকল ও পূজাদি না থাকিলে, লোকের

ধর্ম্মানুষ্ঠান এককালে তিরোহিত হইয় যাইত। দেখ কার্য্যারম্ভের প্রথমেই আচমনেতে বিষ্ণু স্মরণ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং মৃত্তিক নির্ম্মিত শিব পুজায় অষ্ট মূর্ত্তির, জগন্নাথ ও অন্যান্য দেব দেবীর পূজা করিতে গেলে মনে হয় যে এ সকল কি, আর সত্বগুণাবলম্বী ব্যক্তিদিগের ঐ সকলের গূঢ়ভাব জানিবার চেষ্টা হয়

অমিয আচমন, অষ্টমূর্ত্তিপূজা, জগন্নাথ ও শাস্ত্র লিখিত অচলা, স্থির, পৃথিবী কি?

আচমন।

মহা। আচমনের অর্থ শূন্যে জ্যোতির মধ্যে চক্ষুর ন্যায় বিস্তৃত দিব্য চক্ষু বিষ্ণুর পরমপদ যাহা সুর সকলেরা সর্ব্বদা দেখিতেছেন; তাহাতে মন রাখিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে শাস্ত্র উপদেশ করিলেন

পার্থিব শিব পূজা।

অষ্ট মূর্ত্তির পূজা—সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভবায় জল-মূর্ত্তয়ে নমঃ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ

সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ=মূলাধারে, ক্ষিতি, বিষ্ঠা। (গুহ্যে)

ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ=স্বাধিষ্ঠানে, জল, মূত্র (লিঙ্গমূলে)

রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ=মণিপুরে, তেজ, অগ্নি (নাভিতে)

উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ=অনাহতে, বায়ু, শ্বাস (হৃদয়ে)

ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ=বিশুদ্ধাখ্যে, আকাশ, শূন্য (কণ্ঠে।)

পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ = আজ্ঞাচক্রে, পশুপতি কূটস্থ (ভ্রূমধ্যে)

মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ = বুদ্ধিস্থানে, চন্দ্র (কপালে)

ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ = সহস্রদলে, সূর্য্য—প্রকাশ। (ব্রহ্মরন্ধ্রে)

গুহ্যদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে শিব উপর্যুক্ত চক্রে চক্রে আছেন তাঁহাকে প্রাণায়াম দ্বারা পূজা করিতে হইবে। বাহিরের শিবপূজা দ্বারা এই জানা গেল

জগন্নাথ।

জগন্নাথদেব অসীমসমুদ্রকূলে—যোগী যখন অসীম ভব সমুদ্রের কূলে উপস্থিত হন অর্থাৎ বায়ু যাইয়া মূলাধারে স্থির হয়, তখন তাঁহার পুরী দর্শন হয়

পুরীর চারিদ্বার = চারিবেদ

দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে জগন্নাথদেবের মন্দির কূটস্থের মধ্যস্থলে নক্ষত্র ঐ নক্ষত্র মধ্যে অগ্নি সুড়ঙ্গ, এই দুই প্রকোষ্ঠের রূপক সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলে কোন কোন ভাগ্যবান্ যোগী তাঁহার একাংশে পুরুষোত্তমের মন্দির দেখিতে পান একাংশে জগৎ আর অপরাংশে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ভ। গীতার ১০ অ ৪২ শ্লোক।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অশ্লীল মূর্ত্তি সকল ভাগ্যবশত যোগীর যখন মন্দির প্রবেশ-ও পুরুষোত্তম দর্শনের কাল উপস্থিত হয়, সেই সময়ে শরীরস্থ দেবতা সকল দর্শন ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গ অপ্সর সকলকে পাঠাইয়া দেন। ঐ

বারনারী (ঐশ্বর্য্য)সকল মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত প্রলোভনীয় লজ্জাস্কর হাব্ভাব দেখাইয়া যোগীর চিত্ত'ক উদ্ভ্রান্ত ও ধ্যান ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করে

লক্ষ শালগ্রামশিলার বেদির উপর পুরুষোত্তম— অনন্ত কুণ্ডলী স্থের উপর জগন্নাথদেব

জগন্নাথদেবের সম্মুখে গরুড়স্তম্ভে গরুড় পক্ষী—(খুঁটিয়া) স্তম্ভের উপর জগন্নাথদেবের বাহন মনঃস্বরূপ গরুড়পক্ষী স্থির হইয়া রহিয়াছে।

পুরীমধ্যে অন্নের বিচার নাই—পুরুষোত্তম দর্শন সময় যোগীর মনের এতই একাগ্রতা হয় যে যোগী তখন আহারীয় বস্তুর স্বাদ পান না, তন্নিমিত্ত অপবিত্র (পাপী লোকের) অন্নে তাহার পাপ স্পর্শ হয় না, সেই জন্য তিনি উদর পূরণ নিমিত্ত যে কোন জাতির, যে কোন অন্ন হউকনা কেন আহার করিতে পারেন

অমিয় জগন্নাথদেবের ও প্রকার মূর্ত্তি কেন ?

মহা প্রায় তাঁহার ঐরূপ রূপই দেখিতে পাওয়া যায়

অমিয় প্রায় বলিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না ?

মহা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেকবার সামান্য লোকের দ্বারা কলেবর পরিবর্ত্তন হওয়ায়, প্রতিমূর্ত্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে

অমিয় পুরী কাহাকে বলে ?

মহা। "মহর্ষিগণ শরীরকে পুর স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধি উহার অধিকারিণী এবং চিত্ত ঐ বুদ্ধির অমাত্য ইন্দ্রিয়গণ ও মন পুরের অধিবাসী ; উহারা বুদ্ধির ভোগ সম্পাদনার্থ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে সেই পুর মধ্যে রজ ও তম

মাযে দুইটি দারুণ দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে বুদ্ধি, চিত্ত ■ ইন্দ্রিয়াদি পুরবাসিগণ সেই রজ ও তমবিহিত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে ইত্যাদি " ম শা মো ২৫৪ অ

শাস্ত্রে লিখিত পৃথিবী শরীরের মূলাধার, যেখানে মৃত্তিকা রূপ বিষ্ঠা রহিয়াছে, যাহা না থাকিলে কেহই বসিতে পারিত না সেই পৃথিবী মূলাধারচক্র ত্রিকোণ স্থির ইত্যাদি

পর দিবস অপরাহ্ণে প্রস্তরে বসিলে—

অমিয় প্রাণিহিংসাতে পাপ হয় কি'না ?

মহা দুর্ব্বল বলবানের আহার এই বিধাতার নিয়ম "জগদীশ্বরই আকাশাদি ভূত, রূপাদি, ইন্দ্রিয়ার্থ এবং দ্রব্য সমুদয়ের আকৃতি সমুদয় নানারূপে সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের সহিত তাহাদের ভোক্তৃভোগ্যভাব নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।" ম শা মো ২৩২ অ

অমিয় তবে অহিংসা পরমধর্ম্ম না হইয়া হিংসাই পরম ধর্ম্ম হওয়া উচিত ?

মহা নারায়ণ সৃষ্টি করিবার মানসে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিলে প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টির নিমিত্ত সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করেন এবং ধ্যানাবস্থায় ব্রহ্মে যেমন যেমন দেখেন তেমনই তেমনই সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই সৃষ্টির ইচ্ছা করেন বলিয়াই ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা কহে, উপর্য্যুক্ত কারণে, সৃষ্টির নিমিত্ত ঈশ্বর দায়ী নহেন অনন্ত ব্রহ্মের সীমা যখন কেহই পান নাই তখন ব্রহ্মের দোষ গুণের বিষয় কেহই বলিতে পারে না

মহা প্রাণী চতুর্ব্বিধ, ১ জরায়ুজ ২। অণ্ডজ ৩। স্বেদজ ৪ উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণিগণের প্রাধা-

ন্যায়ানুসারে হিংসায় মনুষ্যের পাপেরও আধিক্য আছে উদ্ভিদ হইতে স্বেদজ শ্রেষ্ঠ, স্বেদজ হইতে অণ্ডজ শ্রেষ্ঠ, অণ্ডজ হইতে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ এই নিমিত্ত উত্তরোত্তর অপর তিন প্রকার প্রাণী বধাপেক্ষা জরায়ুজ হিংসায় অধিক পাপ হয় মনুষ্য বুদ্ধিবলে অন্যান্য তিন প্রকার প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ এই বিচারবুদ্ধির ন্যায় মনুষ্যের বিশেষ পাপ পুণ্য আছে মনুষ্য যে কার্য্য উদ্ভিদ হিংসা দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সে কার্য্য স্বেদজ হিংসা দ্বারা নির্ব্বাহ করিলে উদ্ভিদ হিংসাজনিত পাপ অপেক্ষা অধিক পাপ হয়। অণ্ডজ হিংসায় তদপেক্ষা অধিক পাপ হয় জরায়ুজ হিংসায় অণ্ডজ হিংসা অপেক্ষা পাপাধিক্য হইয়া থাকে আর জরায়ুজের প্রাধান্যানুসারে অর্থাৎ হিংস্র জন্তু অপেক্ষা গবাদি-বধে, গবাদি অপেক্ষা মনুষ্য বধে, আবার মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ বধে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপ হইয়া থাকে

অমিয়। অন্ন ও ফল মূল ভক্ষণেও ত তবে পাপ হয় ?

মহা। তন্নিমিত্তই ত প্রত্যহ ঈশ্বরোপাসনা, দানাদিপুণ্য-কর্ম্ম ও পাপাত্মাদিগের সঙ্গত্যাগ সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক

অমিয়। পাপাত্মাদিগের সংস্রবে কি প্রকারে পাপভাগী হইতে হয় ?

মহা। "যেমন শুষ্ক বস্তুর সংস্রবে আর্দ্র পদার্থও ভস্মসাৎ হইয়া যায় তদ্রূপ পাপপরিশূন্য মানবগণ পাপাত্মাদিগের সংস্রব নিবন্ধন তাঁহাদিগের সমান দণ্ডভাগী হইয়া থাকে অতএব পাপাত্মার সহিত সংস্রব রাখা কদাপি বিধেয় নহে" ম রাজ ধ। প ৭৩ অ।

"ইহলোকে যে যেরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা।

নির্ব্বাহ করে তাহাকে তদনুরূপ পাপ পুণ্যে লিপ্ত হইতে হয়। জল ও অগ্নির ন্যায় পুণ্য ও পাপের স্পর্শে সুখ ও দুঃখ লাভ হইয়া থাকে বিঘসাশী ব্যক্তিরা দ্রব্যের আস্বাদ বিচার না করিয়া কেবল উদরপূরণার্থ ভোজন করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে ভোগ বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। আর যাহারা দ্রব্যের রস [illegible] আস্বাদ [illegible] ভোজন করে তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইতে হয়" ম শা মো ২৮৮ অ

(কবির সাহেব বলিলেন)

কবির গৃহিক অন্ন অপচ্ হায়, তাঁকা লম্বে দাঁত
ভজন করে তব্ উবরো নেহিতো ফাড়ে আঁত

গৃহস্থের অন্ন পরিপাক হয় না তাহাতে পাপরূপ লম্বা দাঁত আছে, ঈশ্বরোপাসনায় ঐ দাঁত উঠিয়া যায়, নতুবা নাড়ি ভুঁড়ি ফাড়িয়া ফেলে যাহার অন্ন ভোজন করা যায় তাহার পাপের অংশ গ্রহণ করিতে হয় ভজন দ্বারা সেই পাপের ধ্বংস হয় সেইজন্য সত্বের অন্ন গ্রহণ করিবে তাহাতে পাপের অংশ কম আছে।

"যে ব্যক্তি স্বয়ং জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করে, অন্যের প্রাণ সংহার করা তাহার কদাচ কর্ত্তব্য নহে যাহা আপনার হিতকর বলিয়া বোধ করিবে তাহা অন্যের প্রিয়কর জ্ঞান করা অবশ্য কর্ত্তব্য যে ব্যক্তি অন্যে তাহার অনিষ্ট করিলে সহ্য করিতে পারে না, অন্যের অনিষ্টাচরণ করা কি তাহার উচিত" ম শা মো ২৫৯ অ

"প্রাণিগণের প্রতি অহিংসা অথবা আপদ্‌কালে অল্প মাত্র হিংসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই প্রধান ধর্ম্ম ম শা মো ২৬২ অ

অমিয়   যাহারা যজ্ঞার্থে প্রাণিহিংসা করে ?

মহা   বধ নিমিত্ত পাপ হইয়া থাকে "লোকে একবার দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সেই দুঃখ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার জীবহিংসা দ্বারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে তন্নিবন্ধন তাহাদিগকে পুনরায় বিবিধ প্রকার নূতন নূতন দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া অপথ্যসেবী আতুরের ন্যায় নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। ম। শা মো ২৬০ অ

কিন্তু যে ভগবানকে অনন্যমনে চিন্তা করে, সে যদি সুদর্শন-রূপ দুরাচারী হয় তাহা হইলে সেও পুণ্যাত্মা জানিও

অমিয়   এ বড় মন্দ কথা নহে যে সর্ব্বদা পরস্ত্রী ও বেশ্যা-সম্ভোগ এবং অন্যান্য পাপ কর্ম্ম করিতেছে আর বলিতেছে আমি ভগবানকে অনন্যমনে উজনা করিতেছি অথচ লৌকিক সংস্কৃত জানা নিমিত্ত দশটি শাস্ত্র প্রমাণ দিতেছে, সে যদি ধার্ম্মিক হয় তবে বনে বাস ও ক্লেশ ভোগ করিয়া তপস্যার প্রয়োজন কি ?

মহা   শাস্ত্রে ত ওরূপ স্থলই নাই যে সেই অসচ্চরিত্র বিদ্বান্ তাহা দেখাইয়া লোককে প্রতারণা করিবে

অমিয়।   কেন, এই ত বলিলেন, আর ভ। গীতার ৯ অ ৩০ শ্লোকে লেখা আছে যদি সুদর্শন দুরাচারী সম্যক্ ব্যবসায়ান্বিত হইয়াও আমাকে অনন্যমনে ভজনা করে আমার মতে সে সাধু।

মহ   কিন্তু ত গীতার ৯ অ ৩১ শ্লোকে লেখা আছে সে শীঘ্র শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া শাশ্বত শান্তিকে প্রাপ্ত হয় হে কৌন্তেয় আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি আমার ভক্ত লোকুষ্টরূপে নষ্ট হয় না" ধর্ম্মাত্মা না হইয়া পাপের বংশ বৃদ্ধি করিতেছে আর

শাস্ত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া লোক ঠকাইতেছে সেই সকল অসচ্চরিত্র পাপাত্মা বিদ্বানের মুখ দর্শন করিও না সেই পামরদিগের মুখ দর্শনেও পাপ হয়

"পূর্ব্বে এক সন্ন্যাসী কোন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে যজ্ঞে পশু প্রোক্ষণ করিতে দেখিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! এরূপ হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করা আপনার কখন কর্ত্তব্য নহে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি এই ছাগকে ছেদন করিলে ইহার যথেষ্ট উপকার হইবে এই পশু যজ্ঞে নিহত হইলে ইহার উৎকৃষ্ট গতি লাভ হইবে যদি শাস্ত্র সত্য হয়," তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে প্রোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিলে, ইহার পঞ্চভূত, মাংস পৃথিবীতে, রস রক্ত জলে, চক্ষু সূর্য্যে, শ্রোত্র দিক্ সমুদয়ে, স্পর্শ বায়ুতে এবং প্রাণ আকাশ স্বর্গে অবস্থান করিবে আর আমি যখন শাস্ত্রানুসারে ঐ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি তখন আমিও অপরাধী হইব না সন্ন্যাসী বলিলেন, যদি যজ্ঞে এই ছাগের প্রাণ বিয়োগ হইলে কেবল ইহার শ্রেয় লাভ হয়, তাহা হইলে আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? বিশেষত এই পশু পরাধীন, ইহার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া ইহার প্রাণবধ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে আর যদি আপনি মন্ত্র দ্বারা এই পশুর প্রাণ সমুদয়কে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহার নিশ্চেষ্ট শরীর মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে; অতএব ইহাতে ও কাষ্ঠে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, ইহার পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার বাধা কি? যাজ্ঞিক বলিলেন, ইহলোকে হিংসা ভিন্ন কাহারও কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এক্ষণে আপনার মতে হিংসা কি? সন্ন্যাসী বলিলেন, আত্মা দুই প্রকার

ক্ষর ও অক্ষর। পণ্ডিতেরা উপাধিযুক্ত আত্মাকে ক্ষর ও উপাধিহীন আত্মাকে অক্ষর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যে ব্যক্তির আত্মা মায়ার সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ব্যক্তিরই হিংসাজনিত ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে আর যে ব্যক্তির আত্মা প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিত হইয়া নির্দ্বন্দ্ব ও সর্ব্বভূতে সমদর্শী হয় তাহাকে কদাপি হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমার মতে প্রাণাদি হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থানই অহিংসা। ম। অশ্ব প ২৮ অ

কবির সাহেব।

দুনিয়া ঝামুর ঝুমুর অজি, এক রাম নাম না শুঝি
আপনা সুতকো মুণ্ডন করাও ও ছুরালাগে না পায়ি; অজা
সুতকো শির কাটাও ও তনিক দরদ না আয়ি
খরগ্ লেকে চলৎ বাঁকুরা অজা সুত শির কাটি, পূজন্ রহা সো
পাওন্ লে গেয়া সুরথ কুকুর চাটি
দেবীন্‌কো তো খাসি নারিয়েল পীরনকো নওনেজা,
উন্ সাহেবকো কুছ না চড়াযও জিন্ বাঁহিয়া ধর ভেজা।
রহিলি এক্‌কর ভইলি সহসকর, বিশ্বা পঞ্চ ভাতারী।
কহৎ কবির কেকা সঙ্গ জড়িও দহশ পুরুখ কা নারী॥

এই পৃথিবী দেখিতে অতি সুন্দর ঝোপ ঝাপ বিশিষ্ট চাবা বকুল গাছের মত, ইহাতে কেবল এক রামের নাম দেখিতেছি না। আপনার ছেলের মাথ মুণ্ডন করাইবার সময় নাপিতকে সাবধান কর, দেখিস্ যেন মাথায় ক্ষুর লাগে না, আর ছাগলছানার মাথা কাটাইতে একটুও দুঃখ হয় না। বাঁকা হইয়া

(উত্তমরূপে কাপড় কষিয়া পরিয়া বুক ফুলাইয়া) খড়্গ লইয়া ছাগলছানার মাথ কাটিল পূজার দ্রব্য সকল পাণ্ডা (পুরোহিত) লইয়া গেল আর কুকুরের ন্যায় মূর্খেরা চাটিতে চাটিতে মাংসটি উত্তম পাক হইয়াছে বলিয়া বাহবা দিতে লাগিল দেব দেবীর নিমিত্ত খাসি নারিকেল আর পীরের নিমিত্ত নওনেজ (ছিন্নি) কিন্তু সেই অন্তর্যামী কর্ত্তাকে কিছুই দিতেছ না যিনি বাহু ধরিয়া পাঠাইয়াছেন ছিলি এক ব্রহ্মের, এখন হইলি সহস্র তত্ত্বের, (যে পাঁচটা পুরুষ গ্রহণ করে সেই বেশ্যা) বেশ্যা পাঁচ ভাতারী কবির সাহেব বলিতেছেন সতী যে সে স্বামীর সহিত পুড়িয়া মরে (সহমৃতা যায) তুই সহস্র পুরুষের (তত্ত্বের) নারী হইয়া কাহার সহিত চুলিতে সহমরণে যাইবি বল তোর স্বামীর ঠিক নাই।

"সামবেদেও অন্তর্যাগানুষ্ঠান পূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশু স্বরূপ রিপু সমুদয়কে ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে।" ম অশ্ব প। ২৫ অ।

"দশহোতৃ বিহিত অন্তর্যাগের কথা কহিতেছি শ্রবণ কর। কর্ণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, মুখ চরণ, কর, উপস্থ, ও পায়ু এই দশবিধ হোতা। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বাক্য, ক্রিয়া, গতিত্যাগ, মূত্র ও পুরীষ এই দশবিধ অগ্নি কর্ণাদি দশবিধ হোতা, দিগাদি দশবিধ অগ্নিতে শব্দাদি দশবিধ হবনীয়দ্রব্য আহুতি প্রদান করিবেন" ম অশ্ব প ২১ অ

"মহর্ষি কহিলেন, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে বীজের নামই অজ, অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে যে ধর্ম্মে পশু ছেদন করিতে হয়

তাহা সাধুলোকের ধর্ম্ম বলিয়া কদাচ স্বীকার করা যায় না। ম।
শা মো ৩৩৮ অ

যিনি আত্মাকে অবিনাশী অজ ও অব্যয় বলিয়া জানেন তিনি যদি অনিচ্ছাসত্ত্বে কোন প্রাণী হিংসা করেন তবে তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না

মনঃ করোতি পাপানি মনো লিপ্যেত পাতকৈঃ।
মনশ্চ তন্মনা ভূত্বা ন পুনৈর্নচ পাতকৈঃ (তত্রৈ।)

এ সম্বন্ধে ম শা মো। ২৭৫ অধ্যায়ে বিচখ্যু যাহা বলিয়া গিয়াছেন পাঠ করিয়া দেখিও

পর দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে অমিয় গুহার বাহিরে একখানি প্রস্তরে বসিয়া কাঁদিতেছেন মহাপুরুষ অসময়ে অমিয়কে গুহায় না দেখিয়া বাহিরে আসিয়া অমিয়কে কাঁদিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অমিয় কাঁদিতেছ কেন?

অমিয়। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বন্ধুর মৃত্যু সময় মনে হওয়ায়

মহা তুমি ত অরণ্যবাসী ও ক্রিয়াবান্ সাংসারিক লোকেরও এই প্রকার শোক করা উচিত নহে আচ্ছা তুমি কেমন করিয়া জানিয়াছিলে যে তোমার বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছিল?

অমিয় মৃত্যুলক্ষণ দেখিয়া।

মহা। তোমার বন্ধুর দেহকে পোড়াইতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই?

অমিয় বন্ধুর দেহ হইতে বন্ধুর প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ায় দেহ পোড়াইতে কোন কষ্ট হয় নাই

মহ তোমার বন্ধুর প্রাণকে কি তুমি কখন দেখিয়াছিলে ।

অমিয়। না ।

মহা যাহাকে অর্থাৎ যে প্রাণকে তুমি কখন দেখ নাই তাহারই নিমিত্ত শোক করিতেছ আর যাহাকে অর্থাৎ যে দেহকে তুমি বন্ধু বলিয়া সর্ব্বদা আদর করিতে তাহাকে অনায়াসে পোড়াইয়া ফেলিলে, কি উল্ট বিচার তাই কবির সাহেব বলিলেন, জগতের সকলই উল্টা যেমন গাড়ী—যাহা গাড়া অর্থাৎ পোঁতা থাকে কিন্তু যাহা গড় গড় করিয়া যায় লোকে তাহাকে গাড়ী বলে বাড়নী—যাহা বাড়ে, কিন্তু যাহা প্রত্যহ ক্ষয় হয় (সংমার্জ্জনী বাড়ুন, যাহা দিয়া ঘর পরিষ্কার করে,) লোকে তাহাকে বাড়নী কহে। যে স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গ দেখায়, সেই স্ত্রী স্বামীকে দেখিলেই ঘোমটা দেয়, আর অন্য লোকের নিকট মাথার কাপড় ফেলে ইত্যাদি আরও মৃত্যু যে ধ্রুব ইহা সকলেই জানে, কিন্তু যদি তুমি কাহাকেও বল যে, তোমার বাপ দাদা কেহই নাই তুমি ও তোমার সন্তানাদি কেহই থাকিবে না, আর যে বাটীর ও ধনের অহঙ্কার করিতেছ ইহা একদিন অন্যে উপভোগ করিবে, এই কথা শুনিবামাত্র সে দশ জনকে ডাকিয়া বলিবে দেখ দেখ সাধু আমাকে অভিসম্পাত করিতেছে আর চিরজীবী যাহা হইবার নহে মিথ্যা কথা ইহা সকলেই জানে, কিন্তু তুমি যদি বল, তুমি ধনে পুত্রে চিরজীবী হইয়া কাল যাপন কর, তাহা হইলে সে বলিবে আসিতে আজ্ঞা হউক, মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে আমার সমস্ত মঙ্গল হইবে দে রে সাধুকে ভিক্ষা দে ইত্যাদি এই উল্ট সংসার হইতে যাহাতে রক্ষা পাও তাহাই করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য মৃত্যুর বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি স্মরণ কর

মৃত্যু কাহারও কার্য্য শেষ হয় নাই বলিয়া অপেক্ষা করে না। এই ভূমণ্ডলে কেহ কাহারই নৈসর্গিক শত্রু বা মিত্র নহে কেবল কার্য্য বশত পরস্পরের সহিত পরস্পরের শত্রুতা বা মিত্রতা জন্মিয়া থাকে। দেখ সকল পদার্থেরই পরিণামে ধ্বংস আছে। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত ও মরণ জীবনের অন্ত। যেমন মহাসমুদ্রে মধ্যে দুই খণ্ড কাষ্ঠ একবার পরস্পর মিলিত ও পৃথগ্ভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ লোকের পুত্র পৌত্র জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ একবার তাহার সহিত মিলিত হইয়া কিয়দ্দিন পরে নিশ্চয়ই বিয়োগ প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে শোক ও অহঙ্কার রহিত হইবার নিমিত্ত ইন্দ্রনমুচি সম্বাদ শুন।

"ইন্দ্র কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি রাজ্যভ্রষ্ট শত্রুর বশীভূত ও পাশবদ্ধ হইয়াও কিরূপে শোকশূন্য চিত্তে অবস্থান করিতেছ?

তখন নমুচি কহিলেন, দেবরাজ! অনিবার্য্য শোকে আক্রান্ত হইলে কেবল শরীরকে সন্তাপিত ও শত্রুগণকে সন্তুষ্ট করা হয়। কেহই অন্যের শোকে শোকযুক্ত হইয়া তাহার দুঃখ নাশ করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি। জগতে যাহা কিছু দৃষ্ট করিতেছি সকলই নশ্বর। সন্তাপনিবন্ধন রূপ, শ্রী, আয়ু ও ধর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়; অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত সন্তাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে কল্যাণময় পরমাত্মাকে চিন্তা করিবে। মনুষ্য পরমাত্মাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলেই তাহার সমুদয় কামনাসিদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নিয়ন্তা নাই। তিনি

গর্ত্তস্থ বালককেও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন। নিম্ন প্রদেশপ্রবণ সলিলের ন্যায় আমি তাঁহারই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেছি আমি বন্ধ ও মোক্ষ উভয়ই অবগত আছি, তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শ্রেয়স্কর মোক্ষ লাভের উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না। পরমাত্মার নিয়োগানুসারে আমাকে কখন ধর্ম্মের ও কখন বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে যাহার যাহা প্রাপ্তব্য তাহার তাহাই প্রাপ্তি হইয়া থাকে কেহ কখন ভবিতব্যকে অতিক্রম করিতে পারে না। বিধাতা প্রাণিগণকে বারম্বার যে যে গর্ত্তবাসে নিযুক্ত করেন তাঁহাদিগকে সেই সেই গর্ত্তেই বাস করিতে হয় কোন প্রাণীই স্বীয় ইচ্ছানুসারে গর্ত্ত আশ্রয় করিতে পারে না যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উপস্থিত হইলে ভবিতব্যকেই তাহার কারণ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে কখনই বিমোহিত হইতে হয় না প্রাণিগণ কালপ্রভাবেই পর্য্যায়ক্রমে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি কখন অন্য ব্যক্তিকে সুখ বা দুঃখ প্রদান করিতে পারে না অতএব দুঃখের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ ও আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করাই মূর্খতার কার্য্য" ইত্যাদি ম শা মো ২২৬ অ

"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ও মানসিক ক্লেশে সমুদয় জগৎ সমাচ্ছন্ন দেখিয়া মোক্ষপদ লাভে যত্নবান্ হইবেন এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র, অহঙ্কারপরিশূন্য ও সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সুখে বিহার করিবেন। ম শ মো। ২১৫ অ।

"জীবন শরীরের সহিতই উৎপন্ন হয়, শরীরের সহিতই

বর্ত্তমান থাকে এবং শরীরের সহিতই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত অকৃতার্থ মানবগণ বিবিধ স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া সলিলস্থ সিকতময় (বালুকাময়) সেতুর ন্যায় অচিরাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তৈলকারগণের ন্যায় অজ্ঞানসম্ভূত ক্লেশ সমুদয় তিলরাশির ন্যায় পাপিগণকে আক্রমণ করিয়া সংসারচক্রে অনবরত নিপীড়িত করিতেছে নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ ভার্য্যাদির পোষণার্থে চৌর্য্য প্রভৃতি বিবিধ কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া স্বয়ং একাকী উভয় লোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে যাহারা স্ত্রী পুত্র কুটুম্বাদির প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই মহাপঙ্কে নিপতিত জীর্ণ বনহস্তীর ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতে হয় অর্থনাশ, পুত্রবিয়োগ, ও জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে লোকে দাবানল সদৃশ বিষম দুঃখে দগ্ধ হইয়া থাকে এই সংসারে সুখ দুঃখ এবং ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য সমুদয়ই দৈবায়ত্ত কি বন্ধুহীন, কি বন্ধুসম্পন্ন, কি শত্রুসমাক্রান্ত, কি মিত্রগণের সমাদৃত, কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, সমুদয় ব্যক্তিই দৈব প্রভাবেই সুখলাভ করিয়া থাকে সুহৃদ্বর্গ সুখের ও শত্রুগণ দুঃখের কারণ নহে প্রজ্ঞাপ্রভাবে অর্থ ও অর্থ হইতে সুখলাভ হয় না, বুদ্ধি ধনলাভের ও মূঢ়তা অর্থনাশের হেতু নহে কি বুদ্ধিমান্, কি নির্ব্বোধ, কি ধীর, কি ভীরু, কি অলস কি দীর্ঘদর্শী কি দুর্ব্বল কি বলবান্, সুখ সকলকেই আশ্রয় করিয়া থাকে ফলত দৈব যাহাকে সুখ প্রদান করে সেই ব্যক্তিই সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় দৈব অনুকূল না হইলে সুখভোগের চেষ্টা নিতান্ত নিরর্থক বৎস, গোপ, স্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধপান করে, সেই

তাহার যথার্থ অধিকারী, অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ বিড়ম্বনা মাত্র ম শা .মো ১৭৪ অ

অমিয় ভিক্ষায় সুখ কোথায় এবং ভিক্ষুকের লক্ষণ কি ?

মহা প্রবৃত্তিমার্গের লোকেদের নাই, নিবৃত্তিমার্গের লোকেদের আছে "অকিঞ্চন ব্যক্তিই সুখে শয়ন ও সুখে গাত্রোত্থান করে ইহলোকে অকিঞ্চনতাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ সুখলাভের একমাত্র নিদান কামাত্মা ব্যক্তিদিগের উহা লাভ করা নিতান্ত সুকঠিন, কিন্তু সংসারবিরত ব্যক্তিরা উহা অনায়াসে লাভ করিতে পারে বিশুদ্ধাত্মা অকিঞ্চন দরিদ্রের সমকক্ষ ব্যক্তি ত্রিলোকমধ্যে নয়নগোচর হয় না রাজ্য ও অকিঞ্চনতা এই উভয়কে পরিমাণ করিলে অকিঞ্চনতা সর্ব্বাংশে অতিরিক্ত হইয়া থাকে বিশেষতঃ ঐ উভয়ের এই এক মহৎ বৈলক্ষণ্য আছে যে, রাজ্যেশ্বর নিরন্তর কালগ্রস্তের ন্যায় নিতান্ত উদ্বিগ্ন থাকেন। আর অকিঞ্চন ব্যক্তি ধনত্যাগ নিবন্ধন অগ্নি, অশুভগ্রহ, মৃত্যু বা দস্যু হইতে কিছুমাত্র ভীত হয় না। যে ব্যক্তি শান্তিগুণ অবলম্বন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ ও বাহু উপাধান করিয়া ধূলিতে শয়ন করে দেবতারাও সতত তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া থাকেন ধনবান্ ব্যক্তি ক্রোধ লোভের বশীভূত হইয়া বক্র ভাবে দর্শন, মুখবিকার প্রদর্শন, ভ্রূকুটি বন্ধন, অধরোষ্ঠদংশন ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক পৃথিবী দানে উদ্যত হইলেও কেহই তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে অভিলাষী হয় না। ঐশ্বর্য্যসেবা অবিচক্ষণ ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিয়া সমীরণ সঞ্চালিত শরৎকালীন জলধরের ন্যায় বিচলিত করিতে থাকে" ইত্যাদি ম শা মো ১৭৬অ।

"যাঁহার ক্রোধ নাই, লোষ্ট্র প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান, শোক নাই, সন্ধি ও বিগ্রহ নাই, যিনি নিন্দায় ও প্রশংসায় উপেক্ষা প্রদর্শন ও উদাসীনের ন্যায় প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয় পরিত্যাগ করেন তিনিই ভিক্ষুক।" ম উ প্রভা প ৩৭ অ

"মোহান্ধ ব্যক্তিরাই বিবিধ দুঃখকে সুখজ্ঞান করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মফলে সর্ব্বদা নিবদ্ধ হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করে। তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসার মধ্যে চক্রের ন্যায় বারম্বার পরিভ্রমণ করিতে হয়।" ম। শা। মো ৩৩০ অ

দেখ তুমি ক্রিয়াবান্ হইয়াও সাংসারিক লোকের অধম হইয়াছ তুমি যখন এখানে আসিয়াছিলে তখন বলিয়াছিলে কিনা যে একটি বন্ধুর মৃত্যুতেই জগতের সুখদুঃখের পরিচয় পাইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে তাহার বিপরীত দেখিতেছি কেন? বুদ্ধিমান্ লোক মাত্রেই একটী পুত্রবিয়োগের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া অন্যান্য পুত্রের প্রতি স্নেহত্যাগ করে। আর নির্ব্বোধেরাই একটী পুত্রের মৃত্যু হইলে অন্য গুলিতে আসক্তি বাড়াইয়া অশেষবিধ ক্লেশভোগ করিয়া থাকে।

"শারীরিক ও মানসিক দুঃখ বিদ্যমান থাকিতে যোগাভ্যাসে যত্ন হয় না, অতএব দুঃখচিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়" ম শা মো। ২০৫ অ।

অমিয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা কি কখনই মোহিত হয়েন না?

মহ। এ বিষয়ে প্রহ্লাদ ইন্দ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শুন? "যে ব্যক্তি প্রকৃতিকে অবগত হইতে অসমর্থ হইয়া কেবল প্রকৃতির কার্য্যসমুদয় অবগত হয়, সে অজ্ঞাননিবন্ধন নিতান্ত বিমুগ্ধ হইয়া থাকে আর যিনি প্রকৃতিকে উত্তমরূপে

অবগত হইতে সমর্থ হন, তাঁহাকে আর বিমোহিত হইতে হয় না, যিনি এই জগতীতলস্থ সমুদয় পদার্থ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারেন তাঁহার দর্প বা অভিমান কিছুই থাকে না।

যখন আমি ধর্মকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন, এবং সমুদয় পদার্থ বিনশ্বর বলিয়া অবগত হইয়াছি আর যখন মমতা, অহঙ্কার, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও বন্ধনপরিশূন্য হইয়া পরমসুখে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয় অবলোকন করিতেছি তখন আর কি নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিব? যে ব্যক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, দমগুণান্বিত, নিস্পৃহ ও অবিনশ্বর আত্মাকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাকে কখন কোন ক্লেশভোগ করিতে হয় না। যাহা হউক যিনি আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন তাঁহার বুদ্ধি নিতান্ত দূষিত কখন তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ নহে। যদি জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তা হইতেন তাহা হইলে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা সফল হইত, কখনই বিফল হইত না। যখন প্রাণিগণের মধ্যে কেহ কেহ যত্নবান্ হইয়াও অনিষ্টপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ সহ্য করিতেছে এবং কেহ কেহ বিনা যত্নেও ইষ্টসম্ভোগ করিতেছে এবং অনিষ্ট নিবারণে সমর্থ হইতেছে, আর যখন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে অতি সামান্য অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট ধনপ্রত্যাশা করিতে দেখা যাইতেছে, তখন আমার মতে কি মোক্ষলাভ, কি আত্মজ্ঞান, সমুদয়ই প্রকৃতি হইতে সম্ভূত হইয়া থাকে। আর যদি সমুদয় বিষয়ই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইল তবে লোকের কোন বিষয়ে অভিমান করা নিতান্ত নিরর্থক। ম. শা. মো. ২২২ অ।

যোগারূঢ় মহাত্মারা কখনই অন্যের সুখদর্শনে সুখাভিলাষী, অনুপস্থিত বিষয় লাভের চিন্তা করিয়া আনন্দিত, বিপুলার্থ লাভে পরিতুষ্ট বা অর্থনাশে বিষণ্ণ হন না। বান্ধব, ঐশ্বর্য্য, কুল, শাস্ত্রজ্ঞান, মন্ত্র বা বীর্য্য দ্বারা পারলৌকিক দুঃখের শান্তি হয় না। এক মাত্র শীল দ্বারাই পরলোকে শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। যোগবিহীন ব্যক্তিদিগের মোক্ষবিষয়িনী বুদ্ধি নাই যোগ ব্যতীত কেহই সুখ লাভে সমর্থ হয় না। দুঃখ ত্যাগ ও ধৈর্য্যই সুখোদয়ের কারণ প্রিয় বস্তু দ্বারা হর্ষ ও হর্ষ দ্বারা গর্ব্ব জন্মিয়া থাকে, গর্ব্ব জন্মিলেই লোককে নরকে গমন করিতে হয়" ম শা মো ২৮৭ অ

অমিয় জীব সকল কলেবর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে তাহারা কি আবার সেই শরীরেই ইহলোকে আগমন করে?

মহা সেই শরীরেই আগমন করে "ভোগ ব্যতীত কখনই কর্ম্ম সমুদয়ের বিনাশ হয় না কর্ম্ম প্রভাবেই লোকের শরীর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই শরীর যে সমুদয় মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তৎসমুদয়ে পরমাত্মার অধিষ্ঠান থাকে বলিয়া দেহনাশ হইলেও তাহাদের নাশ হয় না লোকে পূর্ব্বতন অদৃষ্ট প্রভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে নিশ্চয়ই যথাকালে উহার ফল উৎপন্ন হয় আত্মা সেই কর্ম্ম ও মহাভূত সমুদয়ে লিপ্ত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করেন আত্মার নাশ নাই এবং উনি মহাভূত সকলকেও কখন পরিত্যাগ করেন না। লোকের যে পর্য্যন্ত কর্ম্ম ক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার পূর্ব্বতন রূপ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয় কর্ম্ম ক্ষয় হইলেই তাহার রূপের অন্যথা হইয়া থাকে লোকে আত্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ

করিয়া পুনরায় যখন ইহলোকে প্রত্যাগমন করে তৎকালে উহার রূপের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু যখন তাহার সেই শরীর পূর্ব্বতন শরীরের মহাভূত সমুদয়ের দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তখন এই শরীর যে পূর্ব্বতন শরীর তাহার আর সন্দেহ নাই অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বচ্ছেদন সময়ে এই শ্রুত্যানুযায়ী বাক্য কীর্ত্তিত হইয়া থাকে যে, অশ্বগণ লোকান্তরে গমন করিলেও উহাদিগের প্রাণ ও শরীর উহাদিগকে পরিত্যাগ করে না আর পশুগণ যজ্ঞে নিহত হইয়া দেবতাদিগের পথ অবলম্বন করিয়া দেবলোকে গমন করে তুমি যজ্ঞ আরম্ভ করিলে তোমার হিতার্থী দেবগণ যজ্ঞস্থলে আগমন পূর্ব্বক নিহত পশুদিগকে স্বর্গে নীত করিয়াছেন। যখন পঞ্চভূত ও আত্মা নিত্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তখন লোকের শরীর অনিত্য হইবে কেন? যাহারা মোহবশত আত্মা নানা শরীর পরিগ্রহ করেন বলিয়া বিবেচনা করে তাহারাই আত্মীয় বিয়োগে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া থাকে যাঁহারা সংযোগ ও বিয়োগ এই উভয়কে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া নিঃশঙ্ক হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদিগকে সংযোগজনিত সুখ ও বিয়োগজনিত দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। জীবাত্মা কেবল অভিমান নিবন্ধন পরমাত্মা বলিয়া অভিহিত হন না। উনি উৎকৃষ্ট বুদ্ধি প্রভাবে দেহ হইতে বিমুক্ত হইলেই পরমাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া থাকেন ফলত মনুষ্যের শরীর ও আত্মা অবিনশ্বর লোকে যে শরীর পরিগ্রহ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে সেই শরীরেই তাহার ফলভোগ করিতে হয় সে মন দ্বারা মানসিক ও শরীর দ্বারা শারীরিক কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে” ম আ বা পুত্র দর্শন পর্ব্ব ৩৪ অ

অমিয়। জীব কিরূপে মুক্ত ও স্নেহশূন্য হইতে পারে ?

মহা ঐ বিষয়ে দেবর্ষি নারদ, শুকদেবকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহ শুন। নারদ বলিলেন, 'হে বৎস! শোকনাশন শান্তিকর শাস্ত্র শ্রবণ করিলে বিশুদ্ধবুদ্ধি লাভ ও পরম সুখ অনুভব হইয়া থাকে সহস্র সহস্র প্রকার শোক ও ভয় প্রতিদিন মূঢ়দিগকেই আশ্রয় করে, পণ্ডিতেরা কখনই ঐ সমুদয়ে অভিভূত হন না। এক্ষণে আমি তোমার অনিষ্টনাশের নিমিত্ত কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। বুদ্ধিকে বশীভূত করিতে পারিলেই শোক সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায় অল্পবুদ্ধি মূঢ়-ব্যক্তিরাই অনিষ্টসংযোগ ও ইষ্টবিয়োগ নিবন্ধন মানসিক দুঃখে অভিভূত হয়; অতএব অতীত বস্তুর গুণ চিন্তা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে যাহারা অতীত বিষয়ের চিন্তায় আসক্ত হয়, তাহারা কোন কালেই স্নেহপাশ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হয় না। মহাত্মারা কোন বিষয়ে অনুরাগ জন্মিবার উপক্রম হইলে সেই বিষয় অনিষ্টজনক ও দোষের আকর বিবেচনা করিয়া অচিরাৎ তাহা পরিত্যাগ করেন। যাহারা অতীত বিষয়ের নিমিত্ত অনুতাপ করে তাহাদিগকে ধর্ম্ম অর্থ ও যশোলাভে বঞ্চিত হইয়া অতি কষ্টে কাল হরণ করিতে হয় অনুতাপ দ্বারা কখনই অতীত বিষয় লাভ করা যায় না সমুদয় প্রাণীই কখন বিষয় প্রাপ্ত ও কখন বা বিষয়চ্যুত হইতেছে ইহলোকে কোন ব্যক্তিই সমুদয় ঘটনা দ্বারা শোক যুক্ত হয় না যাহারা মৃতব্যক্তির উদ্দেশে অথবা প্রিয় বস্তুর বিয়োগে দুঃখ প্রকাশ করে তাহারা দুঃখের দ্বারা দুঃখই লাভ করিয়া থাকে। যাহারা ইহলোকে জন্ম মরণ প্রবাহ অবলোকন করিয়া ইষ্ট-বিয়োগে শোক

প্রকাশ ও অশ্রুপাত না করেন তাঁহারা যথার্থই সম্যগদর্শী কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে যদি প্রভূত যত্নেও উহা নিবারণ করা না যায় তাহা হইলে ঐ দুঃখের চিন্তা করা কখনই কর্ত্তব্য নহে চিন্তা না করাই দুঃখ শান্তির মহৌষধ চিন্তা করিলে কখনই দুঃখের হ্রাস হয় না বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে অতএব জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবেই এইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় নিতান্ত বালকের ন্যায় শোক হর্ষাদিতে অভিভূত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে যৌবন, রূপ, জীবন, দ্রব্যসঞ্চয়, আরোগ্য, ও প্রিয়সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে পণ্ডিত ব্যক্তিরা কখনই ঐ সমুদয় বিষয়ে আসক্ত হন না ইহলোকে সকলেরই পুত্রাদিবিয়োগ হইতেছে, অতএব তন্নিবন্ধন শোক প্রকাশ করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কদাপি কর্ত্তব্য নহে যদি পুত্রাদি-বিয়োগ দর্শনে শোকের উপক্রম হয়, তাহা হইলে প্রযত্ন সহকারে উহা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য ইহলোকে প্রায় সমুদয় মনুষ্যকেই সুখের পর বহুবিধ দুঃখভোগ করিতে হয় এবং সকলেই মোহবশত বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও মৃত্যুরে অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকে উহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ উভয়ই পরিত্যাগ করিতে পারেন তিনিই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভে সমর্থ হন পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া কখনই শোক করেন না অর্থ উপার্জ্জন রক্ষা ও পরিত্যাগ করিবার সময় বিষম দুঃখ ভোগ করিতে হয়। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্লেশ প্রদান করে; অতএব

অর্থনাশনিবন্ধন চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মূঢ় ব্যক্তিরাই উত্তরোত্তর ধনের উন্নতি লাভ করত বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়; কিন্তু পণ্ডিতেরা সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। কালক্রমেই সমুদয় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, সমুদয় উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগ মাত্রেরই বিয়োগ এবং জীবিত ব্যক্তি মাত্রেরই মরণ হইবে বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই সন্তোষই পরম সুখের মূল, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা সন্তোষকেই পরমধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আয়ু নিরন্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে নিমেষমাত্রও উহার বিশ্রাম নাই, অতএব শরীর যখন চিরস্থায়ী নহে তখন ইহলৌকিক কোন বিষয়ই চিন্তা করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য নহে যাঁহারা স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা মনের অগোচর সর্ব্বভূতের অন্তর্গত পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া শোক পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারাই পরম গতি লাভে সমর্থ হন ব্যাঘ্র যেমন পশুকে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ মৃত্যু অর্থান্বেষণপরায়ণ বিষয়ভোগে অতৃপ্ত মূঢ়দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায় অতএব মৃত্যু যন্ত্রনা মোচনের উপায় চিন্তা করা মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য মানবগণ শোকবিহীন হইয়া কার্য্যারম্ভ এবং বিষয়মুক্ত হইয়া দুঃখ পরিত্যাগ করিবে। কি বলবান্ কি নির্ধন যে ব্যক্তি যে সময়ে রূপরসাদি বিষয় সমুদয় ভোগ করে, তাহার তৎকালেই সুখলাভ হয়; কিন্তু পরে সেই সুখের লেশমাত্রও থাকে না যখন পরস্পর সংযোগের পূর্ব্বে প্রাণিগণের দুঃখ উপস্থিত হয় না, তখন পরস্পরের বিয়োগে শোক করা ও স্থিতিস্থ ব্যক্তিদিগের কখনই কর্ত্তব্য নহে মানবগণ ধৈর্য্য দ্বারা শিশ্ন ও উদর, চক্ষুর দ্বারা হস্ত ও পদ, মন

দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ, এবং বিদ্যা দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে যাঁহারা কি পূজ্য, কি ইতর, সমুদয় লোকের সহিত প্রণয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে কালহরণ এবং যাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব নিরত, নিরপেক্ষ ও লোভহীন হইয়া আত্মাকে সহায় করিয়া ইহলোকে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকেই যথার্থ সুখী ও পণ্ডিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়" ম। শা মো ৩৩১ অ।

"মনুষ্যেরা সুখদুঃখমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠাননিবন্ধন বারম্বার জন্ম ও মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে উহারা কেবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া উহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত শুক্রশোণিত-সম্ভূত পুরীষমূত্রক্লিন্ন গর্ভে বাস করিতেও স্বীকার করে। স্ত্রীলোকেরাই জীব প্রবাহ প্রবাহিত করে প্রকৃতি যেমন পুরুষকে তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীবকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন ঐ ঘোররূপা স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে, উহারা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে লোকে যেমন সদেহজ ক্রিমিগণকে অনাত্মীয়বোধে দেহ হইতে পরিত্যাগ করে; সেইরূপ আত্মদেহসম্ভূত পুত্রগণকেও অনাত্মীয়বোধে পরিত্যাগ করিবে। দেহের রেতোরূপ স্নেহাংশ দ্বারা পুত্র ও দেহের স্বেদরূপ স্নেহাংশ দ্বারা ক্রিমিকীটাদি স্বভাব বা কর্ম্ম যোগ প্রভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে অতএব বুদ্ধিমান্

ক্রিমিকীটাদির ন্যায় পুত্রদিগকেও সতত উপেক্ষা করিবেন’ ম শা তৈা ২১৩।

পরদিবস গুরুশিষ্যে প্রস্তরে বসিলে—

অমিয় আমি মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা অথচ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় ইহা কি প্রকারে সম্ভবে ?

মহা যতক্ষণ তুমি মিথ্যা ততক্ষণ সমস্তই মিথ্যা। যতক্ষণ তুমি আপনাকে আপনি না জানিতেছ, ততক্ষণ কোন বস্তুই তোমার জানিবার ক্ষমতা নাই তবে যাহা দেখিতেছ ও শুনিতেছ সমস্তই ইন্দ্রজালের ন্যায় সত্য বোধ করিতেছ

মিথ্যাশব্দে—ভ্রম, ক্ষণভঙ্গুর ও পরিবর্ত্তনশীল। মিথ্যা দুই প্রকার প্রধান মিথ্যা ও তত্ত্ব মিথ্যা

প্রধানমিথ্যা—সর্পে রজ্জুভ্রম তত্ত্বমিথ্যা—সর্প সর্প নহে, অর্থাৎ যে ব্রহ্ম হইতে সর্প হইয়াছে বিচার দ্বারা সেই ব্রহ্মকে জানা নিজেকে নিজে না জানিলে ও না দেখিলে জগতের কিছুই জান বা দেখ যায় না।

অমিয় কেমন করিয়া ?

মহা তোমার সম্মুখে থড়েড ঐ কলাপাতাখানি কথন অত বড় হইয়াছে তাহা তুমি বলিতে পার ?

অমিয় ২২২০ দিনে অত বড় হইয়াছে

মহা। দেখ ঐ পাতাখানি নিয়ত বৃদ্ধি হইয়া অত বড় হইয়াছে, কিন্তু ঐ পাতাখানি গাছের ভিতর হইতে অণুস্ম রূপে যে নিয়ত বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে সে বৃদ্ধির বিষয় তুমি দেখিতে পাও নাই ও পাইতেছেও না, এবং বলিতেও পার না আর ঐ পাতাখানি নিয়ত বাড়িয়া তোমার

স্থূলদৃষ্টির বিষয় হইলেও তুমি পাতাখানি দেখিয়াও দেখিতে পাইতেছ না

অমিয় কেন ?

মহা জগত গতি ও পরিবর্ত্তনশীল হওয়া নিমিত্ত জগৎ ও জগতস্থ কিছুই স্থির নহে, তন্নিমিত্ত কলাপাতাখানি কেবল গতি বিশিষ্ট নহে, কেমন পরিবর্ত্তনশীল দেখ ? ঐ পাতাখানি যখন গাছের ভিতর হইতে বাহির হইয়াছিল, তখন উহা কেমন শাদ ও কোমল ছিল, ক্রমে উহা যত বাহির হইতেছে তত উহার রং পরিবর্ত্তন ও উহা কেমন কঠিন হইতেছে। যখন তুমি পাতাখানি দেখিতে যাইতেছ তখন পাতাখানির সবুজ রংয়ে তোমার মন আকৃষ্ট হওয়ায় পাতাখানি দেখিতে পাইতেছ না, এবং পাতাখানির বর্ণ পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় রং ও দেখিতে পাইতেছ না তুমি নিজে গতি-বিশিষ্ট, পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণভঙ্গুর হওয়ায় পাতাখানিতে তোমার মনের যোগ ও হইতেছে না এই সমস্ত কারণবশত পাতা খানির কোন অংশই প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইতেছ না অথচ বলিতেছ আমি উত্তমরূপে পাতাখানি দেখিতেছি যখন বুদ্ধিকে সূক্ষ্ম ও স্থির করিয়া তুমি নিজে কে তাহা জানিতে পারিবে, তাহার পর জগৎ মিথ্যা ব্রহ্ম সর্ব্বত্রে দেখিয়া বিশ্বাস হইবে, নতুবা মুখের কথায় কিছুই হইতেছে না কেবল কথা মাত্রই সার হইতেছে ইহার মধ্যে যেটুকু জানিবার শক্তি আছে মোহিত হওয়ায় সেটুকুও লোকের না থাকার মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে

অমিয় কেমন করিয়া ?

মহা একটি নির্জ্জন স্থানে প্রেমোন্মত্ত যুবক যুবতীর প্রেমালাপ দেখিতে দেখিতে লোকে নিজে কামমোহিত হইয়া তাহাদের প্রেমালাপ যেরূপ আর দেখিতে পায় না, তদ্রূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে মোহিত হওয়ায় ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়ও জানিতে পারে না।

অমিয় শাস্ত্র পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হয় কি না ?

মহা যেরূপ রুটী প্রস্তুতের পুস্তক পাঠে পেট ভরে না ; তদ্রূপ কেবল শাস্ত্র পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহারা সংযত বাক্ হওয়ায় একপ্রকার মৌনী হইয়া পড়েন

অমিয় তবে শিশু, বোবা, আর মৌনব্রতধারী ও ব্রহ্মজ্ঞ ?

মহা শিশু কাঁদিয়া মাকে ডাকে বোবা নানাপ্রকার ইঙ্গিত ও অস্পষ্ট শব্দের দ্বারা আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, আর মৌনব্রতধারী হুঁ হুঁ ঘুঁ ঘুঁ শব্দে ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা ঘৃত চাহিয়া খায়।

অমিয়। তবে মৌনী কে ?

মহা মনকে সম্যক প্রকারে মনেতে লীন করায় যাঁহার কথা কহিতে ইচ্ছা করে না তিনি মৌনী মধুমত্ত মৌমাছির ন্যায় তিনি চুপ করিয়া থাকেন আর যাহার প্রাপ্তি হয় নাই সে চীৎকার করিয়া বেড়ায়

"মনমে মন সমানা, তব অমর পদ্ পানা (কবির সাহেব)"

মনেতে মনকে প্রবেশ করিয়া দেও, তবে অমর পদ পাও

অমিয় মৌন কাহাকে বলে ?

মহা "পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন মান ■ মৌন একত্রে

থাকে না। ইহলোক সম্মানের ও পরলোক মৌনের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে'। ম উ প্রজ প। ৪১ অ

"সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ, সমস্ত বেদ ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না; এবং বেদ ও অয়ং শব্দ যাহ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে সেই পরব্রহ্ম মৌন বলিয়া অভিহিত ও তিনিই মৌনময়" ম। উ। প্রজা। প ৪২ অ

অমিয়। যদি আমি সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম বলিয় মানিয়া লই যেমন ঘটি ব্রহ্ম, বাটি ব্রহ্ম কুবাক্য ব্রহ্ম দুষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম, আমি ব্রহ্ম ইত্যাদি, তাহ হইলে কি আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইবে না?

মহা ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মের ক্ষমতা সকল অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব ও সর্ব্বশক্তিমত্তা হয় ক্ষমতা হইল না অথচ মুখে ছুইবার সমস্ত ব্রহ্মময় বলিয়া পাপের বংশবৃদ্ধি করায় অধর্ম্ম হওয়ায় পুনঃ পুনঃ নরকে পতিত হইতে হয় "ব্রহ্মজ্ঞান অতি সুকঠিন আমি ব্রহ্ম এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে মন বিলীন হইলে পর ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা সকল বৃত্তি বিবোধিকা বিদ্যা নাম্নী এক অবস্থা লাভ হইয়া থাকে, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়" ম। উ প্রজা প ৪৩ অ

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্ত্বভিমানঃ সাঙ্খ্য ৬ অ ১৪৭ শ্লোক

এ উপরাগ জবা স্ফটিকের ন্যায়, কেবল অভিমান মাত্র নহে। জবা ফুলের নিকটস্থ স্ফটিকে জবা ফুলের আভা লাগায় স্ফটিক যে প্রকার লাল আভা বিশিষ্ট হয় তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও ব্রহ্ম গুণবিশিষ্ট হন কেবল মুখে আমি ব্রহ্মজ্ঞ বলিলে ব্রহ্মজ্ঞ হয় না এই বিষয় সামবেদে বিশেষ করিয় লেখা আছে।

অমিয় ব্রহ্মচর্য্য কি ?

মহা , "প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়ের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের সংযোগ নাই, উহা শব্দাদি বিহীন এবং রূপাদির অনুভবাত্মক, মনুষ্য অধ্যবসায় সহকারে সেই পাপশূন্য ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মচর্য্য পরিজ্ঞাত হইবে " ম শ মো ২১৪ অ

"মদ্য-মাংস পরিত্যাগই উৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য, (লৌকিক) বেদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর বিষয় বৈরাগ্যই যথার্থ পবিত্রতা " ম অনু প ২২ অ

অমিয় দিবসে তিনবার স্নান করা হবিষ্য করা ইত্যাদি নানাপ্রকার কঠোর কার্য্যের নামইত ব্রহ্মচর্য্য ?

মহা যদি শরীরকে কষ্ট দিলেই ব্রহ্মচর্য্য হইত তাহ হইলে ভগবান্ গীতার ১৫ অ ৬ শ্লোকে, দম্ভ অহঙ্কারযুক্ত হইয়া অভিপ্রায়, আসক্তি ও আগ্রহের সহিত চিত্ত হীন হইয়া যাহারা শরীরস্থ ভূতসমূহকে ক্লেশ দেয়, তাহারা দেহমধ্যস্থ আমাকেও ক্লেশ প্রদান করে এ প্রকার অশাস্ত্র বিহিত ঘোরতপস্যাকারিদিগকে নিশ্চয়রূপে অসুর বলিয়া জানিও এ কথা লিখিতেন না এই পার্ব্বতীয় দেশে যাহারা বাস করে, এই বরফের মধ্যে তাহাদিগকে প্রত্যহ তিনকালে তিনবার করিয়া স্নান করিতে হইলে তাহারা এখানে কি প্রকারে বাস করিতে পারিত .

অমিয় চারি আশ্রমের বিষয় বলিতে আজ্ঞা হয়

মহা ! ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ■ সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম অধিকারিভেদে চারি প্রকার লৌকিক আশ্রমের বিষয় অনেক শুনিয়াছ, এক্ষণে অলৌকিকের বিষয় শুন ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ব্রহ্মচারী দুই প্রকার

১ ম নৈষ্ঠিক ২ য উপকুর্ব্বাণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রম ন করিয়া অর্থাৎ দেহরূপ গৃহের রহস্য ভোগ ন করিয়া যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে থাকেন; আর উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী এই শরীররূপ গৃহের ও ব্রহ্মের রহস্য যিনি ভোগ করেন

গৃহস্থ—যিনি এই শরীররূপ গৃহের বাহির না হন।

"বহুজন্মের সাধন দ্বারা যাহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হইয থাকে গৃহস্থাদি আশ্রম গ্রহণে তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই" ম শা মো ৩২৭ অ

"যে ব্যক্তি শরীরকে গৃহ আর শৌচকেই তীর্থ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করেন সেই ব্যক্তি উভয় লোকেই সুখভোগ করিতে সমর্থ হন" ম শা মো ২৯৯ অ

যদি আজি কালিকার গৃহস্থাশ্রমে মোক্ষলাভ হইত তাহা হইলে কাহাকেই আর নরক যাতনা ভোগ করিতে হইত না

যিনি মনকে বনস্বরূপ করিয়াছেন তিনি বানপ্রস্থাবলম্বী যিনি কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অনবরত উত্তর মুখে গমন করিতেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে উঠিতেছেন তিনি সন্ন্যাসী।

"তদনন্তর বনবাসী হইয়া শাস্ত্রানুসারে প্রতিনিয়ত অতিথিদিগের সৎকার ও হোম কার্য্যে নিরত থাকিবেন এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে বিষয়রাগ বিহীন ও সুখ দুঃখ পরিবর্জ্জিত হইয়া জীবাত্মাতে অগ্নিসংস্থাপন পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন" ম শা মো ৩২৭ অ

সুষুম্নাদণ্ড ত্যাগ করিয়া কেবল বংশদণ্ড গ্রহণ করিলে

এবং বনে গমন করিয়া কেবল শরীরকে কষ্ট দিলে, বিবাহ করিয়া কেমন শূকরের পাল বাড়াইলে আর পানকৌড়ি পাখী হইয়া কেবল জলে ডুব দিলে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না বাহিরের সদাচার সকল সর্ব্বত্রে সমানভাবে সুসম্পন্ন হইতে পারে না ; তবে যেখানে যতদূর পারা যায় ততদূর করা উচিত কারণ "জ্ঞানবান ব্যক্তির মোক্ষমার্গ প্রকাশক প্রদীপ সদাচারকে ধর্ম্মের সাধন ও জ্ঞানকে পরব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন " ম অশ্ব প ৪৭ অঃ ।

অমিয় ভিতরের তিনবার স্নান কি ?

মহা "মনোমালিন্য পরিষ্কারের নাম স্নান ' ম ব প যক্ষ । যু সম্বাদ

এক ব্রহ্মেতে থাকিলেই মনোমালিন্য পরিষ্কার হয় সদা ব্রহ্মেতে থাকিবার যাহাদের ক্ষমতা হয় নাই তাহারা, অভাবে ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার ব্রহ্মে থাকিয়া মনোমালিন্য পরিষ্কার করিবে ।

পর দিবস অপরাহ্নে প্রস্তরে বসিলে—

অমিয় শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যিনি মনুষ্য রূপ ধারণ করিয়া এই বাহিরের বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকায় লীলা করিয়াছিলেন তাঁহাকে ভজন করিলে কি মুক্তি হইবে না ?

মহা আচ্ছা তোমারই কথা থাক অর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা তখন তিনি মুক্তপুরুষ, কেমন ? যদি তাহা হইত তাহা হইলে গীতায় মুক্তি নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সাংখ্য, কর্ম্ম, ভক্তি, অনন্যভক্তি সহকারে জ্ঞান লাভ করিয়া, তত্ত্বের দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া যোগী হইবার উপদেশ দিতেন না

"পণ্ডিতেরা তত্ত্বনিশ্চয়কে মোক্ষলাভের বীজস্বরূপ এবং বুদ্ধিকে

ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ম শা যে ১১৯ অ।

শ্রীকৃষ্ণ যে স্থূল মনুষ্যরূপ ধারণ করেন নাই অথচ আত্মারূপে সর্ব্বত্রে আছেন এ কথা তিনি বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন যদি তিনি কখন যোনি হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেন তাহা হইলে এই ভ্রম গুণে তিনি অজ নামে খ্যাত হইতেন না

এই শরীরে অগ্নি জ্ঞানময়জীবরূপ অর্জ্জুন ও কূটস্থব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ রহিয়াছেন কর্ম্মবিপাকবশত জীবরূপ অর্জ্জুনের কূটস্থরূপ শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান হইতেছে না তজ্জন্য কূটস্থরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জীবরূপ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, আমাকে ভক্তিসহকারে সাঙ্খ্য ও কর্ম্মযোগের দ্বারা তত্ত্বে তত্ত্বে না জানিলে তোমার মুক্তি হইবে না, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে তবে ব্যাস দেব বাহিরের মথুরার রাজ মানুষ কৃষ্ণ ও মানুষ অর্জ্জুনকে অবলম্বন করিয়া ভিতরের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করিতে পারেন না কারণ আত্মা জীবাত্মা দ্বারা সমস্ত কার্য্য করিতেছেন

অমিয় ভগবান্ বলিয়াছেন, হে গুড়াকেশ সকল ভূতের অন্তরস্থ আত্মাই আমি ; এই কথায় বোধ হইতেছে যেন, আত্মা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের আর একটি স্থূল রূপ ছিল ?

মহা কর্ম্ম ভিন্ন ভোগায়তন স্থূল দেহের উৎপত্তি হয় না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থূলদেহ ধারণ করিয়াছিলেন যদি বল, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য জীবের ন্যায় সমল ঈশ্বরের ন্যায় নির্ম্মল নহেন। যখন সমল হইয়া অন্যান্য স্থূল দেহাভিমানী জীবের ন্যায় কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত স্থূলদেহ ধারণ করিলেন, তখন সেই

স্থূলদেহে ঈশ্বর ভাব (মহিমা সকল) হইতে পারে না যদি মল-সত্ত্বে নির্ম্মল গুণ স্বীকার কর তাহা হইলে জগতের জীব মাত্রেরই ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতা থাকিত

অমিয় যোগীরা যেরূপ অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম তদ্রূপ ভগবান্ যোগী অপেক্ষাও অলৌকিক কার্য্য সকল করিতে পারিতেন

মহা। যোগীরা পরিশ্রম সহকারে যোগাভ্যাস করিয়া অলৌকিক ক্ষমতাশালী হন ; কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রসূতাগার হইতেই অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। ভগবান্ যদি যোগীদিগের ন্যায় যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়া অলৌকিক কার্য্য করিতেন তাহা হইলে স্বীকার করিতাম যে ভগবান্ মনুষ্য যোনি হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন।

অমিয় পৃথিবীতে তিন প্রকারের অধিকারী আছে ১ পক্ষীর ন্যায় উত্তম ২ বানরের ন্যায় মধ্যম ৩ পিপীলিকার ন্যায় অধম এই তিন প্রকার অধিকারীর মধ্যে ভগবান্ উত্তম অধিকারী ছিলেন ?

মহা। উত্তম অধিকারী পক্ষীকে বাসা হইতে উড়িয়া আসিয়া গাছের ফল খাইতে হয়। এইরূপ মধ্যম ও অধম অধিকারীকে গাছে চড়িয়া ফল খাইতে হয়, তবে উত্তম অধিকারী অতি অল্প আয়াসে আর অধম অধিকারী অধিক আয়াসে ফল লাভ করে। সকল প্রকার অধিকারীকেই যত্ন করিতে হয়, বিনা যত্নে কেহই ফল লাভ করিতে পারে না ভগবান্ যখন বিনা যত্নে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন তখন তাঁহাকে কোন প্রকারে মানুষ বলিতে পার না আর তাঁহার দিব্য জন্মকর্ম্মের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি।

সনাতনধর্ম্ম আধ্যাত্মিক স্বীকার না করিয়া যদি এই স্থূল পার্থিব বিষয় বল, তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মের কথা আর বাতুলের কথা একই প্রকার। কারণ সনাতনধর্ম্ম স্থূলের বিষয় হইলে উহার অসঙ্গতি দূর হইতেই পারে না। আধ্যাত্মিক বিষয় না হওয়াতেই অন্যান্য মতাবলম্বীদের ধর্ম্মপুস্তকের অসঙ্গতি দূর হয় না। দেখ ভগবান্ বামন অবতারে তৃতীয় চরণ দিয় বলিরাজাকে পাতালে পাঠাইবার জন্য বিরাটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক চরণে পৃথিবী অপর চরণে স্বর্গ ও নাভি হইতে তৃতীয় চরণ বাহির করিয়া বলির মস্তকে দিয়া বলিরাজাকে পাতালে পাঠাইলেন। যখন তাঁহার এক চরণে পৃথিবী ঢাকিল তখন তাঁহার ঐ চরণ উপযোগী শরীরও আর একখানি চরণ কোথায় থাকিল? আর বলিরাজাদি এবং যিনি বামন অবতারের বিষয় লিখিয়াছিলেন তিনিই বা কোথায় থাকিয়া দেখিয়াছিলেন যে বিরাটের এক চরণে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিল? হয় বল পায়ের তালুতে গর্ত্ত ছিল সেই গর্ত্ত মধ্যে পৃথিবী থাকিল, না হয় পায়ের চাপনে সমস্ত চূর্ণ হইয়া গেল। যদি পায়ের তালুতে গর্ত্ত থাকা স্বীকার কর তাহা হইলে রাজাদি সকলে গর্ত্তে ঢাকিয়া থাকা অবস্থায় বিরাটের এক পায়ে পৃথিবী ঢাকিল তাহা তাঁহারা কি প্রকারে দেখিলেন? ঐ প্রকার আর এক চরণে স্বর্গও ঢাকিয়া ফেলিল এ কথাও তাঁহারা বলিতে পারেন না। তবে বলিতে পার যে প্রথমে একখানি চরণ বাহির হইয়া পৃথিবী ও অপর খানি স্বর্গ ঢাকিয়া পরে চরণ দুইখানি অন্তর্ধান হইয়া গেলে তবে তাঁহার চরণ হীন শরীর স্বর্গ মর্ত্ত্য জুড়িয়া বাহির হইল। কিন্তু তখন স্থানাভাব নিমিত্ত তৃতীয় চরণ কেমন করিয়া বাহির হইল এবং পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থ কোথায় থাকিল? যখন স্বর্গ

মর্ত্ত্য অনন্ত তখন তাহার দুই চরণে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য ঢাকিল এ কথাই বা কি প্রকারে বিশ্বাস করি? কারণ অনন্তকে কেহই সীমাবদ্ধ করিতে পারে না আর যখন ঐ বাহিরের (স্থূলের) বামন ও বিরাটমূর্ত্তি জুজুমানার মত বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায় না তখনও পাগলামি কথায় কান দেওয়া উচিত নহে এই সকল কারণে তুমি সনাতনধর্ম্মী আধ্যাত্মিক বিষয় স্বীকার না করিয়া কোন প্রকারে থাকিতে পার না।

ব্যাসদেব রূপক ছলে গীতা লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যাসদেবের বিশুদ্ধাত্মা কূটস্থব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবের মায়াচ্ছন্ন জীবাত্মা-রূপী অর্জ্জুনকে উপরোক্ত বিষয় বলিয়াছিলেন অর্থাৎ ব্যাসদেবের কূটস্থ হইতে ব্যাসদেবের জীবাত্মাতে যেরূপ অনুভব হইয়াছিল তাহাই তিনি রূপক করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন

অমিয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে নিশার্দ্ধকালে দৈবকী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, জন্মাইবার সময় প্রসূতাগারে মহৎ জ্যোতির মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদি দেবগণ করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন?

মহা শ্রীকৃষ্ণ কূটস্থব্রহ্ম কৃষ্ণপক্ষ—অপ্রকাশস্বরূপ অন্ধকার অষ্টমী—ছয় চক্র ও বুদ্ধির পর পরাবুদ্ধিতে (ব্রহ্মরন্ধ্রে)। নিশার্দ্ধকালে—অজ্ঞান রূপ অন্ধকারের অর্দ্ধেক দূর হইলে। দৈবকী—শরীর প্রসূতাগার—মস্তক যোনিমুদ্রার সময় কোন ক্রিয়াবানের ভাগ্যবশাৎ অর্দ্ধেক অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর হইলে ব্রহ্মরন্ধ্রে যখন বৃহৎ কূটস্থ দর্শন হয়, তখন মহজ্জ্যোতির মধ্যে দেবতা, ঋষি ও সিদ্ধলোক সকল করযোড়ে মহৎ কূটস্থের সম্মুখে কূটস্থব্রহ্মে দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া থাকে লোকে

মুখে বলে কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু দেখিবার সময় দেখে শাদা চন্দ্র যেমন পূর্ণিমাতে আকাশে শাদা চন্দ্র ষোড়শকলায় উদয় হয়, তদ্রূপ হৃদয়াকাশে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ষোড়শকলায় অহরহঃ বিরাজ করিতেছেন

অমিয় শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় দেবকী ও বসুদেবের সন্তান রূপে জন্ম গ্রহণ পরে কংশ ভয়ে বসুদেব কর্ত্তৃক গোকুলে নন্দভবনে রক্ষা নন্দ ও যশোদার পুত্র বলিয়া খ্যাত হইয়া গোকুল হইতে গোপ ও গোপিনী সহ ব্রজে গমন, তথায় বলরাম সহিত গোপ সকল রসভিব্যাহারে গোচারণ ননীচুরি হেতু যশোদা কর্ত্তৃক উদুখলে বন্ধন, কংশ প্রেরিত নানা অসুরকে বলরাম সাহায্যে হনন, যমুনা মধ্যস্থ কালিয় দমন, অগ্নিপান, নন্দ ইন্দ্রযজ্ঞ করিবার মানস করিলে তাঁহাকে তাহা হইতে নিবারণ ও নিজযজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শনে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বর্ষাধারা পাতিত করিলে ব্রজে গোপ ও গোপিনী রক্ষার্থে গোবর্দ্ধন ধারণ শৈশবাবস্থায় এক পদ দিয়া একখানি শকট উল্টাইয়া ফেলা বেণুরবে ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ মোহিত, বশীভূত ও নত করণ, এমন কি পরস্ত্রী সকল নিশাকালে গৃহ, স্বামী, পুত্র, আত্মীয়, পরিজন ত্যাগ করিয়া আসায় পূর্ণিমার রাত্রিতে তাহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া ও তাহাদিগের বস্ত্র হরণ এবং বলরাম সহিত মথুরায় কংশ বধ করিয়া দ্বারিকায় পুরীনির্ম্মাণ ও তথায় অবস্থান এই কৃষ্ণলীলা কি ?

মহা। শ্রীকৃষ্ণ—আত্মা

বসুদেব—পরমাত্মা

দৈবকী—শরীর

কংস—মায়া

গোকুল—কণ্ঠ কিনারায় জিহ্বা দ্বারা অবস্থিতি করা

নন্দভবন—স্থিতি স্থান

যশোদা—যিনি যশ দেন (স্থিতি শক্তি) যাহার স্থিতি হইয়াছে সকলেই তাহার যশ করে

গোপ গোপিনী—যে সকল মনোবহা শিরা দ্বারা মন ঊর্দ্ধে গমন করে, সেই শিরা সকল

ব্রজ—কূটস্থের মধ্যে মনের গমন।

গোপ ও গোপিনী সহ ব্রজে গমন—ওঁকার ক্রিয়া দ্বারা আত্মা ও মনের সহযোগ

বলরাম—বলপূর্ব্বক স্থির বায়ুতে টান

গো'চা'র'—জিহ্বাকে লই' খ'ওয'

ননীচুরি চন্দ্রলোপ জিহ্বা যখন তালুমূলে যায়, তখন আর জিহ্বাও দেখা যায় না, সেই সময় চন্দ্র স্বরূপ মন স্থির হন, স্থির হওয়া নিমিত্ত চঞ্চল মন লুপ্ত হয়।

উদূখল—মস্তক

কালিয়—কাল, যাহা চলিয়া যায়

অসুর—আত্মা ছাড়া মন

যমুনা—পিঙ্গলা।

অগ্নিপান—যে বায়ু দ্বারা অন্ন জল শোষিত হওয়ায় শরীরে অগ্নি হয়, সেই বায়ু স্থির হওয়া ঐ সময় যোগীর ক্ষুধার উপর আধিপত্য হয়।

ইন্দ্রযজ্ঞ—ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ভোগ করা (ইন্দ্র—শুক্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তন্নিমিত্ত উহার নাম ইন্দ্রিয় ম শ। মো ২১৪ অ)

নিজযজ্ঞ—ক্রিয়ার পর অবস্থা (সমাধি)

ইন্দ্র কুপিত হইয়া বর্ষাধার পাতিত করিলে—ক্রিয়া করিবার সময় আসক্তি পূর্ব্বক মনে একের পর একটি করিয়া চিন্তা স্বরূপ বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে

গোবর্দ্ধন ধারণ—জিহ্বাকে উঠাইয়া উপরে রাখিয়া, মনঃস্থির করিয়া, ওঁকার ক্রিয়া করা।

শৈশবাবস্থায় একপদ দিয়া একখানি শকট উল্টাইয়া ফেলা—প্রাণায়াম দ্বারা সম্মুখ হইতে পশ্চাতে যাওয়া

বেণুরবে ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমুদয় পদার্থ মোহিত বশীভূত ও নতকরণ—ক্রিয়ার সুললিত মধুর শব্দের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অর্থাৎ সমস্ত শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও ভূতগণের ক্রিয়া শক্তি স্তম্ভিত করিয়া তাহাদিগকে নিজের অধীন করা

পরস্ত্রী সকল নিশাকালে গৃহ, স্বামী, পুত্র ও আত্মীয় সকল ত্যাগ করিয়া আসায়, পূর্ণিমার রাত্রিতে তাহাদিগের সহিত রাসক্রীড়া কর = পরস্ত্রী—যে সকল মনোবহা শিরা মনকে ইন্দ্রিয়গণের অধীনে লইয়া যায়। আর সেই সকল শিরা হইতে যে সকল শিরা হইয়াছে তাহারাই পুত্রাদির রূপক

নিশাকালে—অজ্ঞান সময়ে

অর্থাৎ ক্রিয়ার মিষ্ট শব্দ শুনিতে শুনিতে অজ্ঞান মন আত্মাধীন হইলে উপর্য্যুক্ত শিরা সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল বাধ্য হইয়া আপন আপন কর্ম্ম হইতে আত্মাতে আসিয়া প্রত্যেকেই পৃথক্ রূপে পৃথক্ পৃথক্ কূটস্থের সহিত অনন্ত সুখ ভোগ করিতেছেন বোধ করেন

বস্ত্র—আবরণ (অজ্ঞান) বস্ত্রহরণ—নিরাবরণ অর্থাৎ সব ব্রহ্মময় দেখ

(ক্রিয়া করিয়া তমোগুণ হইতে উর্দ্ধে উঠার এই পর্য্যন্ত রূপক হইল)।

বলরাম সহিত মথুরায় কংশ বধ করিয়া মথুরায় রাজা হইয়া পরে দ্বারিকালীলা ও তথায় অবস্থান স্থির বায়ুর সাহায্যে ব্রহ্মরন্ধ্রে থাকিয়া ব্রহ্মের অলৌকিক মহিমা ভোগ কর

(ক্রিয়া করিয়া রজোগুণ হইতে শুদ্ধ সত্ত্বগুণে উঠার এই পর্য্যন্ত রূপক হইল)

অমিয় যে মুষল দ্বারা যদুবংশ ধ্বংস হয় সেই মুষল এবং সেই মুষল ঘষিয়া জলে নিক্ষেপ করা ব্যাধ কিম্বা শিশুপাল কর্ত্তৃক কৃষ্ণের রাঙ্গা চরণ বিদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণের দেহ ত্যাগ। অর্জ্জুন কৃষ্ণরমণীদিগকে হস্তিনায় আনিবার সময় রমণীগণ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে উহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন গাণ্ডীব উঠাইতে পারিলেন না; এই সকলের রূপক কি?

মহ যদুকুল—যে সকল শিরা দ্বারা বায়ু উপরে উঠায় কূটস্থ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকাশ হন

মুষল—শ্বাস।

ঘর্ষণ—প্রাণায়াম

জল—ভবসমুদ্রের জল

কৃষ্ণরমণীগণ—যে সকল শক্তি কূটস্থকে ভজনা করে অর্থাৎ যে সকল শক্তি দ্বারা কূটস্থের মহিমা জানা যায়

দস্যুগণ—প্রবৃত্তি সকল

অর্জ্জুন গাণ্ডীব উঠাইতে পারিলেন না—বায়ু স্থির থাকায় জীবাত্মা প্রাণায়াম করিতে পারিলেন না।

এই ভব সমুদ্র মধ্যে প্রাণায়াম রূপ ঘর্ষণ দ্বারা শ্বাসরূপ মুষলের অধিকাংশ ক্ষয় (স্থির) হইলে, অহঙ্কাররূপী ব্যাধ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শ্বাসরূপ শর নির্ব্বাত দীপশিখার ন্যায় আত্মায় প্রবেশ করিলে কূটস্থব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন (এই ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বাম্পা চরণ বিদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণের দেহত্যাগের রূপক হইল) পরে জীবাত্মা সমাধিতে থাকিয়া কূটস্থাধীন শক্তি সকলকে অধীনে রাখিবার জন্য প্রাণায়াম করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বায়ু স্থির থাকায় প্রাণায়াম করিতে না পারায় ঐ শক্তি সকল প্রবৃত্তি সকল কর্ত্তৃক গৃহীত হইল কিন্তু প্রবৃত্তি সকল ঐ শক্তি সকলের উপর আধিপত্য করিতে পারিল না, (এই কৃষ্ণরমণীগণ দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ার রূপক হইল)। তখন জীবাত্মা চৈতন্য সমাধি ভোগ করিতে লাগিলেন

(ক্রিয়া করিয়া গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত এবং ঐ অবস্থা হইতে চৈতন্য সমাধি অবস্থাতে আসিয়া উভয় লোকের সুখভোগ করার রূপক হইল)

অমিয় শ্রীকৃষ্ণের মুরলীতে সাতটি ছিদ্র ছিল কিন্তু ক্রিয়া রূপ মুরলীতে [redacted] ছিদ্র নাই?

মহা ভূর্লোক (মূলাধার) ভুবর্লোক (স্বাধিষ্ঠান) স্বর্লোক (মণিপুর) মহর্লোক (অনাহত) জনলোক (বিশুদ্ধাক্ষ) তপোলোক (ত্রিকূটি) সত্যলোক (ব্রহ্মরন্ধ্র) এই সাত স্থানে যে সাতটী জ্যোতির্ম্ময় ছিদ্র দেখিতে পাও সেই সাতটি ক্রিয়ারূপ মুরলীর ছিদ্র ক্রিয়া করিবার সময় বায়ু ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া

ব্রহ্মরন্ধ্রের মুখ দিয়া সুষুম্নাতে প্রবেশ করিবার সময় অতি সুললিত মধুর ধ্বনি হয়, সেই মধুর ধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনের যেরূপ অবস্থা হয় বুঝিয়া দেখ ?

অমিয় এই বাসুদেবজনার্দ্দন-আত্মাকে কি কেবল ক্রিয়া কলাপ দ্বারা লাভ করা যায় না ?

মহা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করিয়া কেবল ক্রিয়া কলাপ দ্বারা জনার্দ্দনকে লাভ করা দুষ্কর অতি ও বল ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অপ্রমাদ ও অহিংসা এই কয়েকটি জনার্দ্দনকে জানিবার কারণ। ক্রিয়া করিয়া এই সমস্ত গুণ হইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় (তাঁহার কৃপা হয়)

অমিয় এই কূটস্থ স্বরূপ কেশব কি পূর্ণ ?

মহা "এই মহাত্মা কেশব নারায়ণের অষ্টমাংশ স্বরূপ এবং এই ত্রিলোক তাঁহারই অষ্টমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" ম। শা মো ২৮০ অ

পর দিবস অপরাহ্নে গুরুবে বসিলে—

অমিয় যোগধর্ম্ম কি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ?

মহা "যোগধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ ও সমুদয় ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই ধর্ম্ম দ্বারা মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে" ম শ মো ২১৪অ।

"পণ্ডিতেরা দ্রব্যাদি ত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগ ত্যাগের নিমিত্ত ব্রত, সুখত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা ■ সমুদয় ত্যাগের নিমিত্ত যোগ সাধন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা, মহাত্মার দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগের পথস্বরূপ যোগ বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন" ম। শা মো। ২১৯ অ।

"কামনা স্বয়ং বলিয়াছেন যে নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।" ম। অশ্ব প ১৩ অ

অমিয় কোন্ ব্যক্তি সকল সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত ?

মহা "জীবগণের মধ্যে যে সুখ দুঃখকে অনিত্য, শরীরকে অপবিত্র পদার্থের সমষ্টি, বিনাশকে কর্ম্মের ফল ও সুখকে দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করেন তিনি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন।" ম। অশ্ব প ১৮ অ

"রজ ও তমোগুণনাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ।" ম শা মো ২১৭ অ

যোগ দুই প্রকার ১ম। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় মনের ২য়। অতীন্দ্রিয় বিষয় আত্মার উনি খাইবার সময় জিহ্বা দ্বারা মনে চিনির স্বাদের যোগ হইতেছে ঐ সময়ে মনে চিনির স্বাদের সংযোগ এত অধিক হইয়া থাকে যে, তখন মনের বাহ্য জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না, অর্থাৎ আমি অমুক, অমুক স্থানে বসিয়া চিনি খাইতেছি ইত্যাদি বলিতে পারে না, বলিতে হইলে চিনির স্বাদে মন থাকে না, কিন্তু মন যেমন যেমন চিনির স্বাদ হইতে নিবৃত্তি পায় তেমন তেমন চিনির স্বাদের বিষয় মনের বলিবার শক্তি হয় এই নিমিত্ত চিনি না হইলে চিনি খাওয়া যায় না এই প্রকার আত্মা ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্মের বিষয় বলিতে পারেন না।

অমিয় যোগ দোষ কি ?

মহা "কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পঞ্চবিধ যোগ দোষ।" ম শা মো২৪০ অ

"যোগিগণ যোগ প্রভাবে যেরূপ সুখ লাভ করেন অন্যান্য ব্যক্তি দৈব বা পুরুষকার দ্বারা কদাচ সেরূপ সুখলাভে সমর্থ হয় না।" ম শা। মো। ১৯৫ অ

অমিয় যোগের ফল কি?

মহা "ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই যোগের পরম ফল" ম শা মো। ৩০১ অ

"যোগের ফল জ্ঞান" ম শা মো ২১৭ অ

যোগের ফল পার্থিব ঐশ্বর্য্য সকল "স্থূল দেহের সহিত আত্মার অভেদ বুদ্ধি বিমুক্ত যোগী সর্ব্বাগ্রে হৃদয়াকাশে আকাশ সম শ্রিত সূক্ষ্ম নীহারের ন্যায় পদার্থ দর্শন করিয়া থাকেন অনন্তর সেই ধূমরূপ তিরোহিত হইলে তাঁহার হৃদয়াকাশে জলরূপ দর্শন হয় জলাকার অন্তর্দ্ধান করিলে বহ্নি রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে বহ্নিরূপ তিরোহিত হইলে সর্ব্বসংহারক বায়ুরূপ প্রকাশিত হয়, এবং সেই বায়ু সূক্ষ্ম হইলে উহার রূপ ঊর্ণা-তন্তুর ন্যায় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। তৎপরে উহা শুদ্ধ গতি প্রাপ্ত হইয়া বিরূপ আকাশের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। যোগী-দিগের এই সমস্ত রূপ অনুভূত হইলে যে প্রকার ফল উৎপন্ন হইয় থাকে তাহাও শ্রবণ কর যে যোগী পার্থিব ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া স্বীয় কলেবর হইতে প্রজা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন যাঁহার বায়ু সিদ্ধ হইয়াছে তিনি কর চরণ বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করিতে পারেন। আকাশসিদ্ধ ব্যক্তি আকাশের সারূপ্য লাভ করিয়া আকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং স্বীয় দেহকে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ হন সলিলসিদ্ধ ব্যক্তি স্বেচ্ছানুসারে কূপ তড়াগাদি

পান করিতে পারেন অগ্নিসিদ্ধ ব্যক্তির রূপ তেজঃপ্রভাবে নিরীক্ষিত হয় না; কিন্তু তিনি অগ্নির শমতাবিধান করিলেই তাঁহার আকার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে যোগীর অহঙ্কার পর জিত হইলে পঞ্চভূত অনায়াসে বশবর্ত্তী হয়" ম শা মো ২৩৬ অ।

অমিয় সাঙ্খ্য ও যোগে প্রভেদ কি?

মহা "ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা সাঙ্খ্যের এবং যোগীরা যোগেরই সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া আপনাদিগের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা কহেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই যিনি সমুদয় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন, তিনি দেহ নাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তিলাভে অধিকারী হইয়া থাকেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ঐ মুক্তিলাভকে সাঙ্খ্যমতোক্ত মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন যোগ প্রত্যক্ষপ্রমাণ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ শাস্ত্রানুসারে এই উভয়ের মধ্যে অন্যতরের অনুষ্ঠান করিলেই মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে

অমিয়। যোগ প্রত্যক্ষ ও সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ কি প্রকারে?

মহা সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা বলেন যিনি সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয় হইতে বিমুক্ত হন তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করেন তজ্জন্য সাঙ্খ্যমত শাস্ত্রপ্রমাণ আর যাঁহাদিগের যোগসিদ্ধি হইয়াছে তাঁহারা কাহারও বশীভূত না হইয়া যোগবলে রজ ও তমোগুণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ধর্ম্ম

ষড়ানন, ব্রহ্মার কপিলাদি সাত পুত্র, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ, মূল প্রকৃতি বরুণের পত্নী সিদ্ধিদেবী, সমুদয় তেজ সুমহৎ ধৈর্য্য, চন্দ্র, তারকাগণমণ্ডিত নির্ম্মল আকাশ, বিশ্বদেবগণ পিতৃলোক এবং যাবতীয় শৈল, সাগর, নদী, পবন, দিক্, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, স্ত্রী ও পুরুষে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সমুদয় হইতে বহির্গত হইতে পারেন, এই সকল কারণে যোগ প্রত্যক্ষ প্রমাণ

অমিয়। যোগ ও সাঙ্খ্যের মধ্যে কোন্‌টি নির্দ্দোষ?

মহ। সাঙ্খ্য নির্দ্দোষ কারণ সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা আপনাদিগের মতানুযায়ী কার্য্যসমুদয় সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিতে না পারিলেও তাহাদের অধোগতি হয় না, কিন্তু যোগিগণের যোগবল যদি না জন্মে তবে তাহাদিগকে কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়।" ম। শা। মো ৩০১ ৩০২ অ।

অমিয় যোগসাধন দ্বারা জীবন্মুক্ত হইলেই কি তাঁহাকে আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না?

মহা। জীবন্মুক্ত হইয়া জীবিত থাকার কারণই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত এ বিষয়ে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুন "জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহ নিপাত পর্য্যন্ত তাঁহার শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহার জন্মান্তরীণ পাপপুণ্যের ফল ভোগ করায়; কিন্তু সেই ফলভোগ দ্বারা জীবন্মুক্তের সুখ দুঃখের আবির্ভাব হয় না।" ম শা। মো ৩০২ অ

তবে সাঙ্খ্যমতাবলম্বী হওয়া বড় কঠিন; কারণ বিচার দ্বারা সমস্তই সদোষ দেখিয়া সমস্ত ত্যাগ করিবার নিমিত্ত যে সর্ব্বদা

চেষ্টা করে সেই সাঙ্খ্যমতের অধিকারী। আর যোগীর যোগক্রিয়া করিতে করিতে তাহাদিগের দোষ মাত্রই আপনা হইতেই ছাড়িয়া যায়, তাহার নিমিত্ত উপায়ান্তর উদ্ভাবনের আবশ্যক হয় না।

অমিয়। সাঙ্খ্যমতানুযায়ী তত্ত্ব সকল কি?

মহা মহাভারতের উপর্যুক্ত ৩০১ ও ৩০২ অধ্যায় পাঠ করিলেই জানিতে পারিবে

"যোগ‚ বলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়" ম শা মো ৩০১ অ

পর দিবস অপরাহ্ণে প্রস্তরে বসিলে—

অমিয় সমুদ্র মন্থন কি?

মহা সমুদ্র—ভবসমুদ্র যাহার তরঙ্গ জীবমাত্রেরই হৃদয়ে সর্ব্বদা উঠিতেছে দণ্ড—মন্দারপর্ব্বত (সুষুম্না)। রজ্জু—বাসুকী (কুলকুণ্ডলিনী) মন্থন—ক্রিয়া (প্রাণায়াম)।

এই ভবসমুদ্র মধ্যে কূর্ম্মাকার মূলাধারের উপর সুষুম্নাকে মন্দারপর্ব্বতরূপ মন্থনদণ্ড ও কুলকুণ্ডলিনীকে রজ্জু করিয়া ক্রিয়ারূপ মন্থন কার্য্যের দ্বারা নাভিগ্রন্থি ছেদ করিয়া যাঁহারা অমৃতাদি ঐশ্বর্য্য সকল ভোগ করিতেছেন তাঁহারা দেবতা, আর যাহারা কেবল বিষয়তৃষ্ণারূপ বিষে দগ্ধ হইতেছে তাহারা অসুর

অমিয় এ ত ভিতরের ক্রিয়াবানদের বিষয় বলিলেন বাহিরে কোথায় হইয়াছিল?

মহা। আমি জানি না তুমি পার ত দেখিয়া লও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সমস্তই ভিতরের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তির নিমিত্ত। এ ত হাতীর দাঁতের ন্যায় বাহির হইয়াই রহিয়াছে

তথাপি জিজ্ঞাসা করিতেছ বাহিরে কোথায় ? কি আশ্চর্য্য ! যে সর্ব্বদা দ্বাদশ অঙ্গুলি বাহির হইতেছে তাহাকে কেহই দেখে না।

অমিয় (লজ্জিত হইয়া) ধর্ম্মশ অধার্ম্মিকের নিমিত্ত নহে কেন ?

মহা কর্ম্মবিপাকবশত অধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মকথা গ্রহণ করে না।

অমিয় শাস্ত্রের সমস্তই ভিতরের, কিন্তু 'ধর্ম্মস্য মার্গং নিহিতং গুহায়াং, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। মহাভারতে লেখা আছে দেখিয়া আজি কালি অনেকে থাকিবার নিমিত্ত গুহা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

মহা কূটস্থর মধ্যে যে অগ্নির সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুহার মধ্যে ধর্ম্মের পথ নিহিত রহিয়াছে মহাজন— যিনি মহৎকে জানেন, ঐ মহাজন সকলেই সেই প্রাণরূপ পথ দিয়া গিয়াছেন মহাদেব তন্ত্রে বলিয়াছেন শিব হইতে ক্রিমি পর্য্যন্ত প্রাণীদিগের প্রাণই বাহ্য হইতেছে, আর শ্বাসপ্রশ্বাস মন্ত্ররূপে আমি সর্ব্বত্রে রহিয়াছি।

অমিয় মন্ত্র কাহাকে বলে ?

মহা। যাহা দ্বারা মনের ত্রাণ অর্থাৎ হায় হায় যায়।

অমিয় যাঁহারা শাস্ত্র দেখিয়াছেন তাঁহারাই ত এরূপ অর্থ সকল করিতে পারেন ?

মহা। যোগে বেদাদি শাস্ত্রের অর্থ এবং তদতিরিক্ত যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহার অবিরোধী অর্থ যে কেহ বলুক না কেন তাহাই প্রামাণ্য

অমিয় সকল বিষয়েরই জুয়াচুরি ধরা পড়ে, কেবল ধর্ম্ম বিষয়ের জুয়াচুরি ধরা পড়ে না ?

মহা কি রকম, কি রকম ?

অমিয় আমি সমস্ত পাপকর্ম্ম করিব আর শিষ্য ও অন্যান্য লোককে বলিব যে আমি নির্লিপ্ত হইয়া সমস্ত কার্য্য করিতেছি -

মহা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ক্ষমতাই নির্লিপ্ত মুক্ত পুরুষের লক্ষণ হইতেছে, ইহা ও ক্রিয়ার অবস্থা ভেদে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে তাহা তোমাকে অনেক সময়ে বলিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে বিশেষ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিতেছি শুন

আমি যদি তোমাকে উপদেশ দিবার অনুমতি দেই এবং তুমি যদি নানা অসৎ উপায়ে শিষ্যদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তোমার প্রিয় পোষ মেনি (বিড়াল) সর্ব্বদা তোমার কোলে আসিয়া ঘুমায় ও মিউ মিউ শব্দে তোমার কোলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমার দাড়িতে লেজ বুলায়; তাহার গায়ের গন্ধ সহ্য না হওয়ায় সৎ গন্ধের জন্য মেনির লেজে তুমি যদি উৎকৃষ্ট আতর মাখাইয়া দেও; পাশবৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে গোপনে তাহাদের যদি সর্ব্বনাশ কর আর প্রকাশ্যে বিবাহ করিয়া শিষ্যদিগকে যদি বল, যে এ সুখসম্ভোগ অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; আমার দেহত্যাগ হইলে আমার অস্থি ও দন্ত যদি পাও তবে তাহা আর যদি না পাও তবে অন্য দেহ হইতে অস্থি ও দন্ত লইয়া আমার বলিয়া শিষ্যদিগকে দেখাইয়া ঐ অস্থি ও দন্ত রাখিবার সমাধি প্রস্তুত করিবার ভাণ করিয়া শিষ্যদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থে, স্ত্রীর এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকের পায়ের মল ও জহরতের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দেও, কোন শিষ্যের বাটীতে ১০।২০ জন শিষ্যের মধ্যে বসিয়া শুশুকের (শিশুমারের) মত ২৪ বার নিশ্বাস

ট্যানিয়া যদি বল আ—বাটীতে অতি উৎকৃষ্ট শুক্তানি পাক হইতেছে, শিষ্যেরা অন্তঃপুর অনুসন্ধান করিয়া শুক্তানি না দেখিয়া যদি আসিয়া বলে কৈ বাটীতে ত শুক্তানি পাক হইতেছে না, তখন যদি তুমি গম্ভীর স্বরে বল, হুঁ হুঁ শুক্তানি পাক হইতেছে, শিষ্যেরা পুনরায় পাকের ঘর তন্ন তন্ন করিয়া আসিয়া যদি বলে, না প্রভু বাটীতে শুক্তানি পাক হইতেছে না, তাইত আমি শুক্তানি খাইতেছি তোমরা বলিতেছ শুক্তানি পাক হইতেছে না বলিয়া যদি তুমি আমায় দেখিয়া এইরূপে দিব্য দৃষ্টির দ্বারা দেখার ভাণ করিয়া বল, উহুঁ এ বাটীতে নহে, তোমার নিজ বাটীতে তোমার মাতাঠাকুরাণী শুক্তানি পাক করিয়া আমাকে নিবেদন করিতেছেন, ইত্যাদি নানা প্রকারের জুয়াচুরি ও প্রবঞ্চনা করিয়া যদি লোক ঠকাও তাহা হইলে তোমাকে নির্লিপ্ত না বলিয়া পাষণ্ড দুরাচার পামর ও নরকের কীট বলিব নির্লিপ্ত হইলে যেরূপ শক্তি হয় দেখ? তুমি ১২ বৎসর বয়সে পুষ্করিণীর পাড়ে ৩ জন সমবয়স্কের সহিত তীর ধনুক লইয়া খেলা করিতে করিতে তোমার দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশে চুলের মধ্যে একটা তীর বিদ্ধ হওয়ায় অতিশয় রক্তস্রাব হয়, ঐ শুষ্ক ক্ষত স্থানে এখন পর্য্যন্ত একটি মটর প্রমাণ কাল দাগ আছে আজি ৪ দিবস হইতে নানা প্রকার মিষ্টান্ন খাইবার তোমার ইচ্ছা হইতেছে কাঙ্গড়ায় সরু চিড়া (চিপিটক) ও দধি দিয়া ফলার করিতে বসিয়া মনে করিয়াছিলে যে ইহার সঙ্গে মালাবর দেশের পাকা কলা, পাতি নেবু ও গাজিপুরের চিনি হইলে ফলার বড়ই মজিত, সেই কথা গত কল্য ক্রিয়া করিবার সময় তোমার মনে হইয়াছিল কি না? নারায়ণ তোমার নিমিত্ত চতুর্থ গুহায় তোমার।

ইচ্ছামত সমস্তই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ঐ যে সম্মুখে পর্ব্বতের কিয়দংশ বাহির হইয়া রহিয়াছে, সন্ধ্যার সময় ভূমিকম্পে ঐ পর্ব্বতখানি ভাঙ্গিয়া পড়িবে। আর যে ভালুক-দুইটার ভয়ে তুমি ঐ পর্ব্বতে যাও না সে ভালুক দুইটা পাথরের আঘাতে মরিয়া যাইবে।

অমিয় (সভয়ে) গুরু আমার ন্যায় অনুপযুক্ত নরাধমকে উপদেশ দিবার অনুমতি দিবেন কেন?

মহা। জীবন্মুক্ত নির্লিপ্ত পুরুষেরা নিজে কিছুই করেন না, ব্রহ্মে থাকিয়া যাহা করেন তাহার দায়ী তাঁহারা নহেন

অমিয় উপরোক্ত প্রকারের নরাধম হইয়াও পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মানুসারে উপদেশ দিবার অনুমতি পাইয়া বাধ্য হইয়া ঐ সকল পাপ কর্ম্ম যদি আমি করি, তাহাতে আমার দোষ কি কারণে হইবে?

মহা। তুমি ওরূপ করিলে আমি তোমাকে দোষ দিব না, তবে তুমি যে নির্লিপ্ত মুক্ত পুরুষ নহ, অথচ নির্লিপ্ত সাজিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ তাহাই বলিব এরূপ ঠকাইলে তোমার প্রতারিত শিষ্যদিগের কর্ত্তব্য যে লোকে তোমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেই তোমার স্বরূপ গুণ বর্ণনা করে আর পূর্ব্বে অসচ্চরিত্র বিদ্বানের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে বলিয়া আসিয়াছি তোমার সহিত তাহারা সেইরূপ ব্যবহার করে। কারণ পূর্ব্বে মরুৎরাজা বৃহস্পতির অনুমোদিত এই কথা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, গুরুও যদি কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য, গর্ব্বিত ও কুমার্গগামী হন তাঁহার দণ্ডবিধান অবিধেয় নহে ম শা রাজ ধ প ৫৭ অ।

"যাহারা ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন ও দেহ পোষণ করাই স্বকার্য্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই যোগভ্রষ্ট হয়। যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা স্ব স্ব কর্ম্মফলে অধোগতি, তির্য্যক্ যোনি ও স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। জন্মান্ধ যেমন পথ দর্শনে অক্ষম, তদ্রূপ শিশ্নোদরপরায়ণ মূঢ়ব্যক্তিরা পরমার্থ দর্শনে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া থাকে।" ম। শা। মো। ২৯৯ অ।

"যাঁহার বিষয়রসের সহিত বৈরভাব তিনি মুক্ত, আর যাহার বিষয়রস মিষ্ট সে বদ্ধ এইটী বিশেষ করিয়া জানিয়া যাহা ইচ্ছা হয় কর।" অষ্টাবক্র ১৫ প্রকরণ ২ শ্লোক।

"যাহার মোক্ষে অভিমান অর্থাৎ আমি মুক্ত ইত্যাদি এবং দেহেতে মমতা আছে, সে জ্ঞানীও নহে, যোগীও নহে, কেবল দুঃখভাগী হইতেছে।" অষ্টাবক্র ১৬ প্রকরণ ১০ শ্লোক।

"যখন কোন বিষয়ে দৃষ্টি রহিয়াছে (এইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই) তখনই বদ্ধ আর যখন কোন বিষয়েই দৃষ্টি নাই তখনই মুক্ত" ইত্যাদি অষ্টাবক্র সংহিতা ৮ প্রকরণ ৩ শ্লোক।

যাও গুহায় যাইয়া আহার কর বলিয়া মহাপুরুষ গোরুর নিকট চলিয়া গেলেন। মহাপুরুষ চলিয়া গেলে অমিয় চতুর্থ গুহায় যাইয়া দেখিলেন, গরম গরম খাস্তার রাধাবল্লভে লুচি, কচুরি, কাশীর রেশম কটবার টিকরি, মেওয়ার লাড্ডু, গুপচুপ, মথুরার খুর্চুন, ছোলাভাজা, ধুবুলের দেদো মোণ্ডা, পাঁটের গোল্লা, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, খাগড়ার মুড়কি, ছানাবড়া, বালুচরের ঘিয়ে পিওন বর্ফি, কাল্নার নিখুতি, যোধপুরের ঠোর, গাজিপুরের চিনি ইত্যাদি মিষ্টান্ন। ভাল পাকা পেঁপে, শাঁক আলু, লক্ষ্ণৌর খর্মুজ, বিকানিরের মতিরা (তর্মুজ) ছিলটের কমলালেবু, মালা

বরের পাক কলা, নেপাল ও নাগপুরের সন্তারা, খাজা কাঁটাল, মালদহের, চুনাখালির এবং বোম্বাইয়ের আপূষ ■ পায়রি আম, প্রয়াগের পেয়ারা, কয়থি ও দিল্লীর রাণীবাগের কুল, কচ মাওবির থারক, সর চিড়া পাতিনেবু, উৎকৃষ্ট দধি এবং নানা প্রকার পাহাড়ীয় ফলে গুহা পরিপূর্ণ রহিয়াছে অমিয় প্রথমে স্বপ্ন দেখিতেছেন বিবেচনা করিলেন, পরে ভাল করিয়া দেখিয়া মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা ও পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন কিছুকাল ক্রন্দন করায় মনোবেগ কম হইলে অমিয় আহার করিতে বসিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিলেন যে, হায় ! আমি এই অসামান্য গুরুর কৃপায় পরমপদ পাইয়া (যিনি পরলোকে একমাত্র আমার সঙ্গে যাইবেন) তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, যে সকল অকিঞ্চিৎকর বস্তু ফেলিয়া যাইতে হইবে তাহাতেই মনোনিবেশ করিতেছি এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে আহারান্তে ঝরণায় জল আনিতে যাইয়া ঝরণার ধারে দাঁড়াইয়া পর্ব্বত দেখিতেছেন, ঐ সময় হঠাৎ ঝরণার জল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল এবং একটি ভয়ানক গম্ভীর শব্দের সহিত পর্ব্বত কাঁপিতে কাঁপিতে মহাপুরুষ নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বত অংশটি মহা শব্দে পড়িয়া যাওয়ায় সেই স্থান দিয়া বিস্তীর্ণ আকাশ দেখা যাইতে লাগিল পর্ব্বত কম্পনে পর্ব্বতের উপরস্থ বরফ সকল বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমূলে পড়িয়া যাইতে লাগিল অমিয় এই সকল দেখিয়া গুহায় জল রাখিয়া গোরুর নিকট যাইয়া দেখিলেন গোরু সকল মহাপুরুষের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া সভয়ে চারিদিকে তাকাইতেছে ; ঐ সময়ে অমিয়কে

দেখিয়াই তাহারা হাম্বা হাম্বা রবে অমিয়র নিকটে আসিয়া অমিয়র গা শুঁকিতে শুঁকিতে চক্ষু ও মুখভঙ্গি দ্বারা যেন অমিয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল অমিয় আস্তে আস্তে মহাপুরুষের নিকট যাইয়া—

অমিয়। মিষ্টান্নে ও ফলে চতুর্থ গুহা পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বৃথা পচিয়া যাইবে, আজ্ঞা করেন ত গোরুদের খাইতে দেই ?

মহা। পরমাত্মার কৃপায় এরূপ ক্ষমতা সত্ত্বেও যাঁহারা জড়ের ন্যায় থাকেন তাঁহারাই নির্লিপ্ত যাহারা সৎগুরুর সেবা করে নাই, সৎগুরুর নিকট শাস্ত্র রহস্য শুনে নাই এবং নিজে ক্রিয়া করিয়া কিছুই প্রত্যক্ষ করে নাই তাহারা অসচ্চরিত্র বিদ্বান পামরদিগের জুয়াচুরি কি প্রকারে বুঝিবে ?

সেই অনন্ত অপরিসীম অনাদি ও মহৎ ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় যখন ঐ দ্রব্য সকল উৎপন্ন হইয়াছে তখন উহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে তুমি গুহায় যাও, আজি রাত্রিতে আমি এখানে থাকিব।

অমিয় গোরুর সাঁজালে কাষ্ঠ দিয়া, গুরুকে প্রণাম করিয়া, গুহায় যাইয়া আহারান্তে নানাপ্রকার চিন্তায় মগ্ন হইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। সন্ধ্যা করিতে করিতে মনঃস্থির হইবামাত্র দেখিলেন গোরগ্রামের অধিকাংশ ঘর ও গাছ পড়িয়া গিয়াছে সুন্দরদাস ব্যতীত আর সকলেই ছুটাছুটি করিতেছে। সন্ধ্যা করা শেষ হইলে অমিয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এ সময়ে আমার গোরগ্রামে যাওয়া উচিত, কিন্তু গুরুদেবের বিনা অনুমতিতে কি প্রকারে যাই, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ সম্মুখে মহাপুরুষকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া মাথা উঠাইয়া মহাপুরুষকে

দেখিতে না পাইয়া গুরু ডাকিতেছেন বিবেচনায় ৫ ৭টী যুগলী-কাষ্ঠ জ্বালিয়া ও কতকগুলি বাঁধিয়া লইয়া গুরুর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন

মহা অমিয়, আসিয়াছ ভালই হইয়াছে পোরগ্রামের অনেক বাটী পড়িয়া গিয়াছে, যদিও কাহারও জীবন নষ্ট হয় নাই কিন্তু সুন্দরদাস অধিক কম্পন সময়ে ঘর পড়িবার আশঙ্কায় মদিরা প্রভৃতের বড় গামলার মধ্যে আশ্রয় লইয়ে ঘর পড়ায় এবং ঘরের মাটিতে গামলার চারিদিকের ছিদ্র বন্ধ হওয়ায়, বাতাসা-ভাবে সুন্দরদাস মনঃপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে ভূমিকম্পের পর হইতেই আমার মন সেই জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছে

অমিয়। আমিও ক্রিয়া করিতে করিতে সুন্দরদাস ব্যতীত আর সকলকেও ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি অনুমতি পাইলে আমি এখনই পোরগ্রামে যাই, সেই উদ্দেশে আমি এক জোটি যুগলিকাষ্ঠ বাঁধিয়া আনিয়াছি।

মহা (ঈষৎ হাস্য করিয়া) ছেলে মানুষ, তুমি এখন যদি পোরগ্রামে যাইতে আরম্ভ কর তাহা হইলে প্রাতে পোরগ্রামে পঁহুছিবে, বাতাসাভাবে ততক্ষণ সুন্দরদাস মরিয়া যাইবে

অমিয়। (কাতর স্বরে) এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য ?

মহা (একটু গম্ভীর স্বরে তোমাকে এই স্থির বায়ুর ক্রিয়া দিতেছি, তুমি এখানে বসিয়া দ্বাদশ বার ঐ ক্রিয়া করিলেই তোমার শরীর এত হালকা হইবে যে, তুমি অনায়াসে এক ঘণ্টার মধ্যে পোরগ্রামে যাইতে পারিবে

অমিয়। (ক্রিয়া গ্রহণ করিয়া) বুকের উপর এক মন পাথর

বাখিলে যে প্রকার কষ্ট হয়, ক্রিয়া করিতে আমার বুকের মধ্যে সেইরূপ কষ্ট বোধ হইতেছে

মহা তুমি এখন পর্য্যন্ত এই স্থির বায়ুব ক্রিয়ার উপযুক্ত হও নাই ক্রিয়া কাবতে করিতে আজি তোমাব অনুভব হওয়া জানিতে পাবিয়া তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াই তোমাকে এই ক্রিয়া দিয়াছি কোন ভয় নাই আমি তোমাকে শক্তি দিতেছি যাহার বলে তুমি অক্লেশে এই ক্রিয়া করিতে পারিবে

অমিয় প্রাণপণে দ্বাদশবার ক্রিয়া করিবামাত্র অমিয় নিজের শরীব এত পাতলা বোধ করিতে লাগিলেন, যেন তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ভারতবর্ষ ঘুরিয়া আসিতে পারেন পরে গুরুকে প্রণাম করিয়া গোরগ্রামে চলিলেন। পথের কোন স্থানে বড় গাছ পড়িয়া কোন স্থান বসিয়া যাইয়া কোন স্থানে পর্ব্বত পড়িয়া অমিয়র শীঘ্র গমনের বাধা জন্মাইতে লাগিল; কিন্তু তিনি সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে গোরগ্রামে পঁহুছিয়া, কতক গুলি গ্রামের লোককে সঙ্গে লইয়া যাইয়া, মাটি সরাইয়া, অচৈতন্য সুন্দরদাসকে গামলা হইতে বাহির করিয়া, তাঁহার কানে ফুঁ দিয়া, জিহ্বা নামাইয়া, মেরুদণ্ড ও পায়ের শিরা টিপিতে টিপিতে সুন্দরদাস চৈতন্য লাভ করিলেন; পরে কতক পরিমাণে সবল হইয়া বলিলেন, যাঁহার কৃপায় এখনও জীবিত আছি চল তাঁহাকে একবার দেখিয়া জীবন সার্থক করি গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষ একত্রে মহাপুরুষকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গুহার দিকে যাত্রা করিল, প্রাতে সকলে গোরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল

মহা সকলে নির্ব্বিঘ্নে আছ ত?

সুন্দরদাস। ও চরণ কৃপায় সকলেই জীবিত আছে, কিন্তু গ্রামের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে

মহা অমিয়! যে সকল খাদ্য দ্রব্য আছে সকলকে খাইতে দেও

সকলে আহার করিয়া সে দিবস গুহায় থাকিয়া পর দিবস গ্রামে চলিয়া গেল

পর দিবস অপরাহ্নে প্রস্তরে বসিলে—

অমিয় প্রতিমূর্ত্তি পূজায় মোক্ষ হয় কি না ?

মহা কাহার প্রতিমূর্ত্তি ?

অমিয় দেব দেবীর

মহা। গীতার ৯ অ, ২৩ শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন অন্যান্য দেবতাকে যাহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যজন করে, হে কৌন্তেয়! তাহারা আমাকে অবিধি পূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকে জানিও দেবতা পূজাই যখন অবিধি, তখন প্রতিমূর্ত্তি পূজার ত কোন কথাই নাই

অমিয় তবে লোকে যে প্রতিমা পূজা করে সে সকল কি ?

মহা। এই দেখ অধিকারী ভেদে আমাদিগের শাস্ত্রের উপদেশ সকল যাহাদিগের যোগ বিষয়িণী বুদ্ধি নাই তাহাদিগের নিমিত্তই প্রতিমূর্ত্তি পূজার বিধি প্রতিমূর্ত্তি পূজা গৃহস্থের প্রথম সোপান। বিধিপূর্ব্বক প্রতিমূর্ত্তি পূজা যাগযজ্ঞাদি যাহা কিছু লৌকিক ধর্ম্মকর্ম্ম আছে সেই সকলের দ্বারা ক্রমে চিত্তশুদ্ধি ও মনঃস্থির হওয়ায় অল্প অল্প সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধি হয়, বহু জন্ম এই প্রকার সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইলে জ্ঞানমার্গে প্রবৃত্তি জন্মে, পরে বহু জন্ম জ্ঞানাভ্যাসের পর ভগবৎ কৃপা হইলে মুক্তি

লাভ হইয়া থাকে কিন্তু এক্ষণকার বিড়াল বাঁধার ন্যায় পূজায় কিছুই হয় না।

অমিয়। বিড়াল বাঁধার ন্যায় পূজা কি প্রকার?

মহ। কোন ব্যক্তির বাটীতে একটি বড় বিড়াল ছিল, বিড়ালটি পূজার ও শ্রাদ্ধের সামগ্রীতে মুখ দিত বলিয়া শ্রাদ্ধ ও পূজার দিবস গৃহস্বামী বিড়ালটীকে বাঁধিয়া রাখিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতেন, গৃহস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রও বিড়ালটিকে বাঁধিয়া রাখিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতেন। কিছু দিন পরে নূতন গৃহস্বামী ও বিড়ালটির মৃত্যু হইলে, মৃত গৃহস্বামীর পুত্রেরা শ্রাদ্ধাদির দিবস পূর্ব্ব রীতি অনুসারে (বাটীতে বড় বিড়াল না থাকায়) প্রতিবাসীর বাটী হইতে একটি বড় বিড়াল আনিয়া পূজা ও শ্রাদ্ধ স্থানের নিকটে বাঁধিয়া রাখিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতেন। তদ্রূপ এখন মন্ত্রের অর্থ কি এবং পূজাদির বিধি কি, তা জানিয়া পূজা করায় কোন ফল হয় না, বরং ধর্ম্মেতে অশ্রদ্ধাই জন্মিয়া থাকে।

অমিয়। প্রাণায়াম দ্বারা ভূতশুদ্ধি না করিলে যখন প্রতিমূর্ত্তি পূজা হয় না তখন প্রতিমা পূজায় মুক্তি হইবে না কেন?

মহা। যাঁহাদিগের ভূতশুদ্ধি করিবার ক্ষমতা হইয়াছে তাঁহারা আত্মা ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা করেন না।

অমিয়। অন্যান্য দেবতা পূজা অবধি কি প্রকারে?

মহা। স্বচ্ছ দর্পণেতে মুখ দেখা যায়, যদি তুমি দর্পণের কাচ দেখ, তবে সেই সময়ে মুখের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে না, আর যদি মুখ দেখ তবে সেই সময়ে দর্পণের কাচ দেখিতে পাইবে না, তদ্রূপ স্বচ্ছ ব্রহ্মে যে সকল দেবতা দেখ তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে পূজা করিলে সেই সময় তোমার ব্রহ্মদর্শন

হইল না। ক্রিয়াবানদিগের স্বচ্ছ ব্রহ্ম দেখাই বিধি হইতেছে তন্নিমিত্ত উপকুর্ব্বাণ হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শীঘ্র জ্ঞান লাভ করে।

"মনুষ্যগণ অদৃষ্ট ও বিষয়লালসা প্রভাবে ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় না। সিদ্ধ পুরুষেরা সমাধিপ্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হইয়াও যদি মনে মনে অণিমাদি যোগৈশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হন।" ম, শা, মো, ২০৬ অ।

অমিয়। অণিমাদির ইচ্ছা করায় তাঁহারা ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হন কেন?

মহা। "যখন তোমার ইন্দ্রিয় সমুদয় বাহ্যাভ্যন্তর বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিবে, তখন তুমি আত্মাতে সেই সনাতন পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে।" ম, শা। মো, ২৫০ অ।

"যোগপ্রভাবে দিব্য গন্ধ, শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ, সুখকর শীত, তাপ, অন্তর্দ্ধান আকাশগতি, সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞান ও দিব্যাঙ্গনা সঙ্গাদি উপস্থিত হইলেও তৎসমুদয়ে অনাদর প্রদর্শন করিয়া ঐ সকল হইতে তাঁহাদিগের নিবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।" ম, শা, মো। ২৪০ অ।

অমিয়। যাহারা যোগাদি কর্ম্মে অক্ষম তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি পূজার বিধি কি?

মহা। যে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিতে হইবে সেই দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিকে হয় ভ্রূমধ্যে না হয় হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অথবা চিত্র, কাষ্ঠ, প্রস্তর বা মৃত্তিকার গঠিত দেব প্রতিমূর্ত্তি যদি

সম্মুখে থাকে, তবে তাহাতে মন রাখিয়া মূর্ত্তি অর্চ্চনা করিতে হইবে। নতুবা নৈবিদ্যের সন্দেশে মন রাখিয়া পূজায় কিছুই হয় না। ঘাস পাতার (ফুল দুর্ব্বার) সময় দেবতা আর সন্দেশের সময় নিজে। তাই কবির সাহেব বলিলেন—

মালিন জাগ্‌তা গুরুকো সেও।
পেড়ব্রহ্মা বিষ্ণু পাতো, ফুল হায় মহাদেও
ভুলে মালিন পাত্‌ তোড়ো পাতওয়ামে জিউ
যো মূরৎ লিয়ে পাত তোড়ো উয়ো মূরৎ নির্জিউ
আন পাথর গরৎ মূরৎ ছাতিয়ামে দে লাত্‌
যো ও তে মূরৎ সাচ হোত্‌ তও গড়ন বালেহি খাৎ
পুরি কচওরি পাঁপর মেওয় ভর্‌নে ভর্‌লে থার
আপ হি পূজে আপ হি খায়বে দেওয়ন কি মু ছার
ভুলে মালিন ভুলে দুনিয়া ভুলে সকল সংসার
কহৎ কবির এক শন্ত না ভুলে জিন্‌কো নাম আধার

কবির সাহেব এক মালিনীকে বলিতেছেন,—মালিনি! যে গুরু তোমার মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছেন তাঁহার সেবা কর। গাছ ব্রহ্মা, বিষ্ণু পাতা আর ফুল মহাদেব হইতেছেন। মালিনী! পাতাতে জীবন আছে তাহা ভুলিয়া গাছের পাতা ছিঁড়িতেছ। কিন্তু যে মূর্ত্তিপূজার নিমিত্ত পাত ছিঁড়িতেছ সে মূর্ত্তি অচেতন, পাথর আনিয়া, পাথরের বুকে প দিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছে যদি মূর্ত্তি সত্য হইত তাহ হইলে বুকে প দেওয়া অপরাধে কারিকরকেই খাইয়া ফেলিত। পুরি, কচুরি, পাঁপর, মেওয়া থাল ভরিয়া আনিয়া স্বয়ং পূজা করিয়া দেবতার মুখে ছাই দিয়া নিজে খাইতেছ। আধার—যিনি ধারণ করিয়া আছেন; তাঁহাকে

মালিনী তুমি ভুলিয়াছ, পৃথিবীর সমস্ত লোক ভুলিয়াছে, কেবল এক শাস্তই তাঁহাকে ভুলেন নাই

অমিয় কবির সাহেব দেখিতেছি প্রতিমূর্ত্তি পূজার দেষী ছিলেন ?

মহা যে ব্রহ্মে দেবমূর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিমূর্ত্তি দেখিলেই যখন সেই ব্রহ্মকে মনে হয় তখন প্রতিমূর্ত্তি পূজায় কবির সাহেবের দ্বেষ থাকিবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না তবে এক্ষণকার লোকে যে প্রকারের পূজা করে তাহার দ্বেষী হইয়া প্রকৃত পূজাবিধি দেখাইয়া দিলে দোষ কি ? মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পূজা না করিলে পূজা হয় না, আর সর্ব্বদা ইষ্টমূর্ত্তি চিন্তা করিতে হইবে, যখন যখন মূর্ত্তি ছাড়িয়া মন অন্যদিকে যাইবে তখন তখন মনকে ঐ মূর্ত্তিতে আনিয়া রাখিবে ; পতঞ্জলী ঋষি বলিয়া গিয়াছেন যে সর্ব্বদা এক বিষয়ে মন রাখিলে মনঃস্থির হয়

অমিয় তবে একটা শেয়াল কুকুর যাহা হয় তাহাতে মন রাখিলেই ত হইতে পারে তখন আত্মা দেবতায় মন রাখিবার প্রয়োজন কি ?

মহা বিশেষ বিশেষ পদার্থ চিন্তায় বিশেষ বিশেষ প্রকার মনের অবস্থাভেদ হয়, যেমন স্ত্রী চিন্তায় কাম, শত্রু চিন্তায় ক্রোধ ইত্যাদি, সেই জন্য শৃগাল কুকুর আর দেবতা ও আত্মা চিন্তায় এক প্রকারের ফল হইতে পারে না কারণ দেবতা সকল আমাদিগের দেহকে যথা নিয়মে রক্ষা করিতেছেন ঐ দেবতা সকল বিচলিত না হইলেই মনঃস্থির থাকে। ঐ দেবতা সকলের প্রাধান্যানুসারে মন রাখিতে পারিলে স্থিরত্বের ও উৎকর্ষ হইয়া

থাকে। যেমন ভগবান্ আত্মা এ দেহের মধ্যে অন্যান্য দেবতা হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ আত্মাই আমাদিগের দেহের কর্ত্তা তন্নিমিত্ত ভগবানে মন রাখিতে পারিলে অন্যান্য দেবতায় মন রাখিবার প্রয়োজন নাই, আবার ভগবানের আত্মাতে মন রাখিতে পারিলে ভগবানে মন রাখিবার প্রয়োজন নাই এইরূপ যত উচ্চে (শূন্যে) মন রাখা যায় ততই মনঃস্থির হয়, মন যত শূন্যে যাইয়া স্থির হয় জীব ততই ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় পরমানন্দ ভোগ করিতে পান। তজ্জন্য অন্যান্য দেবতাপেক্ষা আত্মাতে মন রাখায় অধিক মনঃস্থির হয়।

"কবির বাম ছোয়াবা ছোরিকে করে আন্‌কো জপ
বেশ্যাকাবা পুত্র জৈও কহে কোন কো বাপ"

কবিরসাহেব বলিতেছেন যাহারা শ্রীরাম আত্মারামকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার জপ করে, বেশ্যাপুত্রের বাপের ঠিকানা না থাকায় সে যেমন কাহাকেও বাপ বলিতে পারে না, তদ্রূপ তাহাদিগের কোন দেবতা সেবার ঠিকানা নাই

"তীর্থানি তোয়োরূপাণি দেবান্ পাষাণমৃণ্ময়ান্।
যোগিনো ন প্রপদ্যন্তে আত্মধ্যানপরায়ণাঃ"

ইহা বলায় ভগবানকে ও মহাদেবকে প্রতিমূর্ত্তি পূজার দ্বেষী বলিতে পার না কারণ ভগবান্ ও মহাদেব অধিকারী ভেদে উপাসনা ভেদ দেখাইয়া দিয়াছেন সেরূপ কবির সাহেব ও উপরোক্ত ভজন বলিয়াছেন।

অমিয় শ্রীকৃষ্ণের আত্মা কে?

মহ এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শুন ভগবান্ বলিতেছেন "আমি সকলের আত্মা;

রুদ্রদেব আবার আমার আত্মা স্বরূপ, এই নিমিত্তই আমি তাঁহার অর্চনা করিয়া থাকি যদি আমি তাঁহার অর্চনা না করি, তাহা হইলে কেহই আমার সৎকার করিবে না আমি যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছি সকলে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে নিয়মসমুদয় সকলেরই আদরণীয় হয়, এই নিমিত্ত আমি সর্ব্বসাধারণকে আত্মার পূজায় নিরত থাকিবার অভিলাষে রুদ্রদেবের পূজার নিয়ম করিয়াছি যিনি রুদ্রদেবকে জানেন তিনি আমাকেও জ্ঞাত আছেন, যিনি তাঁহার অনুগত, তিনি আমারও অনুগত রুদ্র ও আমি আমরা উভয়েই একাত্ম আমরা আত্মরূপে সমস্ত ব্যক্তিতে অবস্থান পূর্ব্বক উহাদিগকে কার্য্যসমুদয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকি রুদ্র ভিন্ন আর কেহই আমাকে বর প্রদান করিতে সমর্থ নহেন, আমি এই বিবেচনা করিয়া পুত্রের নিমিত্ত রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম আত্মস্বরূপ রুদ্র ব্যতিরেক আমি আর কোন দেবতাকেই প্রণাম করি না।" ম শা মো ৩৪২ অ

অমিয় রুদ্রদেব কে ?

মহা রুদ্রদেব—শিব, প্রকৃতি "তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে তুমি এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে উহা নিতান্ত নিগূঢ়, উহা কোন ক্রমেই প্রকাশ করা উচিত নহে ; কিন্তু আমি তোমার ভক্তি দর্শনে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি, সুতরাং উহা তোমার নিকট সবিস্তরে কীর্ত্তন করিতে হইল। যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূত হইতে অতীত ; পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ; যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থান পূর্ব্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদিগের উৎপত্তির কারণ আমরা সেই পরমাত্মাকেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি। তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা বা ব্রাহ্মণ আর কেহই নাই তিনিই আমাদিগের আত্মাস্বরূপ, তাঁহা হইতে এই লোকোৎপত্তির নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে মুক্ত ব্যক্তিরা পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন পরমাত্মা স্বভাবত নির্গুণ হইয়াও কেবল মায়াপ্রভাবেই সগুণ বলিয়া অভিহিত হন আমরা সেই পরমাত্মা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা করিতেছি যাঁহারা সেই পরমাত্মার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁহারা পরিণামে সেই পরমপদার্থে লীন হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন সন্দেহ নাই " ম। শা মো ৩৩৫ অ

হরিবংশের ২৩৬ অধ্যায় এ বিষয় বিশেষ রূপে লেখা আছে যাহাদিগের যোগ ক্রিয়া দ্বারা দেবদর্শন, দেব পূজার শক্তি এবং যোগবুদ্ধি নাই, তাহারাই দেবতা সকলের প্রতিমূর্ত্তি বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবে, যাহারা তাহাতেও অক্ষম তাহাদিগের মনই নাই জানিও

অমিয় শরীর মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতার কি কি কার্য্য ?

মহা। অনন্ত দেবতা অনন্ত কার্য্য। শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে সে সমুদয়ই শরীরের রহস্য, যাঁহার ঐ সকল দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন বা দেখিতেছেন ও শুনিতেছেন তাঁহাদিগেরই শাস্ত্রে বিশ্বাস, নতুবা অন্ধের বেদাদি শাস্ত্র পাঠ বিড়ম্বনা মাত্র যখন

তুমি ক্রিয়া করিয়া দেখিবে শুনিবে তখন তোমার বিশ্বাস হইবে তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ তন্নিমিত্ত ২ ৪টী প্রধান দেবতার বিষয় বলি শুন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবের উপর ষোড়শী (রাজরাজেশ্বরী) সিদ্ধাসন করিয়া বসিয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায় ষোড়শী মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ্যাখ্যের উপরোক্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, যে সময়ে ষোড়শীমূর্ত্তি দর্শন হয়, সেই সময়ে ঐ পাঁচ চক্রের ঐ দেবতা সকল আপনাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে ভঙ্গীতে এরূপ মনোনিবেশ করিয় থাকেন যে ঐ সময়ে তাঁহার আপন আপন কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন, ঐ সময়ে উহারা মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকেন বলিয়াই ঐ দেবতা সকল মহাপ্রেত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

অমিয় ভগবতী বলিতেছেন আমাকে ভজনা করিলে, শিব বলিতেছেন আমাকে ভজনা করিলে কৃষ্ণ বলিতেছেন আমাকে ভজনা করিলে, এইরূপ আরও অন্যান্য অনেক দেবতা বলিতেছেন আমাদের ভজনা করিলে আমরা মুক্তিদান করিব যখন সমস্ত দেবতারই মুক্তিদানে অধিকার আছে তখন আত্মাকে ভজনা না করিয়া একটী ছোটখাটো দেবতাকে ভজনা করিলেই ত হয় ? আর যখন সকল দেবতারই মুক্তিদানে অধিকার আছে তখন সকল দেবতাই এক ?

মহা যে দেবতার সেবা করিবে সেই দেবতা আপন অধিকার হইতে তাঁহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট লইয়া যান, তন্নিমিত্ত সকল দেবতারই আপন আপন অধিকার হইতে মুক্তি

দানের শক্তি আছে ; আর কর্ম্মানুসারে দেবতাদিগের ছোট বড় থাকায় দোষ হইতে পারে না

অমিয় কোন্ চক্রের প্রধান দেবতা কে ?

মহা মূলাধারে ব্রহ্মা স্বাধিষ্ঠানে বিষ্ণু, মণিপুরে রুদ্র, অনাহতে ঈশ্বর, বিশুদ্ধাখ্যে সদাশিব, এই দেবতা সকলের পৃথক পৃথক শক্তি আছেন, যেমন মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ইহা আমার বক্তব্য নহে। যে ডশী দর্শন সময়ে ক্রিয়াবানদিগের যেরূপ মনের অবস্থা হয়, অন্যে যোড়শীর প্রতিমূর্ত্তি অনন্য মনে ধ্যান করিলে তাহারও মনের সেই অবস্থা হয় (১০ মন তেলও হবে না রাধাও নাচ্‌বে না) এ সকলই লক্ষণাক্রান্ত সদ্‌গুরু গম্য এক্ষণে দশেন্দ্রিয়ের অধ্যাত্ম অধিভূত ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের বিষয় শুন—

অধ্যাত্ম ইন্দ্রিয়	অধিভূত	অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
চরণ	গমন	বিষ্ণু
পায়ু	মলত্যাগ	মিত্র
উপস্থ	আনন্দ	প্রজাপতি
করদ্বয়	কার্য্য	ইন্দ্র (ইন্দ্র শব্দের ও দেবতা বিশেষ ও ইন্দ্রের একটি নাম ইন্দ্রিয় ম ভা মো ১১৪৩)
বাক্	বক্তব্য বিষয়	বহ্নি
দর্শন	রূপ	সূর্য্য
শ্রোত্র	শব্দ	দিকসমুদয়
রসন	রস	সলিল।
ঘ্রাণ	গন্ধ	পৃথিবী

ত্বক	স্পর্শ	বায়ু
মন	মন্তব্য বিষয়	চন্দ্র।
অহঙ্কার	অভিমান	বুদ্ধি
বুদ্ধি	জ্ঞাতব্য বিষয়	আত্ম। ম. শা

মোক্ষ ৩১৪ অ।

দেহস্থাঃ সর্ব্ববিদ্যাশ্চ দেহস্থাঃ সর্ব্ব দেবতাঃ

দেহস্থাঃ সর্ব্বতীর্থানি গুরু বাক্যেন লভ্যতে (জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র)

ছাগে অগ্নি, মেষে বরুণ, অশ্বে সূর্য্য, পৃথিবীতে বিরাট এবং ধেনু ও বৎসে চন্দ্র অবস্থান করিতেছেন পঞ্চেন্দ্রিয় ও প্রাণী মাত্রেই সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ব্রহ্ম, প্রাণ, বিষ্ণু ও যম প্রভৃতি দেবগণ বাস করিতেছেন ম। শা। মো। ২৬২ অ (২৩৯। ৩২২অ দেখ)

এই ত ভিতরের দেবতা ইহা ব্যতীত আর এক প্রকার বাহিরের নরদেবতা আছেন

অমিয়। ঐ নরদেবতা সকল কোথায় থাকেন ?

মহা ব্রাহ্মণই নরদেবতা হইতেছেন

"দেবতারা বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে ব্রাহ্মণেরা বাহ্য ও অন্তঃস্থিত আত্মাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন তাঁহারাই দেবতা ঐ সকল ব্যক্তিতেই এই বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে উহাঁদিগের মাহাত্ম্যের সদৃশ উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই উহাঁরা জন্ম মৃত্যু ও কর্ম্ম সমুদয় অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ জীবের ঈশ্বর হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন" ম। শা মো ২০৭ অ

অমিয়। দেব প্রতিমূর্ত্তি কি প্রকার ধ্যান করিতে হয়?

মহা। দ্রোণাচার্য্য শিষ্যদিগের অস্ত্রশিক্ষা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, ঐ সম্মুখস্থ বৃক্ষের উপরিস্থিত কাষ্ঠের নীলকণ্ঠ পক্ষীটী লক্ষ্য কর যুধিষ্ঠির ধনুর্ব্বাণ লইয়া নীলকণ্ঠ পক্ষীটীকে লক্ষ্য করিলে, দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন; কি দেখিতেছ? যুধিষ্ঠির বলিলেন, পিতামহাদি দর্শকবৃন্দ, বৃক্ষ, পক্ষী ও আপনাকে দেখিতেছি দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরের হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ কাড়িয়া লইয়া অর্জ্জুন ব্যতীত জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠানুসারে ক্রমে অন্যান্য শিষ্য সকলের হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় বলিল দ্রোণাচার্য্য অবশেষে অর্জ্জুনের হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া বলিলেন, ঐ সম্মুখস্থ বৃক্ষের উপরিভাগে যে কাষ্ঠের নীলকণ্ঠ পক্ষীটী দেখিতেছ উহাকে লক্ষ্য কর, কিছুক্ষণ পরে অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন এক্ষণে কি দেখিতেছ? অর্জ্জুন বলিলেন, কেবলমাত্র একটী নীলকণ্ঠ পক্ষী দেখিতেছি, দ্রোণাচার্য্য আনন্দিত হইয়া কহিলেন, উহার গলা কাটিয়া ফেল এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র উহার গলা কাটিয়া ফেলিবে; এক্ষণে কি দেখিতেছ? অর্জ্জুন কহিলেন কেবল একটী পক্ষীমুণ্ড দেখিতেছি যখন অর্জ্জুনের ন্যায় মনঃসংযোগের সহিত প্রতিমূর্ত্তির চিন্তা করিতে পারিবে অর্থাৎ মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নাই, তখন একাসনে বসিয়া ১৭২৮ বার প্রাণায়াম করিলে মনের যে অবস্থা হয় সেই অবস্থা মূর্ত্তি চিন্তাকারীর হইবে

অমিয়। ভজনের বিধি কি?

মহা ব্যাসদেব অতি উৎকৃষ্ট বক্তা, এ বিষয়েও নানাস্থলে তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহাই বলিতেছি শুন

দ্রৌপদীর সয়ম্বর সময়ে অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ করার ন্যায় ভজনের বিধি অর্থাৎ অন্তর্লক্ষ্য বহির্দৃষ্টিতে থাকা।

অমিয়। প্রতিমূর্ত্তি পূজাকে অনেকে পুত্তলপূজা বলিয়া ঘৃণা ও ঋষিকৃত গ্রন্থের নিন্দা করিয়া থাকেন এবং ঋষিদিগকে দুর্ব্বাক্যও বলেন।

মহা। পুত্তল শব্দের অর্থ কি?

অমিয়। পুত্র + লি = পুত্তলি, কৃত্রিমার্থে।

মহা। উহার প্রকৃতার্থ নকল কি না?

অমিয়। আজ্ঞা হঁ।

মহা। এখন দেখ, যাহা নাই তাহার নকল হইতে পারে না, যাহা আছে তাহারই নকল হইতে পারে, দেবতা সকল আছেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নকল প্রতিমূর্ত্তি (পুতুল সকল)। দেবতা সকল প্রাণিগণের দেহ ও প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিলে তাঁহারা সেই সকল পূজাদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া সন্তুষ্ট হন, এই নিমিত্ত প্রতিমা পূজা নিকৃষ্টাধিকারীর পক্ষে।

অমিয়। তবে একটি শত্রুর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে ক্রোধের উৎপত্তি হওয়ায় সেই প্রতিমূর্ত্তির গালে পাঁচ চড় মারিলে সেই চড় যাহার প্রতিমূর্ত্তি তাহার গালে লাগুক।

মহা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, চঞ্চল মন কোন বস্তুতে প্রবেশ করিলে চঞ্চল মনের ভাবান্তর ব্যতীত সেই বস্তুর কিছুই হয় না, (কিন্তু স্থির মনের দ্বারা সকলই হইতে পারে)। পূর্ব্ব কর্ম্মবলে তুমি কোন একটি বিষয়ে মন দিবামাত্র উটি যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা উহা চিত্তকে, চিত্ত বুদ্ধিকে,

বুদ্ধি অহঙ্কারকে, অহঙ্কার জীবাত্মাকে জীবাত্মা উহা জানিবামাত্র উহাতে মোহিত হওয়ায় সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হন। যেমন একটি স্ত্রীলোক মৃত পুত্র কোলে করিয়া কাঁদিতেছে কর্ম্ম বশত তুমি বিচারবান না হওয়ায় তোমার মন খালি (শূন্য) থাকায় চঞ্চল মন যেমন ঐ ক্রন্দনে গেল অমনই মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জীবাত্মাকে জানাইল; জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত উহা জানিবামাত্র মোহিত হইয়া অমনই পুত্রশোকে বিহ্বল হইলেন যদি দেবতা সকল শরীরের কর্ত্তা না হইতেন তাহা হইলে দেব প্রতিমূর্ত্তি পূজায় দেবতা সন্তুষ্ট হইতেন না এবং শাস্ত্রের উদ্দেশ্যও সফল হইত না

যাহারা পরের দোষ ও গোপনীয় বিষয় শুনিবার কি জানিবার ইচ্ছা করে না এবং কোন কারণ বশতঃ জানিতে বা শুনিতে পাইলেও উহা প্রকাশ করে না তাহারা ভদ্র আর যাহারা প্রকাশ করে তাহারা অভদ্র। আর যাহারা যে বিষয় দেখে নাই শুনে নাই অথচ সেই বিষয়ের নিন্দা করে তাহারা নীচাশয়

যাহারা ঋষিদিগকে দেখে নাই এবং ঋষিকৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝে না অথচ ঋষিদিগকে নিন্দা করে ও দুর্ব্বাক্য বলে তাহারা নীচাশয় নীচাশয় নির্লজ্জ ব্যক্তির বাক্য যত্ন পূর্ব্বক উপেক্ষা করা উচিত নির্ব্বোধেরা যাহাই বলুক না কেন, পণ্ডিত ব্যক্তির তাহা সহ্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অরণ্য মধ্যে কাকের নিরর্থক চীৎকারের ন্যায় সামান্য লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতির সম্ভাবনা নাই পাপাত্মারা

যদি বাক্য প্রয়োগ দ্বারাই লোককে দূষিত করিতে পারিত তাহা হইলে তাহার বাক্য ক্ষতিকারক বলিয়া স্বীকার করা যাইত যেমন এক জনকে তুমি মৃত্যু গ্রাসে নিপতিত হও বলিলেই সে যেমন প্রাণত্যাগ করে না, তদ্রূপ দুরাত্মারা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিলে তাহাকে দূষিত হইবার সম্ভাবনা নাই ময়ূর যেমন আপন গুহ্যদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক নৃত্য করিয়া লজ্জিত হয় না, তদ্রূপ নীচাশয় ব্যক্তিরা সাধুগণের প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আপনাদের নীচত্ব প্রকাশ করিয়া লজ্জিত হয় না

অমিয়। অন্যে ঋষিকৃত গ্রন্থের তাৎপর্য্য বুঝে না কেন ?

মহা যেমন তুমি ও আমি ভিন্ন গুহার ভিতরের বিষয় অন্যে কিছুই বলিতে পারে না ; তদ্রূপ সত্বগুণাবলম্বী ভিন্ন অন্য গুণাবলম্বীব্যক্তি কি প্রকারে ঋষিবাক্য বুঝিবে ? অন্যের কথা দূরে থাকুক ঋষিদিগের মধ্যে তপস্যার তারতম্যানুসারে অবস্থা ভেদে এক ঋষি অন্য ঋষিকৃত গ্রন্থের সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারেন না যাহারা ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহার কিছুই জানে না তাহারাই প্রতিমূর্ত্তি পূজাকে পুতুল পূজা বলিয়া ঘৃণা করিয়া নরকে নিপতিত হয়; তাহারা যদি ঋষিকৃত গ্রন্থের ও ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিত তাহ হইলে গুরু তভাবে লোকে ঋষিকৃত পূজা পদ্ধতির ও ঋষিকৃত গ্রন্থের যে অংশটুকু বিশৃঙ্খল করিয়াছে সেই অংশটুকু যেরূপে বলিলাম এইরূপে সংশোধন করিয়া লোকের যদি উপকার করিত তাহা হইলে বুঝিতাম যে তাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মপ্রাণ সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য মতাবলম্বীদের ধর্ম্মপুস্তকে শরীরস্থ দিব্য শরীরী দেবদেবী দর্শনের

উপায় না থাকায় প্রতিমূর্ত্তি পূজারও বিধি নাই তজ্জন্য তাহারা ঘোটকডিম্বের ন্যায় মনঃকল্পিত ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি কেহ কেহ মনে গড়াইয়া পূজা করি মুখে বলে, কেহ কেহ মৃত্তিকাদির দ্বারা প্রস্তুত করে এবং বলে আমরা পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী নহি।

অমিয়। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত আবার আর কাহারা মূর্ত্তি পূজক?

মহা। লোকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে তাহার নিন্দা করা বিধেয় নহে। তুমি যে ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা কর, তাহার অনুষ্ঠান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজি তোমার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ-কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইলাম। দেখ কোন কোন মতাবলম্বীরা চক্ষু মুদিত করিয়া হে পিতঃ, তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি বলিয়া কাঁদিয়াই আকুল, যখন চরণ তখনই সাকার (মূর্ত্তি)। কিন্তু দুঃখের বিষয় উহাদিগের মতে যখন ঈশ্বরের মূর্ত্তি দর্শনের উপায় নাই তখন তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে গড়াইবারও উপায় নাই, যদি গড়ায় তবে তাহা ঘোটকডিম্বের ন্যায়; তজ্জন্য ঘোটকডিম্বের ন্যায় মনঃকল্পিত আকারের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া তাহাদের মুখে বলামাত্র হইয়া থাকে। তবে হে পিতঃ! এই ধুয়া ধরিয়া, লোককে এত সুখে রাখিয়াছ আমি তোমার কি করিয়াছি ইত্যাদি দুঃখেতে যে তাহাদের চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়, সেটা সত্য। কোন মতাবলম্বীরা বলেন নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় না তাঁহার মহিমা (গুণ বিচিত্র বিশ্ব) দেখিয়া তাঁহার ভজনা কর। যখন সৃষ্ট পদার্থ পর্য্যন্ত দৌড় তখনই সাকার যদি বল গুণ ছাড়া ঈশ্বর তাহা হইলে তাঁহার গুণ দেখিলে

তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কোন মতাবলম্বীরা ঈশ্বর জ্যোতিস্বরূপ শুনিয়া পাবণ ঐশ্বরিক জ্যোতি দেখিবার তাহাদের মতে কোন উপায় নাই তজ্জন্য ঘোটক ডিম্বের ন্যায় অদেখা জ্যোতির উপাসনা করি বলিয়া বেড়ায়। কাহারাও বা ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া সেই ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া একটা ঘোটক ডিম্বের ন্যায় মানুষকে ভজন করে। আর সেই মানুষ (ঢাল নাই তলওয়ার নাই আন্দিবাস-সর্দ্দার) আমি ইহুদিদিগের রাজা এই কথা বলিয়া প্রমাণ করিতে না পারায়, রাজা যে কাষ্ঠে তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিল সেই ঘোটক ডিম্বের ন্যায় মনঃকল্পিত কাষ্ঠের প্রতিরূপ নানা পদার্থ দিয়া প্রস্তুত করিয়া আনাচে কানাচে পুঁতিয়া ও গলায় ঝুলাইয়া পথে পথে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, যে হে পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বি, তোমরা অন্ধকার হইতে আলোকে আইস।

অমিয়। যিশু লোকের নিমিত্ত স্বয়ং দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ত ক্রুশে প্রাণ দিয়াছেন?

মহা। সেই যুজুমানা ও ঘোটকডিম্বের ন্যায় সূত্রধারপুত্র (কারণ এখন কেহই তাহাকে ও তাহার মৃত্যু কাষ্ঠখানিকে দেখিতে পায় না) প্রাণ ভয়ে লুকাইলে তাহার প্রিয়শিষ্য জুডস ৩০৲ টাকা (উৎকোচ) ঘুষ লইয়া তাহাকে দেখাইয়া দেয়, তাহা ত তুমি তাহাদের মিশ্রভাষায় লিখিত কল্পিত বাইবেল পুস্তকে পাঠ করিয়াছ। অন্যের উপকার জন্য ইচ্ছা পূর্ব্বক জীবন দিয়াছেন দধিচী মুনি। একটী প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত শস্ত্রপাণি হইয়া জীব অপমান পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছে পাণ্ডবেরা। ইহারই নাম পরের নিমিত্ত জীবন দান ও সহ্য গুণ। বলপূর্ব্বক ধরিয়া মারিলে পরের নিমিত্ত জীবন দান সহ্য গুণ হয় না। যদ্যপি উহা-

দের বাইবেলের অসঙ্গতি বিশেষ রূপে জানিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে কলিকাতায় যাইয়া টমস পেন সাহেবের কৃত দি এজ্ অব্ রিজন্ পাঠ করিও উল্লিখিত উপহাসাস্পদ পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে স্ত্রী পুত্রের নিমিত্ত জীবনকে নানা পাপে লিপ্ত করিতেছে, তাহাদের মূর্ত্তি যখন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চিন্তা করিতে পারে না তখন তাঁহারা মনঃকল্পিত, যুদ্ধমান ও ঘোটকভিম্বের ন্যায় অদেখা মূর্ত্ত্যাদি কি প্রকারে হৃদয়ে ধারণ করিবে,

অমিয় উহারা, স্ত্রী পুত্রকে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত চিন্তা করিতে পারে না কি প্রকারে ?

মহা চরণপদ্ম চিন্তা করিতে গেলেত মুখপদ্ম ভুলিয়া যান প্রকৃত রূপে সাকার পূজা বড়ই কঠিন মনঃস্থির না হইলে হয় না, ছোট ছোট মেয়েরা যেরূপ খেলার ভাত রাঁধে এক্ষণকার প্রায় সকলেই সেইরূপ খেলার ঈশ্বরোপাসনা করে, খেলার ভাতে যেরূপ পেট ভরে না, খেলার ঈশ্বরোপাসনায় তদ্রূপ ধর্ম্ম হয় না।

অমিয়। ঈশ্বরের নিমিত্ত যে ক্রন্দন সে ত ঈশ্বর প্রেমের কান্না ?

মহা ঈশ্বর প্রেমে ক্রন্দন নিমিত্ত চক্ষুর জল ঠাণ্ডা, আর দুঃখে (হা ঈশ্বর। আমার কি অপরাধ যে আমাকে এত কষ্ট দিতেছেন) ক্রন্দন নিমিত্ত চক্ষুর জল গরম

অমিয় মনঃস্থিরের লক্ষণ কি ?

মহা যেমন শাদা দেয়ালে একটি কালির বিন্দু (ফোঁটা) রহিয়াছে যখন তুমি কাল বিন্দুটি ব্যতীত বিন্দুটীর চতুর্দ্দিকের শাদা দেয়াল পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে না তখন তোমার মনঃস্থির হওয়ায় তুমি প্রকৃতরূপে বিন্দুটী দেখিতে পাইলে, এইরূপ মনের

অবস্থাই মনঃস্থিরের লক্ষণ জানিও। এইরূপ মনঃসংযোগের সহিত যখন দেবতা পূজা কর যায় তখন দেবতা প্রসন্ন হন ও শাস্ত্র লিখিত ফল লাভ হয়।

অমিয়। শরীরস্থ পদ্ম সকল কি?

মহা। বায়ু যাইবার পথ। আমরা পিচ্‌কারিতে জল টানা ও ফেলার ন্যায় শ্বাস টানিতেছি ও ফেলিতেছি। পিচ্‌কারি দিয়া বেগে জল বাহির হওয়ার ন্যায় শ্বাস ফেলিবার সময় বায়ু শরীরের স্রোতসমূহ দ্বারা রস রক্তকে বহন করিয়া সমস্ত শরীরে লইয়া যাইয়া থাকে। আর ক্রিয়া দ্বারা বায়ু পদ্মে পদ্মে উপরে (ব্রহ্মরন্ধ্রে) উঠিয়া থাকে। বায়ু যেমন যেমন পদ্মে উঠে তেমনই তেমনই ঐ পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল প্রত্যেক দলের বায়ুকে তাঁহার পদ্মের উপকার পদ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট পাঠাইয়া দেন। যেমন মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মের চারি দলে ব্রহ্মা, গণেশ, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী আছেন এবং ঐ দেবতা সকলের উপর কুলকুণ্ডলিনী শক্তি রহিয়াছেন, এই প্রকার স্বাধিষ্ঠানের ছয় দলে, মণিপুরের দশ দলে, অনাহতের দ্বাদশ দলে, বিশুদ্ধাখ্যের ষোড়শ দলে, আজ্ঞাচক্রের দ্বিদলে ও সহস্রারের সহস্র দলে দেবতা ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল বায়ুকে যথা নিয়মে যথা স্থানে প্রেরণ করায় সমাধি হইয়া থাকে।

অমিয়। ব্রহ্মরন্ধ্রের অর্থ কি?

মহা। ব্রহ্মে যাইবার অদৃশ্য রন্ধ্র (পথ) যোগীরা শরীর ত্যাগের সময় সেই স্থান দিয়া ব্রহ্মে লীন হন। যোগিদিগের মধ্যে যিনি বলপূর্ব্বক মৃত্যু ক্রিয়া করেন তাঁহার ঐ স্থান ফাটিয়া যায়।

অমিয়। শরীর কাটিলে ত পদ্ম সকল দেখা যায় না?

মহা। যেরূপ দুগ্ধে নবনীত আছে কেহ দেখিতে পায় না তদ্রূপ শরীর কাটিলে জ্যোতির্ম্ময় পদ্ম সকল কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করিলে যেরূপ দুগ্ধে নবনীত দেখা যায় তদ্রূপ ক্রিয়া রূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা শরীর মন্থনে জ্যোতির্ম্ময় নাড়ী ও পদ্ম সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

অমিয়। শরীরের মধ্যে বায়ু কি প্রধান?

মহা। শাস্ত্রে বায়ুকে ব্রহ্ম বলিয়া গিয়াছেন, "নমস্তে বায়ু-ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসীৎ, ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি, ঋতং বদিষ্যামি, সত্যং বদিষ্যামি ইত্যাদি। (যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ্)।

বায়ুকে প্রকোপিত না করিলে ক্রোধাদি রিপুগণকে জয় করা যায়। জাগ্রতাবস্থায়, নিদ্রিতাবস্থায়, লোভাবস্থায়, কামাবস্থায়, শোকাবস্থায়, আনন্দাবস্থায়, স্থিরাবস্থায় অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই শ্বাসের গতি পৃথক্ পৃথক্ হয়। শ্বাসকে যদি শ্বাসের স্বাভাবিক অবস্থাতে রাখিতে পারা যায় তাহা হইলে কোন শত্রুই আক্রমণ করিতে পারে না। বায়ুই প্রকৃষ্ট প্রকারে উৎপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন

"আজাকো ঘর অজর হায় বেটাকে শিব ভার্
তিন লোক নাতি ঠগোঁ পণ্ডিত কর বিচার"

(কবির সাহেব)।

অমিয়। প্রধান প্রধান বায়ু ও তাহাদিগের কার্য্য কি?

মহা। "ব্যাসদেব শুকদেবকে কহিয়াছিলেন, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সাত বায়ু ভিন্ন ভিন্ন গতিতে নিরন্তর বিচরণ করি-তেছে, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পণ্ডিতেরা দুর্জ্জয় সমান বায়ুকে ইন্দ্রিয়গণের, উদান

বায়ুকে সমানের, ব্যানবায়ুকে উদানের, অপানবায়ুকে ব্যানের এবং প্রাণবায়ুকে অপানের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। দুর্দ্ধর্ষ প্রাণবায়ু অনপত্য সমান, উদান, ব্যান, অপান ও প্রাণ এই পাঁচটী বায়ুর অপর পাঁচটী নাম সংবহ, উদ্বহ, বিবহ, আবহ ও প্রবহ এতদ্ভিন্ন পরিবহ ও পরাবহ নামে আর দুইটি বায়ু আছে

অতঃপর ঐ সাত বায়ুর পৃথক পৃথক কার্য্য সমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর প্রবহনামক প্রথম বায়ু ধূমজ ও উষ্মজ মেঘজালকে সঞ্চালন পূর্ব্বক আকাশপথে বিদ্যুদগ্নি হইয়া অতুল তেজ ধারণ করে ঐ বায়ু প্রাণিগণের শরীরস্থ সমুদয় চেষ্টা সম্পাদন করে বলিয়া প্রাণনামে অভিহিত হয় আবহ নামে দ্বিতীয় বায়ু ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কদিগের উদয়ক্রিয়া সম্পাদন করে উহার অপর নাম অপান উদ্বহ নামক বেগবান্ তৃতীয় বায়ু চারি সমুদ্র হইতে সলিল গ্রহণ পূর্ব্বক মেঘগণকে প্রদান করিয়া, সেই মেঘ সমুদয়কে বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নিকট সমর্পণ করে উহার আর একটী নাম উদান সংবহ নামক চতুর্থ বায়ু মেঘ সমুদয়কে পৃথক্‌রূপে সঞ্চালন ও আকাশমার্গে প্রাণিগণের বিমান বহন করে মেঘমণ্ডল ঐ বায়ুর প্রভাবেই কখন বারি বর্ষণ ও কখন বা ঘনীভূত হইয়া জলবর্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া থাকে উহার অপর নাম সমান বিবহ নামক পঞ্চম বায়ু প্রচণ্ড বেগে বৃক্ষ সমুদয় উৎপাটিত এবং প্রলয় কালীন মেঘ ■ ধূমকেতু প্রভৃতি লোকনাশসূচক বিবিধ উৎপাত উৎপাদিত করিয়া থাকে উহার অপর নাম ব্যান পরিবহ নামক ষষ্ঠ বায়ু আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীর জল অবষ্টম্ভন করিয়া

রাখিয়াছে। সেই নিমিত্ত ঐ জল ভূতলে নিপতিত না হইয়া আকাশমার্গেই বিচরণ করে। ঐ বায়ুর প্রভাবে জগৎ প্রকাশক সহস্রাংশু সূর্য্য এক রশ্মির ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন। ঐ বায়ু পরিক্ষীণ চন্দ্রমণ্ডলকে প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত করে। পরাবহ নামক দুর্নিবার্য্য সপ্তম বায়ু অন্তকালে প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু ও যম উহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকেন। বিশুদ্ধবুদ্ধিদ্বারা উহাকে দর্শন করা অধ্যাত্মচিন্তাপরায়ণ পণ্ডিতদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ঐ বায়ু ধ্যানস্থ মহাত্মাদিগের নিকট অমৃত রূপে পরিণত হয়। দক্ষ প্রজাপতির দশসহস্র পুত্র ঐ বায়ুর বল আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ পূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন। ঐ বায়ুকে স্পর্শ করিতে পারিলে আর সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। এই অদ্ভুত সপ্তবায়ু দিতির পুত্র। ইহারা নিরন্তর সর্ব্বত্র প্রবাহিত হইয়া থাকে। দেখ এই সাত বায়ুর প্রভাবে এই ভূধর শ্রেষ্ঠ হিমাচল পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। যখন ঐ সমুদয় বায়ু বিষ্ণুর নিশ্বাসপবন দ্বারা প্রচণ্ডবেগে সঞ্চালিত হয়, তখন সমুদয় জগৎ এককালে ব্যথিত হইয়া উঠে। বায়ু ভীষণবেগে প্রবাহিত হইলে ব্রহ্মবিদ্ পণ্ডিতেরা বেদাধ্যয়নে বিরত হন। ঐ সময় বেদাধ্যয়ন করিলে বেদ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া থাকে। ব্যাসদেব পুত্রকে ইহা কহিয়া বায়ুবেগ নিবৃত্তির পর তাঁহাকে বেদাধ্যয়ন করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক মন্দাকিনী তীরে প্রস্থান করিলেন। ম। শা। মো। ৩২৯ অ

অমিয়। আমি পাপ কর্ম্ম করিব ও বলিব যে, হে দয়াল প্রভু, আমাকে ক্ষমা করুন, ইহা বলিলে ঈশ্বর কি আমাকে পাপ মুক্ত করিবেন না?

মহা প্রার্থনা করিলেই ঈশ্বর যদি পাপমুক্ত করিতেন তাহা হইলে প্রার্থনার পর প্রার্থনাকারীকে পাপের ফল ভোগ আর করিতে হইত না ; যখন প্রার্থনার পরও প্রার্থনাকারীকে পাপের ফলভোগ করিতে দেখা যাইতেছে তখন প্রার্থনাকারীকে ঈশ্বর যে ক্ষমা করিয়াছেন তাহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভম্
ন ভুক্তং ক্ষীযতে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি

অনুতাপ করিয়া সময় নষ্ট করা অপেক্ষা যে কর্ম্ম করিলে আর পাপে মন না যায় তাহাই করা শ্রেয়

ক্রমে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হইল আকাশে আর প্রায় মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, মেঘ গর্জ্জন নাই, অন্ধকার নাই, পর্ব্বতের পাথর যেন আর হাঁ করিয়া কামড়াইতে আসিতেছে না, মৃত্তিকা সকল আর কটমট দৃষ্টিতে তাকাইতেছে না, শুষ্ক পল্লব হীন বৃক্ষ সকল প্রবল পবনবেগে তাড়িত হইয়া পত্র হীন শাখা দ্বারা তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে আর নিষেধ করিতেছে না পর্ব্বতের আর সে দিন নাই এখন নবীন পল্লবাবৃত একটি নিকুঞ্জ বনের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে চারিদিকের ঝরণা হইতে ঝ ঝ শব্দে জল পড়িতেছে পর্ব্বত নিম্নস্থ উপত্যকায় নানাজাতীয় হরিণ সকল পালে পালে চরিয়া বেড়াইতেছে ময়ুর সকল দলে দলে মেও মেও শব্দে পেকম ধরিয়া নৃত্য করিতেছে ভালুক সকল উই-পোকা খাইতে খাইতে পরস্পর কামড়াকামড়ি করিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালার জল সকল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া ক্রমে প্রকাণ্ড নদী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। অমিয় পর্ব্বতের এই সকল শোভা

দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ গোরুর নিকট যাইতে লাগিলেন ৮। ১০ দিবস পরে অমিয় ঝরণার নিকটে যাইয়া দেখেন যে পর্ব্বত হইতে ঝরণা দিয়া ঘোলাজল আসিয়া নীচে পড়িতেছে। হাত মুখ ধুইবার নিমিত্ত অমিয় জলে পা দিবা মাত্র অমিয়র হাত পা শুন্য হইয়া উঠিল। মুখে জল দিবা মাত্র দঁাত সকল কন্‌কন্ করিয়া যেন খসিয়া পড়িল অমিয় দেখিলেন পর্ব্বতের উপরকার বরফে সূর্য্যকিরণ পড়ায় কতক বরফ গলিয়া জল হইয়া নিম্নে আসিতেছে আর কতক ধুমের ন্যায় মেঘ হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় মৃত্তিক ধুইয়া জল ঘোলা হইয়া বেগে নিম্নে আসিয়া পড়িতেছে। ঝরণার ধারে কস্তুরা পাখী সকল অতি মধুর শিশ দিতে দিতে ছোট ছোট পোক ধরিয়া খাইতেছে। সূর্য্য উদয় হইতেছেন, প্রাতঃকালে আকাশ নির্ম্মল থাকায় পর্ব্বতের উপরকার এক দিকের বরফে সূর্য্যরশ্মি পড়ায় সেই দিকটি যেন উত্তপ্ত রৌপ্যের ন্যায় গৌরবর্ণ ও অপর দিকের বরফ শুভ্রবর্ণ হওয়ায় যেন হরগৌরী একাসনে বিরাজ করিতেছেন। অমিয় গুহায় আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত গুরুর নিকট বলিলেন

গুরু। নদীর উৎপত্তি দুই প্রকার। ১ম। বরফ হইতে যেমন গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি ২য় প্রস্রবণ হইতে যেমন নর্ম্মদা শোনভদ্র ইত্যাদি আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপে অধিক বরফ গলায় জলের বেগে মৃত্তিকা গলিয়া আসিয়া পড়ায় বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধি ও ঘোলা হয় আর প্রস্রবণ হইতে যে সকল নদী হইয়াছে বৃষ্টিই উহাদিগের জল বৃদ্ধির হেতু সূর্য্যোত্তাপ বরফ গলাইয়া উহা হইতে জলাকর্ষণ করায় যেরূপ মেঘের উৎপত্তি হয়,

তদ্রূপ সমুদ্র ও নদী হইতে জলাকর্ষণ করায় মেঘের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শরৎকাল আগত দেখিয়া মহাপুরুষ অমিয়কে বলিলেন, অমিয়, শরৎকাল উপস্থিত আর দশ দিবস পরে এই সকল স্থান বরফে ঢাকিয়া যাইবে, ২ দিবসের মধ্যে এখান হইতে পোরগ্রামে যাইতে হইবে।

অমিয়। গোরু সকল কোথায় থাকিবে?

মহা। ঐ স্থানেই থাকিবে।

অমিয়। ও স্থানও ত বরফে ঢাকিয়া যাইবে?

মহা। পর্ব্বতের মূলদেশে প্রায় বরফ পড়ে না। আর যেখানে গোয়াল আছে সেখানে কখনই বরফ পড়িবে না বিবেচনা করিয়াই পাহাড়ীয়েরা গোয়াল নিমিত্ত ঐ স্থান মনোনীত করিয়াছিল। আমরা পোরগ্রামে যাইলে গোরু সকল রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত পোরগ্রাম হইতে লোক আসিবে।

পর দিবস হইতে অমিয় গুহার সমস্ত দ্রব্য নিরাপদ স্থানে রাখিতে লাগিলেন, তৃতীয় দিবস প্রাতে গুরু শিষ্যে পোর গ্রামে চলিলেন। পথে ২০০ ৩০০ বড় বড় ছাগল ছোট ছোট থলে পিঠে করিয়া নামিতেছে দেখিয়া মহাপুরুষ অমিয়কে বলিলেন, এই ছাগলের পালের আগে যদি ঝরণার ওদিকে যাইতে না পার, তাহা হইলে অদ্য রাত্রিতে এই পর্ব্বতে থাকিতে হইবে, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কখনই পোরগ্রামে যাইতে পারিবে না। অমিয় যে আজ্ঞা বলিয়া দ্রুতপদে ছাগলের পালের আগে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছাগল কাহাদিগের?

মহ। ভোট মুলুকের মহাজনদিগের, উহারা ঐ সকল

ছাগলের পৃষ্ঠে লবণ, সোহাগা, নীলম্ পাথর, শিলাজতু, পশম, মৃগনাভি ও অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য আনিয়া এ প্রদেশে ব্যবসা করে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে উভয়ে গোরগ্রামে পঁহুছিলেন। পর দিবস প্রাতে মহাপুরুষ অমিয়কে বলিলেন এই গ্রামের একটি লোক সাহারণপুরে পশ্মীনার ব্যবসা করে, সম্প্রতি সে ব্যক্তি বাটী আসিয়াছে, তাহার সহিত তুমি পর্ব্বতের ও গ্রামের চতুর্দ্দিকের নানা প্রকার নৈসর্গিক ও কৃত্রিম আনন্দজনক শোভা সকল দেখিয়া আসিতে পারিবে ঐ সময় সুন্দরদাস ও আর একটি লোক আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম ও অমিয়কে নমস্কার করিল।

মহা অমিয়। এই লোকটির কথা তোমাকে বলিতে ছিলাম

অমিয় লোকটির সহিত বাহিরে আসিয়া গল্প করিয়া বেলা আন্দাজ ১০টার সময় ঘরে প্রবেশ করিলেন আর সুন্দরদাস ও লোকটী গ্রামে চলিয়া গেল।

মহ। ঐ লোকটী তোমাকে কি বলিয়া গেল ?

অমিয় আগামী কল্য প্রাতে দক্ষিণদিকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে বলিয়া গেল, লোকটি বেশ হিন্দি বলিতে পারে

পর দিবস প্রাতে লোকটী আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া পাহাড়ীয় ভাষায় কি বলিল

মহা। রূপেশ্বরী তোমার নিমিত্ত এই জুতা যোড়া পাঠাইয়া দিয়াছে, পায়ে দিয়া বেড়াইতে যাইও যে পথে যাইবে সে পথে অনেক কাঁটাগাছ আছে অমিয় জুতা পায়ে দিয় বাহিরে আসিয়া লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার নাম কি?

লোক। আমার নাম বিমল, আমি অমলের ভাই উভয়ে

সাহরণপুর ও অন্যান্য স্থানের গল্প করিতে করিতে শস্যক্ষেত্র ও নানাবিধ ফলপূর্ণ বাগানের মধ্য দিয়া যাইয়া উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া, পর্ব্বতের পাশ দিয়া ঝরণার ধারে ধারে আধক্রোশ আন্দাজ যাইয়া সম্মুখে একটি ভগ্ন দুর্গ দেখিতে পাইলেন উভয়ে ক্রমে ঐ দুর্গের শোচনীয় অবস্থাপন্ন সিংহদ্বারের সম্মুখস্থ সেতুর (পুলের) উপর বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে করিতে অমিয় দেখিলেন যে, ঝরণাটি ঐ দুর্গের পরিখা (গড়খাই) হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব-দিকে যাইতেছে সিংহদ্বার হইতে উভয়ে একটি কণ্টকাবৃত বনের মধ্য দিয়া এক পোয়া আন্দাজ যাইয়া একটি তিনতালা বাটীর প্রথম তালার দালানে প্রবেশ করিলেন দালানটি লম্বে প্রায় ৪০ হাত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২ হাত, মেজেটি নানা বর্ণের প্রস্তর দ্বারা চিত্রিত; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি ইরানি গালিচা বিছান রহিয়াছে দেয়াল সকলে নানাপ্রকার দেব-দেবীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত, মেজের মধ্যস্থলে একটি শ্বেত পাথ-রের বেদির পশ্চিমদিকের দুয়ার দিয়া উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইলেন পরে বনের ভিতর দিয়া কিছুদূর যাইয়া একটি বড় ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে একটি যুবতী বেলফুলের গাছ সহিত একটি স্ফটিকের টব বাঁ হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বেলফুলের বোপঝাপ গাছটির আগা গোড়া ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। যুবতীর বাঁ কাঁধে একটি চুড়িপাখী উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করায় যুবতী ঐ পাখীটিকে ডাইন হাত দিয়া ধরিতে যাওয়ায়, গায়ের চাদরখানি (ওড়না) খসিয়া পড়িতেছে। যুবতী ঐ অবস্থায় অমিয়কে দেখিয়াই যেন অতি-শয় লজ্জিতা হইয়া, ঠোঁট কামড়াইয়া ওড়না গায়ে দিবার নিমিত্ত

গামোড়া দিয়া একটু দক্ষিণ দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায় মেঘের মত কোঁকড়া কোঁকড়া চুকচুকে কাল চুলগুলি হাতের কণুই পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া অমিয় থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন

নির্ম্মল। (হাসিতে হাসিতে) ও স্ত্রীলোকটী পাথরের

অমিয় আশ্চর্য্য হইয় ঐ মূর্ত্তিটীর নিকট যাইয়া দেখিলেন, মূর্ত্তিটী শ্বেত পাথরের, উহার সম্মুখে হরিদ্র বর্ণের একখানি স্বচ্ছ পাথর এমনভাবে রহিয়াছে যে, যাহার আভা ঐ শ্বেত পাথরের মূর্ত্তিটীর পালিসে লাগায় মূর্ত্তিটীকে গৌরাঙ্গী দেখাইতেছে। ঐ মূর্ত্তিটীর পশ্চাতে প্রায় ৩০ হাত লম্বা ১ হাত উচ্চ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিত্র বিচিত্র একটি শ্বেত পাথরের অর্দ্ধ গোলকের মধ্য স্থলে একটি বেদির উপর চারিটি শ্বেত পাথরের পরী মধ্যে দুইটি বাঁ হাত ও দুইটী ডাইন হাত আপন আপন মাথায় দিয়া ও অন্য হাত দিয়া আপন আপন ওড়নার কোণ ধরিয়া এক পা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। উহাদিগের মাথায় দেওয়া হাতের কণুয়ের উপর একখানি নানা বর্ণের চিত্র বিচিত্র হরিদ্রা বর্ণের পাথরের সিংহাসন, পরী চারিটি ঐ সিংহাসনখানি লইয়া পাখা মেলাইয়া এমন উড়ু উড়ুভাবে দাঁড়াইয়া আছে যে দেখিলেই বোধ হয় যেন উড়িল ঐ পরী চারিটির উভয় দিকের বেদীর উপর এক হাত অন্তর একটি করিয়া ফোয়ারা আর একটি করিয়া পরী নানা বর্ণের ফুলের টব হাতে করিয়া নানা প্রকার প্রলোভনীয় হাব ভাবের সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ঐ সকল ফোয়ারা হইতে জল বাহির হইয়া একটি কৃত্রিম নদী দিয়া যাইত, ঐ কৃত্রিম নদীগুলিটি এমন আঁকাবাঁকা ঢেউ উঠাভবে কাটা যে উহার উপর দিয় জল যাইলে দূর হইতে বোধ হয় যেন অগাধ জলে ঢেউ উঠিতেছে।

অমিয় বিমল, এই সকল ফোয়ারাতে কোথা হইতে জল আসিত ?

বিমল এই সকল ফোয়ারার নীচে জলপূর্ণ চৌবাচ্চা আছে এই বলিয়া একটি ফোয়ারার নলে মুখ দিয়া সজোরে ফুঁ দেওয়ার পর ঐ নলের মুখ হাতের তালু দিয়া কিছুকাল বন্ধ রাখিয়া যেমন হাত উঠাইয়া লইল অমনি নীচেকার চৌবাচ্চা হইতে হুড়ুম হুড়ুম শব্দে নল দিয়া ৩ ৩ হাত উচ্চ হইয়া জল উঠিতে লাগিল ৫ ৭ মিনিট জল উঠার পর বিমল আর একটি নলের মুখ খুলিয়া দিবামাত্র জল উঠা বন্ধ হইয়া গেল বেদী চারিটার সম্মুখে নানা বর্ণের কাজ করা সবুজ পাথরের মঞ্চের উপর একটি ময়ূর একখানি পা উঁচু করিয়া, পেকম ধরিয়া, একটি সাপ ঠোঁটে করিয়া নাচিতেছে, সাপটি যন্ত্রণায় হাঁ করিয়া কুণ্ডলী পাকাইতেছে অমিয় ময়ূরটিকে অনেকক্ষণ দেখিয়া বিমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এমন সুন্দর চিত্র বিচিত্র ময়ূরটির আধখানি পুচ্ছ করিয়া ময়ূরটিকে বিশ্রী করিবার কারণ কি ?

বিমল বৈকালে দেওয়ানজি যখন এখানে বসিতেন তখন এই বেদিটার ফোয়ারাগুলি খুলিয়া দিলে কোনটি দিয়া প্রজাপতির আকারে, কোনটি দিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, কোনটি দিয়া পূর্ণচন্দ্রাকারে এইরূপ নানা আকারে জল বাহির হইত আর এই ময়ূরটির অর্দ্ধপুচ্ছ হইতে জল বাহির হইয়া সম্পূর্ণ পুচ্ছ হইত পুচ্ছজলে যখন সূর্য্য কিরণ পড়িত তখন ময়ূরটির পেকমের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইত

ঐ বেদির পূর্ব্বদিকে একটি ছোট মাঠ পার হইয়া দুর্গের দেয়ালের উপর উঠিয়া অমিয় দেখিলেন যে বন্দুক দিয়া গুলি

মারিবার নিমিত্ত প্রাচীরের গায়ে লম্বা লম্বা ছিদ্র সকল ও প্রাচীরের উপর স্থানে স্থানে তোপ রাখিবার বুরুজ সকল রহিয়াছে প্রাচীরের নিম্নদেশ দিয়া ঝরণাটি বেগে বহিয়া যাইতেছে ঐ প্রাচীর হইতে নামিয়া বিমল বলিল মহাশয়, এখন চলুন আর এক দিবস আসিয়া ভাল করিয়া দেখিবেন অমিয় বাধ্য হইয়া বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া একটী প্রকাণ্ড বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন

বিমল মহাশয় এই বাটীটি অন্দর মহলের একটি অংশমাত্র, এই বলিতে বলিতে উঠান দিয়া যাইয়া আর একটি বাটীতে প্রবেশ করিল অমিয়ও বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বাটীটির চতুর্দ্দিকে চক একখানি শাদা, একখানি কাল, একখানি সবুজ ও একখানি হরিদ্রা বর্ণের পাথরের টালি বসান উঠানের মধ্যস্থলে চারি হাত উচ্চ পোঁতার উপর নানাবিধ কাজ করা বড় বড় গোল থামের বারাণ্ডায় ঘেরা একটি গোল ঘর বারাণ্ডায় উঠিয়া বিমল দ্বারের চৌকাঠের পাশে দুইটি ঘা দিবামাত্র কবাট দুইখানি খুলিয়া গেল ঘরের মেজেতে নানা বর্ণের চিত্রবিচিত্র একখানি গালিচা বিছান দেখিয়া অমিয় জুতা খুলিবার চেষ্টা করায় বিমল বলিল মহাশয় জুতা পায়ে দিয়া চলুন ও গালিচা উনের নহে অমিয় ঘরে প্রবেশ করিয়া দেয়ালের গায়ের চিত্র সকল দেখিতে দেখিতে এক স্থানে দেখিলেন একটি নীলবর্ণ হ্রদে লাল, নীল, শ্বেত প্রভৃতি নানা বর্ণের পদ্মের উপর ভ্রমর সকল উড়িয়া আসিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অল্প অল্প বাতাসে জলের ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মফুলগুলি নড়ায় উহারা বসিতে না পারিয়া এক

একবার দূরে উড়িয়া যাইতেছে দুইটি পানকৌড়ী পাখী জলে ডুব দিয়া মাছ ধরিয়া খাইতেছে উহাদের মধ্যে একটীর মাথা ও অর্দ্ধেক শরীর জলে ডুবিয়াছে আর একটি ডুব দিবার উপক্রম করিতেছে হ্রদের ধারে একটি কুমীর হাঁ করিয়া হাই তুলিতেছে হ্রদের কিনারায় একটি চকা পাখী, আর দ্বীপের উপর একটি চকী পাখী একটীর পর একটি ডাকিতেছে বাঁধা ঘাটে পঞ্জাব দেশের স্ত্রীলোকদিগের উলঙ্গ হইয়া স্নান করার ন্যায় সাতটি উলঙ্গিনী যুবতী একবুক জলে পরস্পর পরস্পরের হাত ধরিয়া গোল হইয়া নাচিতে নাচিতে হাত দিয়া চারিদিক হইতে জল আনিয়া মধ্যের জল উঁচু করিতেছে ঘাটের উপর শিবমন্দিরে একটি ব্রাহ্মণ মুখ নাড়িয়া গাল ও বগল বাদ্য করিতে করিতে শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এক স্থানে একটী কামিনীফুলের গাছের উপর একটি তরুলতা উঠিয়া গাছটীর চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে মধ্যে মধ্যে কামিনীফুলের গুচ্ছতে তরুলতার লাল-ফুল ফুটায় অতি মনোহর শোভা হইয়াছে ঐ কামিনীফুলের নিকুঞ্জ মধ্য হইতে একটী উলঙ্গিনী যুবতী দুই হাত দিয়া ফুল সহিত লতা পাতা সরাইয়া বক্ষঃস্থলের অর্দ্ধেক বাহির করিয়া উকি মারিয়া কাহারও প্রতীক্ষায় যেন পাশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে সবুজ রংয়ের পাতা এবং লাল ও শাদা ফুল সকল যুবতীর মুখের ও বুকের স্থানে স্থানে এমন ভাবে পড়িয়াছে যে হঠাৎ দেখিলেই বোধ হয় যেন লাল ও শাদ ফুলদার সবুজ রংয়ের চাদরখানির (ওড়নার) মধ্যে মধ্যে ছিঁড়িয়া যাওয়ায় যুবতীর মুখের ও বুকের ঐ সকল স্থান দেখা যাইতেছে। আর এক স্থানে একটী পর্ব্বত স্তরে স্তরে মেঘ সকল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, ঐ পর্ব্বত হইতে

ঝরণা সকল বাহির হইয়া একটা সমতল স্থানের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে উহার ধারে স্থানে স্থানে চামরী গোরু ও কৃষ্ণসার সকল চরিতেছে একটা স্থান কৃষ্ণলীলায় অঙ্কিত। একটা স্থানে পিচগাছের তে ক কড়া ডালে বাসায় বসিয় একটা বুলবুলিপাখী ডিমে তা দিতেছে, শাদার উপর লাল ছিটে ফোটা ডিম তিনটা, বাসার ফাঁক দিয় দেখা যাইতেছে, আর একটী বুলবুলি বাসার নিকটে ডালে বসিয়া গা ফুলাইয় লেজ ও ঘাড় নাড়িয় ডাকিতেছে,

অমিয় বিমল চিত্রগুলি দেখিলেই যেন সজীব বলিয়া বোধ হয়

ঐ চিত্র সকল দেখিতে দেখিতে অমিয় ছাদের দিকে তাকাইয়া দেখেন, যেন নীলবর্ণ আকাশে গুটীকতক নক্ষত্র টিপ টিপ করিতেছে ও মধ্যস্থলে একটা প্রকাণ্ড সাপ নীচেদিকে মুখ করিয়া ঝুলিতেছে।

অমিয় মধ্যস্থলে এই চিত্র বিচিত্র সাপটীকে অমন করিয়া ঝুলাইয়া রাখিবার কারণ কি?

বিমল। (বাক্স হইতে একটি সুন্দর বাতিদান বাহির করিয়া সাপটির নীচে রাখিয়া চকমকি ঠুকিয়া বাতিদানে মোমের বাতি জ্বালিয়া বলিল) মহাশয়! সাপটীকে অমন করিয়া ঝুলাইবার কারণ এখন দেখুন

বাতি জ্বালিবামাত্র সাপটির চক্ষু দুইটা হইতে লাল ও সর্ব্বাঙ্গ হইতে নানা বর্ণের আলো বাহির হইল, আর আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ ছাদে অসংখ্য নক্ষত্র সকল হইতে জ্যোতি বাহির হওয়ায় দেয়ালের চিত্রগুলি সজীব হইয়া উঠিল ঐ সময় বিমল

ঘরের দুয়ার বন্ধ করায় এক নূতন দৃশ্য হইল অমিয় যেদিকে তাকান সেই দিকেই নানা বর্ণের আলো জ্বলিতেছে দেয়ালের এক স্থানের ফুলবাগান হইতে একটি পরমা সুন্দরী যুবতী মালা গাঁথিতে গাঁথিতে হাসি হাসি মুখে ইসারা করিয়া অমিয়কে ডাকিতে লাগিল উপরে অসংখ্য নক্ষত্রের পশ্চিম সীমায় মেঘের ভিতর হইতে চতুর্থীর চন্দ্রের ন্যায় চন্দ্র বাহির হইতে লাগিল এদিকে গোলাপের সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদ করিয়া তুলিল। ৫ ▮ মিনিট পরে বিমল বাতি ও বাতিদান বাক্সে রাখিয়া দুয়ার খুলিয়া বারাণ্ডাতে আসিল অমিয় এখন হতবুদ্ধি তিনি বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহিরে আসিলেন বিমল চৌকাঠের পাশ টিপিয়া ধরিবামাত্র কপাট দুইখানি আস্তে আস্তে বন্ধ হইয়া গেল ঐ স্থান হইতে উভয়ে আর একটী বাটির মধ্যে যাইয়া দুয়ার খুলিয়া একটি ঘরে প্রবেশ করিলেন ঘরটি অন্যান্য ঘরের ন্যায় নানা বর্ণের চিত্রে চিত্রিত ঘরের মধ্যস্থলে ৪টি সিংহ মাথার উপর ধূসর বর্ণের ৪ হাত লম্বা চওড়া একখানি পাথর লইয়া বাগাথাবা মারিয়া (শীকারের সময় সিংহ ব্যাঘ্র যে প্রকারে বসে) বসিয়া আছে ঐ পাথরের চারিধারে ১ হাত করিয়া চওড়া স্ফটিক বসান বিমল একটি সিংহের কাণে ৪।৫টা মোড়া দিবামাত্র ঐ পাথরের নীচে সুবতবঙ্গ বাহিতে লাগিল আর পাথরের চারি ধারের স্ফটিক মধ্যে জলের স্রোতের সহিত লাল, কাল, সবুজ, শাদা ও হরিদ্র বর্ণের মাছ সকল ৪টা সিংহের মধ্যে হইতে বাহির হইয়া খেলা করিতে করিতে সিংহ ৪টার মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুক্ষণ পরে আবার স্ফটিকের নীচে আসিয়া খেলা করিতে লাগিল ১০ ১২ মিনিটের পর বিমল যেমন সিংহটার কাণ ধরিয়া বিপরীত দিকে

ঘোড়া দিল অমনই সুরঙ্গের বাক্স সংযুক্ত ও জলের স্রোত আসা বন্ধ হইয়া গেল পরে দুয়ার বন্ধ করিয়া উভয়ে উঠানে নামিলে—

বিমল। এখানে একটী স্ত্রীলোক ও তাহার একটী পীড়িতা কন্যা আছেন আমি তাঁহাদিগকে একবার দেখিতে যাইব মহাশয় কি যাইবেন ?

অমিয় যাইতে যদি কোন বাধা না থাকে তবে দোষ কি ?

বিমল তবে আসুন।

অমিয়। (যাইতে যাইতে) উহাঁরা গ্রামে না থাকিয়া এই নির্জ্জন বাটীতে থাকেন কেন ?

বিমল উহারা রাজবংশীয়, এই বাটী ত্যাগ করিয়া যাইতে না চাওয়ায়, সুন্দরদাস উঁহাদিগের দাস দাসীর এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বন্দোবস্ত এখানে করিয়া দিয়াছেন এই বলিতে; বলিতে আর একটি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বারাণ্ডার উপর যাইয়া, অমিয়কে বলিল, মহাশয়। এখানে একটু অপেক্ষা করুন,; পরে দুয়ারের চৌকাঠে অঙ্গুলি দিয়া টিপিবামাত্র কপাট দুইখানি খুলিয়া গেল, বিমল ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ পরে অমিয়কে ঘরে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিলে অমিয় ঘরে প্রবেশ করিয়া সবুজ রংয়ের মশারি ঢাকা নানাপ্রকার কারু করা একখানি স্ফটিকের খাট মশারির উপরকার ঝালরটি মখ্মল জেতারার কাজে কৃষ্ণের রাস লীলায় অঙ্কিত নীচেকার কিনার দেওয়ার গাছে মুক্তার ফল খাইবার নিমিত্ত লাল মুখো শুকপাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে মশারির মধ্যে ১১ ১২ বৎসরের একটি কন্যা দুয়ারের দিকে মুখ করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া আছে

কন্যাটির কোমর পর্য্যন্ত একখানি ময়ূরকণ্ঠি কিনখাপে ঢাকা, গায়ে কুসুম রংয়ের কুর্তা, মুখে পীড়ার বিশেষ যন্ত্রণা প্রকাশ পাইতেছে। কন্যাটির পাশে একটি ৩৪ ৩৫ বৎসর বয়সের স্ত্রীলোক বসিয়া কন্যাটির পায়ে হাত বুলাইতেছে দেখিয়া সেই স্থানে দাঁড়াইলেন। মহাশয় খাটের উপর বসিয়া উহাঁদিগের সহিত গল্প করুন উহাঁরা বেশ হিন্দি বলিতে পারেন, আমি ততক্ষণ একটা কাজ সারিয়া আসি বলিয়া বিমল বাহিরে গেল

অমিয় খাটের নিকট যাইয়া মশারি উঠাইবার নিমিত্ত মশারিতে হাত দিয়া দেখিলেন খাট, মশারি ও স্ত্রীলোক প্রকৃত নহে, দেয়ালে চিত্র করা অমিয় অবাক হইয়া দেখিতেছেন, এমন সময় বিমল ঘরে প্রবেশ করিল

অমিয় (বিমলকে দেখিয়া) বিমল! তুমি আমাকে কি কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছ?

বিমল হঠাৎ ঐরূপই মনে হয় এই আনন্দভবনের এখন কোন শোভাই নাই এই ভগ্নাবশেষ যাহা কিছু দেখিতেছেন এ কেবল সুন্দরদাসের অনুগ্রহতেই আছে বেলা অধিক হইয়াছে এখন গ্রামে চলুন, আগামী কল্য গ্রামের পশ্চিম দিকে যাওয়া যাইবে

অমিয় কোন উত্তর না দিয়া বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—

বিমল, এই স্ফটিকের খাটখানি দেখিয়া এখানকার চিত্র সকল যে পাথর খুদিয়া বসান, চিত্র করা নহে, সে ভ্রম দূর হইল

বিমল। এখানে যত কিছু চিত্র দেখিবেন তাহার মধ্যে

একটিও চিত্র করা নহে, সমস্তই পাথর খুদিয়া পাথর বসান। পরে চৌকাঠের কোণায় হাত দিয়া টিপিবামাত্র কপাট দুইখানি আসিয়া দুয়ার বন্ধ হইল।

তখন উভয়ে গল্প করিতে করিতে গ্রামে আসিয়া বিমল মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

মহা। অমিয় কি কি দেখিলে?

অমিয়। বিমল কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যা জানে।

মহা। (হাস্য করিতে করিতে) ঠিক২ ঐ প্রকারই বোধ হয়।

পর দিবস প্রাতে বিমল আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া অমিয়কে বলিল চলুন।

মহা। বিমল কোথায় যাইবে?

বিমল। রত্নময় পাহাড়ে।

মহা। আজি অধিক দূরে যাইও না।

বিমল যে আজ্ঞা বলিয়া অমিয়কে সঙ্গে লইয়া গ্রামের পশ্চিমাংশে আধক্রোশ আন্দাজ যাইয়া গিরিসঙ্কট দিয়া পর্ব্বতে উঠিয়া বনের মধ্যে একটি পুরাতন সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গনে যাইয়া বলিল মহাশয় এই স্থান হইতে উপত্যকার শোভা দেখুন। অমিয় প্রাঙ্গনপার্শ্বে দাড়াইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতের মূলদেশে একটি দীর্ঘ হ্রদে লাল, নীল, শাদা, কাল, সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের পদ্মফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া বিমলকে বলিলেন, বিমল। ঐ সুন্দর হ্রদটি কৈ আমাকে ত দেখাও নাই?

বিমল। গ্রামে যাইবার সময় উহার ধার দিয়া মহাশয়কে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আছে। পরে উভয়ে ঐ প্রাঙ্গনের উত্তর

পশ্চিমাংশে শ্বেত পাথর দিয়া বাঁধান একটী কুণ্ডের ধারে যাইয়া বসিলেন।

অমিয়। বিমল। এই নিবিড় বনমধ্যে প্রাচীন দুর্গের অবশিষ্টাংশ, এই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গনের মধ্যে মধ্যে নানা বর্ণের প্রস্তর নির্ম্মিত লতাদির দ্বারা সুশোভিত বসিবার মঞ্চ এবং ৫০ ৬০ হাত নিম্নে হস্তী বাঁধিবার শৃঙ্খল সকল দেখিয়া, এই স্থানের ইতিবৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অদ্য আমি বিশেষ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।

বিমল। ইহার পর শুনিবেন। এক্ষণে এই কুণ্ডের আশ্চর্য্য শক্তি দেখুন অমিয় ঐ কুণ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলেন কুণ্ডটি জলপূর্ণ হইল, ঐ জল ১৫। ১৬ মিনিট পূর্ণাবস্থায় থাকিয়া, দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া গেল; ১৫ ১৬ মিনিট পরে আবার কুণ্ডটী জলপূর্ণ হইল এবং ১৫ ১৬ মিনিট পূর্ণাবস্থায় থাকিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় শুকাইয়া গেল

অমিয় (আশ্চর্য্য হইয়া) বিমল। এই প্রকার একবার জল পূর্ণ ও একবার শুষ্ক হওয়া কর্ম্ম কি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে? আর এই জলই বা কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় যাইতেছে?

বিমল আষাঢ, শ্রাবণ মাসে ভয়ানক বর্ষার সময়েও যখন এই জলের নীল রংয়ের এবং একবার পূর্ণ হওয়া ও একবার শুষ্ক হওয় বেগের কোন প্রকার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তখন ইহার বিষয় আমরা কিছুই স্থির করিতে পারি নাই, তবে এ প্রকার জলপূর্ণ ও শুষ্ক হওযা সর্ব্বদাই হইয় থাকে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আজি অধিক দূরে যাইতে মহাপুরুষ নিষেধ করিয়াছেন, এক্ষণে গ্রামে চলুন, আগামী কল্য ঐ হ্রদ আসিয়া দেখিবেন পরে উভয়ে অন্যান্য গল্প করিতে করিতে গ্রামে যাইলেন।

পর দিবস প্রাতে বিমল আসিয়া অমিয়কে বলিল, মহাশয় ! কোন কারণ বশত অদ্যই আমাকে, সাহবগপুর যাইতে হইবে, চৈত্র মাসে আসিয়া মহাশয়কে সমস্ত দেখাইব আর আমি এখানে থাকিলেও ২০ ২২ দিবস পরে বরফ পড়িতে আরম্ভ হইলে মহাশয়কে উচ্চ পর্ব্বতে লইয়া যাওয়াও অসম্ভব এই কথা বলিয়া মহাপুরুষের অনুমতি লইয়া ও অমিয়কে নমস্কার করিয়া বিমল চলিয়া গেল বিমল যাওয়ার পর অমিয় প্রত্যহ একাকীই পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতেন

মহ। অমিয়। ঐ বরফময় পাহাড়ের উত্তরপূর্ব্ব কোণের উপত্যকা দিয়া যে নদীটি গিয়াছে তাহার নিকট এই সময় প্রায়ই হাতী নামিয়া থাকে, সে দিকে একাকী বেড়াইতে যাইও না।

কার্ত্তিক মাসের ১০। ১২ দিবস গত হইলে অমিয় বেড়াইতে বেড়াইতে পর্ব্বতের উচ্চশৃঙ্গ সকল বরফে শাদা হইয়াছে দেখিয়া ভাবিলেন আর অধিক দিন বেড়ান হইবে না আজি একবার উত্তর-পূর্ব্ব দিকের পাহাড়ে যাইতে হইবে, এই চিন্তা করিতে করিতে পর্ব্বতে উঠিয়া বরফের ঠাণ্ডা বাতাস অসহ্য হওয়ায় গিরিসঙ্কট দিয়া নামিয়া একটী নদীর ধারে উপস্থিত হইবাই তাঁহার মনে হইল গুরুদেব এই নদীর ধারে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আজি অদৃষ্টে যে কি আছে বলিতে পারি না। "যা হবার তাই হবে, মিছে ভেবে মরি কেন" এই বলিতে বলিতে নদীর জলে তাকাইয়া দেখিলেন যে, জলের মধ্যে দিয়া একটী আলো গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে তখন অমিয়ের মনে হইল, ঐ সেই কাষ্ঠ যাহা সুন্দরদাসের ঘরে দেখিয়াছিলাম। এখন কি উপায়ে উহাকে উঠান যায়, এই চিন্তা করিতে করিতে তাহার একদিক ছড়া

করিয়া নদীর ধারে ধারে কিছুদূর যাইতে যাইতে হঠাৎ একটী শব্দ শুনিয়া, সেই দিকে তাকাইয়া দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড দন্তালহস্তী শুঁড় ও লেজ উঁচু করিয়া তাঁহার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে, দেখিয়া পূর্ব্ব দিকের পর্ব্বতে উঠিবার নিমিত্ত দৌড়াইলেন দৌড়াইয়া যাইতে যাইতে হস্তীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া একটী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন হস্তীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গুহার মধ্যে শুঁড় প্রবেশ করিয়া দিল, কিন্তু লম্বা দাঁত গুহার মুখের পাথরে বাধিয়া যাওয়ায় শুঁড় দিয়া অমিয়কে ধরিতে না পারিয়া গুহার মুখে কিছুকাল নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল হস্তী চলিয়া গেল দেখিয়া অমিয় সভয়ে গুহা হইতে বাহির হইবামাত্র নিকটস্থ বন হইতে হস্তী মহাবেগে আসিয়া পুনর্ব্বার অমিয়কে আক্রমণ করিল অমিয় উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনরায় সেই গুহার প্রবেশ করিলেন হস্তীও মহাবেগে আসিয়া গুহার মুখে দাঁড়াইল অমিয় আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া গুরুর চরণকমল চিন্তা করিয়া মনকে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ দিকে হস্তী বারম্বার গুহার মধ্যে শুঁড় প্রবেশ করিয়া যখন কিছুতেই অমিয়কে ধরিতে প বিল না, তখন নিকটস্থ ঝরণা হইতে শুঁড়ে করিয়া জল আনিয়া সজোরে অমিয়ের গায়ে ছিটাইয়া দিতে লাগিল, তাহাতেও যখন অমিয় গুহা হইতে বাহির হইলেন না, তখন হস্তী দাঁত ও শুঁড় দিয়া গুহার মুখের পাথর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল অমিয় অনেক যত্নে মনকে সংযত করিবামাত্র ২০২২ হাত লম্বা একটী শ্বেতবর্ণ পুরুষ, জটা সকল তীরের ন্যায় মস্তকের চারিদিকে খাড়া হইয়া রহিয়াছে, ত্রিনেত্র হইতে অগ্নিশিখা যেন জগৎ দগ্ধ করিবার নিমিত্তই

ধক্ ধক্ করিয়া বাহির হইতেছে, গলায় কুটস্থের মালা, কোমরে বাঘাম্বর, হাতে দীর্ঘ ত্রিশূল, কুটস্থের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ভ্রূভঙ্গির সহিত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "রে পাপ! গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনের প্রতিফল আমি আর দিব না, হয় ত এই হস্তীই এখনই দিবে"। অমিয় সেই উগ্রমূর্ত্তি ও ভ্রূকুটিভঙ্গি দেখিয়া এবং আশুমৃত্যু শুনিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন ঐ সময় ঐ পুরুষের পশ্চাৎ হইতে মহাপুরুষ বাহির হইয়া বলিলেন, এবার তোমাকে রক্ষা করিলাম আর কখন এমন কর্ম্ম করিও না। অমিয় গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া সসম্ভ্রমে যেমন দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলেন অমনই গুহার পাথর মস্তকে লাগায় সমাধি ভঙ্গ হইল। তখন অমিয় দেখিলেন হস্তী সজোরে গুহার মুখের ২।৩ খানি পাথর ভাঙ্গিয়া যেমন আর একখানি পাথর শুঁড় দিয়া ধরিল অমনই চীৎকার করিতে করিতে মহাবেগে পলাইয়া গেল। অমিয় আশ্চর্য্য হইয়া গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া চারিদিকের জঙ্গল বিশেষ করিয়া দেখিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সম্মুখের গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোকেরা অমিয়কে দৌড়াইয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় অমিয় হস্তীবৃত্তান্ত বলিলেন। হস্তীবৃত্তান্ত শুনিয়াই উহারা ডঙ্কা বাজাইল। ডঙ্কার শব্দ শুনিয়া চারিদিকের গ্রাম হইতে লোক সকল অস্ত্র লইয়া আসিতে লাগিল। পরে সকলে এক একখানি কাষ্ঠ লইয়া অমিয়ের সহিত অতি সাবধানে গুহার নিকট যাইয়া গুহার মুখে কাষ্ঠ সাজাইয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া চলিয়া গেল। অমিয়ও পুনর্ব্বার সেই গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের লোকেরা বলিল, সন্ধ্যা হইবার আর বিলম্ব

নাই, সুন্দরদাসকে মহাশয়ের সংবাদ পাঠান হইয়াছে, এ রাত্রি এখানে বিশ্রাম করুন অমিয় বাধ্য হইয়া সে রাত্রি সেখানে থাকিলেন। রাত্রিতে গ্রামের লোকেরা পরামর্শ করিতে লাগিল যদি মরিয়া না থাকে তবে কোথাকার পাহাড়ে যাওয়া যাইবে অমিয় গ্রামবাসিদিগের কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন গুহার মধ্যে এমন কি ভয়ানক জন্তু আছে, যাহার স্পর্শমাত্র অত বড় প্রকাণ্ড হস্তী চীৎকার করিতে করিতে পলাইল, আর যাহার ভয়ে গ্রামের লোকের গ্রামত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত এই সকল চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা যাইলেন পর দিবস প্রাতে গ্রামের লোকেদের সহিত গুহার নিকট যাইয় দেখিলেন গুহার নিকট ২০০ ৩০০ লোক জমিয়াছে উহাদের মধ্যে একজন বলিল আমি যাইব না তুমি যাও অনেকক্ষণের পর তিন ব্যক্তি সাহস করিয়া যাইয়া, গুহার মুখের ছাই সরাইয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া, "মরিয়াছে, মরিয়াছে" অমিয় গুহার নিকট যাইয়া দেখিলেন, হাতের তালুর ন্যায় দুইটী বিচ্ছু মরিয়া রহিয়াছে বিচ্ছু দেখিয়া সকলে বলিল, এ জাতীয় বিষধর বিচ্ছু এ পাহাড়ে ইতি পূর্ব্বে আর কখন দেখ যায় নাই পরে অমিয়কে বলিল মহাশয়ের অখণ্ড পরমায়ুঃ তাহাতেই এই যমের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এই বিচ্ছুতেই হাতীর শুঁড়ে ডঙ্ক (হুল) মারায় হাতী পলাইয়াছে এই দুইটি বিচ্ছুর যদি বাচ্চা হইত তাহা হইলে এই পর্ব্বতে আমাদিগের আর বাস করা হইত না এমন কি এই বিচ্ছু দুইটা না মরিলে এই শীতেই আমাদিগকে অন্য পাহাড়ে উঠিয়া যাইতে হইত সকলে গ্রামে চলিয়া গেল অমিয়ও একটী লোকের সঙ্গে পোরগ্রামে আসিলেন।

মহা অমিয়! গত রাত্রিতে কোথায় ছিলে, তোমার নিমিত্ত গ্রামের সকলেই চিন্তিত

অমিয় করযোড়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন

মহা শীতের মধ্যে এমন করিয়া একাকী আর বেড়াইতে যাইও না

রাত্রিতে অল্প অল্প মেঘ হইয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে লাগিল দেখিয়া মহাপুরুষ বলিলেন, দেখ অমিয় বোধ হয় রাত্রিতে বরফ পড়িবে

পর দিবস প্রাতে অমিয় বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তুলা ধুনিবার সময় ধোনা তুলার সূক্ষ্মাংশ সকল যে প্রকার চারিদিকে উড়িয়া থাকে তদ্রূপ বরফের সূক্ষ্মাংশ সকল ইতস্ততঃ উড়িয়া উড়িয়া মৃত্তিকাতে পড়িতেছে। কোন স্থানে এক হাত কোন স্থানে দুই হাত পুরু হইয়া বরফ পড়িয়াছে, উহার উপর পা দিবামাত্র উহার মধ্যে অমিয়ের পা বসিয়া গেল সেই স্থানে বসিয়া অমিয় বরফের গোলা বাঁধিয়া ছুড়িতে লাগিলেন বেলা দুই প্রহরের সময় বরফ পড় বন্ধ হইয়া ক্রমে অল্প অল্প সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বেগে বাতাস বহিতে আরম্ভ হওয়ায় বৈকালে এত অধিক শীত হইল যে গ্রামের লোকেরা ঘরে কবাট বন্ধ করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া ঘর গরম করিতে লাগিল। পর দিবস প্রাতে অমিয় দেখিলেন কুয়াসাতে কিছুই দেখা যাইতেছে না আগুন ব্যতীত শীত নিবারণের অন্য কোন উপায়ই নাই বেলা ১২টার পর অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, ঘরের চাল দিয়া যেমন জল গড়াইতে লাগিল অমনই ঐ জল জমিয়া (জিউলি কি নিম গাছে আটা ঝুলিয়া থাকার

ন্যায়)– বরফের শাদা তার সকল চালের চারিদিক হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত ঝুলিতে লাগিল কিছুকাল পরে মেঘ ছাড়িয়া সূর্য্য উদয় হইলে উহাতে সূর্য্যালোক পড়ায় বেলওয়ারি কাচের ঝাড়ের কলমে আলো লাগিলে যেরূপ বর্ণ সকল দেখিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ ঐ সকল বরফের তার হইতে নানাপ্রকার বর্ণ বাহির হইতে লাগিল ১০ ১২ মিনিটের পর ঐ বরফের তার সকল সূর্য্যোত্তাপে গলিয়া গেল। পর দিবস প্রাতে অমিয় বেড়াইতে যাইয়া নানা স্থানে ঘাসের উপর বরফ সকল ৮ ১০ অঙ্গুলি পুরু হইয়া জমিয়া আছে দেখিয়া তাহাতে পা দিবামাত্র পট পট শব্দে বরফ সকল ভাঙ্গিয়া গেল অমিয় ফিরিয়া আসিয়া ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া আগুন জ্বালিয়া বসিলেন তাহার পর প্রত্যহ বরফ পড়ায় গ্রামের পথ ঘাট ঢাকিয়া গেল। গ্রামের লোকেরা বাহির হইবার নিমিত্ত প্রত্যেকের দুয়ার হইতে সদর রাস্তা পর্য্যন্ত বরফ কাটিয়া ২ ৩ হাত প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিল। তখন পর্ব্বত, শস্যক্ষেত্র, ফলের বাগান ইত্যাদি সমস্ত স্থান বরফে পূর্ণ হইয়া উঠিল অমিয় যে দিকে তাকান সেই দিকই শাদা ধপ্-ধপ্ করিতেছে এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাইতে হইলে ৩ ৪ হাত প্রশস্ত পথের উভয় দিকে ১০ ১২ হাত উচ্চ বরফের গলির মধ্য দিয়া যাইতে হয় ঝরণার জল লইতে হইলে ঝরণার উপরকার বরফ পাথর দিয়া ভাঙ্গিয়া জল লইতে হয়

অমিয়ের ক্রিয়াতে শৈথিল্য আর নৈসর্গিক শোভা দেখিবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী দেখিয়া—

মহা অমিয়, রসগোল্লা খাইয়া স্বাদ পাইয়াছ এবং উহা পাক করিবার উপায় পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াও পাক করিয়া খাইতেছ

না ইহা কি ? আচ্ছা, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর দেখ সমুদ্র মধ্যে একখানি জাহাজের মাস্তুলে একটি কপোত (পাখী) বসিয়া থাকিতে থাকিতে, পাখা চুলকাইতে চুলকাইতে, পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উড়িল, উড়িতে উড়িতে যখন ক্লান্ত হইল তখন পুনরায় সেই মাস্তুলে আসিয়া বসিল, তদ্রূপ তুমি অন্য দিকে যতই মন দেও না কেন, অবশেষে সেই শান্তিময় আত্মাতে আসিয়াই শ্রান্তি দূর করিবে, আত্মা ব্যতীত শ্রান্তি দূর করিবার যখন তোমার অন্য স্থানই নাই তখন আত্মা ছাড়িয়া বিমোহিত হইয়া কেন অন্য দিকে মন দিতেছ জীবলোক সতত জরা দ্বারা অভিভূত, মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে, আর উহাতে আয়ুঃক্ষয়কর রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইষ্ট সাধনে পরাঙ্মুখ হয়

বেদব্যাস শুকদেবকে কহিলেন, "ব্রাহ্মণগণ বিষয় বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন না তাঁহারা ইহলোকে ক্লেশকর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া পরলোকে (সমাধি অবস্থাতে) অনন্ত সুখভোগ করিয়া থাকেন জন্মান্তরীণ বিবিধ তপোনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মণলাভ করিয়া বিষয় ভোগের অনুরোধে উহাতে অনাস্থা করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য " ম। শা। মো ৩২২ অ

"যে পথ অবলম্বন করিলে দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই পথ আশ্রয় করা উচিত যদি কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকে তথাচ ধর্ম্ম পথে বিচরণ করাই কর্ত্তব্য ম শা মো ২৫৯ অ।

নারদ শুকদেবকে কহিলেন, "স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, শরীর ও সঞ্চিত ধনসমুদয় পরলোকে সহগামী হয় না। কেবল পুণ্য

পাপ পরলোকে সহচর হইয়া থাকে। যখন তোমাকে সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক কালের বশবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে হইবে, তখন তুমি কি নিমিত্ত স্বকার্য্য সাধনে যত্নবান না হইয়া অনর্থ কর বিষয়ে আসক্ত রহিয়াছ? তুমি অবলম্বন ও পাথেয় সঞ্চয় না করিয়া কি রূপে একাকী পরলোক গমনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম পথে গমন করিবে? তুমি পরলোকে প্রস্থান করিলে সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ব্যতীত আর কেহই তোমার অনুগমন করিবে না। বিদ্যা, কর্ম্ম, শৌচ ও বিবিধ জ্ঞান দ্বারা পরমার্থের অনুসন্ধান করিতে হয়। পরমার্থ সিদ্ধি হইলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিতে অনুরক্ত হইলে মায়াপাশে বদ্ধ হইতে হয়, পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই ঐ পাশ ছেদন করিয়া অনায়াসে মুক্তিলাভ করেন; কিন্তু দুরাত্মারা কোন ক্রমেই উহা ছেদন করিতে পারে না। সংসারনদী অতি ভীষণ। রূপ ঐ নদীর কূল, মন উহার স্রোত, স্পর্শ উহার দ্বীপ, রস উহার প্রবাহ, গন্ধ উহার পঙ্ক এবং শব্দ উহার জলস্বরূপ। ক্ষমারূপ ক্ষেপণীসম্পন্ন (দাঁড়যুক্ত) ধর্ম্ম, ধৈর্য্য রূপ আকর্ষণ রজ্জুযুক্ত এবং দানবায়ু দ্বারা পরিচালিত শরীর নৌকা দ্বারা ঐ নদী পার হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক্ষণে তুমি প্রথমত সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা ধর্ম্ম, লোভ পরিত্যাগ দ্বারা অধর্ম্ম, বুদ্ধি দ্বারা সত্য মিথ্যা এবং পরমাত্ম-তত্ত্ব নির্ণয় দ্বারা বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, পরিশেষে এই অস্থিস্নায়ুযুক্ত, মাংস শোণিতলিপ্ত, চর্ম্মাচ্ছাদিত, মূত্রপুরীষ পরিপূর্ণ, জরাশোকসম্পন্ন রোগের আকর স্বরূপ অনিত্য দেহ পরিত্যাগ কর। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুদ্ভূত। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, শরীরস্থ পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বাদিগুণ এই সপ্ত-

দশকে অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় ঐ সপ্তদশ অব্যক্ত, রূপাদি পঞ্চ বিষয় এবং অহংতা ও মমতা এই চতুর্বিংশতি পদার্থ তত্ত্ব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে" ইত্যাদি ম শা মো। ৩৩০, অ।

ব্যাসদেব শুকদেবকে কহিলেন, "কাল, মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী, সূর্য্যরূপ অগ্নি ও দিবারাত্রিরূপ কাষ্ঠ দ্বারা সমুদয় জীবকে পাক করিতেছে, যাহা হউক যদি ধন থাকিতেও উহা দান ও উপভোগ, যদি অপরিসীম শক্তি থাকিতেও শত্রু সংহার, যদি শাস্ত্র জ্ঞান থাকিতেও ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং যদি জীবিত সত্ত্বেও জিতেন্দ্রিয়বৃত্তি অবলম্বন না করা যায় তাহা হইলে ঐ বৃথা ধন, বল, শাস্ত্রজ্ঞান ও জীবনে প্রয়োজন কি? ম শা মো ৩২২ অ।

ক্রমে অতিশয় শীত হইবে, শীতে গ্রামের বাহিরে যাইও না।

অমিয় সেই অবধি বেড়ান ত্যাগ করিয়া ঘরে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে শীতকাল অতীত হইল। বসন্তের প্রথমেই বিমল সাহরণপুর হইতে আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম ও অমিয়কে নমস্কার করিয়া বাটী গমন করিল পরে বাটী হইতে আসিয়া অমিয়ের সহিত নানা কথা কহিতে কহিতে বলিল আর ১৫ ১৬ দিন পরে বরফ গলিতে আরম্ভ হইবে, বরফ গলিলেই পাহাড়ে যাওয়া যাইবে অমিয়, যে প্রকারে হত্যা হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাও বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখানকার ইতিহাস আজি বল।

বিমল। শুনিয়াছি অতি প্রাচীনকালে রাজা আনন্দদেব কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়।

অমিয়। এই দুর্গম পার্ব্বতীয় দেশে এরূপ নগর স্থাপনের কারণ কি ?

বিমল। পূর্ব্বে এখানে প্রচুর পরিমাণে সুবর্ণ ও বিস্তর হস্তী পাওয়া যাইত, ঐ উভয় কারণে এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই দুর্গম স্থানে নগর স্থাপন হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্ব নাম আনন্দ নগর। যবন কর্ত্তৃক পৃথ্বিরাজের পতন সময়ে এই নগরে অগ্নি লাগিয়া নগর রাজভবন দগ্ধ হইয়া যায়। আর যবন ভয়ে ভীত হইয়া রাজা অনন্তদেব গঙ্গার উপরকার সেতু ও অন্যান্য নদীর উপরকার ঝোলা সকল (১ম। নদীর উভয় তীরে মোটা মোটা কাষ্ঠ পুঁতিয়া ঐ কাষ্ঠে এক হাত চওড়া দড়ার সিঁড়ি; ঐ সিঁড়ি হইতে যাহাতে কেহ পড়িয়া না যায়, তজ্জন্য ঐ সিঁড়ির উভয় পার্শ্বে দড়ির জাল দিয়া ঘেরিয়া দেয়। ২য়। নদীর উভয় কূলের কাষ্ঠে এক গাছা মোটা দড়া বান্ধিয়া, সেই দড়াতে একটী লোহার কড়া পরাইয়া তাহাতে একখানি ডুলি বান্ধিয়া দেয়, ঐ ডুলির উভয় দিকের দড়ি উভয় তীরের কাষ্ঠে বাঁধা থাকে। ডুলির দড়ি টানিয়া ডুলি নিকটে আনিয়া চড়িয়া দড়ি ছাড়িয়া দিবামাত্র ডুলি নদীমধ্যস্থল পর্য্যন্ত যায়, তাহার পর নিজে কিম্বা তীরে লোক থাকিলে, সেই দড়ি টানিয়া ডুলি তীরে লইয়া বাঁধে। ৩য়। উভয় কূলের কাষ্ঠে নীচে উপর করিয়া দুই গাছা দড়া বাঁধে, নীচের দড়ায় পা দিয়া ও উপরের দড়া হাত দিয়া ধরিয়া হাঁটিয়া পার হওয়া। ইহা ছোট ছোট ঝরণা বা নদীর উপরই দেখা যায়) নষ্ট করায় দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি বন্ধ এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে সুবর্ণ ও বন্যহস্তী সকল অন্তর্হিত হওয়ায় এবং যবন ভয়ে এখানকার অধিকাংশ লোক ধনসম্পত্তি লইয়া তীব্বত দেশে চলিয়া যাওয়ায়, এখানকার

এইরূপ দুরাবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর হইতে এই স্থানের নাম গোবগ্রাম হইযাছে।

অমিয়। পূর্ব্বে এখানে স্থবর্ণখনি কোথায় ছিল?

বিমল। যেখানে কুণ্ড দেখিয়াছিলেন তাহার উত্তর পশ্চিম কোণের পূর্ব্বতে সোণা পাওয় যাইত বলিয়া ঐ পাহাড়ের নাম রত্নময় পাহাড়। এখনও বৃষ্টির পর ঐ পাহাড়েব স্থানে স্থানে সোণা পাওয়া যায়।

অমিয়। এখানে কোথায় ও কি প্রকারে হাতি ধরিয়া থাকে?

বিমল। এই উত্তর দিকের পর্ব্বতের উত্তরাংশে ৪। ৫ ক্রোশ দূরে লম্বা লম্বা ঘাস ও অল্প অল্প জলপূর্ণ অনেকগুলি উপত্যকা আছে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত হস্তী সকল পালে পালে নামিয়া ঐ সকল উপত্যকায় ঘাস খাইয়া থাকে।

অমিয়। এক এক পালে কতগুলি করিয়া হস্তী থাকে?

বিমল। ৫।৭টী হইতে ৬০।৭০টী পর্য্যন্ত। যখন হস্তী সকল দল বাঁধিয়া চলে, তখন সর্ব্বাগ্রে প্রধান দন্তাল, প্রধান দন্তালেব পশ্চাতে দন্তালের অধীনস্থ অর্দ্ধেক দন্তাল, ঐ অধীনস্থ অর্দ্ধেক দন্তালের পশ্চাতে পালের অর্দ্ধেক হস্তিনী, মধ্যে হস্তিশিশু, তাহার পর অপরার্দ্ধ হস্তিনী, অপরার্দ্ধ হস্তিনীর পব অবশিষ্ট দন্তাল, এই-রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হস্তী সকল পর্ব্বত হইতে উপত্যকায় নামিয়া ঘাস খাইয়া থাকে। দিবসে ঐ সকল উপত্যকার সন্নিকটস্থ পর্ব্বত দিয়া যাইলে উপত্যকায় যে হস্তী আছে তাহা জানা যায় না কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রিতে উহাদিগের ঘাস খাইতে খাইতে বিবাদ ও খেলা করার শব্দ আধ ক্রোশ দূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।

উহাদের মধ্যে এই এক আশ্চর্য্য যে, যতগুলি হস্তী এক মা হইতে জন্মিয়াছে তাহারা একসঙ্গে চরিয়া থাকে। হস্তী সকল উপত্যকায় নামিলে, পর্ব্বত উপরস্থ গ্রামের সীরা এখানে সম্বাদ দিয়া থাকে, সম্বাদ পাইয়া এখানে ডঙ্কা বাজান হয় ডঙ্কার শব্দ শুনিয়া চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতের প্রত্যেক গ্রামের লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ যাহাতে নীচেকার হস্তী সকল কোন প্রকারে ভয় পাইয়া উপরে পলাইতে না পারে, তজ্জন্য উপত্যকার চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতে ১৫ ১৬ হাত অন্তর ৭ ৮ জন বর্শা হাতে লইয়া একটী একটী প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া বসিয়া থাকে আর অপরার্দ্ধ লোক জঙ্গল হইতে সরল কাষ্ঠ আনিয়া খেদা (কোট) প্রস্তুত করে

অমিয়। এদেশে কি প্রকারে কোট প্রস্তুত করিয়া থাকে ?

বিমল। হস্তী সকল যেখানে ঘাস খাইতেছে তাহার দুই তিন ক্রোশ দূরে (হস্তী সকল যেখানে সচরাচর যাতায়াত করে) নিবিড় জঙ্গল মধ্যে রাখিয়া চারিদিকে অঙ্গুরীর আকারে গোল করিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঐ গর্ত্তে সরল কাষ্ঠ সকল একটু ঢিলভাবে এমন গায়ে গায়ে পোঁতে যে হস্তী সকল উহার মধ্যে কোন প্রকারে শুঁড়ের অগ্রভাগ প্রবেশ করিয়া দিয়া কোট ভাঙ্গিতে না পারে। ঐ সকল পোঁত কাষ্ঠের গোড়ায়, মাঝে ও আগায় লতা জড়াইয়া তিনটি করিয়া বাঁধন দিয়া থাকে আর যাহাতে হস্তী ভিতর হইতে ধাক দিয়া কোট ভাঙ্গিতে ও বাহিরের হস্তী সকল (প্রায়ই বুড় বড় হাতীর পালের ২ ৪টা হাতী কোটের ভিতর না যাইয়া বাহিরে থাকিয়া যায়) বাহিরের কোটবন্ধক

সকলকে আক্রমণ করিতে না পারে, তজ্জন্য ঐ কোটের বাহিরে ঐ প্রত্যেক পোঁতা সরল কাষ্ঠের মধ্যস্থলে একটী ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঐ গর্ত্তমধ্যে তিনটি করিয়া ত্যা ছুঁচাল খিবনা (প্যাল্লা) লাগায় ২০ ২২ হাত অন্তর কোটের গায়ে কোট হইতে ৩ ৪, হাত উচ্চ একটী একটী টোং বাঁধে যেদিকে হস্তী সকল আছে সেই দিকে কোটের দুয়ার করিয়, কবাটের যেদিক কোটের ভিতর সেই দিকে এক হাত লম্বা তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট পেরেক পুঁতিয়া ঐ কবাট চর্কি দ্বারা উপরে উঠাইয় রাখে। যাহাতে কোটের হাতী বেড়া ভাঙ্গিতে না পাবে, তজ্জন্য কোট মধ্যে কোটের বেড়া হইতে ৪ হাত দূরে ■ হাত চওড়া ৪ হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঐ গর্ত্তের মৃত্তিকা কোটের বেড়ার গায়ে হেলানি ভাবে ঢালু করিয়া পিটাইয়া উহার উপর ঘাসের চাবলাবন্দি করিয়া দেয়। কোটের চারিদিকের বেড়া এমন করিয়া লতা পাতা দিয়া ঢাকিয়া দেয়, যে হাতী সকল জঙ্গল ভিন্ন ফাঁদ বলিয়া বুঝিতে পারে না। কোট প্রস্তুত হইলে কোটের চারি-দিকের টোংয়ের প্রত্যেক টোংয়ে চারি পাঁচ জন করিয়া লোক ঢাক, ঢোল, বোম, ছুঁচাবাজি, হাউই, তুবড়ি, বন্দুক ও সর্কি লইয়া বসিয়া থাকে। হাতি কোটে প্রবেশ করিলে প্যালার নীচে কোট রক্ষার্থে লোক সকল বল্লম হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে হাতি সকল কোটে প্রবেশ করিলে কেহ কাহারই আজ্ঞার অপেক্ষা করে না, সকলেই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া থাকে কোট প্রস্তুত হইলে যে পাহাড় হইতে হাতি নামি-য়াছে, সেই পাহাড়ে লোক যাইয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া চীৎকার করিতে করিতে হাতি সকলকে তাড়া দেয় হস্তী সকল তাড়া

পাইয়া পাহাড়ে উঠিতে না পারিয়া কোটের দিকে যায়। হস্তী সকল কোটের নিকটে যাইলে, সকলে একবারে নিস্তব্ধ হয়, তখন হস্তী সকল কোটের দিক দিয়া পর্ব্বতে উঠিবার জন্য ইতস্ততঃ গাছপালা ভাঙ্গিয়া খাইতে খাইতে নিবিড় জঙ্গল বোধে কোটের মধ্যে প্রবেশ করে। হস্তী কোটে প্রবেশ করিবামাত্র দুয়ার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দুয়ার বন্ধ হইলে, কোটের চতুর্দ্দিকের টোং হইতে ঢাক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে বোম, হাউই ■ ছুঁচাবাজি প্রভৃতিতে আগুণ দেয় এবং বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে চীৎকার করে। ১০ ১৫ মিনিট এই প্রকার গোলযোগ করিয়া সকলে একবারে চুপ করে। হস্তী সকল কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে দুয়ারের দিকে দৌড়াইয়া দুয়ার ভাঙ্গিতে যায়। সেখানে পেরেক মাথায় ফুটায় দুয়ার ভাঙ্গিতে না পারিয়া পুনরায় কোটের মধ্যে আসিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে কোটের গাছপালা চূর্ণ করিয়া কোট আক্রমণ করে। কিন্তু গর্ত্ত থাকায় হঠাৎ কোট আক্রমণ করিতে পারে না, তবে যদি কখন কোন হস্তী কোটের গর্ত্ত পার হইয়া কোট ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে, তখন টোংয়ের লোকেদের বর্শার আঘাতে ও আগুনের ঝালাতে ফিরিয়া কোট মধ্যে আইসে। কোন কোন সময়ে কোট ভাঙ্গিয়া হাতি সকল পলাইয়া যায়। যখন সমস্ত চেষ্টা বিফল হয় তখন কোটের মধ্যে সমস্ত হস্তিগুলি এক স্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। হস্তী সকল, বিশেষত প্রধান দন্তাল, কতক পরিমাণে ঠাণ্ডা হইলে, বাহির হইতে শিক্ষিতা হস্তিনী সকলকে কোটে প্রবেশ করাইবার জন্য কোট কাটিয়া পথ করিয়া দেওয়া হয়। শিক্ষিত হস্তিনী সকল মাহুতের ইঙ্গিত মাত্র যাহাতে বন্য হস্তী সকল মাহুতকে দেখিতে না পায় তন্নিমিত্ত ঘাড় ও কাণ

উঁচু করিয়া একে একে কোটের মধ্যে প্রবেশ করিলে পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় শিক্ষিতা হস্তিনী সকল কোটে প্রবেশ করিয়াই প্রধান দন্তালের নিকট যাইয়া কোন হস্তিনী দন্তালের শুঁড়ে কোন হস্তিনী দন্তালের তলপেটে শুঁড় বুলাইতে আরম্ভ করে ঐ সকল শিক্ষিতা হস্তিনীর মধ্যে হইতে দুইটা দন্তালের দুই পার্শ্বে, একটা সম্মুখে ও একটা দন্তালের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শুঁড় বুলাইয়া দন্তালকে শান্ত করিতে থাকে। অন্যান্য শিক্ষিতা হস্তিনী ঐ চারিটী হস্তিনীকে অন্যান্য বন্য হস্তী হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকে ঐ সকল শিক্ষিতা হস্তিনীর সম্মুখের দুই পা হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত দড়ার সিঁড়ী, পৃষ্ঠে গাছের ছালের দড়া ও এক গাছি করিয়া বর্শা থাকে। দন্তালের পশ্চাতের হস্তিনীর মাহুত, দড়া লইয়া দড়ির সিঁড়ি দিয়া নামিয়া দন্তালের পশ্চাতের পায়ে দড়ার ফাঁস দিয়া মোটা দড়ার ফাঁস কষিতে না পারিয়া হস্তিনীকে ইঙ্গিত করিবামাত্র হস্তিনী দন্তালের পায়ে শুঁড় বুলাইতে বুলাইতে ফাঁস কষিয়া দেয় এইরূপে দন্তালের পশ্চাতের দুই পায়ের পা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ফাঁস জড়াইয়া ফেলে পৃথিবীর বুদ্ধিমান্ মনুষ্য যেমন স্ত্রীলোকের প্রলোভনে ভুলিয়া উহাদিগের চিরদাসত্ব করে, তদ্রূপ দন্তাল হস্তিনীর প্রলোভনে ভুলিয়া মনুষ্যের চিরদাসত্ব করিয়া থাকে

দিন্‌কো মোহিনী রাত্‌কো বাঘিনী পলক পলক লহু চুষে
জান্ শুন্‌কে দুনিয়া বাউরা ঘর ঘর বাঘিনী পুষে।

(তুলসীদাস)

দন্তালের পায়ে ফাঁস জড়াইবার সময়, দন্তালের কোন প্রকার

সন্দেহ হইলে হস্তিনী শুণ্ডে মাহুতকে ইঙ্গিত করিয়া দন্তালের তলপেটে শুঁড় বুলাইতে থাকে মাহুতও তদ্দণ্ডে দড়ির সিঁড়ি দিয়া হস্তিনীর স্কন্ধে যাইয়া লুকায়, আর সম্মুখের হস্তিনী যদি ঋতুমতী হয় তবে পায় কে ? স্ত্রৈণ পুরুষের স্থায় দন্তালকে কেলো করিয়া ফেলে। কোন কোন সময় দন্তাল সম্মুখের হস্তিনী ও মাহুতকে মারিয়া ফেলে সেই সময়ে কোটের শিক্ষিতা হস্তিনী সকল প্রাণভয়ে কোটের এক পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়ায় সেই সময়ে কোটের দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হয় তখন বন্যহস্তী সকল প্রাণ ভয়ে শিক্ষিতা হস্তিনী সকলকে আক্রমণ না করিয়া পলাইয়া যায়।

অমিয় বিমল! কেলো কি কোন জন্তু ?

বিমল। পোষা কেলো কুকুর ডাকিবামাত্র লেজ নাড়িতে নাড়িতে যেরূপ প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ স্ত্রী স্ত্রৈণপুরুষকে এবং হস্তিনী দন্তালকে কেলো কুকুরের স্থায় করিয়া ফেলে খেদের যে কয়েকটি হস্তীকে বাঁধিবার আবশ্যক হয় তাহাদিগের পা দন্তালের পা বাঁধার স্থায় বাঁধিয়া পুনরায় দন্তালকে ঘেরিয়া খেলা করিতে করিতে বড় গাছের নিকট লইয়া যাইয় মোটা দড়া দন্তালের পায়ের ফাঁসের দড়ায় বাঁধিয়া দন্তালকে গাছে বাঁধিয়া ফেলে ফাঁস কসিয়া লাগিবার নিমিত্ত হস্তিনী শুঁড় হইতে জল বাহির করিয়া দন্তালের পায়ের ফাঁসের দড়ায় দেয় দন্তালকে বাঁধিয়া শিক্ষিতা হস্তিনী সকল যখন অন্য হস্তীকে বাঁধিতে যায় তখন দন্তাল নিজেকে পাশবদ্ধ দেখিয়া ক্রোধে মৃত্তিকার মধ্যে দাঁত বসাইয়া দিয়া মৃত্তিকা খনন ও আর্তনাদ করিয়া অনবরত এরূপ কাঁদিতে থাকে যে দেখিলে পাষণ্ডের চক্ষেও জল

আগে মহাশয়, এখন চলিলাম বলিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বিমল চলিয়া গেল

২০।২২ দিবস পরে বিমল আসিয়া অমিয়কে বলিল, "...
চলুন পাহাড়ে যাওয়া যাউক"

অমিয়। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর?

বিমল মহাপুরুষের অনুমতি লইয়া অমিয়কে বলিল, মহাশয়, আগামী কল্য পর্ব্বতে যাওয়া যাইবে

পর দিবস অমিয় বিমলের সহিত পর্ব্বতে উঠিয়া বরফের নিম্নে নানা বর্ণের গালিচার ন্যায় পর্ব্বত দেখিয়া—

অমিয়। বিমল! পর্ব্বতে বরফের নিম্নে গালিচার ন্যায় ও কি?

বিমল। ফুলের গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বরের দয়া দেখুন, ঐ নানা জাতীয় ফুলের বীজের ও ঐ সম্মুখস্থ গ্রামের ক্ষেত্রে যব ও গমের গাছের বীজের উপর প্রায় ৩০।৪০ হাত উচ্চ বরফ ছিল, যে দিন বরফ গলিয়া গিয়াছে তাহার ৩।৪ দিন পরে ফুলের কয়কের (কোরকের) ও গমের শিষের (মুঞ্জরীর) সহিত ঐ গাছ সকল বাহির হইয়া ঐ স্থান সকল কেমন সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ যব ও গম সকল এ দেশের লোকের জীবন

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ

অমিয়। কি! কি!

বিমল। এটি গীতার শ্লোক। এই বলিয়া সম্পূর্ণ শ্লোকটি বলিল।

অমিয়। বিমল! ও গীতার অধ্যায়, ১৪। ১৫। ১৬ শ্লোকের অর্থ কি?

বিমল। অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মেঘ হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে শস্য উৎপন্ন হয়। বেদে বলিয়াছে—

"আদিত্যাদ্‌জায়তেবৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।"

যজ্ঞ হইতে ধূম, ধূম হইতে মেঘ সকল জন্মে, যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সম্ভূত, কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন। অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্যই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এই অন্ন হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে অনুবর্ত্তন না করে সেই ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষী ব্যক্তির পাপজীবন এবং জীবিত থাকাও বৃথা।

অমিয়। যজ্ঞ তোমার এই ভারতবর্ষের ১০।২০টী লোক করিয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদি সেই ১০।২০টী লোকের যজ্ঞধূম হইতে মেঘ এবং সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হওয়ায় অন্ন হয়, তবে কি নিমিত্ত ভারতবর্ষে জলাভাবে দুর্ভিক্ষ হয়? আর যে দেশের লোক বিল্বপত্রে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে পোড়াইয়া যজ্ঞ করে না, সে দেশের মেঘবর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন শস্যাদি এই দেশের লোককে বাঁচাইয়া রাখে ইহা কি প্রকারে সম্ভবে? এই শ্লোক কয়েকটির তোমার অর্থের মত অর্থ যদি ভগবানের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এক জনের কর্ম্মের ফল অন্যের ভোগ হওয়া উচিত অর্থাৎ ভাত খাউক রামশঙ্কর, মোটা হউক নিধিরাম। যদি বল এ দেশের যজ্ঞ নিমিত্ত উৎপন্ন মেঘ সকল বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া অন্য দেশে যাইয়া সেই দেশকে রক্ষা করিতেছে, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা বাতুলের কথা আর কি হইতে পারে? কথায় বলে, 'গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা'; কারণ তোমার দেশের যজ্ঞধূম নিমিত্ত [illegible] অন্য দেশ রক্ষা করিতেছে, আর তোমার ভারতের সেই ধার্ম্মিক যজ্ঞকর্ত্তারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতে-

ছেন (পাপ ভিন্ন ক্লেশ হয় না)। মেঘের উৎপত্তি তুমি ও আমি যত প্রত্যক্ষ করিয়াছি অনেকে তাহার একাংশও করে নাই যদি যজ্ঞের ধূমেই মেঘ হয় তবে বরফ গলিয়া মেঘ আর সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি কি প্রকারে হইতে পারে? যখন বরফ ■ অসীম সমুদ্রাদি হইতে সূর্য্যোত্তাপে বাষ্প উঠিয়া মেঘের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে, তখন ঐ তিন শ্লোকের তাৎপর্য্য তুমি যাহা বলিলে তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? বেদে লেখা আছে আদিত্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজাসকল তাহা ত প্রত্যক্ষই করিতেছ, সে কথা এখানে কেন? ঐ হইল এক বিষয়, বেদে বলিলেন অন্য আর এক বিষয় আর অধিক বলিব না, একটা বিষয় বলি শুন ঐ চক্রের অনুবর্ত্তন যে না করে তাহার পাপ জীবন তোমার ব্যাখ্যা মতে ঐ শ্লোক কয়েকটি ও ঐ শ্লোক কয়েকটির অর্থ লোকের কেবল বলিবার নিমিত্তই ভগবান্ গীতায় লিখিয়া গিয়াছেন বোধ হইতেছে; কারণ মেঘাদি সৃষ্টি ও ব্রহ্মদর্শন করা তোমার আমার মত লোকের কর্ম্ম নহে

বিমল। মহাশয়! উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর প্রকৃতার্থ কি?

অমিয়। তেজবিন্দূপনিষদ্ কি দেখা আছে?

বিমল। না।

অমিয়। তাহাতে লেখা আছে প্রথমে ব্রহ্ম হইতে তেজ, অপ্ ও অন্নের উৎপত্তি হয়।

তেজ—সত্ত্বগুণ (জ্যোতি)।

অপ্—রজোগুণ (পর্জ্জন্যের ন্যায় বর্ণ)।

অন্ন—তমোগুণ (ময়ূরের গলার ন্যায় বর্ণ)

যজ্ঞ—প্রাণ, মন ইত্যাদি প্রাণ যজ্ঞীয় সাম ইত্যাদি ম ব যক্ষ যুধিষ্ঠির সম্বাদে

কর্ম্ম—প্রাণায়ামাদি

ব্রহ্ম—বায়ু নমস্তে বায়ু ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসীৎ ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ্

অক্ষর—কূটস্থ গীত, ১৫ অ ১৬ শ্লোক

যোনিমুদ্রা করিতে প্রথমে সত্ত্বগুণে—জ্যোতি, জ্যোতির পর রজোগুণে—দূরে মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে বোধ হয়, এই রজোগুণ পর্জ্জন্যের পর তমোগুণে—ময়ূরের গলার ন্যায় বর্ণ অন্ন দেখা যায় এই সকলের পর কূটস্থ ও কূটস্থ হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়

এক্ষণে কাহ হইতে কাহার উৎপত্তি তাহাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন (কূটস্থের কৃপায় কূটস্থে জীবাত্মার সমস্ত দর্শন হইতেছে) সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ একত্র হইলে কূটস্থ, আর ঐ তিনগুণ সৃষ্টি করণোপযোগী হইলেই কূটস্থে এই ভূত সকলের ক্রমোৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় সেই তমোগুণ অন্ন হইতে ভূত সকল, রজোগুণ পর্জ্জন্য হইতে তমোগুণ অন্ন; সত্ত্বময় প্রাণযজ্ঞ হইতে রজোগুণ পর্জ্জন্য, প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম হইতে সত্ত্বময় প্রাণযজ্ঞ, প্রাণায়ামাদি কর্ম্ম বায়ুব্রহ্ম হইতে; বায়ুব্রহ্ম অক্ষর কূটস্থ হইতে, তদ্ধেতু সর্ব্বগত বায়ুব্রহ্ম নিত্যই সত্ত্বময় প্রাণযজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন প্রাণবায়ু এ কথা সকলেই জানে আর বলিবার আবশ্যক নাই এই জগতীতলে যে সকল ব্যক্তিরা যোনিমুদ্রায় উপরোক্ত প্রকারে ঐ সমস্ত দর্শন ও বিচার না করিয় কেবল ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত

ব্যতিব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের পাপ জীবন এবং জীবিত থাকা পাপ বহন করা মাত্র।

অমিয় সম্মুখস্থ গ্রামে যাইয়া আলুচা, গ্লাস, আরু, সকরপারা, আঙ্গুর, দাড়িম, সেব, নাসপাতি, জর্দা-আলু, নাখ, বোটাং, বিহি, আলুবোখরা, বাদাম, খাড়ি ও খোবানি প্রভৃতির গাছ ও পাতা সকল নানাবর্ণের ফুলে সুশোভিত রহিয়াছে দেখিয়া—

অমিয়। বিমল! গাছগুলিতে কখন পাতা হইবে? আমাদের দেশে ত এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বিমল। ঐ গাছ সকল এত দিন বরফে ঢাকা ছিল, বরফ গলার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলের (কোরক) কুঁড়ি সকল বাহির হইয়া ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে, যখন ফল ধরিবে তখন পাতা হইবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বসন্তকাল অধিক দিবস থাকে, তন্নিমিত্তই বোধ হয় ঐ সকল দেশে ফুল হইবার পূর্ব্বেই পাতা হয়, আর এদেশে বসন্তকাল অল্প দিবস থাকে তন্নিমিত্তই বোধ হয় ঈশ্বর এদেশে পাতার পূর্ব্বে ফুলের বিধান করিয়াছেন

সেখান হইতে কিছু দূর যাইয়া এক স্থানে এক দিকে অতলস্পর্শ খড্ড অপর দিকে উচ্চ পর্ব্বত সোজা হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যে ৩ হাত প্রশস্ত পথের মধ্যে মাথার উপর একগাছি কাছি ঝুলিতেছে দেখিয়া—

অমিয়। বিমল! এই পথের উপর কাছিগাছটি অমন করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে কেন?

বিমল। মধু ভাঙ্গিবার নিমিত্ত

অমিয়। মধুর চাক কোথায়, আর ঐ কাছি দ্বারা কি প্রকারে মধু ভাঙ্গে?

বিমল দেখুন এই পর্ব্বতটি ৫ ৬ শত হাত সরল ভাবে উঠিয়াছে যেখানে কঞ্চিগাছটি শেষ হইয়াছে ঐ স্থানের ৪ ৫ হাত উপরে পর্ব্বতের গায়ে বড় বড় গর্ত্ত সকল দেখিতে পাইতেছেন ত, ঐ গর্ত্ত মধ্যে মধুর চাক আছে পাহাড়ীয়েরা ঐ স্থানে উঠিবার কোন উপায় না দেখিয়া পর্ব্বতের উপর গাছের ডাল পাইলে তাহাতে নতুবা একটা কেলো (দেবদারু) গাছের লম্বা গুঁড়ি আনিয়া চাকের উপর পর্ব্বতে ঐ গুঁড়ির কিয়দংশ পর্ব্বত হইতে শূন্যে বাহির করিয়া ঐ অংশে (গাঁইট গিরা রাখিয়া পাতা ছাপ করিয়া) একগাছি কঞ্চির শেষে আর এক গাছি কঞ্চি, ঐ কঞ্চি গাছিটির শেষে আর এক গাছি, ঐরূপ কঞ্চিতে কঞ্চিতে বাঁধিয়া চাকের ৪ ৫ হাত নীচে পর্য্যন্ত ঝুলায় যে সকল পদার্থের ধূমে মৌমাছির চক্ষু জ্বাল করে এরূপ পদার্থ কলাগাছের কাঁচা বাকলার মধ্যে পুরিয়া একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে ঐ যন্ত্র, একটা হাঁড়ি একখানি লোহার বেঁকি ও অগ্নি লইয়া ঐ ঝুলানি কঞ্চির প্রত্যেক গিরাতে পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ফাঁক ও হাত দিয়া কঞ্চিগাছটী ধরিয়া ধরিয়া নামিয়া কঞ্চিগাছটীকে দোলাইতে থাকে

অমিয়। কঞ্চিগাছটি চাকের নিকট ঝুলায় না কেন?

বিমল চাকের নিকট ঝুলাইলে, নামিবা মাত্র মৌমাছিতে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে পাহাড়ীয়া অন্ধকার রাত্রিতে চাক হইতে ৪ ৫ হাত দূরে থাকে তাহাতেই মাছি সকল রাগিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। যখন তাহাকে মাছি সকল আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, তখন পাহাড়ীয়া এক পায়ের আঙ্গুল ও হাত দিয়া কঞ্চিগাছটী শক্ত করিয়া ধরিয়া, কঞ্চিগাছটীকে

দোলাইয়া দোলাইয়া চাকের নিকট যায়। এবং কলাবাকুলার যন্ত্রে জোরে ফুঁ দিয়া মৌমাছির চাকে ধোঁয়া দেয়। মাছি সকলের চক্ষে ঐ ধূম লাগিবামাত্র তাহারা চাক হইতে পলাইয়া যায়, ঐ সময় পাহাড়ীয় বেঁকি দিয়া মধু বাহির করিয়া হাঁড়ি বোঝাই করে আর কলাবাকুলার ন্যায় একখানি লোহা গর্ত্তের নিম্নে পুঁতিয়া দেয় তদ্বারা মধু গড়াইয়া পাহাড়ের গায়ে না লাগিয়া নিম্নেকার পাত্রে পড়ে ইহার মধ্যে আরও ভয়ানক যখন এক গর্ত্তের মধুতে হাঁড়ি বোঝাই না হয় তখন কঞ্চির উপরকার লোকের ইঙ্গিতমাত্র পর্ব্বতের উপরের লোকেরা কাঠখানা গড়াইয়া গড়াইয়া অন্যান্য গর্ত্তের নিকট লইয়া যায়, সেই সময় কঞ্চির উপরকার লোকটা মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। দেখুন প্রত্যেক ঘরে চাক থাকিতেও পয়সার লোভে লোকে প্রাণের মমতা ত্যাগ করে

অমিয়। প্রত্যেকের বাটীতেই কি চাক আছে?

বিমল। এ হিম প্রধান দেশে তাক হয় না মিষ্টির, শরীর গরম এবং মত্ততার নিমিত্ত সকলেই আপন আপন বাটীতে মাছি পোষে। মহাশয় যে বাটীতে আছেন তাহার উপর তালায়ও চাক আছে

ক্রমে গ্রামের নিকট যাইয়া অমিয় দেখিলেন যে কপি, সালগম, গাজর, বিট ও কুম শাকের গাছ সকল মাটিতে শুইয়া পড়িয়াছে

অমিয় বিমল। শাক সবজির গাছগুলি অমন করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে কেন?

বিমল হিমে ওপ্রকার হইয়াছে, বেলা হইলে সূর্য্যের

উত্তাপে আবার সতেজে সোজা হইয়া উঠিবে পরে উভয়ে প্রস্রবণের ধারে ধারে আ৽৽কোশ উঠিয়া সেই পদ্মবনযুক্ত হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন সেখানে অমিয় শ্রম দূর করিবার নিমিত্ত বসিয়া দেখিলেন, হ্রদের জল হ্রদের কিনারার ■ ৫ আঙ্গুল নীচে রহিয়াছে ঐ হ্রদের মধ্যে নানা স্থানের দ্বীপ সকলকে পদ্ম ও পদ্মপত্রের আকারে কাটিয়া তাহার উপর নানা বর্ণের আরামবাটী সকল করিয়া রাখায় পর্ব্বতের উপর হইতে পদ্মবনে পদ্মফুল ফুটিয়াছে ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না ঐ হ্রদের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে (১০০ হাত প্রস্থে ২০০ হাত লম্বে, তাহার ৮ ১০ হাত নিম্নে ৫০০০ হাত লম্বে ৪০০০ হাজার হাত প্রস্থে এইরূপ এক একটি থাক বা ভাগার নাম স্তর) বাগান সকল পর্ব্বতের মূলদেশের উচ্চ ভূমি হইতে থাকে থাকে ক্রমে হ্রদের ধার পর্য্যন্ত আসিয়াছে ঐ সকল বাগান নানাপ্রকার ফুল ফলে আনন্দজনক শোভা করিয়া রহিয়াছে

বিমল এখানে বসিয়া থাকিলে কিম্বা বাগান দেখিতে যাইলে গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন না বাগান গ্রামের নিকট, আর একদিন আসিলেই হইবে। মহাশয়! আজি একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে, কারণ আজি আমরা যেখানে যাইব সে স্থান এখান হইতে ৬ ক্রোশ চড়াইয়ের উপর

অমিয় চল, নূতন নূতন বস্তু দেখিলেই সে কষ্ট দূর হইবে

বিমল কোন কথা না কহিয়া চলিতে লাগিল, অমিয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ক্রমে একটি বরফের উপর যাইয়া অমিয় দেখিলেন, তাঁহার পায়ের তলে ২০২৫ হাত পুরু বরফের নীচে হইতে মহাবেগে নদীর জল বাহির হইয়া

৪।৫ শত হাত নিম্নে যাইয়া পড়িতেছে। ঐ বরফের উপর দিয়া যাইয়া, কোন স্থানে কোমর সমান উচ্চ পাথরের উপর উঠিয়া, কোন স্থানে ৩।৪ হাত নীচে নামিয়া, কোন স্থানে ৩।৪ হাত চওড়া হইয়া পর্ব্বত ফাটিয়া নিম্নদেশ পর্যন্ত অতলস্পর্শ ফাঁক হইয়া রহিয়াছে তাহা এবং ২।৩ হাত প্রশস্ত নালা লাফাইয়া পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন ঐরূপে আধ ক্রোশ আন্দাজ উঠিয়া অমিয় গায়ের কাপড় খুলিতে আরম্ভ করিলেন

বিমল মহাশয়! এই চড়াই আরম্ভ হইল এখনই গায়ের কাপড় খুলিতেছেন! যদি নিতান্ত গায়ে কাপড় রাখিতে ক্লেশ বোধ হয়, তবে অভাবে একটা কাপড় গায়ে রাখিবেন আর কিছু দূর উঠিলেই শীত করিবে

অমিয় যত পরিশ্রম হইতেছে, ততই যে গরম বোধ হইতেছে

বিমল আর একটু উঠিলেই আর গরম বোধ হইবে না।

এই সকল কথা কহিতে কহিতে একটি স্থানে উপস্থিত হইলেন যেখানে খাড়া চড়াই দুই দিকে অতলস্পর্শ খড্ড ১ হাত চওড়া কাছিমপিঠের ন্যায় জমির উপর দিয়া উঠিতে হইবে

বিমল। মহাশয়! মাঝিরা লগি দিয়া যেরূপ নৌকা চালায় সেই রূপ লাঠির উপর ভর দিয়া এই স্থানে উঠিতে হইবে। পা ফেলিবার স্থান ভিন্ন অন্য দিকে তাকাইবেন না অন্যদিকে তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া খড্ডে পড়িয়া যাইবেন। ভয় করিবেন না শরীর দুর্ব্বল হইলে আমাকে বলিবেন অমিয় বিমলের উপদেশ মত উঠিতে লাগিলেন, ঐ সময় বরফের ঠাণ্ডা

বাতাসে, শীতে অমিয়ের শরীর কাঁপিতে ও পরিশ্রম নিমিত্ত যে ঘার্ম বাহির হইতেছিল তাহা অমিয়ের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হইতে লাগিল এইরূপে কিছুদূর উঠিয়া—

অমিয় বিমল আমার মাথা ঘুরিতেছে

বিমল চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়া একটু শ্রান্তি দূর করিলেই মাথা ঘোরা ভাল হইয়া যাইবে

অমিয় (একটু বিরক্ত হইয়া) এই কি আমোদের সময় লাঠির আশ্রয় ব্যতীত যেখানে দাঁড়াইবার উপায় নাই সেখানে শয়ন করিব কোথায় ?

বিমল আমি আমার লাঠিগাছটির একদিক পাহাড়ের ফাঁকে পুঁতিয়া অপরদিকে ঐ পাথরখান আনিয়া রাখিয়া মহাশয়ের লাঠিগাছটি এখানে পুঁতিয়া দিতেছি, মহাশয় ঐ পাথরের গায়ে পায়ের জোর রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া দুই হাত দিয়া মহাশয়ের লাঠিগাছটি ধরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া বিশ্রাম করুন

অমিয় বিমলের উপদেশ মত কিছুকাল শ্রান্তি দূর করিয়া বলিলেন, বিমল ! এখন তাকাইতে পারি কি ?

বিমল আকাশের দিকে তাকান

অমিয় আকাশের দিকে তাকাইয়া পরে উভয় দিকের পর্ব্বত সকল দেখিতে দেখিতে একটা ঝরণা দেখিতে পাইলেন তাহার উপর ২।৩ হাত উচ্চ পাথর মাত্র আছে

অমিয় বিমল। ঐ উচ্চ পর্ব্বতের যে স্থান হইতে ঝরণাটি বাহির হইয়াছে তাহার উপর ২৩ হাত মাত্র পর্ব্বত আছে, উহা দিয়া কোথা হইতে অবিশ্রামে ঐ জলরাশি আসিয়া নীচে পড়িতেছে ?

বিমল। ঐ পর্ব্বতের উত্তরে গভীর খড্ড আছে। ঐ খড্ডের উত্তরে এই পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত আছে সেই পর্ব্বত শৃঙ্গর বরফ গলিয়া পর্ব্বতমধ্য দিয়া খড্ডের তলার পাথরের নীচে আসিয়া অন্য কোন দিক দিয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া এই পর্ব্বতের মধ্যে দিয়া উপরে উঠিয়া, ঐ স্থান দিয়া বাহির হইতেছে ইহা ভিন্ন আমার বুদ্ধিতে আর কিছুই লয় না।

অমিয়। বিমল! অতিশয় শীত করিতেছে।

বিমল তবে চলুন এখনও অনেক দূর চড়াই করিতে হইবে।

অমিয় পূর্ব্বের ন্যায় লাঠিতে ভর দিয়া উঠিতে লাগিলেন, তখন বিমল বলিল, মহাশয়, অমন করিয়া উঠিবেন না হস্তী চলার ন্যায় দুলিতে দুলিতে উঠুন, পরিশ্রম কম হইবে

অমিয় লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে দুলিতে দুলিতে এক পোয়া আন্দাজ উঠিয়া একটী একটু প্রশস্ত স্থান পাইয়া তাহাতে দাঁড়াইয়া দেখিলেন আর উঠিবার পথ নাই, পর্ব্বত সোজা হইয়া উঠিয়াছে তখন বিমল পার্শ্বস্থ ভূর্জ্জপত্রের গাছ হইতে ৫টী ডাল আনিয়া, খুঁটা কাটিয়া, পা দিয়া উঠিবার উপযুক্ত দূরে একটার পর একটী খুঁটা পুঁতিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিল অমিয়ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুঁটায় পা দিয়া দিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিয়া একটী প্রশস্ত ময়দানে পাথরের উপর শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত শয়ন করিলেন কিছুক্ষণ শয়ন করার পর—

—অমিয় বিমল! বিস্তর মাছি নাকে মুখে যাইতেছে আর ডাঁসের উৎপাতে অস্থির হইয়া পড়িয়াছি

বিমল কাপড় মুড়ি দেন, উহার মধ্যে এক প্রকার নীল

বর্ণের মাছি আছে যাহাতে কামড়াইলে ফোস্কা হয়, আর সেই স্থান প্রায়ই পচিয়া উঠে।

উভয়ে কিছুকাল শ্রান্তি দূর করার পর খড্ডের ধারে ধারে যাইয়া ঝরণা পার হইয়া বরফের উপর দিয়া যাইতে যাইতে, হঠাৎ বিমল বলিল হুঁ! হুঁ! করেন কি! আর এক পাও আগে যাইবেন না। অমিয় থম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কি হইয়াছে! বিমল ৩। ৪ পা আগে যাইয়া লাঠির আগার ছুঁচলা লোহা দিয়া বরফের উপর ২। ৪টি খোঁচ মারিয়া পিছাইয়া আসিয়া বলিল, মহাশয়! ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম নতুবা ঘোর বিপদ উপস্থিত হইত। এই সম্মুখের বরফ অতিশয় নরম উহার উপর যাইবামাত্র আমরা উহার মধ্যে চলিয়া যাইতাম। পরে সেখান হইতে দক্ষিণ দিকের গিরিসঙ্কট দিয়া পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে একটি ঝরণার ধারে যাইয়া বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

অমিয়। উঃ—কি বিষম রৌদ্র!

বিমল। এখনও রৌদ্রোত্তাপ অধিক হয় নাই, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এখানে অসহ্য রৌদ্রোত্তাপ হইবে।

অমিয়। তখন এখানে ভয়ানক বর্ষা হইবে?

বিমল। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে এখানে প্রাতে অসহ্য শীত, দুই প্রহরে অসহ্য রৌদ্রোত্তাপ, আর বেলা ৩টার পর বৃষ্টি ও বরফ পড়িয়া থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের সূর্য্যোত্তাপে বরফ গলায় নদীর জল বৃদ্ধি হয়। যখন পর্ব্বতে বৃষ্টি হয় তখন নদীর জল বাড়ে না।

অমিয়। বিমল! অতিশয় ক্ষুধা বোধ হইতেছে।

বিমল। কাপড়ের ভিতর হইতে চূর্ণা—সুজি কিম্বা ময়দা

ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে গুড়চূর্ণ কিম্বা চিনি মিশ্রিত করা মিষ্টান্ন, জল না থাকায় ৮।১০ দিবসেও দুর্গন্ধ হয় না) বাহির করিয়া আহারান্তে উভয়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

অমিয় দেখিলেন যেখানে বসিয়া আছেন সেখানে কস্তুরা পাখী ও দাঁড়কাকের ন্যায় এক প্রকার কাক ভিন্ন অন্য কোন জীব জন্তু নাই, চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, ঐ সকল শৃঙ্গের মধ্যে কোনটি বরফপূর্ণ, কোনটী হইতে অল্প অল্প বরফ গলিয়া পড়িয়াছে, কোনটির উপর একবারে বরফ নাই, মানুষের মাথার টাকের ন্যায় পাথর সকল চকচক্ করিতেছে। উহার নিম্নে পর্ব্বতের ঢালের উপর নানাবর্ণের ফুল ফুটায় বোধ হইতেছে যেন একখানি গালিচা বিছানর ন্যায় রহিয়াছে চারিদিকের স্ফটিকের থামের ন্যায় ঝরণা সকল নিম্নে নদীতে আসিয়া পড়িতেছে কেবল জলস্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতেছে না নির্ম্মল আকাশ হইতে সূর্য্যদেব তীব্র কিরণ দ্বারা বরফ গলাইতেছেন। কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর করার পর উভয়ে পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে—

অমিয় বিমল! আমার মুখ অতিশয় তিক্ত হইয়াছে এবং মাথা এত অধিক ঘুরিতেছে যে, আমি চক্ষে কিছুই দেখিতে এবং কাণে কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।

বিমল সম্মুখের ফুলগাছের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত ফুলগাছ আছে যাহার গন্ধে ও প্রকার হইয়া থাকে, (এই বলিয়া বাটুয়া হইতে ৪।৫টী আলুবোখারা ও একমুঠা সেহাজিরা অমিয়কে দিয়া বলিল) এই দুই দ্রব্য একটীর পর একটী চিবাইয়া খান তাহা হইলেই মুখতিক্ত ও মাথাঘোরা ভাল হইয়া যাইবে।

অমিয় ঐ দুই দ্রব্য চিবাইয়া, ২।৩ বার ঢোক গিলিবামাত্র

মুখ-তিক্ত ও মাথাঘোর ভাল হইয়া গেল পরে উভয়ে পর্ব্বতে উঠিলে;—

বিমল মহাশয়, সম্মুখের ঐ শ্বেতবর্ণ দ্বীপযুক্ত নীলবর্ণ জলে পূর্ণ পুষ্করণীর পাড়ের একটী আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, উহার উপরে যাইয়া শব্দ কিম্বা কোন বাদ্যধ্বনি করিলেই বরফ পড়িতে আরম্ভ হয় আর উহার ৭ ক্রোশ নিম্নে উপত্যকায় বাদ্যধ্বনি কিম্বা গান করিবামাত্র বৃষ্টি পড়িয়া থাকে

অমিয়। ইহা জানিলে কোন বাদ্যযন্ত্র আনা যাইত

ক্রমে উভয়ে পুষ্করিণীর পাড়ে উঠিলেন অমিয় যে দিকে তাকান সেই দিকেই বরফে শাদা বাতাস ভিজা ভিজা, আকাশ মেঘেপূর্ণ এক এক বার এত ঘনমেঘ অমিয়ের উপর দিয়া যাইতে লাগিল যে তিনি সন্নিকটস্থ বিমলকে পর্য্যন্তও দেখিতে পাইলেন না সূর্য্যের তেজ নাই ২৫০ ৩০০ হাত নীচে দুইটি দেওয়ালের ন্যায় খাড়া পর্ব্বতমধ্য দিয়া নীলবর্ণ জল বাহির হইয়া যাইতেছে ও ঐ নীলবর্ণ-জলে শ্বেতবর্ণ বরফের দ্বীপ সকল প্রতি বিম্বিত হইতেছে বিমল কাপড়ের মধ্যে হইতে একটী ছোট শিঙ্গা বাহির করিয়া ২ ৩ বার বাজাইবামাত্র বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল। তখন শিঙ্গা বাজান বন্ধ করিয়া বিমল বলিল, এখন যত জোরে বাজাইব তত অধিক বরফ পড়িবে অমিয় আর একবার বাজাইতে বলিলেন বিমল যেমন সজোরে শিঙ্গা বাজাইতে লাগিল অমনই যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া বরফ পড়িতে আরম্ভ হইল

অমিয় "বিমল! বরফে যে কাপড় ভারী হইতেছে, আর দেখ কত শীঘ্র শীঘ্র জমিয়া যাইতেছে নীচে ত এত শীঘ্র বরফ কঠিন হয় না।"

বিমল। তিন প্রকারের বরফ পড়িয়া থাকে এক প্রকার ধোনা তুলার ন্যায়, এক প্রকার খুদের (চাউল কণার) ন্যায়, আর এক প্রকার নিহারের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে এক প্রকার বিন্দু বিন্দু জলের সঙ্গে চাউল কণার ন্যায় বরফ পড়িবামাত্রই কঠিন হইয়া থাকে। একটু চুপ করিয়া বসুন আর বরফ পাড়িবে না। ১০ ১২ মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া থাকার পর বরফ পড়া বন্ধ হইল। পরে অমিয় যেমন কাপড় ঝাড়িতে লাগিলেন অমনই মট মট শব্দে কাচ ভাঙ্গার ন্যায় বরফ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

বিমল। এই পুষ্করিণীর ধারের বরফের উপর দিয়া ভিন্ন নীচে নামিবার আর অন্য কোনই উপায় নাই।

অমিয় বাধ্য হইয়া বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বরফের উপর দিয়া অর্ধক্রোশ আন্দাজ যাওয়ার পর পশ্চাতে তাকাইয়া বিমলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উপর আর কতদূর উঠা যায়?

বিমল। ইহার উপর অতি কষ্টে আর ৪ ক্রোশ আন্দাজ উঠা যায়। তাহার উপর উঠিতে হইলে রক্ত জমিয়া যায়। মহাশয়! এখান হইতে একটু সাবধানে চলিবেন। পরে ওৎরাইয়ের উপর যাইয়া অমিয় দেখিলেন যে নীচেকার জঙ্গল, মানুষ ও গরু সকল খেলার পুতুলের ন্যায় ছোট ছোট দেখাইতেছে।

অমিয়। বিমল! এখান হইতে খোরগ্রাম কত দূর?

বিমল। ঐ সম্মুখের বড় জোতের অপর পার্শ্বে।

উভয়ে ওৎরাই দিয়া নামিতে লাগিলে—

বিমল। খুব সাবধানে নামিবেন; লাঠির আশ্রয় কখনই ত্যাগ করিবেন না।

অমিয় এখানে বসিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিলেই আর হাঁটিতে হয় না।

বিমল ভয় করিবেন না আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নামুন

অমিয় দেখিলেন পথটি কাঁকর ও পাথরের কুচিতে পূর্ণ। ঐ কাঁকর ও পাথরের কুচির মধ্যে হইতে অল্প অল্প জল বাহির হইয়া পথটিকে আর্দ্র ও পেছলা করিতেছে অমিয় বিমলের পশ্চাতে পা টিপিয়া আস্তে আস্তে তিনক্রোশ আন্দাজ নামিয়া দেখিলেন সম্মুখে পথ সাপের গতির ন্যায় আঁকাবাঁকা ভাবে (বক্র গতিতে) নীচে গিয়াছে আর ঐ প্রত্যেক বাঁকের উপরের পর্ব্বতের গায়ের মৃত্তিকা ও নোড়ানুড়ি পাথরের ভিতর হইতে অল্প অল্প জল বাহির হওয়ায় যেমন মাটি আর্দ্র হইতেছে অমনই ঐ নোড়ানুড়ি পাথর সকল হুড়মুড় শব্দে পড়িয়া নীচেকার পথের স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে

অমিয় বিমল এখন কোথা দিয় নামিবে?

বিমল (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয় নীচে নামিতে নামিতে) যদি ঐ পাথর আমার মাথায় পড়ায় আমি মরিয়া যাই, তাহা হইলে মহাশয় আর নীচে না নামিয়া যে পথ দিয়া আসিয়াছেন, সেই পথ দিয়া এত দ্রুত যাইবেন, যাহাতে সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে যাইতে পারেন আর যদি নীচে নামিলে আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে এখান হইতে ■ ক্রোশ নিম্নে ঐ সম্মুখের উপত্যকার জঙ্গলে রাত্রি কাটাইয়া অথবা যদি যাইতে পারেন তবে জঙ্গল হইতে ২ ক্রোশ দূরে উপর হইতে যে গ্রাম ও মনুষ্যাদি দেখিয়া-ছিলেন সেই গ্রামে যাইবেন সেখানকার লোকেরা মহাশয়কে পোবগ্রামে রাখিয়া আসিবে এই খাদ্যদ্রব্যের অর্দ্ধেক মহ

শয় রাখুন বিমল অৰ্দ্ধেক খাদ্যদ্রব্য অমিয়কে দিয়া বলিল মহাশয়। এখন পর্য্যন্ত এ পথের যে এত ভয়ানক অবস্থা আছে তাহা আমি পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে পারি নাই। এখান হইতে কি ফিরিবেন ?

অমিয়। (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) যদি এই পথে আমাদিগের কোন বিশেষ বিপদের আশঙ্কা থাকিত, তাহা হইলে গুরুদেব আসিতে নিষেধ করিতেন অথবা আমাদের মৃত্যু-সময় নিকট হইয়াছে জানিয়াই গুরুদেব আসিতে নিষেধ করেন নাই এখন যাহা ভাল বিবেচনা হয় কর ঐ দেখ একটা ধূসর বর্ণের ভালুক দাঁড়াইয়া আছে

বিমল (কিছুকাল ধ্যান করিয়া ভালুকটির ভাবগতিক দেখিয়া) মহাশয়, জীবনের আশা এক প্রকার ত্যাগ করুন ঐ ভালুক কাল ভালুক অপেক্ষা বলবান্, সাহসী ও হিংস্রক, উহারা নখ দিয়া নদীর উপরকার বরফ খুঁড়িয়া মাছ ধরিয়া খায়, ও যেভাবে ওখানে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বোধ হইতেছে ও নিশ্চয়ই আমাদিগকে আক্রমণ করিবে এখন ফিরিয় যাইবার আর উপায় নাই আমরা ফিরিয়া উপরে যাইবার চেষ্টা করিলেই ও পশ্চাৎ হইতে আমাদিগের উপর পড়িবে। ও আমাদিগকে ঐ আঁকা বাঁকা পথের মধ্যেই আক্রমণ করিবে। আমি নিজের জীবনের জন্য তত ভাবিতেছি না, যত মহাশয়ের নিমিত্ত ভাবিতেছি আমি জীবিত থাকিতে মহাশয়ের কোন বিপদ হইলে, আমার জীবনে চিরকাল একটি কলঙ্ক থাকিবে। (একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) দেখুন ঐ ভালুকের সম্মুখে যে ভূর্জ্জপত্রগাছের শুষ্ক গুঁড়ি খাড়া হইয়া রহিয়াছে,

আমি ঐ স্থানে যাইয়া ভালুকটাকে পাথর ফেলিয়া মারিবা-মাত্র ও আমাকে আক্রমণ করিবে, আমি তখন ঐ গুঁড়ি আশ্রয় করিয়া গুঁড়ির চারিদিকে ঘুরিব, ঐ ভালুক তখন আমাকে ধরিবার নিমিত্ত দুই পায়ে খাড়া হইয়া থু থু করিয়া থুতু দিতে দিতে আমার পিছে পিছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন ক্লান্ত হইবে, তখন আমি এক হাত দিয়া গুঁড়ি ধরিয়া ঘুরিব, ঐ ভালুক আমাকে ধরিবার নিমিত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন সম্মুখের দুই পা দিয়া গুঁড়ি সহিত আমাকে জাঁকড়াইয়া ধরিতে যাইবে, আমি সেই মুহূর্ত্তে উহার সম্মুখের দুই পা দুই হাত দিয়া ধরিয়া গুঁড়িতে পায়ের জোর দিয়া টানিতে থাকিব তখন মহাশয় দৌড়াইয়া যাইয়া আমার কোমর হইতে ছোরাখানা লইয়া ভালু-কের পিছনকার আঙ্গুল সহিত দুই পায়ের পাতা দুইখান কাটিয়া ফেলিবেন আর ভালুক যদি গুঁড়ি সহিত আমাকে জড়াইয়া ধরে, তবে মহাশয় আর নীচে না নামিয়া উপরে উঠিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া গ্রামে যাইয়া বাটীতে সম্বাদ দিবেন, এক্ষণে আসুন জন্মের মত একবার কোলাকুলি করিয়া বিদায় হই

বিমল অমিয়কে কোলাকুলি করিয়া যাইবার উপক্রম করিবার পূর্ব্বেই অমিয় লাফাইয়া ভালুকের দিকে দৌড়াইলেন তখন বিমল করেন কি, করেন কি, বলিতে বলিতে অমিয়ের পশ্চাতে দৌড়াইল। অমিয় ও বিমলকে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া ভালুক নীচেকার আঁকাবাঁকা পথে যাইয়া নামিল

বিমল "মহাশয় এরূপে আর বিপদের উপর বিপদ বাড়া-ইবেন না এক মতাবলম্বী হইয়া কার্য্য না করিলে কার্য্যসিদ্ধি না হইয়া বিপরীতই ঘটিয়া থাকে

বিমল বলিল, ভালুককে আঁকাবাঁকা পথে দাঁড়াইতে দেখিয়া মহাশয়! বিপদ যে আরও বাড়িল, যাহা হউক, ও নীচে, আমরা উপরে ঐ বাস্তবয় ও যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন আমি আমার লাঠিগাছটি উহার সম্মুখের দুই পায়ে দিব; ও পিছনকার দুই পায়ে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দুই প দিয়া লাঠিগাছটি যেমন ধরিবে অমনি আমি ছোরা দিয়া উহার মাথায় কোপ মারিয়া উহাকে মারিয়া ফেলিব ও যদি এক কোণে সরিয়া লাঠি ফেলিয়া আমাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে মহাশয় মহাশয়ের লাঠিগাছটি হয় উহার মুখের মধ্যে, না হয় উহার সম্মুখের দুই পায়ে দিবেন; ঐ অবসরে আমি উহাকে মারিয়া ফেলিব ঐক্ষণে উহাকে চক্ষু ছাড় করিবেন না, ও লুকাইতে পারিলে, এমন স্থান হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে যে আমরা কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না। এখন নামিতে আরম্ভ করুন, আর বিলম্ব করিবেন না উভয়ে নামিতে নামিতে যেমন একটি বাঁকের শেষে উপস্থিত হইলেন, ভালুকও অমনই অন্য বাঁকের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল

বিমল এই আঁকাবাঁকার শেষ হইতে দৌড়াইয়া যাইয়া আমি উহাকে আক্রমণ করিব মহাশয় আসুন, আমি চলিলাম

বিমল ভালুকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাঁকের শেষে যাইয়া যেমন দৌড়াইবার চেষ্টা করিল, অমনই উপর হইতে বৃষ্টির জলের সহিত প্রকাণ্ড পাথর খসিয়া ভালুকের ঘাড়ে পড়িয়া ভালুককে নীচে লইয়া গেল ভালুক ঐ পাথরের আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিল

অমিয় আশ্চর্য্য হইও না! গুরুদেব বলিয়া থাকেন, যে

দিনের যে সময়ে যে প্রকারে যাহার যাহা প্রাপ্তব্য সেই দিনের সেই সময়ে সেই প্রকারে সে তাহাই লাভ করিয়া থাকে পুরুষকার সর্ব্বতোভাবে দৈবের অধীন "মনুষ্য লব্ধব্য বস্তুই লাভ করে, প্রাপ্তব্য সুখ দুঃখই প্রাপ্ত হয় এবং গন্তব্য স্থানেই গমন করিয়া থাকে যে মহাত্মা এ বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া বিমুগ্ধ না হন, তিনিই দুঃখের সময়ও নির্ব্বিঘ্নে কালহরণ করিতে পারেন এবং তাঁহাকেই প্রকৃত ধনের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ম শা মো ২২৬ অ

বিমল আচ্ছা আজি আমি সাপের মুখে হাত দিব, দেখি দৈব আমাকে কেমন করিয়া বাঁচাইয়া রাখে ?

অমিয় পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক সাপের মুখে হাত দিয়া সর্পাঘাতে আজি যদি তোমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাতে সাপের মুখে হাত দিতে তোমার প্রবৃত্তি জন্মে, দৈব প্রভাবে জীবাত্মা তোমার বুদ্ধিকে তাহাতেই নিয়োজিত করিবেন

বিমল বুদ্ধির স্থান কোথায় ?

অমিয় "বুদ্ধি মনুষ্যগণের পদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে ম শা মো ২৮৬ অ

বিমল কথা কহিবেন না, চুপ করিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসুন উভয়ে অতি আস্তে আস্তে প্রত্যেক বাঁকের শেষে নামিয়া, পথের উপরকার পাহাড় ভালরূপে দেখিয়া বাঁকের অপর দিকে যাইতে লাগিলেন এই প্রকার অতি কাষ্ট বেলা আন্দাজ ■ টার সময় ঐ পথ যেমন অতিক্রম

করিলেন অমনই উপর হইতে খানিকটা পর্ব্বত ঢসিয়া নীচেকার পথের কতকাংশের সহিত খড্ডে নামিয়া গেল।

অমিয় আমাদিগের দীর্ঘ পরমায়ু

বিমল এখনও অনেক বিপদ আছে। মহাশয় যে পথ দিয়া আসিলেন এ ত ভাল, সম্মুখে নীচেকার খড্ড পর্য্যন্ত ঢালু জমির উপর ঐ যে বরফ দেখিতেছেন ও পেছ্‌লা, উহা পার হইতে পারিলেই অনেকটা জীবনের আশা হয়।

ক্রমে উভয়ে বরফের নিকটে উপস্থিত হইলে, বিমল মাথার পাগড়ি খুলিয়া পাগড়ির এক দিক নিজের বুকে বাঁধিয়া অপর দিক অমিয়কে দিয়া বলিল এই দিকটি আমার মত করিয়া বুকে বাঁধুন অমিয় পাগড়ির অপর দিক বুকে বাঁধিলে, বিমল বলিল এই ঢালু বরফের উপর দিয়া চলিবার সময় প্রথমে লাঠি দিয়া একটু বরফ উঠাইয়া লাঠিগাছটির আগার লোহা বরফ মধ্যে বসাইয়া দিবেন ঢালের উপর দিকে লাঠির গায়ে পায়ের জোর রাখিয়া বরফের উপর সাবধানে দাঁড়াইয়া যখন পা পিছলাইবার আর আশঙ্কা থাকিবে না তখন লাঠি উঠাইয়া সম্মুখের বরফে ঐ প্রকারে লাঠি পুঁতিয়া পুঁতিয়া তাহাতে পা দিয়া চলুন এখন এই ঘাসের জুতা পায়ে দেন, পা কম পিছ্‌লাইবে

অমিয় বিমল তোমার এ কাপড় নহে সিদ্ধির ঝুলি, যখন যাহ আবশ্যক হইতেছে তখনই তাহা বাহির করিতেছ।

বিমল আজি এদিকে আসিব মনে হওয়ায় গত কল্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছিলাম

পরে উভয়ে অতি সাবধানে বরফের উপর চলিতে চলিতে

অমিয়ের পা পিছলাইয়া গেল দেখিয়া, বিমল বলিল কোন প্রকারে হাতের লাঠি ছাড়িবেন না। এই বলিতে বলিতে অমিয় বরফের উপর ৩।৪টি উল্টান খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে নীচে খড্ডের দিকে চলিলেন। তখন বিমল লাঠিতে ভর দিয়া পাগড়ি টানিয়া অমিয়কে পূর্ব্বস্থানে আনিয়া বলিল, মহাশয়! পাগড়ি বাঁধা না থাকিলে এতক্ষণ যে কোথায় যাইতেন তাহা বলিতে পারি না। অমিয় লজ্জিত হইয়া গায়ের কাপড়ের বরফ ঝাড়িতে লাগিলেন।

বিমল। খুব সাবধানে চলুন, আর আধ ক্রোশ যাইতে পারিলেই এ বিপদ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

অমিয়। বিমল, প্রথমে বরফের উপর চলিতে যত কষ্ট বোধ হইতেছিল এখন আর তত কষ্ট বোধ হইতেছে না কেন?

বিমল। ঠাণ্ডায় যতক্ষণ পা অসাড় না হয় ততক্ষণই ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে, একবার হাঁটু পর্য্যন্ত অসাড় হইলে আর বড় কষ্ট বোধ হয় না।

উভয়ে বরফ পার হইয়া পাকডণ্ডি দিয়া একটি দেবদারু, চির চনার, তোষ ও বাঁজ গাছের জঙ্গলের মধ্যে ঝরণার ধারে যাইয়া আহারান্তে শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। তখন বিমল বলিল, মহাশয়, একটি গান করুন না? অমিয় অতি মধুর বামাস্বরে গান গাইতে লাগিলেন। ঐ গান গিরিকন্দর, ঝরণা ও বৃক্ষ সকলে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় শুনিতে অতি সুমধুর হইয়া উঠিল। ১৪।১৫ মিনিট গান গাইতে গাইতে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল।

বিমল। ঐ চিরগাছের কোটরে চলুন।

অমিয়। গান গাইতে গাইতে চিরগাছের কোটরে যাইয়া

বসিয়া গান গাইতে লাগিলেন ও দিকে বৃষ্টিও অধিক জোরে পড়িতে লাগিল। গান গাওয়া শেষ হইলে—

অমিয় দেখ, এ রাত্রি বুঝি এই কোটরেই কাটাইতে হয়। বিমল। পাহাড়ে চিরগাছের গুঁড়িতে প্রায়ই খোঁড়ল দেখিতে পাওয়া যায় কেন ?

বিমল আশ্বিন মাসে পর্ব্বতে চিরগাছের গুঁড়িতে খেজুর গাছ কামানর মত একটু গভীর করিয়া কামাইয়া উহার নিম্নে একটি গর্ত্ত খুড়িয়া রাখে। যখন বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন ঐ কামান স্থান হইতে আটা বাহির হইয়া ঐ গর্ত্তে জমে। ঐ আটার নাম গন্ধবিরজা শীতের পর বরফ গলিয়া গেলে লোকে ঐ আটা উঠাইয়া আনে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে পর্ব্বতে অথবা গ্রামের নিকট হইলে, উত্তম ঘাসের নিমিত্ত লোকে ঐ সকল গাছের নীচেকার ঘাসে আগুন দেয়। সেই আগুনে গাছের ঐ সকল স্থান পুড়িয়া কোটর সকল হয়। মহাশয় একটু চুপ করুন আর বৃষ্টি পড়িবে না।

অমিয় একি সেই উপত্যকা। বৃষ্টি ছাড়িলে আবার গান গাইব।

বিমল। আবার বৃষ্টি পড়িবে

বৃষ্টিপড়া বন্ধ হইলে অমিয় আবার গান করিতে লাগিলেন, বৃষ্টিও আবার পড়িতে আরম্ভ হইল এইরূপে ৩ বার পরীক্ষার পর—

অমিয় এখন কোন্ পথে যাইতে হইবে ? সন্ধ্যা হইবারও আর বিলম্ব নাই।

বিমল আসুন বলিয়, ১০।১২টি চড়াই ওৎরাইয়ের পর ১০ ১২

ঘর লোক আছে এমন একটি গ্রামে পঁহুছিলেন। সেখানে দুগ্ধপান করিয়া সন্ধ্যার সময় এককেটো ডোঙ্গায় নদী পার হইয়া একটি কুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুণ্ডটি লম্বে প্রায় ৪০ হাত, প্রস্থে প্রায় ১০ হাত, চারিদিকে পাথরের সিঁড়ি। ঐ সিঁড়ির উপর ৩০।৩৫ জন লোক বসিয়া স্তব পাঠ করিতেছে। উহাদের মধ্যে মধ্যে এক এক খানি চিরকাষ্ঠ জ্বলিতেছে। বড় বড় গাছে কুণ্ডটির চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া রাখায় অন্ধকারে অমিয় বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

বিমল। মহাশয়কে এই কুণ্ডটি দেখাইবার নিমিত্তই এখানে আনিয়াছি। এখন দেখুন, কুণ্ডের জলের কেমন রং পরিবর্ত্তন হইতেছে। অমিয় ঐ চিরকাষ্ঠের আলোতে দেখিলেন যে ঐ কুণ্ডটির ভিতর হইতে এক প্রকার গোলাপি রং উঠিয়া ঐ কুণ্ডের জলকে গোলাপি করিতেছে। তখন বিমল বলিল, মহাশয়! এই কুণ্ডটি দেখিবার জন্য আগামী কল্যও আমাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে। এই কুণ্ডের জলের রং প্রত্যহ প্রায় তিনবার করিয়া পরিবর্ত্তন হয়। সন্ধ্যা হইতে এই গোলাপি রং উঠিয়া উঠিয় রাত্রি দুই প্রহরের সময় কুণ্ডের জল সম্পূর্ণ গোলাপি হইয়া সমস্ত রাত্রি থাকিবে। প্রাতে সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে ইহাতে গাঢ় সবুজ রং উঠিতে আরম্ভ হইয়া বেলা ১০টার সময় কুণ্ডের জল গাঢ় সবুজ বর্ণ হইয়া বেলা ১২টা পর্য্যন্ত থাকিবে। বেলা ১২টার পর হইতে কুণ্ডের জল নীলবর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীলবর্ণ থাকিবে। এই প্রকার প্রত্যহই প্রায় তিন বার করিয়া এই কুণ্ডের জলের রং পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

অমিয় বিমল সম্বাদ।

সেই গাছের নিম্নে ধুনি জ্বালিয়া উভয়ে শয়ন করিলেন। বিশ্রামান্তে অমিয় ঈশ্বরোপাসনা করিয়া বিমলকে ক্রিয়া করিতে দেখিয়া—

অমিয়। বিমল! ও কি করিতেছ?

বিমল। মহাশয় যাহা করিতেছিলেন।

অমিয়। (লজ্জিত হইয়া) গ্রামে কতগুলি ক্রিয়াবান্ আছেন?

বিমল। গ্রামের অধিকাংশ স্ত্রী পুরুষই মহাপুরুষের শিষ্য। আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে মহাশয় এখানে আসিয়াছেন। মহাপুরুষকে এখানে থাকিবার [illegible] আমরা সকলে আজি দশ বৎসরাবধি অনুরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, কেবল মহাশয়ের নিমিত্ত এবার উনি কৃপা করিয়া এ পর্য্যন্ত এখানে রহিয়াছেন।

অমিয়। সুন্দরদাস কি জাতি?

বিমল। ব্রাহ্মণ, সুন্দরদাসের উপাধি ওঝা। এই পর্ব্বতে অনেক ব্রাহ্মণের বাস আছে।

অমিয়। মহাশয়ও কি ওঝা?

বিমল। আজ্ঞা, আমাকে মহাশয় না বলিয়া যেরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া আসিতেছেন সেইরূপ সম্ভাষণ করিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। (তাহার পর হাসিতে হাসিতে) সেদিন রাজেশ্বরী

মহাপুরুষের সহিত মহাশয়ের বিবাহসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা করিতেছিল এবং একটি পরম সুন্দরী পাত্রীও স্থির করিয়া রাখিয়াছে।

অমিয়। (একটু চিন্তা করিয়া গম্ভীর স্বরে) বিমল, আমি বিবাহ করিব না।

বিমল। গুরু যদি আজ্ঞা করেন?

অমিয় কাহাকে বিবাহ করিতে বলিবেন দীক্ষা লইবার সময় গুরু প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে বড় স্ত্রীলোককে মাতার ন্যায় আর সমবয়স্কা ও অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোককে ভগ্নীর ন্যায় দেখিবে যাহার সঙ্গে প্রণয়ে বিচ্ছেদের ভয় নাই গুরু কৃপা করিয়া তাঁহারই সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন

"যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি

(রামপ্রসাদ)

গুরু রজনীহীন দেশের লোকের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। যাহাদের ভিতরে ভাল বাসিবার নাই তাহারা পাশববৃত্তি চরিতার্থের নিমিত্ত নরক সৃজন করুক বিমল। আজি আমার যৌবন আছে, যাহাকে বিবাহ করিব সেও না হয় পাহাড়ের মধ্যে একটি পরমা সুন্দরী ও যুবতী দশ বৎসর পরে তাহার এবং আমার যৌবন কোথায় থাকিবে? দশ দিবসের নিমিত্ত সামান্য সুখের অনুরোধে হৃদগত পরমাত্মাকে ত্যাগ করিয়া আজীবনের মত নরক প্রস্তুত করা আমার বিবেচনায় উচিত নহে তুমি হাতী ধরিবার গল্প করিতে করিতে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলে মনে করিয়া দেখ

বিমল। যাঁহারা স্বাদ গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিতে পারেন, শাস্ত্রকর্তারা শাস্ত্রে তাঁহাদিগকেই ত শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন?

অমিয়   ও উপদেশ আমাদের নিমিত্ত নহে   যাহারা সংসারে ডুবিয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধ হইয়াও বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিতে চাহে না, তাহাদিগের জন্যই ও উপদেশ

বিমল   মহাশয়ের ন্যায় সকলেই যদি স্ত্রীলোককে উপেক্ষা করে তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কি প্রকারে থাকে ?

অমিয়   শাস্ত্রের উপদেশ সকল প্রবৃত্তিমার্গের ও নিবৃত্তি মার্গের লোকদের পৃথক পৃথক

"যাঁহারা সুখ দুঃখ-বিলীন করিয়া জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করেন আর যাঁহারা স্ত্রী পুত্রাদির সহিত সঙ্গত হইয়া সংসার মধ্যে অবস্থিত থাকেন, তাঁহাদিগের উভয়েরই পথ পৃথক পৃথক" ম ভা মো ২৯১ অ

"তপোনিরত সংযতাত্মা পরলোক-জয়াভিলাষী মুনিদিগের পুত্র দারাদি পরিবারবর্গে লিপ্ত থাকা বিধেয় নহে" ম শা মো ১৮৯অ

"পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিসম্পন্ন সত্ত্বগুণাবলম্বী পুণ্যাত্মা ব্যক্তির পূর্ব্ব জন্মের কোন পাপ বশতঃ এ জন্মে যদি বিবাহ হয় তাহা হইলে যোগাভ্যাসের দ্বারা তিনি সেই মায়াপাশ ছেদন করিতে পারেন, ইহা জানিয়া আমি তোমার কথায় কেন পাশবদ্ধ হইব ? যদি আমার পূর্ব্ব জন্মের দুষ্কর্ম্ম থাকিত তাহা হইলে তোমার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিবার বুদ্ধি হইত

বিমল। নিবৃত্তিমার্গের লোকদের স্ত্রীসংসর্গ করা কি একবারে নিষেধ ?

অমিয়। নিবৃত্তিমার্গে গমনেচ্ছুক লোকদের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প অধ্যবসায় ও মৈথুন, এই আট প্রকার মৈথুন বর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

বিমল। বিবাহিতা স্ত্রীতেও কি নিষেধ ?

অমিয়। যখন নিজের ছুরিতে হাত কাটে, নিজের আগুনে হাত পোড়ে ও নিজের কূপে ডুবিয়া মরে, তখন সর্ব্বনাশ অর্থাৎ শুক্র নিঃসরণ বিষয়ে নিজের ও পরের স্ত্রীতে কোন ইতর বিশেষ নাই। প্রবৃত্তিমার্গের লোকেদেরও পুত্রোৎপাদনের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী-সম্ভোগ করা উচিত নহে। শুক্র নিঃসরণে আয়ুক্ষয় নিমিত্ত আত্মহত্যার পাতক হয়।

"ভার্য্যা বীর্য্য হরণ এবং পুত্র ভ্রাতা ও বয়স্য ধন গ্রহণ নিবন্ধন স্তেয়পদবাচ্য হইয়া থাকে।" ম আপ ধ প ১৩৯ অ

স্ত্রীলোক সুরাপেক্ষাও উন্মত্তকারিণী।

"মাদ্যতি প্রমদাং দৃষ্ট্বা সুরাং পীত্বা চ মাদ্যতি
তস্মাৎ সুরায়াহধিকাং বুধঃ স্ত্রিয়ং ন চিন্তয়েৎ।"

মদ্য পানেতে মত্ততা জন্মে, কিন্তু স্ত্রী চিন্তাতেই মত্ততা জন্মিয়া থাকে। অতএব সুরাপেক্ষাও উন্মত্তকারিণী স্ত্রীকে পণ্ডিত একেবারে চিন্তা করিবেন না। (আর দুইটি এক সঙ্গে হইলেই সোণায় সোহাগা।)

মুয়া বাঘকো চাম্ দেখৎ হাতী যম্ ডরায়
আশী বরস্ কি ডোকরি, পল্টু নেহি পতিয়ায়
(যোগী পল্টু দাস।)

জীবিত বাঘের কথা ছাড়িয়া দেও, মরা বাঘের চামড়া দেখিয়া হাতী যেরূপ ডরায় তদ্রূপ যুবতীর কথায় ত কাজই নাই, আশী বৎসরের বুড়িকেও পল্টু বিশ্বাস করেন না—(না জানি কখন কোন্ বিপদ ঘটায়)।

বিমল। তবে ব্যাসদেবের পুত্র কি প্রকারে সম্ভবে ?

অমিয় যাঁহারা নিবৃত্তিকে পাইয়াছেন, তাঁহারা ব্রহ্মে থাকিয়া কার্য্য করায় কোন কার্য্যেই তাঁহাদিগের পাপ স্পর্শ হয় না আর শাস্ত্রের ব্যাসদেব ও ব্যাসপুত্রের অর্থ অন্যই

বিমল শাস্ত্রের ব্যাসদেব ও ব্যাসপুত্রের অর্থ কি ?

অমিয় গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি শুন অপান্তরতমা নারায়ণের ভো শব্দ হইতে উৎপন্ন হইলে, নারায়ণ তাঁহাকে বেদ বিভাগের অনুজ্ঞা করিয়া বলিলেন তোমার ভোগ-বাসনা যাইবে না ইত্যাদি সেই সর্ব্বজ্ঞ অপান্তরতমাই দ্বাপরে ব্যাসদেব নামে খ্যাত হবেন। তাঁহা হইতেই শুকদেব উৎপন্ন হয়েন ম শ। মো। ৩৫০ অ।

দ্বাপরযুগের শেষে সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব হোমকার্য্য মানসে অগ্ন্যুৎপাদন জন্য অরণি মন্থন করিতেছিলেন ঐ সময়ে ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিয়া কামশরে বিমোহিত হইলেন। ঘৃতাচী সেই সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষিকে কামবাণে পীড়িত দেখিয়া শুক পক্ষিণীর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। ব্যাসদেব ঘৃতাচীকে অন্যরূপ ধারণ করিতে দেখিয়া কাম নিবারণের নিমিত্ত ধৈর্য্যসহকারে বিশেষরূপে অরণিমন্থন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কোন রূপেই চঞ্চল চিত্তকে সুস্থির করিতে পারিলেন না ঐ সময় ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্বনিবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল মহর্ষি তদ্দর্শনে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন কাষ্ঠ ঘর্ষণ নিমিত্ত শুক্র বারম্বার বিলোড়িত হইলে তাহা হইতে ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন শুক্র বিলোড়ন দ্বারা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল

বলিয়া তিনি শুক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ম। শ মো ৩২পাতা

সত্যবতী=প্রকৃতি শুক্র=শুচ্ ধাতু শুচি হওয়া

ব্যাস=বিভাগ করা। বেদব্যাস—যিনি বেদকে বিভাগ করেন (সূক্ষ্ম সত্ত্বগুণাবলম্বী জীবাত্মা)

শুকদেব=শুভ্ ধাতু—দীপ্তি পাওয়া, এই দীপ্তির ঈশ্বর অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বগুণ

ঘৃতাচী=ঘৃ ধাতু+ক্ত=ঘৃত—দীপ্তি অন্‌চ্ ধাতু—পূজা করা ঘৃতাচী—যে প্রকাশগুণ সকলকে পূজা করে।

শুকপক্ষিণী=শুভ্ ধাতু—দীপ্তি পাওয়া পক্ষ্ ধাতু পরিগ্রহ করা

অপ্সরা=অপ্ ধাতু জল সৃ ধাতু—সরিয়া যাওয়া। সমুদ্র-মন্থনোত্থিত সামান্য ঐশ্বর্য্য সকল, যাহাতে মোহিত হইলে তপস্যা নষ্ট হয় তপস্যা নষ্টের ভয়ে উহাদিগকে কেহই গ্রহণ করে নাই তজ্জন্য উহারা সাধারণরমণী। মন্থন সময়ে ভবসমুদ্রজলের সার স্বরূপ রস হইতে উহাদিগের উৎপত্তি বলিয়া উহারা অপ্সরা নামে পরিচিত ঐ সকল অপ্সরাগণের উৎপত্তির পর, বরুণকন্যা সুরারূপিণী বারুণীর উৎপত্তি হইয়াছিল দিতিপুত্রগণ বারুণীকে গ্রহণ না করায় তাহাদের নাম অসুর আর সুরাকে গ্রহণ করা নিমিত্ত দেবতাদিগের নাম সুর

নির্মল শাস্ত্রে ত সুরাপান নিষেধ ?

অমিয় এ সে সুরা নহে, এ সহস্রার বিগলিত সুরা

কিবং ভুলন নগররীচ যোগিয়া

না যোগী উয় খাবে পিবে, না ভিক্ষাকো যাচে

ন যোগী উয়া বোলে বোলাওয়ে, বিন্ নাচায়ে নাচে।

সুখমন ঘরমে ভাটি বোঝে পিয়ে বঙ্কনালা,
পিব পিবৎ প্রেম ছকিৎ ভরে, ফেরৎ অজপমালা ইত্যাদি
(পল্টু দাস)

ভুল ক্রমে নগর মধ্যে একটী যোগী ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ঐ যোগী খান না, পান করেন না, ভিক্ষা চাহেন না কথা কহেন না, ডাকিলে উত্তর দেন না, কিন্তু বিনা নাচানতে আপনিহ নাচিতেছেন সুষুম্নার ঘরে ভাটি বোঝাই করিয়া বাঁক নল পান করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে প্রেম প্রকাশ পাইতেছে এবং তিনি অজপামালা ফিরাইতেছেন

'বিন্থু মদ্ পিয়ে হোয়ে মাতওয়ারা
নিশবাসরিয়া করে নজারা " (কবির সাহেব)

দিবানিশি নজর করিয়া বিনা মদ্যপানে তিনি মাতাল হইয়া আছেন।

এ যে সহস্রার বিগলিত সুরা, শাস্ত্রে তাহার ঝুড়ী ঝুড়ী প্রমাণ আছে

অরণিমন্থন—যেরূপে ছুতারেরা তুপুর্ণ (ভ্রমর) দিয়া কাষ্ঠ বিঁদ করে, সেইরূপে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় (প্রাণায়ামের রূপক)।

হোমকার্য্য—ব্রহ্মে যাওয়া

বেদ—বুদ্ধি অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই ইত্যাদি ভ গীতা ২ অ। ৬৬ শ্লোক।

যুক্ত—চিত্ত যখন নিঃশেষ রূপে আত্মাতে থাকিয়া সকল কামনা হইতে স্পৃহা শূন্য হয় তখনই যুক্ত ৭ ভ গী। ৬ষ্ঠ। ১৮ শ্লোক

ঐ অবস্থা না হইলে যুক্ত হয না, যুক্ত না হইলে বুদ্ধি হয় না, বুদ্ধি না হইলে জানার বিষয় জান যায় না

'বেদয়তীতি বেদঃ' যিনি জানাইতেছেন তিনি বেদ অর্থাৎ বুদ্ধি ক্রিয়া দ্বারা সত্যযুগোৎপত্তি হইতে এক মাত্র ভে শব্দ ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না সেই ভো শব্দ শুনিতে শুনিতে কারণ-বারিতে মৎস্যরূপা প্রকৃতি হইতে নির্ব্বাত দীপ শিখার ন্যায় শুদ্ধসত্ত্ব-গুণবিশিষ্ট নির্ম্মল জীবাত্মাকে উৎপন্ন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় সেই শুদ্ধ জীবাত্মায় গুণ ও বর্ণের প্রকাশ হওয়ায় তিনি বাসনাত্মক জীবভাবাপন্ন হন সেই জীবাত্মা শুদ্ধাবস্থায় বুদ্ধিকে শরীরের চতুর্দ্দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ঋক দক্ষিণ দিকে যজু, পশ্চিম দিকে সাম ও উত্তর দিকে অথর্ব্বকে দেখিতে পান পরে বাসনা নিমিত্ত ক্রমে সত্যযুগ হইতে দ্বাপরের শেষে আসায় জীবাত্মার ক্লেশ হয় তখন সেই প্রকৃতিসম্ভূত জীবাত্ম স্বরূপ ব্যাসদেব ব্রহ্মে স্থির হইবার নিমিত্ত জ্যোতি দর্শন মানসে অরণিমন্থন রূপ ক্রিয়া করেন সেই সময়ে যোগভঙ্গকারিণী ঘৃতাচী নামা ঐশ্বর্য্যকে সম্মুখে দেখিয়া সেই ঐশ্বর্য্য ভোগ বাসনায় জীবাত্মা স্বরূপ ব্যাসদেব মোহিত হন, তখন ঘৃতাচী—ঐশ্বর্য্য অভিসম্পাত ভয়ে জীবাত্মাকে পূজা করিবার নিমিত্ত দীপ্তি রূপ পরিগ্রহ করিল দেখিয়া ভোগ বাসনা ত্যাগ করিবার জন্য জীবাত্ম স্বরূপ ব্যাসদেব প্রাণায়াম করেন সেই অরণিমন্থন-রূপ প্রাণায়াম মধ্যে শুক্র

"ত্রিকোণরূপিণী শক্তিবিন্দুরূপঃ স্বয়ং শিবঃ
দ্বয়োঃ সম্মিলনকৈব পঞ্চমী প্রকীর্ত্তিতা ।"

(নির্ব্বাণ তন্ত্র)

পতিত হয়, অর্থাৎ তখন যত প্রাণায়াম করা যায় তত

জ্যোতির্ম্ময় ত্রিকোণের মধ্যে একটী জ্যোতির্ম্ময় বিন্দু শীঘ্র শীঘ্র আসিতেছে ও যাইতেছে দেখিতে দেখিতে জীবাত্মা শুচি হন জীবাত্মা ক্রিয়া দ্বারা বাসনা ও গুণ হীন হইয়া শুচি হইলেই সকলের আদি জ্যোতিঃস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বগুণ শুকদেব সম্মুখে দীপ্তি পাইতে থাকেন এই পুত্র পিণ্ডাধিকারী ইনিই জীব ক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়া জীবাত্মাকে পুং নামক নরক হইতে মুক্ত করেন মনু বলিয়া গিয়াছেন কামজ পুত্র পিণ্ডাধিকারী নহে তাই রাম প্রসাদি বলিয়াছেন,—

"অপূর্ব্ব জন্মাল নাতি দাদা যাতী দীদী যাতী"

বিমল। মহাশয়! ইহার অর্থ কি?

অমিয় ব্রহ্ম কর্তৃক প্রকৃতি পুরুষ হইতে জীবাত্মা জন্মাইয়া ক্রিয়া করিয়া শুকদেবস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বগুণকে উৎপন্ন করিলেন এই নাতিস্বরূপ শুদ্ধসত্ত্বগুণ প্রকৃতি পুরুষকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মে যাইয়া স্থির হইলেন (খাইয়া ফেলিলেন)। পিতা মাতাকে অতিক্রম করা আর খাইয়া ফেলা তুল্য

বিমল। কি অদ্ভুত অর্থ!

অমিয় দেখ বিমল গুরুমুখে শুনিবামাত্র আমারও ঐরূপ বোধ হইয়াছিল তখন সেই অন্তর্যামী মহাত্মা আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া আমাকে ম শা মো ৩২৪ অ পাঠ করিতে বলিলেন। তাহাতে লেখা আছে "ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ বয়স, পলিত, ধন বা বন্ধুবান্ধব দ্বারা মহর্ষিদিগের মাহাত্ম্য লাভ হয় না; বেদাধ্যয়ন দ্বারা তাঁহাদিগের মহত্ত্বলাভ হইয়া থাকে। তুমি আমাকে শুকের জন্ম প্রভৃতি যে সমুদয় বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে উপস্যাই ঐ সমুদয়ের মূল কারণ ইন্দ্রিয়সংযম

ব্যতীত তপোনুষ্ঠান করিবার সম্ভাবনা নাই। মানবগণ ইন্দ্রিয় সংসর্গ নিবন্ধন বিবিধ দোষে সমাক্রান্ত হয়, সুতরাং ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যোগাভ্যাস করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি মহাত্মা শুকদেবের জন্ম, যোগ, গমন ও সদগতি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।' বলিয়া শুকদেবের জন্ম হইতে তাঁহার ব্রহ্মে লয় হওয় পর্য্যন্ত—ম শা মো ৩২৪ ৩২৫ ৩২৬ ৩২৭ ৩২৮ অ বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। দেখিলাম ব্রহ্মের মহিমা বর্ণন ভিন্ন শুকদেবগুণ ও আর কিছুই নহে।

পূর্ব্বে দর্শন শাস্ত্রাদি কিছু কিছু দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সৎগুরু অভাবে উহার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারি নাই। লোকে বলে 'কানু ছাড়া গীত নাই', কিন্তু এখন গুরুর কৃপায় দেখিতেছি আত্মাকে জানিবার উপায় ছাড়া শাস্ত্রই নাই। পূর্ব্বে কত সময় ভাবিতাম যাহারা পাপ কর্ম্ম করিতেছে তাহারাই সুখী আর যাঁহারা ধর্ম্ম করিতেছেন তাঁহারাই দুঃখী। এখন দেখিতেছি সুখ যে কি পদার্থ তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। প্রবৃত্তির চক্ষে দেখিলে ধর্ম্ম কর্ম্মে চিরকালই দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন সত্যযুগে মধুকৈটভের ভয়ে স্বয়ং ব্রহ্মার বেদ লইয়া পলায়ন, ঋষিদিগের বনে বাস, গলিতপত্র ভক্ষণ এবং রাক্ষস ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় হওয়, রামচন্দ্রাদি ধার্ম্মিক রাজা সকল ধর্ম্ম রক্ষার্থে কত ক্লেশই সহ্য করিয়াছেন ইত্যাদি। কিন্তু নিবৃত্তির চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাইবে, তাঁহারা ঐ ক্লেশে মোহিত না হইয়া হৃদগত আত্মাতে মনোনিবেশ করিয়া অনন্ত সুখভোগ করিয়াছেন।

বিমল। মহাশয় একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে যদি অনুমতি করেন ত বলি ?

অমিয় এ হতভাগ্যের দ্বারা যদি কিছু উপকার হয় এরূপ মনে লয় ত বলিতে পার। আমি গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি

বিমল শাস্ত্রের সমুদয় বিষয়ই আধ্যাত্মিক, এ কথা মহাপুরুষের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি এবং মহাশয়ও তাহাই বলিতেছেন। কিন্তু দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং ও বিশ্বরূপের বিষয় শাস্ত্রে পাঠ করিয়া শাস্ত্র সমুদয় আধ্যাত্মিক বলিয়া মন যে মানে না !

অমিয় আচ্ছা, ভাই। তোমাদের মতে ভগবান্ নারায়ণ স্থূলদেহে দশ অবতার ধারণ করিয়া এই ভারত ভূমে যখন লীলা করিয়াছিলেন তখন ঐ স্থূল দশ অবতারই তোমাদিগের পূজ্য, কেমন ?

বিমল হঁা, তাহাতে আর অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

অমিয় ভাই ! গোপিনীদিগের মনচোরা, ননীচোরা, বসনচোর দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরের প্রিয় খাদ্য বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরের সম্মুখে ক্ষীর, সর, নবনীত রাখিয়া নিজে গোপবধূ বেশে শ্যামসুন্দরের বামে দাঁড়ান আর শ্যামসুন্দর বংশী রাখিয়া ঐ সমুদয় ক্ষীর সর খাইয়া তোমার সহিত তোমার ইচ্ছামত বিহার করিতেছেন চিন্তা করিতে করিতে শ্যামসুন্দরের প্রেমে উন্মত্ত হও কি না ?

বিমল (অমিয়কে দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া সগদগদ বচনে) মহাশয় ধন্য !! আজি আমার হৃদয়ে ব্রজলীলা জাগরিত করিয়া দিলেন বলিয়া—(চক্ষু দিয়া ভড় ভড় করিয়া জল)

অমিয়। ভাই! এখন একটু প্রেমের কথা বলিব। আমার কথায় কাণ দাও,—নারায়ণের স্থূল দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর অবস্থায় ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি খাদ্য বস্তু যেরূপ প্রিয় ছিল, সেই ভগবান্ নারায়ণের অন্যান্য স্থূল অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতারের অবতারোপযোগী খাদ্য ও প্রেয়সীও তদ্রূপ প্রিয় ছিল, কেমন? যখন স্থূল দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরের প্রিয় হইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রিয় খাদ্য তাঁহাকে অর্পণ ও প্রিয়ার রূপ ধারণ করিয়া নিজেকে পর্য্যন্ত তাঁহাকে দিয়া থাক, তখন তাঁহার স্থূল মৎস্যাদি অবতারের প্রিয় হইবার চেষ্টা কর না কেন?

বিমল। যিনি যাহার ইষ্ট, তিনিই তাঁহার মিষ্ট।

অমিয়। বাবা বৃদ্ধ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন, পয়সা উপায়ে অক্ষম বলিয়া তাঁহার সেবা না করা কি পুত্রের কর্ত্তব্য?

বিমল। এরূপ পাপ কর্ম্ম করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

অমিয়। তদ্রূপ দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরের পূর্ব্বজ স্থূল অবতার সকলকে ভজনা করা তোমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নয় কি? আমাদিগের গুরুদেব নিশ্চয় মুক্তপুরুষ, আমরা গুরুদেবকে যেরূপ পূজা ও ভক্তি করি, অন্যান্য যোগীকেও তদ্রূপ ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকি, কেমন? তবে গুরুদেবের নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া ও তাঁহার দ্বারা নানা প্রকারে উপকৃত হইয়া অন্যান্য যোগী অপেক্ষা তাঁহার উপর যে ভালবাসা সেটুকু আমাদের স্বার্থ নিমিত্ত নয় কি? এইরূপ দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরের স্থূলরূপ ও তাঁহার প্রেয়সী হইয়া তাঁহার সহিত ইচ্ছামত বিহার করিতেছি সর্ব্বদা চিন্তা করিতে করিতে ঐ স্থূল শ্যামসুন্দরের উপর ভালবাসা জন্মিয়াছে নয় কি? তাহা বলিয়া তাঁহার অন্যান্য স্থূল অবতারের প্রেয়সী না হওয়া

ও প্রিয় খাদ্যবস্তু সকল (প্রসাদ) না পাওয়া তোমাদের ন্যায় ভক্তবৃন্দের কখনই কর্ত্তব্য নহে। আর তোমাদের মতে বিশ্বরূপ একটী পুরুষের অনন্ত মাথা, অনন্ত হাত, অনন্ত পা, অনন্ত পেট, আর ঐ পেটের মধ্যে স্থানে স্থানে সমুদয় বিশ্ব, না আর কিছু?

বিমলা। (একটু ক্রোধের সহিত) ঐরূপ রূপ ব্যতীত আবার কি?

অমিয়। দেখ ভাই! একটী গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিবার সময় প্রথমে শালগ্রাম শীলা পূজা করাইয়া বলিলেন এখন শালগ্রাম শীলাতে মনে মনে একটী কিরীট সহিত মস্তক, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সহিত চারিখানি হস্ত ও দুইখানি চরণ দিয়া ষোড়শোপচারে মানস পূজা কর। কিছুক্ষণ পরে শিষ্যকে বলিলেন, বাপ জীবন! কিরূপ রূপ ধ্যান করিতেছ? শিষ্য বলিল গুরুদেব শালগ্রাম শীলায় শীলায় অনুরূপ (ক্ষুদ্র) দুইটী চরণ, চারিখানি হস্ত, ও কিরীটযুক্ত মস্তক দিয়া বিবেচনা করিলাম ক্ষুদ্র ঠাকুর পূজা করিব কেমন করিয়া, এই ভাবিয়া মনে মনে পিতাম্বর আনিয়া পরাইতে গিয়া দেখি শালগ্রাম একটি গোবরে পোকা হইয়া বসিয়া আছেন গুরুদেব! এখন গোবরে পোকা কি পূজা করিব? ভাই, শালগ্রাম শীলায় একটী মাথা, চারিখানি হাত ও দুইখানি পা দেওয়াতেই শালগ্রাম গোবরে পোকা। আর একটী মানুষে অনন্ত হাত, পা ও পেট জুড়লে মানুষ ভগবান্ একটী কিম্ভূত কিমাকার জন্তু হন না কি?

এই কথা শুনিয়া বুগনিকাষ্ঠ জ্বালিয়া বিমলা নদীর ধারে চলিলেন। তখন অমিয় একটু হাস্য করিয়া হুঁ হাঁ করেন কি, করেন কি, যাবেন না! যাবেন না! কিরূপ! কিরূপ বলিয়া

ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু সে কথা শুনে কে ? নপুংসকের স্ত্রী ও বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী যেরূপ পতিকে অবজ্ঞা করে তদ্রূপ বিমল অমিয়ের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল

তখন অমিয় ভাবিলেন লোকটার বিচারশক্তি আছে, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গেল কেন ? যাহারা উপরে ধর্ম্মের ছাউনি (আবরণ) দিয়া তুলসীবনের বাঘ হইয়া ভিতর ভিতর লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের স্বার্থসাধন করে তাহাদের মধ্যে মূর্খগুলা নিজে ঠকিয়াও গায়ের জোরে ধৃষ্টতার সহিত বিতণ্ডা করে ; আর বুদ্ধিমান গুলা কথা কহিলেই স্বার্থের হানি হইবে দেখিয়া, হয় চুপ করিয়া থাকে, না হয় উঠিয়া যায় পাহাড়ের লোক স্বভাবত সরল এ লোকটা যদি নীচে যাইয়া ভণ্ডানের দলে না মিশিত তাহা হইলে সন্দেহের কোন কারণ হইত না। ইহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে এমন সময়ে বিমল আসিল।

অমিয়। ভাই ! যদি রাগ না করিয়া শুন, তবে একটা কথা বলি

বিমল বলুন, আমি রাগ করিব না সাংসারিক লোকের সহিত সর্ব্বদা সংসর্গ করায়, অনেক সময় বুদ্ধি ঠিক থাকে না

অমিয় আমাদের শাস্ত্র সকল আধ্যাত্মিক না হইয়া কেবল স্থূলের বিষয় হইলে বাল্মীকি ঋষি দেবর্ষি নারদের মুখে রামচরিত শুনিয়া রামায়ণের আদিপর্ব্বের তৃতীয় সর্গে "একণে প্রকৃতরূপে রামচরিত পরিজ্ঞাত হইবার ইচ্ছুক হইয়া বাল্মীকি পূর্ব্বমুখে কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যোগ প্রভাবে তদ্বিষয় সন্ধান করিতে লাগিলেন রামাদি চারি ভ্রাতার, সীতার, দশরথের ও

প্রজাবর্গের হাস্য পরিহাস কথাবার্ত্তাদি যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন” এ কথা লিখিবেন কেন? যাহাদের যোগবুদ্ধি নাই তাহারা দেব প্রতিমূর্ত্তিকে তদ্গত হইয়া চিন্তা করিতে পারিলেই তাহাদিগের কোন বস্তু অর্পণ না করিয়াও প্রসাদ না খাইয়াও প্রসাদ খাওয়া ও সমস্ত অর্পণ করা হইয়া থাকে।

বিমল। মহাশয়, শাস্ত্রের অনেক স্থানে এক বিষয়েরই পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবের শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় কেন?

অমিয়। যখন লৌকিক সংস্কৃত ভাষ মাতৃ ভাষা ছিল, সেই সময় যোগ-স্বরূপ অমৃত হারাইয়া এখনকার মত নামধারী কর্ম্মোপাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রার্থ করিতে যাইয়া যে সকল বিষয়ে তাহাদিগের বুদ্ধি প্রবেশ করে নাই অর্থাৎ যে সকল বিষয় এই লৌকিক বিষয়ের সহিত মিলাইতে পারেন নাই পুস্তকের সেই সকল স্থানে ঋষিকৃত গ্রন্থের সেই সকল বিষয়ের শ্লোক কাটিয়া স্বকল্পিত শ্লোক সকল রচনা করিয়া শাস্ত্র সকল লণ্ডভণ্ড করিয়া গিয়াছেন। তন্নিমিত্ত গুরুদেব বলিয়া থাকেন, বেদানুমোদিত এবং তদতিরিক্ত যোগে যাহা প্রত্যক্ষ হয় সেই সকল বিষয় যে কেহ বলুক না কেন তাহাই প্রামাণ্য। ক্রিয়াতে প্রত্যক্ষ হইলে শাস্ত্রের অসঙ্গতি মীমাংসা হইয়া যাইবে। শাস্ত্রের লৌকিক অর্থ যাহা শিখিয়াছ তাহা ভুলিয়া যাও। যোগে যাহা প্রত্যক্ষ করিবে তাহাই শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ জানিবে।

বিমল। প্রতিমূর্ত্তি পূজায় যখন দেবতা সন্তুষ্ট হন, তখন দেবতারা ত খোষামোদপ্রিয়?

অমিয়। কেহ যদি তোমাকে না পাইয়া তোমার প্রতিমূর্ত্তি

পূজা করিলে তুমি যেরূপ তাহার উপর সন্তুষ্ট হও তদ্রূপ দেবতাদের প্রতিমূর্ত্তি বিধিপূর্ব্বক পূজায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না দেবতারা ভিতরে থাকিয়া নিজের প্রতিমূর্ত্তি নিজে পূজা করিয়া নিজেই সন্তুষ্ট হন (একজন আর একজনকে পূজা করার নাম খোষামোদ) রজ এবং তমোগুণের আধিক্য থাকায় মনুষ্যের স্তব করিলে মনুষ্যের অহঙ্কার বৃদ্ধি হয় আর মনুষ্য অপেক্ষা দেবতাদিগের সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকায় তাঁহাদিগকে স্তব করিলে তাঁহারা যে পরমাত্মার কৃপায় অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন হইয়াছেন সেই পরমাত্মার মহিমা মনে হওয়ায় তাঁহাদিগের অলৌকিক শক্তি বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য স্তবকারীর মঙ্গল হইয়া থাকে

ভাই! ঐ কৃতঘ্নজাতির নাম করিলেও পাপ হয় দেখ স্বামী সাত সমুদ্র তের নদী পারে যাইয়া নিজের আত্মাকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া শ্রীচরণের মল ও উত্তম উত্তম সামগ্রী আনিয়া গরুড় পক্ষীর ন্যায় সম্মুখে হাজির হইলে স্ত্রী ঐ সকল বস্তুতে দোষারোপ করিয় স্বামীকে মনঃকষ্ট দিয়া নিঙ্গড়াইয়া নিঙ্গড়াইয় চুষিয়া চুষিয় খাইয়া হাড়মাত্র সিটি রাখিয়া ছাড়িয়া দেয় সেই স্বামী দুর্ভাগ্য বশত যদি উপার্জ্জনে অক্ষম হয় তাহ হইলে কৃতজ্ঞতার ও মনস্তুষ্টির বিনিময়ে দুর্ব্বাক্য এবং গোপনে প্রহার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায় যে 'ভাত কাপড় দিতে যদি ন পারিবে তবে বিবাহ করিয়াছিলে কেন?' স্ত্রীলোককে কোন প্রকারে বিশ্বাস নাই। গৌতম পত্নী অহল্যা গৌতমরূপী-ইন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার সহিত যখন সম্ভোগসুখ ভোগ করিয়াছিল তখন

অন্য স্ত্রীলোকের বিষয় আর কি বলিব। এই হিমালয় পর্ব্বতে স্ত্রীলোকের ব্যভিচার দোষটা দোষের মধ্যেই গণ্য নহে। গঙ্গা যমুনার মধ্যে হিমালয় পর্ব্বতের কতকাংশ পর্য্যন্ত পাণ্ডবেদের ন্যায় বিবাহ প্রথা সত্ত্বেও যখন সেখানকার স্ত্রীলোকেরা কুলের বাহির হইয়া চলিয়া যায় তখন একটি পুরুষের নিকট একটি স্ত্রীলোক থাকা আমার বিবেচনায় অসম্ভব। আর বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী ও ক্লীবের স্ত্রীর বিষয় বুঝিয়া দেখ। পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতায় এক দিনে দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু উপরোক্ত স্থানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করে, তাহার পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সকল যেমন যেমন যৌবন প্রাপ্ত হইতে থাকে তেমনই তেমনই ক্রমে সেই একটি স্ত্রীতেই উপগত হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকটা প্রায় আজীবনই যুবাপুরুষ সম্ভোগ করিতে পাইয়াও যখন বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে তখন স্ত্রী জাতিকেই ধিক্! আরও দেখ যমুনার ধারে কতকাংশ পাহাড়ে, স্ত্রীলোকেরা অবিবাহিত অবস্থাতে ইচ্ছামত পুরুষের সহিত সম্ভোগ করিতে করিতে গর্ভ হইলে গর্ভাবস্থায় বিবাহ করিয়াও যখন স্বামীকে ছাড়িয়া দিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে তখন আমি আর কি বলিব। পুরুষ নানা মত সেবা করিলেও প্রকৃতি যেরূপ তত্ত্বকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ স্বামী স্ত্রীর স্বেচ্ছামত ভরণ পোষণ করিলেও স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই পর পুরুষে হাত বাড়াইবার নিমিত্ত যত্ন করে, ভাবে অন্যে আরও যদি কিছু নূতনত্ব থাকে। দুঃখের কথা বলিব কি বেশ্যারা নৃত্য, গীত, সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদির দ্বারা পুরুষের মনোরঞ্জন করিয়া পয়সা লয় আর আজি কালিকার গৃহলক্ষ্মীরা প্রায়ই "এই পূজাতে ঝুম্‌কো দিবি তবে ঘরে রবো" ইত্যাদি বলিয়া ভয় দেখাইয়া বুকে বসিয়া দাড়ি উপ্‌ড়াইয়া পয়সা

আদায় করিয়া থাকে নির্ব্বোধেরা জানিয়া শুনিয়া ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগের ন্যায় উহাদিগের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে বিমল! এখনকার পুরুষেরা কুকুর অপেক্ষাও অধম, কুকুর ভাদ্রমাসে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে সত্য; কিন্তু কুকুরী সময় পাইলেই আর পাঁচটা কুকুরের সঙ্গে চলিয়া যায় দেখিয়া কুকুরের খাদ্যদ্রব্যে মুখ দিবামাত্র সে কুকুরীকে কামড়ায়, কিন্তু এখনকার মহাত্মারা, একদিন খাইতে কিম্বা অলঙ্কার না পাইলে ভগবানের বক্ষঃস্থল কম্পিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে জানিয়াও অর্থের দ্বারা পরলোকের কাজ ও ইহলোকের সুখভোগ না করিয়া গৃহদেবীর নামে সমস্ত উইল করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া যান

বিমল এই হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে এখানকার স্ত্রীলোকেরা কেমন সুন্দরী দেখিয়াছেন ত? ঐ সকল সুন্দরীর মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া পরমা সুন্দরীকে মহাশয়ের বিবাহের নিমিত্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছে

অমিয় আমি কলিকাতাতে, বম্বে ও করাচিবন্দরে নানা দেশীয় এবং এই হিমালয়ের কাশ্মীর, কুলু, চম্ব ও পাঙ্গীর স্ত্রীলোক দেখিয়াছি উহাদিগের অপেক্ষা এখানকার স্ত্রীলোক অধিক সুন্দরী স্বীকার করি কিন্তু যে মিষ্ট খায় না তাহার পক্ষে গুড় চিনি, মিছরি, ওলা এবং নানাপ্রকার উপাদেয় মিষ্টান্ন যেরূপ অকিঞ্চিৎকর, আমার পক্ষে স্ত্রীলোক সেই রূপই জানিও বিমল, একটি বন্ধু বিয়োগেই পৃথিবীর সুখ দুঃখের পরিচয় পাইয়াছি, আর আমাকে বৃথা প্রলোভন দেখাইও না!

বিমল। দেখুন আমরা সকলেই সস্ত্রীক ক্রিয়া করিয়া থাকি

গুরুদেব সংসারে থাকিয়া ক্রিয় করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন এই সকল দুঃখ সহ্য করিয়া দেশে দেশে না বেড়াইয়া আমাদের ন্যায় এখানে বসিয়া সত্ত্বাকি ঈশ্বরোপাসন করুন না কেন ?

অমিয়। যিনি যেরূপ প্রকৃতির, গুরুদেব তাঁহাকে তদনুরূপ উপদেশই দিয়া থাকেন। যাহারা আত্মাকে সহায় করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছুক তাহাদিগের সমস্ত ক্লেশই আনন্দের সহিত সহ্য করা উচিত ভাই। যাহাদিগের তিলকষ্ক ও তণ্ডুলকণা আহারের নির্দিষ্ট এবং উপস্থ নিগ্রহই একটি প্রধান কর্ম্মের মধ্যে, তাহাদিগের আবার কষ্ট কিসের ?

বিমল ঘৃত, দুগ্ধ ও মিষ্টান্নাদি উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার নিষেধ কেন ?

অমিয় আমাদিগের এই পথে তিলকষ্ক ও তণ্ডুলকণা থাকাতেই সর্ব্বনাশ, ইহার উপর আবার প্রবৃত্তির আহার

বিমল আমি পঞ্জাবে সাধু সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগকে ঘৃত, দুগ্ধ, মেঠাই ও মালপুয়ার নিমিত্ত বিবাদ করিতে দেখিয়াছি এবং বলিতেও শুনিয়াছি যে উৎকৃষ্ট পদার্থ আমাদিগেরই জন্য, অন্যের জন্য নহে

অমিয় (হাসিতে হাসিতে)

ঘাস পাত্ যো খাত্ হায় উন্‌কো ব্যাপে কাম্।
ঘিউ শকর যো খাত্ হায় উন্‌কো জানে রাম
শিখা মুড়াওয়ে, তন্ ভসম্ রমাওয়ে, বস্ত্র রঙ্গাওয়ে,
জট পাগিয়াছি ঝট্‌কে
তিলক্ বিশাল, বয়ান্ তোত্‌রি বগাল, পড়ে মায়াকেরি জাল
মন ভ্রমণাসি অ টুকে

কেতে তীরথ গেয়ে, তন দোয়াব্কা জরাওয়ে, পঞ্চাগ্নি তপাওয়ে গলে বাটুয়াছি লট্কে
কহে সীতারাম, দেও শান্তকি কলাম, তাসে কেঁও না উপ্জে কাম, যাসে মালপুয়া গট্কে

ঘাস পাতা যাহারা খায় (যেমন ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি) তাহাদিগের কাম ব্যাপে অর্থাৎ তাহারা কামোন্মত্ত হয়। আর ঘৃত চিনি যাহারা খায় তাহাদিগের কামের বিষয় তাহাদিগের আত্মারামই জানেন। শিং মুণ্ডন করিয়া, অঙ্গে ছাই লেপিয়া, বস্ত্র রঙ্গাইয়া, পাগড়ির মত করিয়া জটা বান্ধিয়া, বিশাল তিলক কাটিয়া, ছেলেদের (কিম্বা টিয়া পাখীর) মত রসাল বাক্য বলিয়া, মায়ার জালে পড়িয়া, মনকে ভ্রমে আট্কাইয়া, কত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় শরীর পোড়াইয়া, পঞ্চাগ্নির (চারি দিকে আগুন জ্বালিয়া মধ্যে বসিয়া থাকা) তাপ লইয়া, গলায় বাটুয়ার ন্যায় (তুলসী কাঠ) ঝুলাইয়া বেড়াইতেছেন। সীতারাম বলিতেছে সাধুদিগের মহিমা দেখিয়াছি তাহাতে কেন কামের উদ্ভব হইবে না যাহাতে মালপুয়া গিলিয়া ফেলে।

তবে যিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে বিধি নিষেধ কিছুই নাই, কারণ তিনি যাহাতে (যে অবস্থাতে) তাহাতে (সেই অবস্থাতেই) সন্তুষ্ট।

কাহাকেও উপদেশ দিবে না, সকলের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে। গুরুদেব সর্ব্বদাই এই উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি গুরুভাই, তোমার নিকট ২৪টি শাস্ত্রকথা বলিয়ে উপদেশ দেওয়া কিম্বা অহঙ্কার করা হইবে না বিবেচনা করিয়া বলিতেছি

শুন। মহাত্মা কপিল স্যামরশ্মিকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা হইতে ২৪টি কথা বলি "জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা জীবকে জরায়ুজাদি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং উহার মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারি মুখ আর হস্ত বাক্য উদর ও উপস্থ এই চারি দ্বার নিরূপিত করিয়াছেন জীব হস্তাদি দ্বার চতুষ্টয়ের পালনকর্ত্তা অতএব ঐ দ্বার সমুদয় রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ ও নীচ জাতির যাজন পরিত্যাগ করেন এবং ক্রোধ বশতঃ কাহাকেও প্রহার করেন না, তাঁহারই হস্তদ্বার রক্ষিত হইয়া থাকে যে ব্যক্তি সত্যব্রত, মিতভাষী অপ্রমত্ত হইয়া ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোকনিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাক্‌দ্বার সুরক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহিত সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্ত্বে সম্ভোগার্থে অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন ও ঋতু সময় ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহারই উপস্থদ্বার পরিরক্ষিত হয় যে মহাত্মা এইরূপে চারি দ্বার সুরক্ষিত করিতে পারেন, তাঁহাকেই ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় আর যে ব্যক্তি ঐ সমুদয় দ্বার রক্ষা করিতে না পারে, তাহার সমুদয় কার্য্যই নিষ্ফল হয়। সে তপস্যা, যজ্ঞ বা শরীর দ্বারা কোন ফলই লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে মহাত্মা উত্তরীয় বসন ও উত্তম শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহুরূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে ভূমিশয্যায় শয়ন করেন; যে ব্যক্তি অন্যের সুখ দুঃখ চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন, যিনি দম্পতি-

দিগকে পরস্পরানুরক্ত দর্শন করিয়াও ঈর্ষাশূন্যচিত্তে একাকী বিহার করিতে পারেন যে ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর গতি এবং প্রকৃতি ও বিকৃতিসমন্বিত সমুদয় পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন এবং যিনি সমুদয় প্রাণীর আত্মাস্বরূপ হইয়া কোন প্রাণী হইতেই ভয় বা কোন প্রাণীকে ভয় প্রদর্শন করেন না, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন কামী ব্যক্তিরা দানযজ্ঞাদির ফলস্বরূপ চিত্তশুদ্ধি না থাকায় গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া স্বর্গাদি লাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। আশ্রমবাসী জ্ঞানবানেরা স্বকার্য্য ও নিত্যসিদ্ধ পুরাতন নিষ্কাম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা আত্মাকে সমালোচন পূর্ব্বক সংসারমূলক অজ্ঞান ধ্বংস করিতে পারেন। কিন্তু কামী ব্যক্তিরা সেই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিয়দংশমাত্রও অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া ঐ আপদ, আচার, প্রমাদ ও পরাভববিহীন, প্রত্যক্ষফলপ্রদ অবিনশ্বর ধর্ম্মকে নিরর্থক ও ব্যভিচারী বিবেচনা করিয়া থাকে। ফলত নিষ্কাম ধর্ম্ম যে যজ্ঞানুষ্ঠানাদি সকাম ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার আর সন্দেহ নাই নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রথমত পরিজ্ঞাত হওয়াই নিতান্ত দুঃসাধ্য যদিও উহা কোন ক্রমে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে উহার অনুষ্ঠান করা সহজ নহে; আবার যদি উহার অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলেও উহা দ্বারা অনন্ত সুখভোগের সম্ভাবনা নাই; (কারণ অনিমাদি সিদ্ধি সকল ঐ সুখের শত্রু) অতএব যজ্ঞাদির ফল বিনশ্বর জানিয়া করিয়া তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য" ম শা। মো। ২৬৯ অ。

ভাই! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এ কথা তুলিবার তোমার উদ্দেশ্য কি?

বিমল রূপেশ্বরীর কথায় মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, "বিবাহ করা না করা সে অমিয়ের ইচ্ছা।" রূপেশ্বরীর অনুরোধে মহাশয়ের মনোগত ভাব বুঝিবার নিমিত্তই এই সকল কথা উত্থাপন করিয়াছি মহাশয়। ইহাতে আমার যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন

অমিয় (হাসিতে হাসিতে) বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সচ্চরিত্র হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি বিমল। যে জিহ্বা ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে না পারে, সে কখনই যোগ কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না।

বিমল। যাহাদিগের স্ত্রী আছে, মহাশয়ের মতে তাহারা তবে যোগকর্ম্মাধিকারী নহে?

অমিয়। কে বলিল?

বিমল। তাহারা যে স্ত্রীসহবাস করে

অমিয় তাঁহারা। (রোগী যেমন নিম খায় মুদিয়া নয়ন) দেখ বিমল। কাঁটাল কেনাই দোষ একটি চাষা কাঁটাল কিনিয়া বাটী যাইয়া মাকে দিল মা পুত্রকে কাঁটাল খাইতে দিবার অভিপ্রায়ে, কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, রসুনের ন্যায় ছোট ছোট কোয়া দেখিয়া

মা। বাবা! ক্যাটালটার অগুনে অগুনে কোয়া

পুত্র মা ক্যাটাল কেনাই দোষ

মা। কেন বাছা?

পুত্র। একটু জিভের স্বাদের জন্য পয়সা খরচ করিয়া ক্যাটাল কিনিয়া, গালা গাল ওয়া, অসুনে কোঁয়া, আবার ভুয়া, এত কথা শুনিতে হইল আর ক্যাটাস না কিনিলেই এত কথা শুনিতে হইত না।

বিমল স্ত্রীলোকই সকল দুঃখের কারণ এ কথা সত্য কিন্তু পুরুষও ত ঐ সকল পাপে পাপী যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এক দোষে দোষী তখন কেবল স্ত্রীলোককেই দোষ দিতেছেন কেন?

অমিয় গুরু মুখে শুনিয়াছি, সম্ভোগজনিত সুখ পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীরই অধিক, তজ্জন্য স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অধিক কামুকী একটি পুরুষ অসচ্চরিত্র হইলে সমাজ ও পুরজনের যত অনিষ্ট হয়, একটি কুলকামিনীর ব্যভিচার দোষ হইলে সমাজের ও পুরজনের তাহা অপেক্ষা শত সহস্র গুণে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে দেখ একটি পুরুষ অসচ্চরিত্র হইলে তাহারই অর্থনাশ ও তাহার স্ত্রীপুত্রেরই সংক্রামক ব্যাধি হইবার অধিক সম্ভাবনা, তাহাতে সমাজের বা পুরজনের বিশেষ অনিষ্ট নাই আর পুরুষ যদি সতর্ক হইয়া বারনারীতে উপগত হয়, তাহা হইলে তাহারই মন কলুষিত হওয়া ভিন্ন অন্যের তত অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই কিন্তু একটি কুলকামিনীর ব্যভিচার দোষ হইলে সে নিজের সুবিধার জন্য বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোককে নষ্ট করে ও উৎকৃষ্ট পান ভোজন হইতে সকলকে বঞ্চিত করিয়া উপপতিকে দিয়া পুর বাসীদিগের উপর দোষারোপ করে। আর তাহার পাশবৃত্তি চরিতার্থের অসুবিধা জন্মিলে সে স্বামী ও পুত্রাদিকে হত্যা করিতেও

কুণ্ঠিতা হয় না। তাহার দেখাদেখি প্রতিবাসিনী অনেকে অসচ্চরিত্রা হয়। যদি ঐ দুশ্চরিত্রা রমণী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করে, তবে তাহার পরিচিত অনেক স্ত্রীলোক কুলের বাহির হইয়া তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে। আরও দেখ, যেরূপ পান্তাভাত (পর্য্যুষিত অন্ন) নূতন হাঁড়িতে রাখিলে হাঁড়ির গুণে সেই অন্ন অনেকক্ষণ ব্যবহারোপযোগী থাকে, তদ্রূপ দোষিত শুক্র বিশুদ্ধ জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলে জননেন্দ্রিয়ের গুণে সে অধিক দোষিত না হইয়া গর্ভ কোষে প্রবেশ করে। কিন্তু পান্তাভাতের হাঁড়িতে টাট্‌কা ভাত রাখিবামাত্র সে যেরূপ হাঁড়ির দোষে দূষিত হইতে থাকে, তদ্রূপ বিশুদ্ধ শুক্র দোষিত জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিবামাত্র (পান্তা-ভাতের হাঁড়ি কিম্বা তাল গাছের তাড়ির ভাঁড়ের মত) শুক্রকে দূষিত করিয়া নিষ্ফল করিয়া দেয়, কারণ দুষ্ট জননেন্দ্রিয় প্রায়ই শুক্র ধারণে অক্ষম হইয়া থাকে। পুরুষের শুক্রদোষে বালকের স্বাস্থ্যই নষ্ট হয়, কিন্তু বালক নীচাশয় হয় না; আর স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে, অসময়ে, অনিয়মিতরূপে, অসম্মত স্থানে, অযথা উপস্থের আঘাতে, ভয়ের সহিত পাপ মনে, পাপীর সহিত সম্ভোগে সন্তান হওয়ায় বালক রুগ্ন ও নীচাশয় হইয়া থাকে। অনেক দেশের মহাত্মারা স্ত্রী স্বাধীনতা ও অন্তঃপুরে চাকর, পাচক ও বন্ধুবর্গকে প্রবেশ করিতে দিয়া তাহার বিষময় ফল অনেক সময়ে ভোগ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্ত্রীলোক স্বামীর দোষেই কুলটা হইয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করি। কিন্তু পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী অসচ্চরিত্রা হইলে যে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হয় তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেখ, হিন্দুদিগের সামান্য লোকের মধ্যে স্ত্রী সম্বন্ধে যে সুনিয়ম সকল প্রচলিত

আছে তাহা অন্যান্য দেশের রাজবংশ ব্যতীত প্রায় অন্যান্য কোন বংশে ই নাই

বিমল সে সুনিয়ম কি ?

অমিয় কত বলিব ; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ একটি বলি শুন বেশ্যা শব্দের অর্থ কি ?

বিমল যে স্ত্রী ইচ্ছাপূর্ব্বক এক ব্যতীত অধিক পুরুষে উপগতা হয় সেই বেশ্যা

অমিয় যে বিধবা বিবাহ হিন্দুদিগের নীচ জাতির মধ্যে হয়, সেই বিধবা বিবাহ অন্যান্য জাতির মধ্যে রাজবংশ ব্যতীত প্রায় সকল বংশেতেই আছে আজি কালি পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের দুরবস্থা হওয়ায় দেশের অবনতি হইলেও কলি কাতার নিকটস্থ স্থান হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে যে সুন্দর প্রথা সকল লোপপ্রাপ্ত হইয়া আছে, অন্যান্য দেশের পক্ষে তাহা আদর্শস্বরূপ সুন্দররূপে সমাজ চলিবার এবং উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ও ধার্ম্মিক পুত্রের নিমিত্ত হিন্দুরা কেবল কুকুর মারা ত্যাগ করিয়া হাঁড়ি পবিত্র রাখিবার জন্য স্ত্রীলোকের পক্ষে নানা প্রকার সুন্দর নিয়ম সকল করিয়া গিয়াছেন ঋষিরা নবিলে (নভেল) বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয় পাঠ করিয়া ঘুমন্ত বাঘ জাগাইয়া মূর্চ্ছা রোগের উৎ-পত্তির কারণ উত্তেজিত না করাইয়া স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আমিষ ত্যাগ, ব্রত, উপবাস, স্বামীই গুরু, স্বামীর সেবা করিলেই ঈশ্বরের সেবা করা হইল ইত্যাদি বিধি সকল করিয়া গিয়াছেন মাংস ভোজনে কামবৃদ্ধি হয় ও উৎকৃষ্ট সন্তান হয় না ব্রতাদিতে মন ঈশ্বরের দিকে থাকে উপবাসে কামের হ্রাস হয় স্বামীই গুরু এই বিবেচনা করিয়া স্বামীকে গুরুর ন্যায় সেবা ও ভক্তিভাবে

সর্ব্বদ চিন্তা করায়, মন স্থির হওয়ায় ঈশ্বরোপাসনার ফল হইয়া থাকে পূর্ব্বে আর্য্যপত্নীরা স্বীকৃত না। এক'র দ'চ'বের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবতী শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে সদাচার প্রতিপালন ও গুরুর ন্যায় স্বামিসেবা করায় ভাগ্যক্রমে, এক একটি সাধু পুত্র ও সাধ্বী কন্যা প্রসব করিয়া গিয়াছেন যাঁহারা পৃথিবীর আদর্শস্বরূপ। ঐ পতিব্রতা সতী সকলেই জগদ্ধাত্রী, তাঁহারাই এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন

বিমল মহাশয়! ওরূপ স্ত্রী এ যুগে কি কাহারও আছে? গুরুমুখে যদি কাহারও বিষয় শুনিয়া থাকেন তবে বলিলে বিশেষ আনন্দিত হই

অমিয় গুরুদেব এক দিবস মহাত্মা কবীর সাহেবের তপস্যা ও সদগতির বিষয় বলিতে বলিতে কবীরসাহেবের স্ত্রীর বিষয় বলিলেন, তাহা বলিতেছি শুন—কবীরসাহেব বাজারে কাপড় বেচিতে গিয়াছেন, বাটীতে স্ত্রীর গর্ভবেদনা উপস্থিত যখন দারুণ প্রসববেদনা তখন কবীরসাহেব বাজার হইতে আসিয়া বাটীর দরজায় দাঁড়াইয়া, স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই সকল দ্রব্য লইয়া যাও তখন সেই আজ্ঞাবহা সাধ্বী স্বামীর স্বর শুনিয়া, আসিয়া, স্বামীর হস্ত হইতে সমস্ত দ্রব্য লইতে লইতেই সেই স্থানে কামালকে প্রসব করিলেন এই শুনিয়া ভাবিলাম এই স্ত্রীই প্রকৃত স্ত্রী, আর সকল মাগী মাগীবাবা। ভাই। যাহারা স্বামীকে ভুলাইবার জন্য বকের মত চক্ষু মুদিয়া জপ ও পূজা করে, আর পাছে কাহাকে কিছু দেয় এবং তাহার পাপের বিষয় স্বামী জানিতে পারিয়াছে কি না, সেই জন্য গোপনে থাকিয়া স্বামী

অন্যের সহিত কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে তাহা শুনে, স্বামীর উপার্জ্জিত ধনের হিসাব লইতে যায়, আর সর্ব্বদা চিনেজোঁক ও কাঁটালের আটার ন্যায় লাগিয়া থাকিয়া স্বামীকে জ্বালাতন করে, আর বলে তুমি ত সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিচ্চ, তুমি মরিলে আমার উপায় কি হবে বলিয়া বিবাদ করিয়া হাতের লোহা (সধবার চিহ্ন) খুলিয়া ফেলিয়া, আঙ্গুল মট্‌কাইয়া, আমাকে যেমন দুঃখ দিচ্চ এমনই দুঃখ পেতে হবে বলিয়া অভিসম্পাত করে এবং মনে মনে "ডেক্‌রা ম'লেই নূতন কাপড় পরিয়া বাঁচি" এইরূপ যাহাদিগের ব্যবহার তাহাদিগকে তুমি কি সতী বলিতে বল?

বিমল মহাশয়, একটা কথা

অমিয় কি?

বিমল অন্যান্য সমস্ত কথাই ত বুঝিলাম, কিন্তু উঁহাদের ঈশ্বর উপাসনা যে ছল ঈশ্বর উপাসনা তাহার প্রমাণ কি?

অমিয় ভাই, যে স্ত্রী প্রকৃত ঈশ্বর উপাসনা করে সে স্বামীর সহিত ওরূপ ব্যবহার করে না সে সুখ দুঃখে অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই স্বামীকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে আর স্বামীর দুরবস্থা হইলে ভিক্ষা করিয়া স্বামীর অভাব মোচন এবং শুশ্রূষা ও মিষ্টবাক্যের দ্বারা স্বামীর তাপিত প্রাণকে শীতল করিয়া থাকে ভাই! এরূপ সাধ্বী স্ত্রী এখন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণে যে দিবস হইতে স্বামীই একমাত্র গুরু ও দেবতা এ কথা এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে সেই দিবস হইতেই পতির দুধের বাটীতে প্রায়ই উপোর অধিকার জন্মিয়াছে জানিবে

ঋষিরা পার্থিব সুখকে তৃণ জ্ঞান করিয়া যাহাতে পরমার্থের উপকার হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের সমস্ত নিয়ম করিয়া গিয়াছেন আর্য্যেরা প্রথমে এই হিমালয়েতেই বাস করিতেন তাহার পর ক্রমে নীচে যাইতে যাইতে, বিলাসিতা প্রবেশ করায়, অধার্ম্মিক হইয়া, নীচে বাস করিতে করিতে নীচাশয় হইলেন বিলাসিতা নিমিত্ত পাপের বৃদ্ধি হওয়ায় অন্যদেশ হইতে ম্লেচ্ছ জাতি আসিয়া উহাদিগকে পরাজিত ও উহাদিগের আচারাদি নষ্ট করিয়া, উহাদিগকে উভয় দিক্ হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলিয়াছে আর এই হিমালয়ের লোকেরা এই পর্ব্বতের সুবিধাগত উহাদিগের পাপ সকল গ্রহণ করিয়া জন্তুবিশেষ হইয়া রহিয়াছে।

বিমল মহাশয়। স্বামীকে দেবতার ন্যায় সেবা করায় স্ত্রীর যখন ধর্ম্ম হয়, তখন স্ত্রীকে ভক্তিপূর্ব্বক দেবীর ন্যায় চিন্তা ও সেবা করায় স্বামীর ধর্ম্ম না হওয়ার কারণ কি?

অমিয়। (উচ্চ হাস্যের সহিত) স্বদেশের আচার ব্যবহার যেটি মন্দ সেটি বিদেশী লোকের মুখে শুনিলেই গায়ে লাগে, এটি মানুষের যেন স্বভাবসিদ্ধ

বিমল। মহাশয়! আমি সত্য সত্যই নিজের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত মহাশয়কে ওরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি

অমিয়। (উভয় হস্তে বিমলের উভয় হস্ত ধরিয়া) ভাই! দুঃখিত হইও না, আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শুন বিধাতা, পুরুষকে সত্ত্বগুণাধিক্য, আর স্ত্রীজাতিকে রজোগুণাধিক্যের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন; নতুবা দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ কেন? যাহাতে যে গুণ ও দোষ অধিক পরিমাণে আছে, তাহাকে চিন্তা ও সেবা করিতে করিতে অল্প গুণ ও দোষবিশিষ্ট ব্যক্তিতে সেই গুণের

ও দোষের আধিক্য হইয়া থাকে, এই ঈশ্বরের নিয়ম ; তন্নিমিত্ত স্ত্রী চিন্তায় পুরুষের রজোগুণ এবং স্বামী চিন্তায় স্ত্রীর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এই জন্য স্ত্রীই ভক্তিপূর্ব্বক স্বামীর সেবা করিবে এই নিয়ম ঋষিরা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন

বিমল মহাশয় স্ত্রীজাতিতে কি তমোগুণ নাই ?

অমিয় সত্ত্বগুণে সুখ, আর রজোগুণে ইচ্ছা জন্মাইয়া থাকে এই দুই গুণে জীবাত্মার ভোগকর্তৃত্ব থাকে, আর তমোগুণে মোহিত করায়, জীবাত্মার ভোগকর্তৃত্ব তিরোহিত হইয়া যায় রজোগুণই (ইচ্ছাই) তমোগুণের অর্থাৎ মোহিত করিবার হেতু তন্নিমিত্ত এখানে পৃথক্‌রূপে তমোগুণের উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই বিবেচনা করিয়া রজোগুণেরই নামোল্লেখ করিয়াছি

বিমল জ্ঞান ও ভক্তি কাহাকে বলে ?

অমিয় গুরুমুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিয়া, বলিলেন, আমি এক দিন গুরুদেবকে হাতযোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, হে দেব ! আপনি যে ভক্তি, অনন্যভক্তি ও প্রেমের লক্ষণাদি বলিয়াছেন তাহা সমস্তই সত্য, কিন্তু ভগবান্ ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে যোগ হইতে ভক্তিকে পৃথক্ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন তখন সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন অন্তর্যামী মহাপুরুষ হাসিতে হাসিতে ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের অর্থ করিয়া ও কর্ম্মগুলি দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের যোগকর্ম্মগুলি করাই ভক্তির লক্ষণ, আর ঐ যোগ কর্ম্মগুলির সেবী যাহারা হইবেন তাঁহাদিগকেই ভক্ত কহে একদিন তোমাকে ঐ সকল অর্থ শুনাইব ও ক্রিয়াগুলি দেখাইয়া দিব

এখন জ্ঞানের বিষয় শুন গুরু কৃষ্ণকে (কূটস্থ ব্রহ্মকে) দেখাইয়া দিলে, তোমার কৃষ্ণে ভক্তি হইল কৃষ্ণের জ্ঞান না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণকে না জানিলে তুমি সম্মানের সহিত কাহার সেবা করিবে? (ভজ ধাতুর অর্থ ভাগ ও সেবা করা) এই জন্য জ্ঞানই ভক্তির কারণ কৃষ্ণদর্শন জ্ঞানকে (অর্থাৎ কৃষ্ণকে) সর্ব্বদা সম্মানের সহিত সেবা করিবার নিমিত্ত ভক্তি, অনন্যভক্তি ও প্রেম ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান রাজার ন্যায় বসিয়া আছেন দরোয়ান, চাকর ■ দেওয়ানের খোসামোদ করিয়া তাহাদের অনুগ্রহে যেরূপ রাজার নিকটে যাওয়া যায়, সেইরূপ লোকে ভক্তি, অনন্যভক্তি ও প্রেমকে সহায় করিয়া জ্ঞানের নিকটে যাইতে ও থাকিতে পায়, এই জন্য ভক্তি, অনন্যভক্তি ও প্রেম ইত্যাদি জ্ঞানের দাস আর জ্ঞান সকলের রাজা হইয়া বিরাজ করিতেছেন জ্ঞানই মুক্তির কারণ।

বিমল মহাশয়, মুক্তি কাহাকে বলে?

অমিয় ভাই! অষ্টাবক্র ঋষি একটি শ্লোকে মুক্তির লক্ষণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বলিতেছি শুন বাক্য ক্রিয়ার সহিত অনায়াসে মিলাইয়া লইতে পারিবে

"যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি"

অষ্টাবক্রসংহিতা ১ প্রকরণ ৩ শ্লোক

"যদি দেহকে পৃথক করিয়া চিত্ততে বিশ্রাম করিতে পার, অদ্যকালেই তুমি সুখী, শান্ত এবং বন্ধ হইতে মুক্ত।

বিমল সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনা হইয়া উঠে না, কেবল নাম মাত্র উপদেশ লওয়া হইয়াছে

অমিয়। ভাই! মুক্তার নিমিত্ত সমুদ্রে ডুব দিয়া কে কোথায় শামুক গুগ্‌লি তুলিয়া থাকে? এবং শামুক গুগ্‌লির মধ্যে হইতে ঝিনুকই বাছিয়া আনে। মুখে বল মুক্তার নিমিত্ত ডুব দিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিক প্রেম শামুক গুগ্‌লিতে। ভাই যাহারা সুগন্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করে ও গায়ে মাখে, তাহাদের মুখ ও গা হইতে সদ্‌গন্ধই বাহির হইয়া থাকে। তুমি সকলকে লুকাইয়া পাপ করিতে পার, কিন্তু তোমার ভিতরে থাকিয়া দুই প্রহর রাত্রিতে তোমার পাপের বিষয় যিনি মনে করাইয়া দেন তাঁহার চক্ষে ধূলা দিয়া যে দিন পাপকর্ম্ম করিতে পারিবে সেই দিবস তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলিব আর মানুষের ভয়ে পাপ কর্ম্ম কর না, যে দিন তোমার ভিতরের সেই অন্তর্যামী নারায়ণের ভয়ে পাপ কর্ম্ম করিবে না সেই দিবস তোমাকে প্রকৃত ভদ্রলোক বলিব।

তুমি ইহা মনে ভাবিও না যে আমি গায়ের জোরে স্ত্রীলোকদিগের নিন্দা করিলাম, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহার শাস্ত্র প্রমাণ দিতেছি শুন, নারদ চন্দ্রচূড়াকে স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় "তখন চন্দ্রচূড়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল মহর্ষে! যদি নিতান্তই আমার মুখে স্ত্রীজাতির নিন্দা শ্রবণ করিতে আপনার অভিলাষ হইয়া থাকে তবে শ্রবণ করুন কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূতা, রূপসম্পন্না ও বিধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণা আর কেহই নাই উহারা সকল দোষের আকর। উহারা অবসর প্রাপ্ত হইলেই ধনবান, রূপবান পতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষ সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয়। উহাদের অন্তঃকরণে

কিছু মাত্র ধর্ম্মভয় নাই উহারা অনায়াসে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরপুরুষদিগের সহিত সম্ভোগ করে পুরুষ পরস্ত্রী সম্ভোগে অভিলাষী হইয়া তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক অল্পমাত্র চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি অনুরক্ত হয় কামিনীগণ কেবল পরপুরুষের অভাবে ও পরিজনের ভয়ে ভর্ত্তার বশীভূত হইয়া থাকে উহারা কাহারও সংসর্গে পরাঙ্মুখ নহে উহারা পুরুষের রূপ বা বয়ঃক্রম বিবেচনা করে না পুরুষ প্রাপ্ত হইলেই তাহার সহিত সংসর্গ করে উহারা ধর্ম্মভয় কুলভয়, দয়া বা অর্থলোভে কদাচ পতির বশীভূত হয় না কুলকামিনীগণ সতত যৌবন সম্পন্না দিব্যাভরণভূষিতা বেশ্যাদিগের ন্যায় ব্যবহার করিতে অভিলাষ করে পতিগণ উহাদিগকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিলেও উহারা কুব্জ অন্ধ, জড়, বামন, পঙ্গু প্রভৃতি কুৎসিত পুরুষদিগের সহিত সংসর্গ করে, উহাদিগের মত কামোন্মত্তা আর কেহই নাই উহারা পুরুষ প্রাপ্ত না হইলে কৃত্রিম পুংচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে উহারা কেবল পুরুষের অপ্রাপ্তি, পরিজনের ভয়, বধ ও বন্ধন আশঙ্কায়, আপনাদের ধর্ম্মরক্ষা করে উহারা নিতান্ত চঞ্চল স্বভাব উহাদিগকে স্বধর্ম্মে সংস্থাপন করা ও উহাদিগের মনের ভাব অবগত হওয়া নিতান্ত দুঃসাধ্য যেমন রাশি রাশি কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নির, অসংখ্য নদীর দ্বারা সমুদ্রের ও সর্ব্বভূত সংহার দ্বারা অন্তকের তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ অসংখ্য পুরুষ সংসর্গ করিলেও স্ত্রীলোকের তৃপ্তি জন্মে না সুশ্রী পুরুষকে দর্শন করিবামাত্র উহাদিগের যোনি আর্দ্র হয় ভর্ত্তৃগণ সমুদয় অভিলষিত

দ্রব্য প্রদান, প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান ও যত্ন সহকারে রক্ষা করিলেও উহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। সুরতক্রীড়া উহাদিগের যেরূপ প্রিয়, বিবিধ ভোগ্য বস্তু, দিব্য অলঙ্কার ও বিচিত্র গৃহ প্রভৃতি কোন দ্রব্যই উহাদের তাদৃশ প্রীতিকর নহে। তুলাদণ্ডের এক দিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপর দিকে স্ত্রীজাতিকে সংস্থাপন করিলে, স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদিগের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। ম অনু প ৩৮ অ

উহাদের হস্তগত হইলে কোন পুরুষই পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে না ইত্যাদি ম। অনু। প। ৩৯ অ

উহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প শুন এক সময় একটি নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে গ্রামের প্রান্তে রাস্তার ধারে আকের ক্ষেতের নিকট ইঁদারার উপর বসিয়া ছাতু খাইতেছেন। আকের ক্ষেত হইতে একটি যুবতী বাহির হইয়া ঐ যুবা ব্রহ্মচারীকে দেখিয়া কামবিহ্বল হইয়া ইঁদারার উপর আসিয়া জল তুলিবার ছল করিয়া ব্রহ্মচারীর নিকট লোটা রসি চাহিল এবং ব্রহ্মচারীর সম্মতি অপেক্ষা না করিয়া লোটা রসি লইয়া ইঁদারা হইতে জল উঠাইয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিল ব্রহ্মচারীজি আপনি থাকিতে খালিপেটে জল লোটাটা খাইব? ব্রহ্মচারী লোটা রসি লওয়াতেই পূর্ব্বেই বিরক্ত হইয়াছিলেন আরও বিরক্ত হইয়া (কিন্তু চাহিলে থাকিতে না দিলে পাপ বিবেচনায়) ছাতু গুড় দিলেন। যুবতী ছাতু গুড় খাইতে খাইতে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল নেঙ্গুট বন্দ যুবা নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী, যুবতীর কথা শুনিয়া গালা-

গালি দিয়া ঝোলা চিম্‌টা লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন তখন যুবতী বলিল, তুমি যদি আমার অভিলাষ পূর্ণ না কর তবে এই দণ্ডে তোমার মৃত্যুর ব্যবস্থা করিব ব্রহ্মচারী হাস্য করিয়া বলিলেন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কর তখন যুবতী রাগে গড়গড় করিতে করিতে "বাপ্‌রে! মলামরে! খেলেরে!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল তখন, ভয় কি! ভয় কি! বলিতে বলিতে আকের মধ্যে হইতে ৫০ ৬০ জন স্ত্রী পুরুষ হাতে কোদাইল, খন্তা ও লাঠি লইয়া ইঁদারার দিকে দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া যুবতী বলিল, দেখ! এখনও আমার প্রস্তাবে সম্মত হও ব্রহ্মচারী প্রাণের দায়ে সম্মত হইবামাত্র যুবতী ব্রহ্মচারীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিল। লোক সকল নিকটে আসিলে যুবতী ভাণ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "এই ব্রহ্মচারী যদি না থাকিতেন তাহা হইলে এতক্ষণ আমাকে বাঘে লইয়া যাইত" বাঘ আসিতেছে দেখিয়া আমি ইঁদারার উপর উঠিয়া ব্রহ্মচারীকে এমনি করিয়া জড়াইয়া ধরিলাম বলিয়া (ব্রহ্মচারীকে আর এক বার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) বলিল ইনি চিম্‌টা লইয়া বাঘকে তাড়াইয়া দিলেন, বাঘ জঙ্গলে পলাইয়া গেল সকলে ব্রহ্মচারীকে প্রশংসা করিয়া বলিল, সন্ধ্যা আগতপ্রায় অদ্য এই গ্রামে থাকুন তখন যেমন কাচপোকা তেলাপোকাকে (আরশুলাকে) লইয়া যায়, সেইরূপ যুবতী ব্রহ্মচারীজিকে বাটীতে লইয়া গেল, ইত্যাদি, ইত্যাদি

দুষ্টা স্ত্রীর হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র উপায় যে উহাদিগকে দেখিবামাত্র বেগে পলায়ন

বিমল। সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করিবার নিমিত্তই বিবাহ, এই জন্য বিবাহের সময় একধর্ম্ম যাজন করিতে বেদে বলিয়াছে

অমিয় "যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে কহিলেন, পিতামহ! পাণি-গ্রহণ কালে বেদবাক্যানুসারে বর ও কন্যাকে কহিয়া থাকে, তোমরা পরস্পর সমবেত হইয়া একধর্ম্ম আচরণ কর। এই স্ত্রী পুরুষের একধর্ম্ম কি? ভীষ্ম কহিলেন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্যের কন্যাকে দেখিয়া মোহিত হইয়া বিবাহ করিবার নিমিত্ত বদান্যের নিকট প্রস্তাব করিলে, বদান্য অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা করিবার মানসে বলিলেন, আপনি উত্তর দিক ভ্রমণ করিয়া আসিলে আপনাকে কন্যা দান করিব। অষ্টাবক্র উত্তর দিকে যাইবামাত্র বদান্য উত্তর দিককে ডাকিয়া বলিলেন তুমি সুখ্যাত করিয়া অষ্টাবক্রকে পরীক্ষা কর। উত্তর দিক মায়া দ্বারা পর্ব্বতের উপর উৎকৃষ্ট বাটী ও পান ভোজনের দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া নিজে একটী বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া থাকিল অষ্টাবক্র সেখানে অতিথি হইলে বৃদ্ধা অষ্টাবক্রকে উত্তমরূপে সৎকার করিয়া রাত্রিতে অষ্টাবক্রের বিছানায় শয়ন করিয়া বলিল, ভগবন্! স্ত্রীলোকেরা স্বভাবত রতিপ্রিয়। পুরুষসংসর্গ যেমন উহাদিগের প্রীতিকর, অগ্নি বরুণ প্রভৃতি দেবতারাও উহাদিগের তাদৃশ প্রীতিপদ নহে। দেখুন, সহস্র স্ত্রীলোক মধ্যে কদাচিত একটী পতিব্রতা হইয়া থাকে যখন উহাদিগের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয় তখন উহারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভর্ত্তা, পুত্র ও দেবরের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না। আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিতেই ব্যতিব্যস্ত থাকে ইত্যাদি।" ম অনু। প ১৯ অ।

"হে মহারাজ যখন মহাত্মা অষ্টাবক্র বদান্তের কন্তা দর্শনে চঞ্চল চিত্ত হইয়াই তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন স্ত্রী পুরুষের একধর্ম্ম যে ইন্দ্রিয়সুখসাধনস্বরূপ তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই " ম অনু প ২১ অ

"কটু বাক্য প্রয়োগ, প্রহার, বন্ধন অথবা বিবিধ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিলেও উহাদিগকে পরপুরুষ সংসর্গ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ব্রহ্মাও উহাদিগকে স্বধর্ম্মে রক্ষা করিতে সমর্থ হন না বিপুল ব্যতীত আর কেহই উহাদিগকে পরপুরুষ হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।" ম অনু প ৪০ অ

এই নিমিত্ত স্ত্রীলোক যাহাতে পরপুরুষের সঙ্গ করিতে না পায় তাহারই ব্যবস্থা আর্য্যেরা ব'লয়া গিয়াছেন

বিমল। কি স্বার্থপরতা। নিজের সুখের জন্য একটা জীবের স্বাধীনতা নষ্ট করা, ইহাই কি সভ্যতা ?

অমিয় (ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বিমল স্ত্রী-স্বাধীনতা আর বাহির দুয়ারে ঢেঁকি পাতা সমান নহে কি ? ঋষিরা নিজের সুখের নিমিত্ত উহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা নষ্ট করেন নাই। উভয়ের সুখের ও সমাজের সুশৃঙ্খলতা নিমিত্তই উহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে উহারা স্বেচ্ছাচারিণী ছিল, পরে ২১ প্রকার যোনিব্যাপদ রোগের আশায় জ্বালাতন হইয়া ঋষিরা উহাদিগের ভাল মালটা নষ্ট করিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা উহাদিগের স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া গিয়াছেন এ কথা কখন বলা উচিত নহে পরাধীন না হওয়ার নামই স্বাধীনতা, কিন্তু নির্ব্বোধগণ স্বাধীনতার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া উহাদিগকে

এক অংশের কাছ ছাড়া করিয়া তাজার জনের অধীন (স্বেচ্ছাচারিণী) হইয়া স্বয়ংই পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

দেখ বিমল বিধাতা উহাদিগকে পুরুষের নীচে থাকিবার উপাদান সকল দিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা উহাদিগকে উপরে উঠাইয়াছে তাহারাই উহার বিষময় ফল ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে

বিমল বিপুল কি প্রকারে পরপুরুষ হইতে একটি স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিল ?

অমিয় বিপুলের পরম সুন্দরী গুরুপত্নী ছিলেন (স্বামী অপেক্ষা স্ত্রী সুন্দরী বা বিদুষী হইলে সে যে স্বামীকে অবজ্ঞা করে এট ত বুঝ, তার অর্থ উপার্জন করিতে শিখিলে—কেমন নয় কি ?) দেবরাজ ইন্দ্র তাহার জন্য সর্ব্বদা ছিদ্রান্বেষণ করিতেন গুরু কোন কারণ বশত বিদেশে যাইতে বাধ্য হইয়া বিপুলকে বলিলেন, বিপুল . আমি বিদেশে যাইতেছি তুমি তোমার গুরুপত্নীকে ইন্দ্র হইতে রক্ষা করিবে গুরু বিদেশে গমন করিলে, বিপুল যোগবলে গুরুপত্নীর শরীরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিলেন। ইন্দ্র অবসর পাইয়া চাটু বাক্যের দ্বারা বিপুলের গুরুপত্নীকে বলিলেন, সুন্দরী আমাকে রক্ষা কর, আমি ইন্দ্র তোমার একান্ত অনুগত দাস গুরুপত্নী ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়া বিপুলের যোগশক্তিতে অভিভূত হইয়া বলিয়া ফেলিল, মহাশয় এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছেন ? ইন্দ্র এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ভালরূপে যুবতীর দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, বিপুল তাহার দেহকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছেন ইন্দ্র বিপুলকে দেখিয়াই অভিসম্পাত ভয়ে বেগে পলায়ন করিল।

"উহারা অতি তীব্র স্বভাব, যে ব্যক্তি উহাদিগের সহিত কাম-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়, উহারা তাহাকেই প্রিয় জ্ঞান করে তদ্ভিন্ন অ র কেহই উহাদিগের প্রিয় নাই এক পুরুষের সহিত বিহার করিলে উহাদিগের কখনই তৃপ্তি লাভ হয় না উহাদিগের প্রতি স্নেহ বা ঈর্ষা করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে কেবল ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত উহাদিগের সহিত সংসর্গ করা আবশ্যক " ম অনু প ৩৩ অ

পরের পায়খানায় মলত্যাগ করিয়া সেই পায়খানা কেহ যেমন আর মনে করে না তদ্রূপ সম্ভোগ করিয়া কামবেগ নিবারণ হইলে উহাদিগকে আর মনে না করা এবং ঐ উকিঝুকি মারিতেছে বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া যাহাতে সে উকিঝুকি মারিবার কথা মনে করিতে সময় না পায় তজ্জন্য ঋষিকৃত উপায় সকল অবলম্বন করা উচিত

যদি উহা না পার, তবে উহাদিগের দ্বারা চ ব্ প্রস্তুত করিলে উভয় পক্ষেরই কোন গোলযোগ থাকিবে না

বিমল। চ র্ কাহাকে বলে, আর মেয়েমানুষ দিয়াই বা কি প্রকারে উহা প্রস্তুত করা যায় ?

অমিয় বাঙ্গাল দেশে যে সকল লোভনীয় বস্তু দিয়া মাছ ধরে তাহার নাম চার্ স্ত্রীকে উত্তমরূপে এলোকেশী করিয়া সাজাইয়া হাতে একখানি শ্রীমদ্ভাগবত কিম্বা ভগবদ্গীতা দিয়া ভাঁড়াইয়া দাও, তাহা হইলেই মেয়েমানুষের চ ব্ প্রস্তুত হইল

বিমল যেটা দুশ্চারিণী হয় সেইটার স্বাধীনতা নষ্ট করিলেই ত অন্যগুলি পরাধীনতা হইতে অব্যাহতি পায় ?

অমিয় তাহ! হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে একটা মিসাল আছে বলি শুন

"চাটাইয়া জীভ্, আওর গড়াইয়া বুব, কোট্ উপায় কর তবি রোখ না যায় ।"

এইজন্য বাহিরের ছোড়াই শিখিবার পূর্ব্বেই উহাদিগের স্বেচ্ছাচারিত্ব (স্বাধীনতা) নষ্টের বিধি ঋষিরা করিয়া গিয়াছেন। বিধাতা উহাদিগকে ঐ সকল দোষের আকর স্বরূপ করিয়া যখন সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উহাদিগকে আর বৃথা দোষ দেই কেন ?

বিমল। মহাশয় ! মিসালটির অর্থ কি ?

অমিয়। তাহা যাহারা হাতী ঘোড়াকে কাপড় পরান, এই মিসাল বলিয়া তাঁহাদের ভয়ে হতাসে অমনিই প্রাণ অস্থির, ইহার উপর আবার অর্থ, বাপ

বিমল। মহাশয় ! পাপ হইতে কি প্রকারে মনকে ফিরাইতে পারি ?

অমিয়। গুরুদেব সর্ব্বদা আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়া থাকেন বলিতেছি শুন। সর্ব্বদা আত্মাতে মন রাখিবার চেষ্টা করিবে। যখন আত্মাতে থাকিতে মনের নিতান্ত ক্লেশ বোধ হইবে তখন যে সকল কার্য্য এ পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছ তাহার মধ্যে মন্দ গুলি ত্যাগ করিয়া ভাল গুলি করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতেও যখন মনের ক্লেশ বোধ হইবে, তখন অন্যের দোষ এবং সেই সকল দোষের নিমিত্ত তাহার বিষময় ফলভোগের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া ঐ সকল মন্দ কার্য্য ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে। তাহাতেও যখন মনের ক্লেশ বোধ হইবে, তখন হয় একটী পরমাসুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিয়া কিম্বা চিন্তা করিয়া তাহার পা হইতে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুন্দর রংয়ের চামড়া মনে মনে তুলিয়া (ছাড়াইয়া) দেখিলেই দেখিতে পাইবে যে সোণার

হাঁড়িতে বিষ্ঠা বোঝাই রহিয়াছে যখন তাহাতেও মনের ক্লেশ হইবে তখন প্রবৃত্তিমার্গের লোকেদের অহঙ্কারের বস্তু সকল দেখিবে কতকগুলি পশুর অন্তর ও বহির্লোমের বোঝা কাঁধে লইয়া বলিতেছে আমি শাল গায়ে দিয়াছি কতকগুলি পাথরের (হীরা, লাল, পান্না ইত্যাদির) বোঝাই লইয়া বলিতেছে আমি আমীর কতকগুলি ধাতুর (সোণা রূপা ইত্যাদির) বোঝাই লইয়া বলিতেছে অলঙ্কার পরিয়াছি কতকগুলি মাটী (বাড়ী, কাচ) সাজাইয়া বলিতেছে আমার ঐশ্বর্য্য দেখ বিষ্ঠার বিকার(কোপ্তা, গম, ধান্য ইত্যাদি) এবং শোণিত, শুক্র, পূয়ঃ, মল ও মূত্র পূর্ণ, মৃতদেহ, শূকর, শৃগাল ও কুকুরের ন্যায় আহার করিয়া অতি উপাদেয় পলান্নাদি ভক্ষণ করিয়া বড়ই তৃপ্তি লাভ করিয়াছি এই রূপ নানা প্রকারের বোঝা টানিয়া ও বিষ্ঠা মূত্র ভোজন করিয়া ষাড়শুকগুটেরা আনন্দে মত্ত হইয়া বেড়াইতেছে দেখিয়া সর্ব্বদা সাবধান হইবে যাহারা নিবৃত্তির পথ অনুসন্ধান করিতেছে তাহাদিগেরও বিচার দ্বারা প্রবৃত্তিমার্গের সমস্ত বস্তুকেই সদোষ দেখা উচিত। প্রবৃত্তি মার্গের লোকেরা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম ফলে গাধার বোঝা কাঁধে লইয়া বলিতেছে বড়ই মজায় আছি

বিমল যে যাহাতে সুখ পায় সে তাহাই করে

অমিয় বিমল আমার বুদ্ধিও তোমারই মত ছিল, কেবল গুরুদেবের কৃপাতেই রক্ষা পাইয়াছি প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরা কেহই সুখভোগ করিতেছে না, সকলেই তমোগুণে মোহিত হইয়া গাধার ন্যায় অহঙ্কারের বোঝা টানিতেছে

বিমল কেমন করিয়া ?

অমিয়। দেখ, কেহ একটী উত্তম বাটী প্রস্তুত করিবামাত্র

বাক্সপ, বাড়ী মেরামত, বিড়াল কুকুরের বিষ্ঠা পরিষ্কার হইয়াছে কিনা ইত্যাদি নানা প্রকারের বোঝা ঘাড়ে লইল ভাল। এহ সকল বোঝা বহিয়াই ঘাড়শুক্ মুটে সন্তুষ্ট হউক, তাহা নহে, বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অম্বুরি তামাক খাইতে খাইতে বাড়ীটী দেখিতে থাকে। যদি কেহ বলিল, বাড়ীটী অতি উত্তম হইয়াছে, অমনই, মহাশয়! তামাক খান, বলিয়া নিজে কর্ত্তা সাজিয়া অহঙ্কারের স্রোতে ভাসিয়া হরবোলা পাখীর ন্যায় নানাপ্রকার অহঙ্কারের বুলি বলিতে আরম্ভ করিল পরক্ষণে কেহ যদি আসিয়া বুলিল, বাড়ীটীর অমুক অমুক দোষ হইয়াছে, এইকথা শুনিবামাত্র অমনই গোঁপ ঝুলিয়া পড়িল এই একটা বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইলাম, এরূপ সমস্ত বিষয়েরই জানিবে যখন উহারা পরের মুখে সুখ দুঃখ ভোগ করে তখন উহারা মনুষ্য পদবাচ্য নহে ভাই। এ সকলের ৩ স্থায়ীভাগ আছে এই সকল ব্যতীত উহারা আর একটী বায়ুর বোঝা বহিয়া বেড়ায়, সেটী উহাদিগের লেজ। ঐ লেজের নিমিত্ত উহারা দিবানিশি মারামারি কাটাকাটি ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য করিতেছে আর ঐ লেজে যদি 'কেহ বায়ুর পদাঘাত করিল ত অমনই' সাপুনি বিষুনি মা ফোঁস

বিমল। সেই লেজটা আর পদাঘাতটাই বা কি?

অমিয়। সম্মানই লেজ হইতেছে যেমন রায় বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী ইত্যাদি আর পদাঘাত এই সকলের বিপরীত অর্থাৎ "তুই লেজের উপযুক্ত নহিস্"

বিমল। সুখ কাহাকে বলে?

অমিয় ভাই! ধান ভানিতে মহীপালের গীত উঠাইও না

গুরুদেব যে বলেন কথা কহিয়াছ কি ধরা পড়িয়াছ। সে যাহা হউক এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শুন যাহা ছাড়িয়া মন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত থাকিতে চাহে না তাহারই নাম সুখ

বিমল সে সুখ কি?

অমিয় স্বাধীনতা

বিমল নিজের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারার নাম কি স্বাধীনতা?

অমিয় হাঁ

বিমল তবে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতাই হউক আর স্বেচ্ছাচারিতাই হউক তাহা নষ্ট করা অন্যায় নয় কি?

অমিয় দেখ বিমল! নিতান্তই লোম বিক্রয় না করিয়া, যিনি সাক্ষীরূপে তোমার মধ্যে আছেন ও সঙ্গে যাইবেন তাঁহাকে এক এক বার চিন্তা করিও; তাহা হইলেই বুদ্ধিমান হইবে। মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পারে না বলিয়াই ত লোক পরাধীন আর যেখানে ইচ্ছার দাসত্ব সেখানে স্বাধীনতা কোথায়? যেখানে স্বাধীনতা নাই সেখানে সুখ কোথায়? এক জন কবীরসাহেবকে অতিশয় বাড়াইয়া খোসামোদ করিতেছে দেখিয়া কবীরসাহেব বলিয়াছিলেন—

"কবীর কবীর কেয়া কহো ঢুঁড়ো আপনা শরীর
চাহে চামারী না হোতি তুহি দাস কবীর।"

তুমি আমাকে কবীর কবীর বলিয়া কেন বাড়াইতেছ, তোমার শরীর মধ্যে তুমি খুঁজিয়া দেখ, বাঞ্ছারূপী চণ্ডালিনী যদি তোমার মধ্যে না থাকিত তাহা হইলে তুমিই কবীরদাস অর্থাৎ ইচ্ছা ত্যাগে কবীরদাস

প্রবৃত্তিমার্গের লোকেরা কুকুর শেয়াল অপেক্ষাও পরাধীন। দেখ, কুকুর শেয়ালের সামান্য পীড়া হইবামাত্র তাহারা বুঝিতে পারিয়া, তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত ঘাসাদি খায়, আহার করে না ইত্যাদি আর মহাশয়গোষ্ঠীর অসুখ হইলে, বৈদ্য যদি বলিল অসুখ, তবে অসুখ আর বৈদ্য যদি বলিল অসুখ নহে, অমনিই অসুখ ভাল হইয়া গেল যে মার্গে পরাধীনতাই (পরের মুখেই) সুখ, সে মার্গের লোকেদের প্রকৃত সুখ কি প্রকারে সম্ভবে ?

বিমল। মহাশয়কে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মহাপুরুষ কি মহাশয়কে স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত দিয়াও উপদেশ দিয়া থাকেন ?

অমিয়। বিমল! সেই অসীম শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা যদি না বলিতেন তাহা হইলে এত কথা এ মূর্খ কোথায় শিখিল ? স্ত্রীলোক দিয়াই দৃষ্টান্ত অধিক স্ত্রীলোকের পায়ের নখের আগা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চুলের আগা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া থাকেন। উহার মধ্যে মুখ, স্তন ও যোনির বর্ণনাই অধিক যোনির চতুষ্পার্শ্বে লোমরাজি উদ্গত স্থানের, প্রস্রাবদ্বারের চতুষ্পার্শ্বের স্নায়ু ও পেশী সমন্বিত ক্লেদপূর্ণ ক্ষত স্থানের ন্যায় স্থানের, জননেন্দ্রিয়ের বৃহৎ ওষ্ঠদ্বয় হইতে জরায়ুর শেষ পর্য্যন্ত সর্পাকার পথের সৃষ্টিকৌশল এবং উপস্থের ঘর্ষণে ও উপদংশ রোগাদির দ্বারা ঐ পথের কাঠিন্য, কর্কশতা ও কৃষ্ণবর্ণতার বিষয়, স্ত্রীপুরুষ সহবাসে যে স্থানে শুক্র প্রবেশ করায় গর্ভসঞ্চার হইয়া থাকে, সেই ঝাঁঝরের ন্যায় পর্দ্দা সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশলের বিষয় বলিতে বলিতে পরমাত্মার মহিমা দর্শন করিয়া কখন ক্রন্দন, কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিয়া থাকেন তখন আমার মনে

হয় যে, হে দেব! কবে আমাকে কীটভৃঙ্গের ন্যায় করিয়া ক্রোড়ে লইয়া ঐরূপ করিবেন।

বিমল স্ত্রীলোক দেখিলে মহাশয়ের মনেরও কি ব্যাকুলতা জন্মে?

অমিয় ভাই, এ শরীরে মরিয়া দেখ নাই কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার নিবন্ধন যেমন তোমার মরিতে ভয় হয় তদ্রূপ যদিও আমি এই শরীরে স্ত্রীসহবাসের সুখ দুঃখ ভোগ করি নাই, তথাপি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার থাকা নিবন্ধন স্ত্রীলোক দেখিলেই মনে এক প্রকারের কি রকম কি একটা অবস্থা হয়। যাহার ভয়ে তখন আমি আত্মহারা হই না। প্রথমে ভাবিতাম হরদাস চক্ষু নষ্ট করিয়া ভালই করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার নিবন্ধন স্বপ্নাবস্থায় এই শরীরেই যখন এ জীবনের অদেখা স্ত্রী দর্শন হইয়া থাকে, তখন মন না মরিলে কিছুই হয় না।

বিমল। মহাশয়! আমরা সর্ব্বদাই সেবার ত্রুটি করিয়া থাকি, তজ্জন্য মহাপুরুষ কি গ্রামের কাহারও কোন বিষয় উল্লেখ করেন?

অমিয় তোমাদের কথা ত ছাড়িয়া দেও সেই অসীম শক্তি সম্পন্ন মহাত্মা কখন কৃপণকেও নিন্দা করেন না। তবে আমার সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত অনিচ্ছাসত্বে বিরক্তির সহিত দৃষ্টান্ত স্বরূপ অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের ধর্ম্মশাস্ত্রের দোষ গুণের বিষয় কিছু কিছু বলিয়াছিলেন।

বিমল। মহাশয় সংসার আশ্রম নষ্ট করিয়া কিরূপে যৌবন অতিবাহিত করিবেন?

অমিয়। ভাই! আমিও প্রথমে তাহাই ভাবিতাম ভাদ্র মাসে এক দিন বেলা দুই প্রহরের সময় গুহায় ঝরণার ধারে দেবদারু গাছের নীচে চিত্ হইয়া শুইয়া নির্ম্মল আকাশ দেখিতে দেখিতে একটি নক্ষত্র দেখিতে পাইলাম। নক্ষত্রটিকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছি, হঠাৎ মেঘ আসিয়া নক্ষত্রটিকে ঢাকিয়া ফেলিল, তখন মেঘে হাতী ঘোড়া আঁকিতে লাগিলাম, তাহার পর ভূমিকম্পে যে পর্ব্বতখানি পড়িয়া গিয়াছে সেই স্থান দিয়া অসীম আকাশ দেখিয়া মনে হইল মেঘের অন্তরালে নক্ষত্র অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার ন্যায় এক দিবস তোমার চেতনাশক্তি চলিয়া যাইবে, আর পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ায় যেরূপ বিস্তীর্ণ আকাশ দেখা যাইতেছে, এইরূপ অজ্ঞান দূর হইলেই তোমার জ্ঞানময় আত্মাতে এই অনন্ত কল্পিত বিশ্ব প্রতিভাত হইবে। বিশ্ব কল্পিত এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র, ভাই! আমার মাথা চড়কগাছ, দম বন্ধ হওয়ার মত এক প্রকার যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বিশ্ব কল্পিত, উঃ! কি ভয়ানক কথা। কল্পিত শব্দে যাহা নয় তাহাই ভাবা, যেমন আমি মেঘে, হাতী, ঘোড়া, রাক্ষস, গাছ, হিজিবিজি, আঁকিতেছিলাম। উঃ! কি ভয়ানক কথা, এই যে সোণার হাট বাজার, এমন যে বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি, আমার ইত্যাদি যাহা পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি এ সমস্তই যখন কল্পিত তখন আমার আত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি সমস্তই কল্পিত, কারণ এ সমস্তই এই বিশ্ব মধ্যে; অথচ এই কল্পিত বিশ্বই আবার আমার আত্মাতে প্রতিভাত হইবে, ইহার মীমাংসা করিতে না পারিয়া ছাই-ভস্ম চিন্তা করিতে করিতে খড়ের উপর যাইয়া বসিয়া ভাবিলাম, চিন্তা ত্যাগই চিন্তা নিবারণের মহৌষধি, এখন চিন্তা

ত্যাগ কবি মনে কবিয়া আত্মায় মন রাখিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু

"কৃষ্ণ প্রেম নিদারুণ, জপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
সখি রে!!! মুখ জ্বলে ছাড়া নাহি যায়।"

সেইরূপ চিন্তাকে ত্যাগ কবিতে না পাবিয়া খড়েব অঙ্গল হরিণ সকল দেখিতে দেখিতে মনে হইল গুরুদেব আজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদিগের শাস্ত্রের উপদেশ সকল অধিকারী ভেদে; এখন এই উপদেশ কোন্ অধিকাবীর, এই ভাবিতে ভাবিতে আবার খড়ের হরিণ দেখিতে লাগিলাম, হরিণ দেখিতে দেখিতে মনে হইল এই ত তোমাব প্রশ্নের উত্তর হইয়াছে,—যে উপরে সেই নিম্নেব বিষয় দেখিতে পায় আব যে যত ভিতবে প্রবেশ করে সে তত ভিতরের বিষয় জানিতে পারে, যেমন আমি আমার নীচেকার খড় দেখিতেছি; এই পর্ব্বত উঞ্চরে যদি কেহ থাকে সে আমাকে দেখিতেছে বার্ত্তাবহ তার ধরিয়া যাইয়া ঘবে যন্ত্র এবং যন্ত্রেব সরু তার ধরিয়া যাইয়া ব্যাটারি দেখা যেরূপ, সেইরূপ পৃথিবীব অণু হইতে ক্রমে যে অণুর যোগ বিয়োগে এই বিচিত্র বিশ্ব রচিত হইতেছে, যাঁহারা সেই অণুকে দেখিতেছেন তাঁহাদের নিকট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সমষ্টি মাত্র কেবল নাম মাত্র কল্পিত তাহার পব হঠাৎ মনে হইল লোকে যে ছেলেকে আপন মনে করে সেই ছেলেই আকাশে হাতী ঘোড়া আঁকার ন্যায় কল্পিত, কারণ সেই ছেলে প্রকৃত যে কি তাহা সে জানে না অথচ ভাবিতেছে ছেলে, আব আপনও নহে কারণ ছেলেব হাত কাটিলে বাপের হাত কাটে না, বাপ মরিলে ছেলে মরে না ইত্যাদি 'কেবল আমাব আমি সত্য

তদ্ব্যতীত সমস্তই কল্পিত।' তাহার পর ভাবিলাম আত্মা ছাড়িয়া কেন বৃথা ভূতের বেগার খাটিতেছি। কিন্তু যতক্ষণ সর্ব্বদা আত্মাতে থাকিবার শক্তি না হইতেছে ততক্ষণ বিচার দ্বারা কতকটা মীমাংসা করিতে হইবে; এই ভাবিয়া বিচার করিতে বসিলাম। কামাদি ছয়টা রিপু মহাত্মাদিগের নিকটে কল্পিত, কিন্তু এখন উঁহাদের জ্বালায় যে তনু জর জর। তাহার পর কামের বিষয় বিচার করিতে বসিলাম, কাম স্ত্রীসম্ভোগে নিবারণ হয়, কিন্তু শুধু ফাঁকা বিচারে কি প্রকারে নিবারণ করা যাইতে পারে। কামের বিষয় চিন্তা না করিলেই কাম নিবারণ হয় বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলে চিন্তার নামই কল্পনা যিনি কোন বিষয় চিন্তা করেন না তিনিই এ জগতে সুখী। এই চিন্তা করিয়া মনকে একটু ভোগা দিয়া ভাবিলাম, এখন কামের বিষয় একবার বিচার করিয়া দেখি,— কাম চরিতার্থের (যাহাকে কাম নিবারণ কহে) নিমিত্ত বিবাহ, কিন্তু এই পৃথিবীতে অনন্ত লোক বিবাহিতা স্ত্রীতে, পরস্ত্রীতে ও বেশ্যাতে উপগত হইয়াও যখন তাহাদিগের মৈথুন ইচ্ছা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতে দেখিতেছি না, তখন বিবাহে কামের নিবৃত্তি ত হয় না। যদি তাহাদিগের কামলিপ্সা ভোগ নিমিত্ত নিবৃত্তি পাইত তাহা হইলে তাহারা প্রাণ ভরিয়া স্ত্রীসম্ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্য দশাতে আবার ইন্দ্রিয় প্রবল করিবার নিমিত্ত বাজীকরণ ঔষধি সেবন করে কেন? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম ভোগের দ্বারা বাসনা বৃদ্ধিই হইয়া থাকে তাহার পর ভাবিলাম বিবাহে দুঃখ অধিক, কি বিবাহ না করায় দুঃখ অধিক দেখা যাউক বিবাহ করিবার জন্য চিলের ভয়ে মুর্গি যেরূপ

বাচ্চাগুলিকে ডানা দিয়া ঢাকে তদ্রূপ ঘরের লক্ষ্মীকে ঢাকিবার নিমিত্ত বাড়ী, তাহার পর দাস দাসী, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং শ্যালক প্রভু প্রভৃতির বোঝা বাড়িল এই বোঝাই পলোয়ার (নৌকা বিশেষ) টানিবার নিমিত্ত অর্থরূপ গুণের আবশ্যক, তজ্জন্য গুণ টানা নেউরে মাঝী হইয়া, একেবারে পাড়ি দিলে পাছে ডুবি এই ভয়ে পাশে নদীর কূলে কূলে গুণ টানিতে টানিতে অল্প অল্প পাপ কর্ম্মের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়া শেষে পাপে হাবু ডুবু খাইতে খাইতে কালগ্রাসে নিপতিত, অমনিই বোঝাই পলোয়ার ডুবিয়া গেল আর গৃহদেবীও সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া হাসিতে হাসিতে মনের মত একখানি নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন ওদিকে গরিব পিতা মাতা চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইয়া পুত্র চিন্তা করিতে করিতে প্রেতলোকে গমন করিলেন। এই ত হইল বিবাহের ফল। এখন বিবাহ না করায় কি আছে দেখি, বলিয়া ভাবিতে বসিলাম প্রথমে ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা কাম নিবারণ হয়, তাহার পর ছেলে মেয়ের গু মুতের ন্যাকড়ার গন্ধের, নাকের পোঁটা মোছার, কাপড়ে হাগামোতার, দুধতোলার, ছেলেবওয়ার, মাগীর আঁতুড়ে ইত্যাদির গন্ধের, মুখ নাড়ার ও ইচ্ছার বিপরীত কর্ম্ম করার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এইরূপ অন্যান্য রিপু সকল ভোগের ও ত্যাগের সুখ দুঃখ বিচার করিয়া ত্যাগই মহৎ সুখের কারণ স্থির করিলাম তাহার পর ভাবিলাম ত্যাগই যদি পরম সুখ হইল তবে এই রিপু সকল চরিতার্থের নিমিত্ত এই যে অনন্ত পার্থিব সুখ দেখা যাইতেছে এ সকল সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? এই এক মহাসমস্যায় পড়িলাম

এই সমস্যা পূরণ করিতে না পারায় আমার মাথা চড়কগাছ কিছুকাল পাক খাওয়ার পর, মনে হইল ঈশ্বর দুইটি পথ সৃষ্টি করিয়াছেন উহাদের মধ্যে একটিকে আশ্রয় করিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেটির নাম নিবৃত্তি, আর অন্যটিকে আশ্রয় করিলে বারম্বার জন্ম মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহার নাম প্রবৃত্তি। তাহার পর নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সুখ দুঃখ বিচার করিতে বসিলাম বিবাহ না করাই সুখের হেতু যে হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহ করিয়া স্ত্রীর গোলামী ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়া সে যদি চুচুক উদগমনোন্মুখ তাল ফলের ন্যায় পীনোন্নত পয়োধর স্পর্শের সুখ এবং মুণ্ডপাতের নিমিত্ত রোহিত মৎস্যের মুণ্ড গিলিয়া ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করণানন্তর পাশবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিব মনে করিয়া পুনর্ব্বার নিগড় বদ্ধ না হইয়া নিজে যে নিয়তই কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছি চিন্তা করিয়া হৃদগত পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সুখী ও বুদ্ধিমান ভাই। আমি উহার মুখে ছাই দিয়া, এখন আমার জীবনের দায়িত্ব উদ্ধারের নিমিত্ত যত্ন করিতেছি সঞ্চিত ধন নষ্টের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আমি কাল কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলে আমাকে কেহই পরিত্রাণ করিতে পারিবে না এবং নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই বিবেচনা করিয়া যে ধন সঞ্চয় না করিয়া ধনের সদ্ব্যবহার করিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান। এইরূপে বিচার দ্বারা প্রবৃত্তি মার্গের সমস্তই সদোষ বিবেচনা করিয়া এবং জগতে কেহই সর্ব্বতোভাবে দুঃখের নিদানভূত পরের কথার সুখে সুখী হইতে পারে না দেখিয়া আমি অনর্থকর প্রবৃত্তির কার্য্য হইতে সতত দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে আহার না করিলে স্থূল শরীর থাকে

না তজ্জন্য ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী যাহা পাই তাহাই সেই অন্তর্যামী, যিনি অন্তর বাহিরে সর্ব্বদা সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন, সেই জগৎকারণ পরমপিতা পরমাত্ম স্বরূপ গুরুদেবে মন রাখিয়া কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্ম তাঁহাকে অর্পণ না করিয়াও অর্পণ করা হয়, এই গুরু আজ্ঞানুসারে তদ্গত হইয়া আহার করিয়া থাকি যে দিবস আহার করিবার সময় সেই পরমে মন রাখিতে না পারি সে দিবস ভাতের উপর একটু লবণ পাইলেই আমার আর আনন্দের সীমা থাকে না, তখন আমার মনে হয়, আমি অমৃত ভক্ষণ করিতেছি, কারণ আমার নির্দ্দিষ্ট আহারীয় তিলবক্ক ও তণ্ডুলকণা অপেক্ষা এই ভিক্ষালব্ধ অন্ন কোটি গুণে সুস্বাদু ও উপাদেয় আমি এখন সকল অবস্থাতেই আত্মাকে ধ্যান করিয়া সুখী হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি আর যখন প্রত্যহই মৃত্যুকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছি তখন আমার কষ্ট কিসের?

বিমল। যে দিবস মহাশয়ের দর্শন পাইয়াছি সেই দিবস হইতে আমার মনে হয় যে মহাশয় আমার সঙ্গে যাইয়া সাহরণপুরে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া হরিদ্বারে একটি মঠ করিয়া সেখানে তীর্থবাস করেন

অমিয় হাঁ ভাই। তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, আমারও তাহাই ইচ্ছা, কিন্তু গুরুদেব আমাকে পৃথিবীর সকলের সহিত মিত্রতা করিতে বলিয়াছেন, এই একটা গোল।

বিমল তাহা করিতে ত আমি মানা করিতেছি না

অমিয় স্বার্থত্যাগ না করিলে কাহারও সহিত মিত্রতা

হইতে পারে না ভ ই। স্বার্থের নিমিত্তই লোকের সহিত লোকের নকল মিত্রতা (শত্রুতা) জন্মিয়া থাকে তোমরা যাহাকে মিত্রতা বল সে প্রকৃত মিত্রতা নহে, তোমরা মিত্রতার ভাং করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাক যাহার সহিত একবার মিত্রতা হইয়াছে তাহার সহিত কি আর কখন শত্রুতা হইতে পারে? যেরূপ একখণ্ড মাংস আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে থাকিলে শ্বাপদগণ ও সলিলে থাকিলে মৎস্যাদিতে ভক্ষণ করে, তদ্রূপ ধনবান্ ব্যক্তি যেখানে থাকুক না কেন সর্ব্বত্রেই আক্রান্ত হয় কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরাপদ দেখিতে পাওয়া যায় না অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অতিকষ্টে অর্থরূপ শত্রুকে লাভ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশের কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না এই সকল দেখিয়া আমি অর্থ সংগ্রহে পরাঙ্মুখ। মঠের বিষয় যাহা বলিলে তাহাতে আমি রাজি আছি, কিন্তু গুরুদেব বলিয়া থাকেন, যাহারা প্রবৃত্তিমার্গে আছে তাহারা গুয়ের শুকনা পিঠ, আর যাহারা সাধু হইয়া বিষয়ভোগ কিম্বা বিষয়ভোগের বাসনা করে তাহারা গুয়ের থ্যাথেবড়ে (কাঁচ) পিঠ, এইজন্য মঠ করিতেও পারিলাম না

বিমল (লজ্জিত হইয়া) এই বিশ্বের উৎপত্তি কি প্রকারে হইতেছে?

অমিয় ব্রহ্মাণুর অধ্যাসে

বিমল অধ্যাস কাহাকে বলে?

অমিয়। গুরুমুখে অধ্যাসের বিষয় যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বলিলেন

বিমল মহাশয়, বুঝিতে পারিলাম না?

অমিয় প্রথমে দুইটি সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণু পরস্পর মিশিয়া একটি দ্ব্যণুক (দুই পরমাণুর সমষ্টি) হয় .ঐ দ্ব্যণুক স্থূল হওয়ায় উহাকে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণুর বিকাশ গুণ থাকে না ব্রহ্মাণু ও দ্ব্যণুক একধর্ম্ম না হওয়ায় মিশিতে পাবে না, তখন ব্রহ্মাণু বিকাশ গুণের দ্বারা জলে তৈল ভাসার ন্যায় দ্ব্যণুককে ঢাকিয়া ফেলে, তন্নিমিত্ত স্থূলাণু ব্রহ্মাণুর সমষ্টি ও ব্রহ্মাণুর দ্বারা আবৃত। ইহাকেই অধ্যাস কহে

বিমল। শাস্ত্রের মীমাংসা হওয়া বড়ই কঠিন, দেখুন, এক ঋষি বলিলেন দক্ষপ্রজাপতি ধর্ম্মকে দশটি কন্যা দান করিয়াছিলেন; ধর্ম্মের ঔরসে তাঁহাদের গর্ভে রুদ্র, বসু, বিশ্বদেব, সাধ্য ও বায়ু প্রভৃতি পুত্রগণ হইলেন আর এক ঋষি বলিলেন দক্ষ ধর্ম্মকে তেরটি কন্যা দান করিয়াছিলেন তাঁহাদের গর্ভে নর নারায়ণ প্রভৃতি তেরটি সন্তান উৎপন্ন হইলেন ইত্যাদি ঝুড়ী ঝুড়ী অসঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায়

অমিয় চিরদিন কুকুরছানা হইয়া থাকিলে একবার চোক ফুটাও তুমি কি এই নরলোকে থাকিয়া ব্রহ্মলোকের রূপ সকল দেখিতে ইচ্ছা কর? ধর্ম্ম যদি নরলোকের মনুষ্য হইতেন তাহা হইলে দক্ষ প্রজাপতির কন্যাগণের সহিত তাঁহার বিবাহ ও তাঁহাদের সন্তান সকল দেখিতে পাইতে কারণ ধর্ম্ম ও তাঁহার পুত্রাদি (গুণ সকল) এখনও রহিয়াছেন।

বিমল (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) মহাশয়! ইহার প্রকৃতার্থ কি?

অমিয় ভাই! সত্যলোকে ধর্ম্মাদিগুণ ও উঁহাদের শক্তি সকলের রূপ দর্শন হয়, কিন্তু নরলোকে তাহা হয় না। এই স্থূল

সবলোকে ধর্ম্ম ধর্ম্মের স্ত্রীগণের নাম এবং তাঁহারা যাঁহাদিগকে প্রসব করিয়া থাকেন সেই সকল লৌকিক শব্দের অর্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মাদি হস্ত পদাদি বিশিষ্ট প্রাণী নহেন, ঐ সকল গুণবিশেষ যাঁহাকে সেবা করে তাঁহারই নাম ধর্ম্ম, আর ঐ সকল গুণের শক্তি হইতে যে সকল গুণের উৎপত্তি হইয়াছে তাঁহারাই পুত্র সকল তপস্যার তারতম্যানুসারে সত্যলোকে কোন ঋষি প্রথমে ধর্ম্মের দশটি তাহার পর ধর্ম্মের তেরটি সরূপ গুণ দেখিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের স্ত্রীরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন আর কোন ঋষি একবারে ধর্ম্মের তেরটি গুণের বিষয় বলিয়া গিয়াছেন তপস্যা ও ইন্দ্রিয় সংযম না করিয়া শাস্ত্রার্থ করা আর ডাইন হাতে করিয়া— সমান ভাই! প্রথমে এ বিষয়ে আমারও মনের বড় গোল ছিল, তাহার পর যখন হইতে কিছু কিছু দেখিতে শুনিতে পাইতেছি তখন হইতে কতক কতক গোল মিটিতেছে শাস্ত্র প্রত্যক্ষের বিষয়, তাহার অর্থ অনধিকারী হইয়া নিজ বুদ্ধি দ্বারা করিতে গেলেই মুণ্ড ঘুরিয়া উঠে আরও শিষ্যদিগকে অধিকারী ভেদে বুঝাইবার জন্য অর্থাৎ গুরু এক শিষ্যকে এক বিষয়ের উপদেশ প্রথমে একরূপ দিলেন তাহার পর যেমন যেমন সেই শিষ্যের বুদ্ধি সূক্ষ্মে প্রবেশ করিতে লাগিল তেমন তেমন তাঁহাকে সেই বিষয়েরই অন্য রকম উপদেশ দিতে লাগিলেন যেমন প্রথমে ভগবান (কূটস্থ) অর্জ্জুনকে (জীবকে) ভগবদ্গীতার ২ অ ৪৭ শ্লোকে এক প্রকার; তাহার পর অর্জ্জুনের যখন সূক্ষ্মে প্রবেশ করিবার কিছু শক্তি হইল তখন ৬ অ ৪৪ শ্লোকে সেই বিষয়েরই আর এক প্রকার; তাহার পর ১৮ অ ৬০ শ্লোকে ঐ বিষয়েরই অন্য আর এক প্রকার

(৬ অ ১ শ্লোকে ও ১৮ অ ২ শ্লোকে) উপদেশ দিলেন। এই সকল কারণে গুরুর নিকট শুনিয়া ও ক্রিয়া করিয়া নিজে প্রত্যক্ষ না করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হইতে পারে না, এইজন্য লৌকিক সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বাহিরের লোকে অর্থাৎ যাহারা ইন্দ্রিয়সংযম ও তপস্যা না করে তাহারা শাস্ত্রার্থ করিতে যাইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিতেছে গুরুদেব এক দিবস বলিলেন, তুমি বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই রূপকের বিষয় লোকে যেরূপ বলিয়া থাকে পূর্ব্বে সেই রূপই বলিয়াছিলাম এখন তোমার সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিবার শক্তি হইতেছে তজ্জন্য প্রকৃত রূপকের বিষয় বলিতেছি শুন যতদিন এ দেশে আধ্যাত্মিক বিষয়ের আবিষ্কার না হইয়াছিল ততদিন অন্যান্য দেশের ন্যায় এ দেশেও পরস্পরের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য এক প্রকারের সঙ্কেত শাস্ত্র ছিল পরে ঋষিরা যখন আধ্যাত্মিক বিষয়ের (সনাতনধর্ম্মের) আবিষ্কার করিলেন তখন সংস্কৃত ভাষাও ক্রিয়ার কার্য্য অনুসারে ভিতরের শক্তি সকলের নামকরণ হইল পরে ঐ সকল নাম লোকে প্রচারিত হইয়াছে

বিমল। একবার বলিতেছেন শাস্ত্রে সমুদয় রূপক, প্রতিমূর্ত্তি পূজা নিম্নাধিকারীর পক্ষে, আবার স্থূলে অবতারের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও উড়াইয়া দিতেছেন কিন্তু ভগবদ্গীতার ১১ অ ৫১ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিলেন তোমার সৌম্যমানুষরূপ দর্শন করিয়া আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম ইত্যাদি।

অমিয়। ভাই তোমার কথায় এখন আমার হৃদয়ে যে প্রকৃত ব্রজের ভাব উথলাইয়া উঠিল বড় উত্তম প্রশ্নই করিয়াছ প্রথমে

শ্লোকের অর্থ শুন অর্জ্জুন (জীব) প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মে যাইয়া ভগবানের বিশ্বরূপ অর্থাৎ ভগবান্ বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া চিন্তহীন হইয়াছিলেন। তাহার পর গুণাতীত অবস্থা হইতে সত্ত্বগুণে আসিয়া ভগবানের মানুষরূপ (ঈশ্বর সকল প্রকার যোনিস্থ প্রাণীর লিঙ্গ শরীরে লিঙ্গ শরীরের উপযুক্ত হইয়া অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ যোনির অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মহীতলে ভ্রমণ করিতেছেন অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণাঃ পুরুষঃ পর্য্যটন্তি ইমাং মহীং) দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন ভিতরের বিষয় জানাই আমাদের সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য 'অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ, তিনি লিঙ্গ শরীর যোগে নিত্য হইয়া থাকেন; কিন্তু মূঢেরা সেই সর্ব্বকার্য্যসমর্থ, স্তবনীয়, মূলকারণ, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র হৃদয়স্থিত আত্মা কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না, তিনি জন্মাদিশূন্য, অতন্দ্রিত ও জগন্নিয়ন্তা; বিদ্বান্ ব্যক্তি (যোগী) তাঁহাকে জ্ঞাত হইয়া নির্ম্মল হন। ম। উ। প্রজা প। ৪৫ অ

বিমল রূপকের ভেদ একবার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে

অমিয়। ঋষিরা যোগবলে সূক্ষ্ম ও স্থূল সপ্তদশ লোক ভ্রমণ করিয়া স্থূলে স্থূল ও সূক্ষ্মে সূক্ষ্মরূপে সমস্তই আছে দেখিয়া তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন মৎস্যাদি অবতার চতুষ্টয় সত্যলোকের বিষয়, উঁহাদিগকে এই নবলোকের সহিত মিলাইলেই সর্ব্বনাশ

বিমল স্থূলে ও সূক্ষ্মে সপ্তদশ লোক কেবল ঋষিরাই দেখিয়াছিলেন এখন এত ভাব তাল সব বাহির হইয়াছে যাহা দ্বারা আকাশের কত কি প্রকাশ হইতেছে, কিন্তু ঐ সকল

যন্ত্র দ্বারা যখন স্থূল ও সূক্ষ্ম সপ্তদশ লোকের কিছুই জানা যায় না, তখন কি প্রকারে বিশ্বাস করি ?

অমিয় ভাই বিমল। আমিও তোমার মত গুরুদেবকে আলোচন করিয়া থাকি এখন একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি যাহারা এত ভাল ভাল যন্ত্র বাহির করিয়াছে বলিতেছ, সূক্ষ্মের বিষয় ত ছাড়িয়া দেও, এই পৃথিবীর উত্তরে যে বরফ রাশি আছে তাহা পার হইয়া যাইয়া সেখানকার বিষয় জানিবার কোন যন্ত্র তাহারা কি এ পর্য্যন্ত কিছু বাহির করিয়াছে ? আর ফুল ও গাছের শুক্রকীটে কি পদার্থ আছে যাহাতে ফুল ও গাছ, পাখীর শুক্রকীটে কি পদার্থ আছে যাহাতে পাখী, চতুষ্পদ দ্বিপদ ও অস্থিশূন্য জীবের শুক্রকীটে কি পদার্থ আছে যাহাতে ঐ সকল জীব, বানরের শুক্রকীটে কি পদার্থ আছে যাহাতে বানর আর তাহাদিগের শুক্রকীটে কি পদার্থ আছে যদ্দারা তাহারা উৎপন্ন হইতেছে, ইহা জানিবার উপায় এপর্য্যন্ত তাহারা কি কিছু বাহির করিয়াছে ? তবে পূর্ব্বকালে তোমাদের লৌকিক যাহা কিছু ছিল, বহুদিবস লোপ পাওয়ায় তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইতেছ না বলিয়াই তোমাদের নিকট ঐ সকল আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে যেরূপ এই একটী সৌরজগৎ দেখিতেছ, এইরূপ যে কত সৌরজগৎ আছে তাহার সংখ্যা নাই যদি তুমি ভিতর বাহিরের রহস্য জানিতে চাহ তবে জ্ঞান করিয়া পরস্পরের কৃপায় সমস্ত জানিও।

বিমল কি কারণে লোকে মিত্র পরিত্যাগ করে ?

অমিয় লোভ হেতু লোকে মিত্র পরিত্যাগ করে

বিমল লোকের দুর্জ্জয় শত্রু কে ?

অমিয়। ক্রোধ লোকের দুর্জ্জয় শত্রু

বিমল। কোন্ ব্যাধি অনন্ত ?

অমিয়। লোভ অনন্ত ব্যাধি

বিমল। আলস্য ও দান কাহাকে বলে ?

অমিয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য, আর প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান

বিমল। সদ্গতি কি ও কি উপায়ে উহা লাভ করা যায় ?

অমিয়। জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, আর ক্রিয়া দ্বারা উহা লাভ করা যায়।

"জনক কহিলেন মহর্ষে, ইহলোকে কোন্ পদার্থ শ্রেয়ঃসাধন সদ্গতি কি, কি কার্য্যের বিনাশ নাই ও কোন্ স্থানে গমন করিলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না ? পরাশর কহিলেন, সংসারে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়োলাভের মূল, জ্ঞানই উৎকৃষ্ট গতি, সৎপাত্রে দান ও তপশ্চর্য্যার বিনাশ নাই এবং অভয় প্রদান পূর্ব্বক অধর্ম্মপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইতে পারিলেই পরম স্থান লাভ হয় তাহা হইতে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই" ম শা মো ২৯৯ অ

বিমল। ব্রহ্মকে কি প্রত্যক্ষ করা যায় ?

অমিয়। "ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যেমন বিষয় সন্দর্শন করে, অভ্রান্ত ব্যক্তিরা তদ্রূপ অলৌকিক ব্রহ্ম পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন" ম শা মো ৩০৭ অ।

বিমল। সনাতনধর্ম্ম কি এবং কি নিমিত্তই বা উহা অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ?

অমিয়। সনাতন— বিষ্ণু বিষ্ণু শব্দে—প্রবেশ ও নির্গমনের

স্থান অর্থাৎ যে অণুর যোগ বিযোগে এই বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে সেই অণুই বিষ্ণু হইতেছেন যাহা অভাবে যাহা থাকে না তাহাই তাহার ধর্ম "ধারণ করেন বলিয়া, ধর্মের 'ধর্ম' এই নাম হইয়াছে ধর্মই মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া আছেন, ধর্মের দ্বারাই ত্রিলোক বিধৃত রহিয়াছে" ইত্যাদি বাল্মীকি রামায়ণ, উত্তরাকাণ্ড ৭১ সর্গ

ঐ বিষ্ণুকে যে শক্তি ধারণ করিয়া আছেন সেই শক্তিই সনাতনবিষ্ণুর ধর্ম তজ্জন্য বিষ্ণুর ধর্মকে সনাতনধর্ম কহে ঐ বিষ্ণু (ব্রহ্মাণু) সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন তন্নিমিত্ত সনাতনধর্ম সর্ব্বব্যাপী ও এক মাত্র নিত্য।

সনাতনধর্মশাস্ত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অসৎ ব্রহ্ম হইতে ক্রমে প্রকৃতি পুরুষ সহযোগে এই স্থূল অনন্ত বিশ্বসৃষ্টি, স্থূল ও সূক্ষ্ম ধর্ম ও ধর্মের প্রয়োজন, ব্রহ্মের মহিমা, দেবতাদিগের স্তব এবং স্তবের আবশ্যকতা, তাঁহাদিগের স্থান ও কর্ম, মনুষ্য এই সংসারে থাকিয়া কি প্রকারে ব্রহ্মে লীন হইতে পারে তজ্জন্য প্রবৃত্তি-মার্গে থাকিয়া নিবৃত্তির কর্ম করিবার নিয়ম সকল, সমাজের রীতিনীতি, মনঃস্থিরের উপায়, লক্ষণ ও শক্তি, অধিকারী ভেদে উপদেশ ও উপাসনার বিষয় ইত্যাদি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। সনাতন স্থূল ধর্মের সদাচারের কিয়দংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মপুস্তকে আছে তজ্জন্য সনাতনধর্মসমুদ্রের সহিত শুষ্ক গোষ্পদ চিহ্নের ন্যায় অন্যান্য ধর্মের তুলনা হইতেই পারে না। কোন কোন হাস্যাস্পদ পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদিগের ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তির বিষয় বলিতেছি শুন কোন ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম ঈশ্বর একটী মনুষ্যকে বলিয়াছিলেন কাহারও ধর্মপুস্তক কোন স্বর্গীয়

দূত আসিয়া পৃথিবীতে দিয়া গিয়াছেন কাহারও ধর্ম্ম দৈববাণী হইয়াছিল কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় উপরোক্ত বিষয় সকল হইয়াছিল কি না তাহা এখন [illegible] জানিবার কোন উপায় তাহাদের পবিত্র ধর্ম্মপুস্তকে দেখে না। আর সনাতনধর্ম্মে তখন মনঃস্থির হইলে যে সকল অলৌকিক শক্তি হইত ও ব্রহ্মের মহিমা উপলব্ধি হইত এখনও মনঃস্থির হইলে তাহাই হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধ সত্য ও তাহা নির্দ্দোষ সনাতনধর্ম্মের সহিত অন্যান্য অপ্রত্যক্ষ সদোষ মতের তুলনার কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। যদি সনাতনধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বিষয় না হইত তাহা হইলে সনাতনধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় [illegible] নষ্ট হইয়া পড়িত

---o---

পর দিবস প্রাতে অমিয় কুণ্ডের ধারে যাইয়া দেখিলেন কুণ্ডের জল হইতে গাঢ় সবুজ রং উঠিয়া গোলাপি রংকে নষ্ট করিতেছে। অনেকক্ষণ জলের রং পরিবর্ত্তন হওয়া দেখিয়া—

অমিয় বিমল, এখানে আর কিছু দেখিবার উপযুক্ত নৈসর্গিক বস্তু আছে কি?

বিমল আসুন, নিকটে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

উভয়ে পুনর্ব্বার একটা ছোট নদী পার হইয়া এক-পোয়া আন্দাজ চড়াই করার পর বিমল বলিল আপাততঃ এই বনের মধ্যে একটি ফোয়ারা আছে

অমিয় চলুন

উভয়ে ফোয়ারার নিকটে যাইয়া দেখিলেন ফোয়ারাটি এক-

খানি সমতল পাথরের মধ্যস্থল হইতে বাহির হইয়া বিশ বাইশ হাত ঊর্দ্ধ উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে সেখান হইতে পর্ব্বতের মূলদেশে নামিয়া দেখিলেন একটি তিন চারি হাত প্রশস্ত গোলাকার গর্ত্ত হইতে আধ হাত উচ্চ হইয়া অতিবেগে জল বাহির হইয়া নদীতে যাইয়া মিশিতেছে. সেখান হইতে দুইটি পর্ব্বত মধ্য দিয়া কিছুদুর যাইয়া দেখিলেন বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় দুই হাত উচ্চ একটি শ্বেত জ্যোতি বাহির হইতেছে বিমল ঐ জ্যোতির ৮ ১০ হাত দূরে একখানি পাথর তুলিয় জ্যোতি হইতে একটি কাটি জ্বালিয়া ঐ স্থানে দিবা মাত্র ঐ স্থান দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সেখান হইতে ২৫ ৩০ গজ চড়াইয়ের উপর একটি চতুষ্কোণ কুণ্ডের ধারে মশালের ন্যায় লাল জ্যোতি দেখিতে দেখিতে পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিলেন সেখানে একটি ৭ ৮ হাত প্রশস্ত কুণ্ডের পূর্ব্বদিক হইতে মহাবেগে (ভস্ত্রিকার) কামারের যাঁতার মুখ হইতে যে প্রকার আগুন বাহির হয়, সেইরূপ বেগে আগুন বাহির হইয়া কুণ্ডের অর্দ্ধেক জলের উপর পর্য্যন্ত আসিতেছে দেখিয়া —

অমিয়। বিমল। এই সকল দেখিলে কোন্ পাষণ্ডের [illegible] সেই পরব্রহ্মের দিকে না যায়। অতি আশ্চর্য্য. গুরুদেব এক দিবস বলিয়াছিলেন যে, এখানে অনেক দেখিবার জিনিষ আছে

বিমল একটু কষ্ট করিয়া এই পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত মহাশয়কে একবার উঠিতে হইবে

অমিয়। চল

তবে আসুন বলিয়া বিমল জঙ্গলের মধ্যে কিছুদূর যাইয়া গাছের মূল ও ডাল ধরিয়া এক পোয়া আন্দাজ সোজা উঠিয়া তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট (ছুঁচলা) পাথরের উপর দিয়া উঠিতে লাগিলেন

অমিয় (উঠিতে উঠিতে) এপ্রকার পাথরের উপর দিয়া আর কতদূর উঠিতে হইবে?

বিমল উপর পর্য্যন্ত

অমিয় অতি কষ্টে পর্ব্বতের উপর উঠিয়া দেখিলেন সম্মুখে নানা বর্ণের ফুলে সুশোভিত একটি গোলাকার উপত্যকা চারিদিকের পর্ব্বত হইতে ঝর ঝর শব্দে ঝরণার জল পড়িয়া উপত্যকাস্থ একটি ছোট নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া পর্ব্বত মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। ঐ ক্ষুদ্র নদীতীর কূলে একটি সাদা পাথরের মন্দিরের চূড়ায় একটি শ্বেত পাথরের ষাঁড় সম্মুখের এক পা দিয়া যেন মাটি খোঁটাইতেছে (মৃত্তিকা খনন করিতেছে) মন্দিরের রোয়াক চারি হাত উচ্চ, ঐ রোয়াকে উঠিবার নিমিত্ত, চারিদিকে চৌড়া সিঁড়ির উত্তর দিকের সিঁড়ি দিয়া রোয়াকে উঠিলেন। মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দুয়ার, মন্দিরের মধ্যে দক্ষিণ দিকের দুয়ারের সম্মুখে একখানি মারহাট্টা পেড়ে (মহারাষ্ট্রদেশের চৌড়া রেশমী পেড়ে কাপড়) ভিজা কাপড় শুকাইবার নিমিত্ত টাঙ্গান রহিয়াছে কাপড় খানি বাতাসে ঢেউউঠাভাবে উড়িতেছে ও ঐ ভিজা কাপড় খানি হইতে জলের টোপ (ফোঁটা, বিন্দু) সকল মন্দিরের মেঝেতে টোপে টোপে পড়িয়াছে ও ঐ কাপড়ের রেশমী পাড়ের কিনারায় আমিশা পড় পড় ভাবে স্থানে স্থানে জমিয়া রহিয়াছে।

অমিয়। আমাদের আগে কে আসিয়া এই কাপড় শুকাইতে দিল?

বিমল। কি জানি! মন্দিরমধ্যে চলুন

অমিয়। (মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া) কে যে দেখিতেছি আতপ চাউল ও শুষ্ক বিল্বপত্র দিয়া শঙ্করের পূজা করিয়াছে।

অমিয় ভক্তিভাবে শঙ্করের পূজা করিয়া বলিলেন, কৈ কোন লোকও ত দেখিতেছি না

বিমল। কাপড়খানির কিনারাটি (পাড়টি) কেমন উত্তম রেশমী কাজ করা

অমিয় কাপড়খানি নূতন (কাপড়ে হাত দিয়া, আশ্চর্য্যের সহিত) বিমল কাপড়খানি যে পাথর হইয়া গিয়াছে পরে আতপ চাউল ও শুষ্ক বিল্বপত্রে হাত দিয়া দেখিলেন তাহাও পাথর হইয়া গিয়াছে

অমিয় বিমল! বঙ্গদেশে বীরভূম জেলায়, শোণভদ্রে, উচেরা হইতে বাঙ্গা পাঙ্গা যাইতে পর্ব্বতে, নর্ম্মদানদীর তীরে, এবং হিমালয়ের অনেক স্থানে অনেক প্রকারের বস্তু পাথর হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু এরূপ কাপড় পাথর হওয়া এই প্রথম দেখিলাম কি ঈশ্বরের মহিমা! হে পিতঃ! হে অন্তর্যামিন্! তোমাতে সকলি সম্ভবে, তোমার নিকট অসম্ভব শব্দটী নাই যখন এই ভিজা কাপড়খানি বাতাসে ঢেউউঠাভাবে উড়িতেছিল সেই সময়েই কাপড়খানি পাথর হইয়াছিল, এখনও সেই ঢেউউঠাভাবটুকু সেই ভাবেই রহিয়াছে। বিমল দেখ দেখ ভিজা কাপড়খানির সুতার ফাঁক দিয়া অপর দিকের পর্ব্বত ও ফুলের গাছ সকল কেমন অস্পষ্ট (ঝাপসা ঝাপসা) দেখা যাইতেছে অথচ পাথরের কাপড়,

কি সুন্দর দৃশ্য আবার জলের টোপ গুলি কাপড়ের কিনারায় পড় পড় ভাবে আসিয়া কেমন পাথর হইয়া রহিয়াছে ও স্ফটিকের ন্যায় কেমন স্বচ্ছ দেখাইতেছে। এইরূপ কাপড় খানির প্রশংসা করিতে করিতে সেখানে শ্রান্তি দূর করিয়া বিমলের সহিত পুনরায় পর্ব্বতের মূলদেশে নামিলেন

ঐ স্থান হইতে একপোয় আন্দাজ দক্ষিণ দিকে যাইয়া একটি খড্ড হইতে বাষ্প উঠিতে দেখিয়া—

বিমল। মহাশয়! ঐ দেখুন উষ্ণ প্রস্রবণ হইতে ধুঁয়ের ন্যায় বাষ্প সকল উঠিতেছে উভয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের নিকটে যাইয়া।

বিমল। কুণ্ডের জল কেমন গরম দেখুন?

অমিয়। (জলে হাত দিয়া) উঃ! এ যে বিষম গরম

বিমল হাত দিয়া কি দেখিতেছেন বলিয়া, কাপড়ের পুঁটলি হইতে আটা বাহির করিয়া রুটী প্রস্তুত করিলেন ঐ রুটিগুলো ছাড়িয়া দিবা মাত্র রুটি জলে তলাইয়া গেল, কিছুকাল পরে ঘৃতে লুচি ভাসার ন্যায় রুটি জলের উপর ভাসিতে লাগিল পরে লাঠি দিয়া রুটি আনিয়া উভয়ে আহার করিলেন।

অমিয় (রুটি খাইতে খাইতে)। বিমল! বেশ সিদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু জলের দোষে কেমন একটা গন্ধ, নতুবা আমাদের দেশের আস্কে পিটার মত কতক হইয়াছে

আহারান্তে উভয়ে একখানি পাথরের উপর যাইয়া বসিলেন। পাথর খানির নীচে এক দিক দিয়া গরম ও অন্য দিক দিয়া ঠাণ্ডাজল আসিয়া মিশিয়া স্নানের উপযুক্ত গরম হইয়া যাইতেছে দেখিয়া—

অমিয় বিমল, বল ত এই জলে স্নান করি

বিমল মহাশয়! আমিও স্নান করিব। এই জলে ক্রমাগত এক মাস স্নান করিলে খোস, দাউদ, রক্ত অপবিকার ও নানারূপ ব্যাধি আরাম হয়।

অমিয় এখানকার সকলই আশ্চর্য্য এই জলে নানাপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয় পোরগ্রামের দক্ষিণ দিকের ঝরণার জলে অগ্নিমান্দ্য ও কাশ ভাল হয় বিমল! গ্রামের দক্ষিণের ঝরণার গোড়ায় আমি এক দিবস যাইয়া দেখিব উহ কিরূপ স্থান হইতে বাহির হইয়াছে, যাহার গুণে তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে গুরু দ্রব্যও জীর্ণ হইয়া যায় আর কিছু দেখিবার আছে?

বিমল কোন কথা না কহিয়া নিকটস্থ একটী কাঁকর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিলেন পাহাড়ে গাছ পালা কিছুই নাই, মধ্যে মধ্যে এক এক স্থান দুই তিন হাত চৌড়া ও এরূপ গভীর হইয়া ফাটিয়াছে যে তাহাতে উঁকি মারিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে অমিয় ঐ ঘোর অন্ধকার পূর্ণ গর্ত্তে একটা বড় কাঁকর ফেলিবামাত্র উহার মধ্যে নানা প্রকার গম্ভীর শব্দ হইতে হইতে কাঁকর নীচে চলিয়া গেল পরে উভয়ে পর্ব্বতে উঠিলেন পর্ব্বতের উপরে একটি প্রকাণ্ড কূপ উহার চতুর্দ্দিকে একটি তিন হাত চৌড়া পথ ঐ কূপের ব্যাস প্রায় ১৮।১৯ হাত। ঐ কূপ মধ্য হইতে জল অঙ্গার মিশ্রিত বায়ু হুস্‌ হুস্‌ শব্দে উঠিয়া কূপের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পাহাড়টিকে উচ্চ করিতেছে সেখান হইতে নিম্নে ৩০।৪০ ঘর লোকের বাস আছে এমন একটি বড় গ্রামে যাইয়া আহার করিলেন আহারান্তে চারি জন লোককে সঙ্গে লইয়া দেড় ক্রোশ আন্দাজ চড়াইয়ের উপর

একখণ্ড পাথুরে পাহাড়ের (যাহাতে মৃত্তিকার সম্বন্ধ নাই) গায়ে একটি গর্তের নিকট যাইয়া, বিমল তিন জন পাহাড়িয়াকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন। পাহাড়িয়ারা মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল দেখিয়া বিমল বলিলেন, যাও, সুন্দরদাসের নিকট হইতে বিশেষ পুরস্কার দেওয়াইব তখন তিন জন পাহাড়িয়া আপনি আপনি কাপড় হইতে যুগনিকাষ্ঠ (দেওদার কাষ্ঠের সারাংশ, তৈল অভাবে রাত্রিতে আলোর নিমিত্ত যাহা পাহাড়ে জ্বালিয়া থাকে) ও চকমকি বাহির করিয়া যুগনিকাষ্ঠ জ্বালিয়া গর্তে প্রবেশ করিল কিছুকাল পরে উহারা ফিরিয়া আসিলে—

বিমল সংবাদ কি ?

পাহাড়িয়ারা কোন ভয় নাই

তখন বিমল অমিয়কে সঙ্গে লইয়া গর্তের মুখে যাইয়া বসিলেন গর্তটা জমি হইতে ৩ হাত উচ্চে, পর্ব্বতের গায় গর্তের সম্মুখে পর্ব্বতের বাহিরে কোন কিছুর অবশিষ্টাংশ রহিয়াছে দেখিয়া—

অমিয়। এই সম্মুখে কি ছিল ?

বিমল। পর্ব্বতের অংশ ছিল। ঐ অংশে একখানি পাথর ছিল, আবশ্যক হইলে সেই পাথর খানি দিয়া এই গর্তের মুখ এমন ভাবে বন্ধ করা যাইতে পারিত, যাহাতে এই স্থানে যে গর্ত আছে অন্যে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিত না। গর্তের দুই হাত ভিতরে বাণলিঙ্গশিবের ন্যায় একখানি লম্বা গোল পাথর গর্তের মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছে বিমল বলিলেন, মহাশয়! হামাগুড়ি দিয়া যাইয়া ঐ গোল পাথরের গায়ে বুক দিয়া বসিয়া দুই হাত দিয়া ঐ পাথর আঁকড়াইয়া ধরিয়া, আস্তে আস্তে

দাঁড়াইয়া, কাইত হইয়া, বালিশে মাথা দেওয়ার ন্যায় ঐ পাথরের উপর মাথা রাখিবেন (পাথরের গা হইতে মাথা উঠাইলে পিছনের পাথরে মাথায় ধাক্কা লাগিবে) পরে দুই দিকের পাথরে দুই হাতের জোর দিয়া, ডাইন দিকে ঘুরিয়া ভিতরে যাইয়া, ঐ পাথরের আধ হাত নিম্নে বাঁদিকে বসিবার উপযুক্ত এক খানি পাথর আছে, সেখানে বসিয়া, যে ভাবে এখানে হামাগুড়ি দিয়া পাথর ধরিয়া যাইতেছেন, ভিতরে ঠিক এই ভাবে হামাগুড়ি দিয়া যাইয়া পাহাড়িয়াদের যুগনিকাষ্ঠের আলোয় সমস্ত দেখিতে পাইবেন। আমি যাহা বলিলাম তাহার অন্যথা করিবেন না।

অমিয়। বিমল! ভিতরে গোঁ গোঁ শব্দ হইতেছে কিসের?

বিমল। জলের শব্দ। মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি।

বাহিরের পাহাড়িয়াকে গর্ত্তের মুখে বিশেষ সাবধানে থাকিতে বলিয়া বিমলও ভিতরে প্রবেশ করিলেন। অমিয় বিমলের উপদেশ মত ভিতরে যাইয়া, বসিয়া, পাহাড়িয়াদিগের যুগনিকাষ্ঠের আলোয় নীচে নামিয়া দেখিলেন, চারি হাত আন্দাজ চৌড় হইয়া জল অতিবেগে পর্ব্বতমধ্যে চলিয়া যাইতেছে। ঐ জলের বাঁদিকে তিন পোয়া চৌড়া পথের উপর পাহাড়িয়ারা আলো লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের নিকট অমিয় নামিলে তাহারা অমিয়ের হস্তে প্রজ্বলিত যুগনিকাষ্ঠ দিল। পরে বিমল নামিলে তাঁহার হস্তেও ঐরূপ আলোক দিল। আলোক দেখিয়া বাদুড়ের ন্যায় বড় বড় চামচিকা উড়িতে উড়িতে ডানার বাতাস দিয়া বারম্বার আলো নিবাইয়া দিতে লাগিল। তখন সকলে একত্রে জলের

ধারে ধারে সেই অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে যাইতে, বিমল অমিয়কে বলিলেন, মহাশয়! মাথার পাগড়ি কসিয়া বাঁধুন যদি উপরকার পাথরে মাথায় ধাক্কা লাগে তবে পাগড়িতেই লাগিবে। সকলে ৮।১০ মিনিট যাইয়া বাঁদিকে একটী সিঁড়ি দিয়া ৮।১০ ধাপ উঠিয়া, ১৪।১৫ হাত লম্বা ও ৭।৮ হাত চৌড়া একটি রোয়াকের উপর যাইয়া বসিলে, অমিয় ঐ রোয়াকের তিনদিকে তিনটি লোহার দুয়ার লাগান তিনটি কুঠারির একটিতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহাতে ৭।৮ জন লোক অনায়াসে শুইয়া থাকিতে পারে। ভালুকের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে অনেকক্ষণ থাকিতে না পারিয়া, সেখান হইতে সকলে, নামিয়া পুনরায় জলের উপর দিয়া অতি কষ্টে যাইতে লাগিলেন। যত আগে যাইতে লাগিলেন তত জলের বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল পরে সকলে বাধ্য হইয়া এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া যাইয়া একটি পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন অন্ধকারে ভাল করিয়া দেখিবার নিমিত্ত অমিয় আপন মাথার উপর আলো ধরিলেন। পরে পুষ্করিণীর জলে একখানি পাথর ফেলিয়া দিবামাত্র গম্ভীর শব্দে জল ছিটাইয়া সকলের কাপড় ভিজিয়া গেল। সেখান হইতে সকলে ফিরিয়া গর্ত্তের বাহিরে আসিয়া ঝরণার ধারে ধারে চড়াই করিতে লাগিলেন। একস্থানে উঠিয়া অমিয় দেখিলেন প্রায় চারি পাঁচ শত হাত উপর হইতে একখানি স্ফটিকের চাদরের ন্যায় ঝরণার জল চল্লিশ হাত আন্দাজ চৌড়া হইয়া পড়িতেছে সেই জলের দক্ষিণে যাইয়া পাহাড়িয়ারা পর্ব্বতের গা ধরিয়া ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ঐ সময় বিমল অমিয়ের বুকে পাগড়ির একদিক বাঁধিয়া অপর

দিক একজন পাহাড়িয়ার হাতে দিলেন। পাহাড়িয়াবা (জগন্নাথ দেবকে রথে তোলার ন্যায়) উপর হইতে অমিয়কে টানিয়া তুলিতে লাগিল ; আর বিমল বাঁ হাত দিয়া পর্ব্বত ধরিয়া ও ডাইন হাত অমিয়ের পা রাখিবার নিমিত্ত পর্ব্বতের গায়ে দিয়া দিয়া উঠিতে লাগিলেন। অমিয় উপরে উঠিয় দেখিলেন পর্ব্বত ঢালুভাবে উপরে উঠিয়াছে; একটু এমন সমতল স্থান নাই যেখানে বসিয়া শ্রান্তি দূর করেন চারিদিক বরফে শাদা ধপ্ ধপ্। কোন দিকে তাকাইতে গেলে ঠাণ্ডায় চক্ষু দিয়া জল বাহির হয়। ঝরণার ধারের বরফের উপর দিয়া উপরে উঠা ভিন্ন উপরে উঠিবার আর অন্য কোনই উপায় নাই

বিমল এই ঝরণার ধারের বরফ দিয়া উপরে উঠিতে হইবে

অমিয় বাধ্য হইয়া সেই বরফের উপর দিয়া এক ক্রোশ আন্দাজ উপরে উঠিয়া একটি সমতল স্থান পাইয়া সেখানে শুইয়া পড়িলেন ; অন্যান্য সকলে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিল

অমিয় বিমল! এই স্থানটীতে বরফ নাই কেন ?

বিমল ঈশ্বরের মহিমা এখানে বরফ ছাড়া কোন স্থানই নাই, কিন্তু এই স্থানে সর্ব্বদা ঘূর্ণাবাতাস নিমিত্ত বরফ পড়িতে পায় না

সকলে শ্রান্তি দূর করিয়া আপন আপন কাপড় হইতে খাদ্য দ্রব্য বাহির করিয়া খাইতে লাগিল

অমিয়। (চুম্মা খাইতে খাইতে) বিমল! গর্ত্তের মধ্যে লোহার কবাট লাগান কুঠারি করিবার উদ্দেশ্য কি ? আর তুমি

গুহার মুখে থাকিয়া ভিতরের পাহাড়িয়াদিগকে 'সম্বাদ কি' জিজ্ঞাসা করিবারই বা কারণ কি ?

বিমল। শুনিতে পাই, মহারাজ আনন্দদেবের উটি গুপ্ত ধনাগার ছিল ঐ নিভৃত গুহার মধ্যে ভালুক থাকে। আজি কালি ভালুকের বাচ্চা হইবার সময় ঋতুসময়ে ও বাচ্চা হইলে ভালুকী অতিশয় হিংস্রকী হয়। আজি যদি ঐ গুহায় ভালুক থাকিত তাহা হইলে আমাদিগের সকলকেই বিপদগ্রস্ত হইতে হইত। আর আমরা গুহার মধ্যে থাকিতে থাকিতে যাহাতে ভালুক গুহায় প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য বাহিরে পাহারা রাখিয়াছিলাম। চলুন, এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে। সকলে চড়াই করিতে করিতে কূল কিনারা নাই এমন একটি হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলে—

বিমল। এই হ্রদ যে কত বড় তাহা কেহই বলিতে পারে না, কারণ অদ্যাবধি ইহার পর পারে কেহই যাইতে পারে নাই। ইহার ধারে ধারে এক পোয়া আন্দাজ যাইলেই রক্ত জমিয়া যায়। এখন এদিকে একটি আশ্চর্য্য দেখুন বলিয়া, ৫০ হাত আন্দাজ উপরে উঠিয়া একটি শাদা পাহাড়ের গায়ে হাত দিয়া বলিলেন এটি বরফ জমিয়া পাথর হইয়া গিয়াছে। মহাশয়কে একটি জিনিস দেখাইতে ভুলিয়াছি। মন্দিরমধ্যে যাহার কাপড় পাথর হইয়া গিয়াছে সেই ঋষির পাথরের দেহ মহাশয়কে দেখাইতে ভুলিয়া আসিয়াছি। ভূমিকম্পে তাহার উপর পর্ব্বত পড়ায় যদিও তাহাকে মানুষ বলিয়া চিনিবার উপায় নাই, তথাপি পায়ের এবং কোমরের কতকাংশ যাহা আছে তাহা দেখিলে সে যে মানুষের দেহ পাথর হইয়া রহিয়াছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না। আমাদিগের সম্মুখস্থ পর্ব্বতের উপর প্রাণিমাত্রেরই উঠিবার উপায় নাই, উঠিলেই রক্ত জমিয়া যায়।

অমিয়। দেখ বিমল! মানুষ পাথর হওয়ার কথা শুনিয়া আমার অহল্যার বিষয় মনে পড়িল।

বিমল। মহাশয়! অহল্যা পাষাণী হওয়ার রূপক ও অহল্যা শব্দের অর্থ কি ?

অমিয় গুরু মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা বলিতেছি শুন যে যোগী অণুর উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তিনি চিন্তা করিবামাত্র, যেরূপ জল বায়ুতে জীবাদি পাথর হয়, সেইরূপ জল বায়ু দ্বারা অহল্যা কেন, এই পৃথিবী পাথর করিতে পারেন। এক্ষণে ভিতরের রূপক শুন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ভিতরের, বাহিরের নহে মনরূপী অহল্যা নিজ স্বামী আত্মাকে ত্যাগ করিয়া জানিয়া শুনিয়া তত্ত্বের সুখে মোহিত হইয়া হৃদয়শূন্য পাথরের ন্যায় হইয়া আছে এই নিমিত্ত গুরুদেব সর্ব্বদাই বলেন, তোমাদের মত লোকের মন, মনই নহে, পাথর কারণ পাথরের হৃদয় নাই। অহল্যার বিষয় ও অহল্যা শব্দের অর্থ বাল্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ৩৫ সর্গে বিশেষ করিয়া লেখা আছে, দেখিও; তাহা হইলে আমার এই অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। এখন আমি যে জমাট বাধিয়া উঠিতেছি ?

বিমল যাহা বলিতেছেন তাহা অত্যুক্তি নহে। মহাশয় ত গরম দেশের লোক, আমার রক্তও যেন জমিয়া আসিতেছে। চলুন, এখন পোরগ্রামে যাওয়া যাউক

অমিয় বিমল এই কি আমোদের সময় ?

বিমল মহাশয় আমি আমোদ করিতেছি না, সত্য সত্যই বলিতেছি পথে যদি কোন বিঘ্ন না হয় তবে নিশ্চয় সন্ধ্যার পূর্ব্বে পোরগ্রামে যাইব

পরে সকলে অতিকষ্টে বরফের উপর দিয়া একটা বরফমণ্ডিত জোতের পার্শ্বে উঠিলেন। সেখানে পাহাড়িয়ারা কাপড় হইতে বড় বড় গোঁজ বাহির করিয়া বরফের গায়ে একটির পর একটি পুঁতিয়া উপরে উঠিবার পথ করিল সকলে সেই গোঁজ দিয়া উপরে উঠিয়া জোতের অপর দিকে যাইয়া দাঁড়াইলে, পাহাড়িয়ারা বরফের উপর একটি বড় গোঁজ পুঁতিয়া তাহাতে দড়া বাঁধিয়া নীচে ঝুলাইয়া দিল

বিমল মহাশয়, এই দড়া বহিয়া নীচে নামুন ঐ নীচেকার মেঘের দুই ক্রোশ নিম্নে পোরগ্রাম

এদিকে শীতে অমিয়ের হাত পা আড়ষ্ট, কথা কহিবার শক্তি নাই, কাঠের পুতুলের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন অমিয়ের ঐ অবস্থা দেখিয়া বিমল শশব্যস্তে অমিয়কে কোলে করিয়া বসিয়া থলি হইতে নাড়ু বাহির করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অমিয়ের মুখে দিতে লাগিলেন আর পাহাড়িয়ারা অমিয়ের পা ও হাত আপনাদের বগলে রাখিয়া গরম করিতে লাগিল দুইটি নাড়ু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া মুখে দেওয়ার পর অমিয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখের নাড়ু গিলিয়া ফেলিলেন। তখন পাহাড়িয়ারা বলিল আর ভয় নাই বিমল বলিলেন তোমাদের ও আমার গায়ের কাপড় দিয়া ইহার শরীর ঢাকিয়া ও আমার থলি হইতে পট্টি বাহির করিয়া ইহার দুই পায়ে জড়াইয়া দেও আধ ঘণ্টা পরে—

অমিয় বিমল যখন পাহাড়িয়ারা গোঁজ পোঁতে তখন আমার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া আমায় এক প্রকার অসহ্য যন্ত্রনা বোধ হইতেছে এই কথা তোমাকে বলিব মনে করিলাম কিন্তু পরক্ষণেই আর কথা কহিবার শক্তি থাকিল না তাহার পর কি যে হইল বলিতে পারি না। এক্ষণে শরীর গরম হইয়াছে, দড় বহিয়া নামিতে পারিব।

তখন পাহাড়ীয়ারা বলিল শীঘ্র শীঘ্র নামুন, যেরূপ আকাশ দেখিতেছি শীঘ্রই বরফ পড়িতে আরম্ভ হইবে। বিমল প্রথমে একজন পাহাড়িয়াকে নীচে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, যদি কোন প্রকারে অমিয়ের হাত শিথিল হওয়ায় হাত হইতে দড়া ছাড়িয়া যায় তাহা হইলে যাহাতে ইনি বরফে না পড়িয়া তোমার হাতের উপরে পড়েন তাহা করিবে পরে অমিয় দড়া বহিয়া ১৫ ১৬ হাত নীচে নামার পর বিমল নীচে নামিলেন, আর পাহাড়িয়া দড়া বহিয়া উপরে উঠিয়া দড়া টানিয়া লইল

বিমল মহাশয়! কেমন আছেন?

অমিয় কোন অসুখ নাই, তবে অতিশয় ক্ষুধা বোধ হইতেছে।

বিমল একটু নীচে নামিলেই খাইতে পাইবেন

অমিয় (কিছুদূর নীচে নামিয়া) বিমল আবার যে হাত-পা কেমন কেমন করিতেছে। বিমল (থলি হইতে লাড্ডু বাহির করিয়া) এইটি খাইলেই শরীর গরম হইবে, আর অল্প দূর নীচে নামিলেই বরফ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে সাবধানে নামিবেন, ভীত হইবেন না।

উভয়ে অতিকষ্টে একটি প্রশস্ত মাঠে নামিয়া দেখিলেন যে মাঠটি নানা বর্ণের ফুলে সুশোভিত, উপরে বরফাবৃত পর্ব্বত সেই মাঠে, ছাগল ও ভেড়ার পালের মধ্যে রাখালেরা ছাগল ও ভেড়া দুহিতেছে সেখানে দুগ্ধপান করিয়া সন্ধ্যার সময় পোরগ্রামে উপস্থিত হইয়া, বিমল মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, অমিয় আহারান্তে গুরুর নিকট এসব বৃত্তান্ত বলিলেন।

মহা। অদ্য গুহ হইতে লোক আসিয়াছে, পথে কোন স্থানে বরফ নাই গুহাতে যে অবশিষ্ট বরফ আছে ৪।৫ দিবসের মধ্যে গলিয়া যাইবে।

পর দিবস প্রাতে অমিয় তেতালার দুয়ার খুলিবা মাত্র—

মহা দেখ, যেন মৌমাছিতে কামড়ায় না

অমিয় চাক কোথায় আছে?

মহা। তেতালার পূর্ব্বদিকে যে ছোট দুয়ারটি আছে, ঐ দুয়ার খুলিলেই চাক দেখিতে পাইবে, কিন্তু অতি সাবধানে খুলিবে

অমিয় আস্তে আস্তে দুয়ার অল্প খুলিবা মাত্র ঘরে বুম্ বুম্ শব্দ হইতে লাগিল। অমিয় দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিলেন একখানি বড় মধুর চাকে বড় বড় মাছি বসিয়া ঐরূপ শব্দ করিতেছে অমিয় দুয়ার বন্ধ করিয়া উঠানে নামিয়া দেখিলেন দেয়ালের গায়ে ৪।৭টা ছিদ্রযুক্ত একখানা তক্তা লাগান রহিয়াছে। ঐ ছিদ্র দিয়া মৌমাছি সকল যাতায়াত করিতেছে

অমিয় রূপেশ্বরীর নিকট হইতে গুহার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া গুহায় পাঠাইতেছেন এমন সময়

রূপেশ্বরী আসিয়া মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বলিল, চাকে ৫ কলসি মধু হইয়াছে অমিয়ের জন্য দুই কলসি মধু গুহায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

বেশ। তোমার যাহা ইচ্ছা।

রূপেশ্বরীর আদেশে দুই ব্যক্তি তেতালার ছোট দুয়ারটি খুলিয়া চাকের মধ্যে দুইটি নল প্রবেশ করাইয়া, নল দুইটির অপর দিকে দুইটী কলসি দিয়া তাহার উপরে কম্বল ঢাকা দিল। তখন ছিদ্র দিয়া মৌমাছি বাহির হইয়া মধুর গন্ধে উড়িয়া আসিয়া কম্বলে বসিতে লাগিল চারি পাঁচ ঘণ্টা পরে ঐ লোক দুইটী দুই কলসি মধু লইয়া আসিল সমস্ত দ্রব্য গুহায় পাঠানর পর গুরু শিষ্য গুহায় যাইবার সময় রূপেশ্বরী মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া বলিল, এবার হরিদ্বারে কুম্ভের মেলা হইবে

নারায়ণ যাহা করিবেন তাহাই হইবে বলিয়া মহাপুরুষ অমিয়কে সঙ্গে লইয়া গুহাভিমুখে গমন করিলেন

